সোক্রাটীস

ভূমিকা

গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা

শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম্. এ., প্রণীত

প্রথম খণ্ড
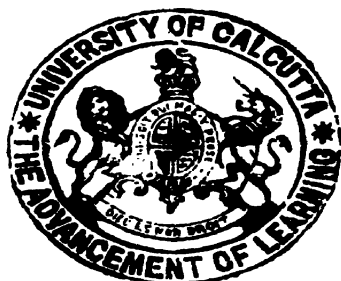
কলিকাতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯২২

মুখবন্ধ

সোক্রাটীস গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার একখানিও জীবনচরিত নাই। এই অভাব পরিপূরণের উদ্দেশ্যে সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই উপলব্ধি করিলাম, প্রস্তাবিত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ গ্রীকসভ্যতার একটা প্রাঞ্জল বিবরণ না থাকিলে সোক্রাটীস পাঠকগণের নিকটে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবেন না; কেন না, কোনও মহাপুরুষ যে দেশে ও যে কালে আবির্ভূত হন, এবং যে আবহাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার হৃদয়মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, তাহার সহিত পরিচয় বিনা আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি না, সুতরাং তৎপ্রতি সুবিচার করিতেও সমর্থ হই না। সোক্রাটীসের পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার মানস হইতেই গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার বিবরণ-সংবলিত এই দীর্ঘ ভূমিকার উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে এই জাতীয় কোনও পুস্তক থাকিলে আমি ভূমিকা লিখিবার আয়াস হইতে অব্যাহতি পাইতাম। কিন্তু গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে বঙ্গদেশে এ যাবৎ অতি অল্পই আলোচনা হইয়াছে। একমাত্র ৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "গ্রীক ও হিন্দু" নামক পুস্তকে উহার অনুশীলন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং নবীনতম ঐতিহাসিক গবেষণা লেখকের সিদ্ধান্তগুলির অনুকূল নহে; এবং গ্রীক সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তদুপরি, পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য, কারণ দ্বিতীয় সংস্করণের পরে উহা আর মুদ্রিত হয় নাই। গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার প্রামাণিক বৃত্তান্ত হয় তো শিক্ষিত সমাজে অনাদৃত হইবে না, এই আশাও আমাকে এই ভূমিকাপ্রণয়নে প্ররোচিত করিয়াছে। আমি ইহাতে প্রধানতঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক সভ্যতার স্থূল

বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছি; প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শতাব্দীর সভ্যতাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমি গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইতে পতন পর্য্যন্ত উহার ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস পাই নাই, যেহেতু তাহা আমার মুখ্য বিষয়ের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। সমগ্র গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইল; দ্বিতীয় খণ্ডে সোক্রাটীসের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশিত হইবে।

এই পুস্তক রচনায় আমি যে যে গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, পরিশিষ্টে তাহার একটা তালিকা দিলাম। আমি সাধ্যানুরূপ গ্রীক সাহিত্য হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছি। উহা হইতে বহুল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে; সেগুলির অনুবাদে আরিষ্টটল ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই মূলের অনুসরণ করিয়াছি। এক্ষেত্রে বাঙ্গলা ভাষায় আমার অগ্রবর্ত্তী কেহই নাই; সুতরাং এই পুস্তকে যে অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইবে, তাহা বিচিত্র নয়; আশা করি, প্রথম উদ্যম বলিয়া সুধীবর্গ সে সমুদায় মার্জ্জনা করিবেন।

আমি অধিকাংশ স্থলেই গ্রীক নামগুলির প্রকৃত উচ্চারণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি; এই জন্যই বিদ্যাসাগরপ্রবর্ত্তিত "সক্রেটিস" "সোক্রাটীস" রূপ ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজীতে গ্রীক জাতির ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে "আইস্খ্যূলস" প্রভৃতি নাম নিশ্চয়ই অদ্ভুত বোধ হইবে। কিন্তু আমি এবিষয়ে যে নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি, তাহা এই—যে গ্রীক নাম বাঙ্গলায় সুপ্রচলিত নহে, তাহার গ্রীক উচ্চারণ দিয়াছি; যথা "আইস্খ্যূলস"; যে গ্রীক নামের উচ্চারণ স্পষ্টই অবিশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ প্রদত্ত হইয়াছে; যেমন "সোক্রাটীস;" আর যে গ্রীক নাম ইংরেজী সাহিত্য হইতে বিকৃত উচ্চারণ লইয়া এ দেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইংরেজী উচ্চারণই গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে "প্লাটোন" না লিখিয়া "প্লেটো" লিখিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই নিয়ম পালন করিতে যাইয়া আমি সকল স্থলে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারি নাই; কিন্তু বৈদেশিক নাম-লিখনে সঙ্গতিরক্ষা অতি দুরূহ।

উৎসর্গ

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥

ঋগ্বেদ। ১০।৫৮।১০

"তোমার যে আত্মা এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।"

বিদেহিনি, আঠার বৎসর পূর্ব্বে এই যে অমৃতকল্প বৈদিক মন্ত্রে তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তুমি তাহা উপেক্ষা কর নাই। তোমার মরণজয়ী নির্ব্বাক্ প্রেমে পরিসিক্ত হইয়া তাই এই গ্রন্থ আজ তিমিরের অপর পারে তোমাকেই উৎসর্গ করিলাম।

এই পুস্তকে ললিতকলা সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় নাই; অনেকে ইহা একটা ত্রুটি বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ললিতকলা সম্ভোগ্য বস্তু হইলেও তাহার বর্ণনা সকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় না; আর উহা যথাযোগ্য বর্ণনা করিবার সাধ্যও আমার নাই। ভাস্কর্য্য গ্রীক জাতির অবিনশ্বর কীর্ত্তি। পাঠকগণ যাহাতে উহার কিঞ্চিৎ রসাস্বাদ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে গ্রীক দেবদেবীর দশখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের যেখানে শতাব্দী ও সন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহা খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। খৃষ্টাব্দগুলি স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটা প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় উহা উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের সময় উপস্থিত। এই পুস্তকের চিত্রগুলি অধ্যাপক ফার্ণেল-বিরচিত The Cults of the Greek States হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নিকটে আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। পারসীক ধর্ম্মের বিবরণ লিখিবার উপলক্ষে অধ্যাপক ইরাচ জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপোরবালা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; আমি এজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। সূরি-শিরোমণি অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুপরামর্শ দিয়া, এবং স্বীয় অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ জোগাইয়া আমাকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। পরিশেষে, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকর্ম্মা কর্ণধার শ্রুতকীর্ত্তি মাননীয় বিচারপতি স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমার যে মহোপকার করিয়াছেন, আমি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমার সংকল্প অবগত হইয়া তিনি কেবল পরম আনন্দের সহিত উহার অনুমোদন করিয়াই

জন্য অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন; এবং এই পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে দারুণ দুর্ভাবনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। চারুমুদ্রণ ও ছবি সমাবেশে "সোক্রাটীস" যাহাতে চিত্তাকর্ষক হয়, তৎপক্ষে তিনি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আমি তাঁহার সদাশয়তা কোন কালেই ভুলিতে পারিব না।

কলিকাতা,
১লা ভাদ্র, ১৩২৯

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

শিক্ষা-পদ্ধতি ৪১-৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার ৬৩-৯৬

পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম কণ্ডিকা

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

তৃতীয় কণ্ডিকা

চতুর্থ কণ্ডিকা

পঞ্চম কণ্ডিকা

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

সূচী

দ্বাদশ অধ্যায়

সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সোক্রাটীস

ভূমিকা

গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা

সোক্রাটীস্‌

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

গ্রীস

আসিয়া ও ইয়ুরোপ।

ইতিহাসের প্রথম অরুণোদয় হইতে আসিয়া ও ইয়ুরোপের বিরোধ কল্পিত হইয়া আসিতেছে; অথচ প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে এমত কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গাঁথিয়া রাখে নাই, যাহাতে ইহাদিগের আদানপ্রদানে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতে পারিয়াছে। ভৌগোলিকের দৃষ্টিতে উত্তর আসিয়া ও উত্তর ইয়ুরোপ একই মহাদেশের অন্তর্গত। চীন হইতে ডানিয়ুব নদী পর্য্যন্ত এক সহস্র যোজনব্যাপী প্রান্তর প্রসারিত রহিয়াছে; মার্মোরা সাগরের তীরে একে অন্যকে স্পর্শ করিয়াছে বলিলেই হয়; ইহার দুই মুখে দুইটী প্রণালী চিরদিন সুগম রাজপথের মত পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সখ্য-স্থাপন বা সংঘাতের সুযোগ প্রদান করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, যে ইয়ুরোপ আসিয়ার নিকটে কিছুই পায় নাই, বা কিছুই শিখে নাই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের

আলোচনায় জাতিগত আত্মম্ভরিতার উপদ্রবে যাঁহাদিগের বিচারবুদ্ধি বিকল হয় নাই, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সুদূর অতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, বাণিজ্য ও সভ্যতার যোগ অতি ঘনিষ্ঠই ছিল।

গ্রীসের অবস্থান।

ইয়ুরোপের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহার দক্ষিণভাগে তিনটি উপদ্বীপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পশ্চিমে আটলাণ্টিক সাগরপারে স্পেন ও পর্টুগাল; মধ্যে ইটালী, এবং পূর্ব্বে বাল্‌কান উপদ্বীপ; এই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ গ্রীস। এই দেশ ৩৬ তম ও ৪০ তম অক্ষাংশ এবং ২১শ ও ২৬শ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইল ও বিস্তার ১৮০ মাইল; পরিমাণ ফল বঙ্গ দেশের প্রায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। গ্রীসের উত্তর সীমায় অল্যুম্পস ও কাম্বুনিয়ান পর্ব্বতশ্রেণী এবং অপর তিন দিকে সমুদ্র।

নৈসর্গিক বৈচিত্র্য।

গ্রীস আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সাগরোপসাগর ও শৈলমালা এবং নদী, হ্রদ, উপত্যকা ও দ্বীপপুঞ্জের সমাবেশে অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। উত্তরে থেসালী প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় অল্যুম্পস, ওসা ও পীলিয়ন গিরি; পূর্ব্বে সুদীর্ঘ ঈয়ুবিয়া দ্বীপের পর্ব্বত সমূহ; থেসালী ও ইপাইরসের মধ্যস্থিত পিণ্ডস, এবং ইহারই বাহুস্বরূপ পার্ণাসস, হেলিকোন, কিথাইরোন ও আটিকার শৈলরাজি, এবং তৎপরে দক্ষিণে পেলপনীসসের গিরিবৃন্দ— উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশটি এই সকল পর্ব্বত দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে। হিমালয়ের সম্মুখে এগুলি বল্মীক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। নদী গুলিও আমাদের সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরীর তুলনায় কিছুই নহে। শীতান্তে, বসন্ত সমাগমে উহারা জলপূর্ণ থাকে, এবং গ্রীষ্মঋতু শেষ হইতে না হইতেই শুখাইয়া যায়। পেনেইয়স,

আখেলোয়স এয়ুইনস, আল্‌ফেইয়স, স্পার্খেইয়স এবং আথেন্সের নিকটবর্ত্তী কেফিসস ও ইলিসস—এই কয়টী নদী উল্লেখযোগ্য; ইহাদিগের মধ্যে আখেলোয়স সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; অধিকাংশই এমন শীর্ণকায়া ও স্বল্পতোয়া যে পদ্মার এক তরঙ্গেই তাহারা পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

গ্রীক নদীর তিনটী বিশেষত্ব স্মরণীয়। প্রথমতঃ, উহাতে নৌকা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, শীতকালে যখন উহা জলপূর্ণ হয়, তখন তাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য। তৃতীয়তঃ, উহার জল কর্দ্দমাক্ত ও অপেয়।

অবস্থানের বিশেষত্ব।

এই দেশের অবস্থানে তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

(১) প্রথমতঃ, সমুদ্র এই প্রায়োদ্বীপটীর গাত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুস্থলে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং করিন্থ-উপসাগর ইহাকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে; একটি সঙ্কীর্ণ যোজক দ্বারা ইহার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ যুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে দুইটি ফল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম ফল এই, যে এতদ্দ্বারা গ্রীসের উপকূলের দৈর্ঘ্য অনেক অধিক বাড়িয়া গিয়াছে; এবং যে সকল প্রদেশের অধিবাসীরা দেশের অভ্যন্তরে পার্ব্বত্যজীবন যাপন করিত, তাহারা সমুদ্রের সহিত পরিচিত হইয়া সুদক্ষ নাবিক হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। এই উপসাগরের জন্য গ্রীসের দক্ষিণাংশ পেলপনীসস উত্তরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বলিতে গেলে এক স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। আবার যদি এই যোজকটি না থাকিত, পেলপনীসস অর্থাৎ পেলপ্‌সের দ্বীপ যদি স্বীয় নামানুরূপ সত্য সত্যই একটী দ্বীপ হইত, তবে গ্রীসের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং উভয় পার্শ্বস্থিত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ সুগম ও সহজ হইয়া যাইত, এবং তাহাতে গ্রীসের ব্যবসা বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিত। গ্রীসের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাগের বিচ্ছেদ করিন্থ উপসাগর ও যোজকের দ্বিতীয় ফল।

(২) দ্বিতীয়তঃ, গ্রীস ও ক্ষুদ্রতর আসিয়ার মধ্যে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিও গ্রীসেরই অন্তর্গত; এগুলি এই দুই দেশের মধ্যে সেতু স্বরূপ থাকিয়া গ্রীক জাতির পক্ষে আসিয়ার সহিত আদান প্রদান জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মত সহজসাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। আথেন্স স্বদেশের পশ্চিম উপকূল বা অভ্যন্তরস্থ নগরসমূহ অপেক্ষা যবনদেশের অর্থাৎ আইওনিয়ার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। বস্তুতঃ, একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না, যে গ্রীসের মুখ আসিয়ার দিকে ছিল বলিয়াই প্রাচ্য জগতের প্রাচীন সভ্যতাদ্বারা গ্রীকেরা এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। গ্রীসের পশ্চিমেও অনেক দ্বীপ ও অনেক নিরাপদ বন্দর আছে; কিন্তু সে সকলের অধিবাসীরা শুধু বর্ব্বর ইটালীর সংস্রবে আসিত; এজন্য তাহারা চিরদিন জ্ঞান ও সভ্যতায় পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। পারস্যের সহিত সংঘর্ষে বিজয়ী হইবার ফলে যখন গ্রীকজাতির আত্মবোধ জাগ্রত হইল, তখন হইতে গ্রীস আসিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ইয়ুরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে পরিণত হইল; তাহার আগে উহা আসিয়ার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বই আর কিছুই ছিল না।

(৩) কিন্তু গ্রীস যে কেবল আসিয়ার নিকটে ঋণী, তাহা নহে; বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকার সহিতই তাহার সম্বন্ধ নিকটতর ছিল। গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট দ্বীপ; ক্রীট হইতে জলপথে মিসরে যাইতে অধিকদিন লাগে না।

আবহাওয়া।

প্রকৃতির লীলানিকেতন গ্রীসে শীত গ্রীষ্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শৈলোপরি শৈত্যপ্রধান স্থানের ও সমতল প্রদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলের তরুলতা যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে। এদেশের আকাশ নির্ম্মল ও মনোহর, দিবা শান্ত, রবিকরোজ্জ্বল, রজনী শীতল ও মধুর। এখানকার অধিবাসীরা দক্ষিণদিগ্‌ভাগের আরাম ও আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে, অথচ উদীচ্য ভূখণ্ডের জীবনপ্রদ প্রভাবে বঞ্চিত

হইতেছে না। এদেশ পর্ব্বতময়, কিন্তু পর্ব্বতগুলি কর্ষণোপযোগী, শস্পাচ্ছাদিত, গোষ্ঠে পরিপূর্ণ। ভূমি উষর না হইলেও নিতান্ত উর্ব্বরা নহে; প্রজাগণ কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়া উহা হইতে ফল শস্য লাভ করে। সমুদ্র উহাদিগের পরম বান্ধব; সমুদ্রই দেশ বিদেশ হইতে তাহাদিগকে অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য যোগাইতেছে। জলবায়ু ও ক্ষেত্রের গুণে তাহারা স্বভাবতঃই কর্ম্মঠ, দৃঢ়ব্রত ও সংযত হইয়া উঠিতেছে। সাগর ও ধরণী, শৈল ও সমভূমি, বারিপাত ও বর্ষণাভাব, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা, উত্তরে তুষারঝটিকা ও দক্ষিণে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এই সমুদায় বৈসাদৃশ্য জীব ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের সহিত মিলিত হইয়া জনগণের চিত্তকে নিয়ত সচেতন ও শ্রমোৎসুক করিয়া রাখিতেছে। গ্রীসের নৈসর্গিক দৃশ্যে যে সুমহৎ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই ফলে গ্রীক জাতির জীবনে কর্ম্ম ও আরাম, ভাব ও চিন্তা এবং দেহ ও আত্মার এমন অপরূপ মিলন ঘটিয়াছিল।

গ্রীসের ইতিহাসে নৈসর্গিক অবস্থার প্রভাব।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে গ্রীস পর্ব্বতসমাকীর্ণ, সুতরাং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। এই সকল প্রদেশের মধ্যে স্থলপথে যাতায়াত কঠিন ছিল, এজন্য গ্রীকেরা বাধ্য হইয়াই একটী অর্ণবচারী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা ও দুর্গমতা হইতে গ্রীসের উপকার ও অপকার দুইই হইয়াছিল। গ্রীস যদি বাঙ্গলার মত একটা বিস্তীর্ণ সমতল দেশ হইত, তবে পারসীকেরা উহা অনায়াসেই জয় করিতে পারিত; কিন্তু এই দুরতিক্রমণীয় গিরিরাজি বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষায় গ্রীকদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, একটা দেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রদেশে ব্যবচ্ছিন্ন হইলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, গ্রীক জাতি চিরকাল সেই কুফল ভোগ করিয়াছে। গ্রীকেরা রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন কালেই এক হইতে পারে নাই। তাহারা

চিরকাল এমন স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিল, যে ঘোর জাতীয় দুর্দ্দিনেও সমস্ত প্রদেশ আপন আপন স্বার্থ ভুলিয়া জন্মভূমিকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংপ্রভু পুরীই গ্রীকরাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ ছিল। স্ব স্ব প্রধান হইবার প্রবৃত্তির তাড়নায় এক একটা গ্রাম এক একটা রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইত। গ্রীসে প্রাধান্যপ্রিয়তা, ভেদবুদ্ধি ও বর্জ্জনপটুতা একেবারে চরমে গিয়া পহুঁছিয়াছিল। কাজেই রোমানেরা জ্ঞান ও সভ্যতায় গ্রীকদিগের অপেক্ষা হীনতর হইয়াও অক্লেশে তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে, যে গ্রীকজাতি কেবল গ্রীসদেশেই বাস করিত না। গ্রীস, উহার সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ, আইওনিয়া (Ionia) বা ক্ষুদ্রতর আসিয়ার উপকূল, আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থ কতিপয় জনপদ এবং সিসিলী দ্বীপ ও বৃহত্তর গ্রীস নামে অভিহিত ইটালীর দক্ষিণাংশ,—এ সকলই গ্রীক জাতির আবাসভূমি। পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী ট্রেবিজণ্ড (Trebizond) হইতে পশ্চিমে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী মার্সেল্স্ (Marseilles) পর্য্যন্ত আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে গ্রীকেরা বসতি করিত। জন্মভূমির সহিত ইহাদিগের শাসন সংক্রান্ত যোগ কিছুই ছিল না; কিন্তু তথাপি ইহারা আপনাদিগকে একজাতি বলিয়া জানিত। যে ঐক্যবন্ধনের গৌরবে ইহারা পরস্পরকে স্বজন বলিয়া অনুভব করিত, তাহার কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রীক জাতি

গ্রীস ও গ্রীক নাম।

সাগরচুম্বিতা, "শুভ্রতুষারকিরিটিনী", "ভুবনমনোমোহিনী" আমাদিগের এই জন্মভূমি সংস্কৃত সাহিত্যে কদাপি "হিন্দুস্থান" নামে উল্লিখিত হয় নাই, এবং ইহার অধিবাসীরাও আপনাদিগকে "হিন্দু" বলিয়া অভিহিত করিত না। এই বিজাতীয় নাম দুইটী বিজেতা মুসলমানদিগের দান। গ্রীস ও গ্রীক শব্দও তেমনি বৈদেশিকের রচনা। খৃষ্টীয় শকারম্ভের সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের থাল্‌কিস্‌, এরেট্রিয়া ও ক্যুমী, এই তিন নগরের কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া ইটালীতে ক্যুমী (Kume) নামক একটী উপনিবেশ স্থাপন করে; থীব্‌স্‌ প্রদেশের অন্তর্গত গ্রাইয়া (Graia) নামে এক নগণ্য জনপদের কতিপয় ব্যক্তি উহাদিগের সহিত যোগ দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ঐ নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লাটিনজাতি উহার প্রতিষ্ঠাত্রী পুরী তিনটীর কথা ভুলিয়া গিয়া নবাগত অধিবাসীদিগকে "গ্রাই-ঈ" (Graii) অর্থাৎ "গ্রাইয়াবাসী" নাম প্রদান করে। এই "গ্রাই-ঈ" হইতে "গ্রাঈকী" (Graeci), ও "গ্রাঈকী" হইতে "গ্রাঈকিয়া" (Graecia) শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। লাটিনেরা প্রথম পরিচয়কালে ভুল করিয়া এই বৈদেশিক জাতির একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশকে যে নামে আখ্যাত করিল, তাহাদিগের ভাষায় তাহাই ক্রমে সমগ্র জাতির অভিধানে পরিণত হইল। গ্রীস ও গ্রীক শব্দ শেষোক্ত দুইটী লাটিন শব্দের ইংরেজী রূপ।

গ্রীসের অধিবাসীরা স্বদেশকে "হেলাস" (Hellas) ও আপনাদিগকে "হেলেনীস" (Hellenes) বলিত। এই হেলাসও প্রথমে থেসালী প্রদেশস্থ একটী ক্ষুদ্র জনস্থানের নাম ছিল। কেন যে সমুদায় জাতিটা একটী সামান্য শাখার নাম ধারণ করিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কবি-কল্পনা। নামটী খুব প্রাচীন নয়। হোমারের মহাকাব্যে গ্রীকেরা আখাইঅই (Achaioi), আর্গেঅই (Argeoi) ও ডানাঅই (Danaoi) নামে পরিচিত।

গ্রীসের আদিম অধিবাসী।

গ্রীক ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যখন গ্রীসে আগমন করেন নাই, তখন পেলাসগস (Pelasgos) নামক এক জাতি গ্রীসে বসতি করিত। শুধু এই কথাতে আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য নির্ণীত হয় নাই। বিগত শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পারগামী আচার্য্য মোক্ষমূলর সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা গভীররূপে অনুশীলন করিয়া এই মত প্রচার করেন, যে এক আদিম আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিয়ার কোনও স্থান (somewhere in Asia) হইতে যাইয়া গ্রীস, ইটালী, জর্ম্মণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে; এই আর্য্যজাতিই ইয়ুরোপের শিক্ষাগুরু, এবং গ্রীক প্রভৃতি জাতি আর্য্যজাতি। কতকটা নৃতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব (Archaeology) ইত্যাদি বিদ্যার উন্নতি ও কতকটা জাতীয় গৌরব নিষ্প্রভ হইবার আশঙ্কা—এই দুই কারণে এই মতের বিরুদ্ধে সুধীসমাজে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী বাগ্‌বিতণ্ডার পরে সম্প্রতি উত্তেজনা এক রকম থামিয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারকেরা একটা ধ্রুব মীমাংসার দিকে না যাইয়া এক্ষণে বলিতেছেন, যে আর্য্য বলিয়া একটা জাতি ছিল কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়;

যদিইবা অঙ্গীকার করা যায়, যে ছিল, তবে তাহারা আসিয়া হইতে ইয়ুরোপে গেল, না ইয়ুরোপ হইতে আসিয়ায় আসিল, সে সমস্যা সমাধান করিবার কোনই উপায় নাই; অতএব একটা অসাধ্য সাধন করিতে যাইয়া বিবাদ করিয়া মরা বিজ্ঞজনের কর্ম্ম নহে। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে তবে বুঝি গ্রীকজাতির উদ্ভবও তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত চল্লিশ পয়তাল্লিশ বৎসরের অনুসন্ধানে উহাতে যে আলোকপাত হইয়াছে, তাহার ফলে, এই জাতি সম্বন্ধে এতকাল যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের সহিত গ্রীক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও এখন আর কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করেন না, যে শুধু ইহাতেই হিন্দু ও গ্রীকগণ পরস্পরের জ্ঞাতি বলিয়া প্রমাণিত হইল; আর গ্রীকেরা যে বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি নহে, তাহা এমন নিশ্চিত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে যাঁহারা মোক্ষমূলরের অতিবড় ভক্ত, তাঁহারাও এ বিষয়ে মনে লেশমাত্র সংশয় স্থান দিতে পারিতেছেন না। আমরা এই নির্দ্ধারণের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

ইয়ুরোপের তিনটী মূল জাতি।

নৃতত্ত্ববিৎ টপিনার্ড (Topinard) বলেন, "Race, in the present state of things, is an abstract conception, a notion of continuity in discontinuity, of unity in diversity. It is the rehabilitation of a real but directly unattainable thing." (Ripley's *Races of Europe*, p. 111)। ইহার মর্ম্ম এই। যুগযুগান্তরের সংমিশ্রণের ফলে এক্ষণে "জাতি" একটা মনঃকল্পিত ধারণায় পরিণত হইয়াছে। বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, এখন "জাতি" বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। যে বস্তুটী বাস্তবিক বর্ত্তমান, অথচ যাহা সাক্ষাৎ ভাবে আমাদিগের অধিগম্য নহে, "জাতি" তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা। উক্ত বাক্যটী মানিয়া লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহের

প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে অতি প্রাচীনকালে ইয়ুরোপে তিনটী মৌলিক জাতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জাতি নির্ণয়ের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

মস্তক, কেশ ও নাসিকার গঠন, শরীরের দৈর্ঘ্য, এবং কেশ, চক্ষু, ও ত্বকের বর্ণ জাতি নিরূপণের উপায়। এ গুলির মধ্যে মস্তকের গঠনই শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত। কপাল হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত উহার দৈর্ঘ্য, ও এক কাণ হইতে আর এক কাণ পর্য্যন্ত উহার বিস্তার। বিস্তৃতিকে দৈর্ঘ্য-দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফল একশতদ্বারা পূরণ করিলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা মস্তকের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। এই সংখ্যাটী আশীর অধিক হইলে মস্তক "আয়ত", পঁচাত্তরের কম হইলে "দীর্ঘ," এবং এই দুইয়ের মাঝামাঝি হইলে "মধ্যম" বলিয়া অভিহিত হয়। এই ভেদ অনুসারে মানুষের সংজ্ঞা, "আয়ত-শিরাঃ" (brachycephalic), "দীর্ঘ-শিরাঃ" (dolichocephalic), বা "মধ্যমশিরাঃ" (meso-cephalic)। চুলের গড়ন তিন প্রকার ; সম্প্রতি তাহাও জাতি নির্ণয়ের একটা উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। নাসিকা, দেহের উচ্চতা ও বর্ণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার কিছুই নাই।

এই সকল লক্ষণের সাহায্যে নিম্নতমস্তরে যে তিনটী জাতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে টিউটনিক (Teutonic) বা উদীচ্য (Nordic) জাতি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, কেন না, ইহার বংশধরেরাই এখন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। স্কাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ অর্থাৎ সুইডেন ও নরওয়ে এই জাতির আদিম বাসভূমি। ইহারা দীর্ঘশিরাঃ, উন্নতকায়, ও শ্বেতকান্তি ; ইহাদিগের নাক লম্বা, সরু ও শুকচঞ্চুর মত ; চক্ষু নীল বা ধূসরবর্ণ ; এবং কেশ পীত, পিঙ্গল বা কপিল। দ্বিতীয় জাতির নাম পার্ব্বত্য (Alpine) বা কেল্টিক (Celtic)। আসিয়ার অন্তহীন প্রান্তর ইহাদিগের উৎপত্তিস্থল। এই জাতির বর্ণ একটু মলিন ; ইহারা আয়তশিরাঃ, মধ্যমাকার, ও কিঞ্চিৎ স্থূলতনু, এবং ইহাদিগের চুল ও চক্ষুর রং অনুজ্জ্বল, কিংবা প্রথম ও তৃতীয় জাতির মাঝামাঝি। তৃতীয় জাতি মাধ্যসাগরিক (Mediterranean) বা আইবীরিয়ান্ (Iberian) নামে আখ্যাত।

স্মরণাতীত কালে ইহারা ভূমধ্যসাগরের চারিতীরে এবং উহার দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত। মার্কিনদেশীয় নৃতত্ত্ববিৎ রিপ্লী বলেন, ইহাদিগের আদি জন্মস্থান আফ্রিকা। (কোনও কোনও মতে আসিয়ার দক্ষিণ ভাগ।) টিউটনদিগের মত ইহাদিগের মস্তক দীর্ঘ, কিন্তু ইহারা শ্যামাঙ্গ; ইহাদিগের কেশ ও চক্ষু প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; এবং দেহ অপেক্ষাকৃত লঘু ও কৃশ। এই জাতির একশাখা অতি খর্ব্বকায়; এবং অন্য একশাখা মধ্যমাকৃতি।

রিপ্লীর মতে উদীচ্যজাতি এই তৃতীয় জাতি হইতে উদ্ভূত; ইহারা আদিনিবাস ত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপের উত্তর প্রান্তে যাইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এই তিনের মধ্যে আর্য্যজাতি কোন্‌টা? এ বিষয়েও বিস্তর মতভেদ আছে; এবং জর্ম্মণ ও ফরাসীর চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরোধটাকে আরও পাকাইয়া তুলিয়াছে। জর্ম্মণীর অধিবাসীরা টিউটনিক জাতীয়; জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, যে টিউটনেরাই খাঁটি আর্য্য। ফরাসী জাতি কেল্টদিগের প্রতিনিধি; ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জর্ম্মণীর দাবী উড়াইয়া দিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, যে আর্য্য বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার অধিকার এক তাঁহাদিগেরই আছে। মধ্যস্থ মার্কিন লেখকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে "আর্য্য" শব্দ কতকগুলি ভাষার প্রতি প্রযোজ্য; উহাতে কোনও জাতি বুঝায় না। মোক্ষমূলরও জীবনের অপরাহ্নে একথা মানিতেন। কিন্তু সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণ, স্লাভোনিক প্রভৃতি আর্য্য ভাষার আদিস্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে আবার শত মুনির শত মত। সুমেরু হইতে পারস্যোপসাগর, ও হিন্দুকুশ হইতে নরওয়ে পর্য্যন্ত এমত কোন দেশ নাই, যাহার পক্ষে খ্যাতিমান্ পুরাতত্ত্বজ্ঞেরা লেখনী ধারণ না করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলির মধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য নৈকট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মূলে একটা ভাষা থাকা খুবই সম্ভব; এবং যদি এই অনুমান ঠিক্ হয়,

তবে ঐ ভাষা বলিবার একটা জাতিও নিশ্চয়ই ছিল। সে জাতি আসিয়া, ইয়ুরোপ বা আফ্রিকা, যেখানেই আবির্ভূত হউক না কেন, সেজন্য ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই। এখানে বলা কর্ত্তব্য, যে সম্প্রতি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই মত আবার সমাদৃত হইতেছে: এক্ষণে অনেকেই প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক ভারতবাসীর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করেন। যাক্, আমরা এখন গ্রীক জাতির কথা বলি।

গ্রীকেরা বর্ণসঙ্কর।

মানুষ যখন ধাতু আবিষ্কার করে নাই, প্রস্তরের সাহায্যে কাজ কর্ম্ম চালাইত, সে কত কাল পূর্ব্বের কথা ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন, সেই প্রস্তরযুগে গ্রীসের দক্ষিণাংশে ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে একটী অনার্য্য জাতি এবং উত্তরে থেসালী প্রদেশে একটী আর্য্য জাতি বাস করিত। প্রথমটী দক্ষিণদেশীয় মাধ্যসাগরিক ও দ্বিতীয়টী উত্তরদিক্ হইতে আগত আখাইয়ান (Achaian) নামে খ্যাত। ইহার কয়েক হাজার বৎসর পরে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, ইপাইরস (Epirus) প্রদেশের অন্তর্গত থেস্প্রোটিয়া নামক জনপদ হইতে আর্য্যজাতির একটী শাখা গ্রীস জয় করে ; ইহারাই গ্রীক ইতিহাসের পেলাসগস জাতি : ইহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ডানিয়ুব নদীর নিকটবর্ত্তী কোনও দেশের অধিবাসী ছিল। (কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে পেলাসগসেরাই পূর্ব্বোক্ত অনার্য্য মাধ্যসাগরিক জাতি।) ইহারা লৌহের ব্যবহার জানিত, সুতরাং সহজেই সমগ্র গ্রীস জয় করিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু ইহারাও দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই ডোরিয়ান (Dorian) নামক আর্য্যজাতির একটী ক্ষুদ্র কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শাখা উত্তর হইতে বিপুল জনবল লইয়া গ্রীসে উৎপতিত হয়, এবং সমুদায় দেশ বিধ্বস্ত করিয়া পরিশেষে পেলপনীসসে যাইয়া নব নব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

যে জাতি হেলেনীস নামে আপনাদিগের পরিচয় দিত, এবং ইতিহাসে যাহাদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা অনার্য্য মাধ্যসাগরিক এবং আর্য্য আথাইয়ান, পেলাসজিয়ান ও ডোরিয়ান জাতিসমূহের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত। যাহারা উত্তর কালে দৈহিক সৌন্দর্য্যে জগতে অতুলনীয় ছিল, তাহাদিগের ধমনীতে কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামাঙ্গ আফ্রিকাবাসীর শোণিত প্রবাহিত হইত, ইহা একটা মনে রাখিবার বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রীক জাতির একত্ব

ইতিহাসের জন্মদাতা হীরডটস লিখিয়াছেন, সালামিসের জলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট্ ক্ষয়র্ষ (Xerxes) যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং গ্রীস শত্রুর কবল হইতে নিস্তার পাইল, তখন আথীনীয়েরা বা স্বার্থান্ধ হইয়া পারসীকদিগের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার উদ্দেশ্যে স্পার্টানেরা আথেন্সে কতিপয় দূত পাঠাইয়া দিল। আথীনীয়েরা এই অমূলক আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে দূতদিগকে বলিল, "জগতে যত ধনরত্ন আছে, ধরাতলে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও সুশোভন যে দেশ আছে, তাহা পাইলেও আমরা জন্মভূমিকে দাসত্ব নিগড়ে বাঁধিবার জন্য পারসীকদিগের সহায়তা করিব না; কেনই বা করিব? প্রথমতঃ, তাহারা আমাদিগের মন্দির ও দেবপ্রতিমাগুলি ভস্মসাৎ করিয়াছে। আমরা যথাসাধ্য তাহার প্রতিশোধ লইব। তৎপরে গ্রীকেরা একই বংশের সন্তান; আমাদিগের দেহে একই শোণিত সঞ্চালিত হইতেছে; আমাদিগের ভাষা এক; আমরা একই মন্দিরে একই দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকি; আমাদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার একরূপ; আমরা কখনও এই সমুদায় ভুলিয়া গিয়া স্বদেশের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে পারিব না।" গ্রীক জাতি রাষ্ট্র সম্পর্কে চিরকাল বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও কোন্ নিগূঢ় যোগে পরস্পরকে আ নার জন বলিয়া অনুভব করিত, হীরডটসের সর্ব্বশেষ বাক্যে তাহা সূচিত হইয়াছে। এই বাক্যটীর মূলে যে তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা পরিস্ফুট করিয়া

প্রকাশ করিলেই গ্রীক জাতির একত্ব কোথায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব, আমরা এই যোগসূত্র নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গ্রীক জাতির এই বন্ধনের মূলে আমরা এই কয়েকটী সূত্র বা উপায় দেখিতে পাই। (১) এক নাম; (২) এক বেদ; (৩) ডেল্‌ফির দেব-মন্দির; (৪) ধর্ম্ম-পরিষৎ (Amphictyones); (৫) জাতীয় উৎসব চতুষ্টয়; (৬) স্থানীয় বা প্রাদেশিক উৎসব।

(১) জাতীয় নাম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রীকেরা আপনাদিগকে হেলেনীস বলিয়া অভিহিত করিত। *ঐতিহাসিক কুলাগ্রগণ্য থোকিডিডীস (Thoukidides) বলেন, নরপতি হেলীনের নাম হইতে এই* জাতীয় নাম ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কথাটার ভিত্তি কিছুই নাই; কিন্তু গ্রীকেরা যথার্থই বিশ্বাস করিত, তাহারা একই পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। সুতরাং এই হেলেনীস নাম তাহাদিগের বড় আদরের, বড় গৌরবের নাম ছিল। কৃষ্ণ সাগরের পরপারে, আফ্রিকার উত্তরপ্রান্তে, বা পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে—তাহারা জন্মভূমি হইতে যত দূরেই বাস করুক না কেন, এই নামে তাহাদিগের হৃদয় তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিয়া উঠিত।

(২) গ্রীক জাতির বেদ।

হোমারের ইলিয়াড ও অডীসী গ্রীক জাতির বেদ। এই দুই খানি মহাকাব্য আথেন্স বা স্পার্টা, আর্গস, করিন্থ বা থীবসের নিজস্ব নহে; ইহা জাতীয় সম্পত্তি, গ্রীকদিগের ঐক্যবন্ধনের পরম সহায়। ইলিয়াডে গ্রীস ও ট্রয়ের, প্রাচী ও প্রতীচীর, যে মহা সমর বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই গ্রীক জাতির সমবেত প্রচেষ্টার প্রথম দৃষ্টান্ত; উহাতে উহার সমুদায় শাখার স্বদেশ-প্রীতি ও বীরত্বের কাহিনী

মনোমোহিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়া মরজগতে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে। হোমার আপনার অতুল তুলিকায় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বীরযুগের যে অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া গ্রীকেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত, স্বজাতির গৌরবে উদ্‌বুদ্ধ হইত, পরস্পরকে ভাই বলিয়া প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিত।

আমরা যে হোমারের মহাকাব্য দুইখানিকে গ্রীক জাতির বেদ বলিয়া আখ্যাত করিলাম, তাহাতে পাঠকগণ ভুল বুঝিবেন না। গ্রীকদিগের কোনও অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্র ছিল না।

(৩) ডেল্‌ফির দেবমন্দির।

হীরডটস বলিয়াছেন, গ্রীক জাতির ধর্ম্ম এক। ধর্ম্ম জাতীয় একতার প্রাণ। আমরা পরে গ্রীক ধর্ম্ম সবিস্তার বর্ণনা করিব; এস্থলে ডেল্‌ফির দেবমন্দিরের সংস্রবে যতটুকু প্রয়োজন, তাহাই বলা যাইতেছে।

পার্ণাসস পর্ব্বতের পাদদেশে, কাষ্টালিয়া নামক পবিত্র নির্ঝরিণীর অনতিদূরে ডেল্‌ফিগ্রামে আপলো দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামটীর নৈসর্গিক অবস্থান এমন অপূর্ব্ব, যে উহা দেখিলে এখনও ভ্রমণকারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে পরিপূর্ণ হয়। ঐ মন্দিরে অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি এক খণ্ড প্রস্তর ছিল; উহার নাম "নাভি" (Omphalos); গ্রীকেরা বলিত, উহাই পৃথিবীর নাভি বা কেন্দ্র। দেবরাজ জেয়ুসপ্রেরিত দুইটী গরুড় পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে যাত্রা করিয়া এই স্থানে মিলিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ প্রস্তরখানির পার্শ্বে দুইটী সুবর্ণ গরুড় স্থাপিত ছিল। ডেল্‌ফি পৃথিবীর কেন্দ্র হউক বা না হউক, উহা যে বাস্তবিকই গ্রীক জাতির মিলনের কেন্দ্র ছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। দেশ দেশান্তর হইতে গ্রীকেরা জীবনের সকল সমস্যা ও সঙ্কটে দৈববাণীর কামনায় ঐ মন্দিরে আগমন করিত। উহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে একটী গহ্বর ছিল; ঐ গহ্বরের মুখে একখানি ত্রিপদের উপরে বসিয়া পীথিয়া (Pythia) নামে অভিহিতা আপলো দেবের সেবিকা এক নারী দৈববাণী উচ্চারণ করিতেন,

"শুদ্ধচেতাঃ" (hosioi) নামক পুরোহিতগণের একজন নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহা লিখিয়া লইতেন, পরে উহা কবিতাকারে গ্রথিত হইত। লোকে কেবল আপন আপন ইষ্টানিষ্টে দৈববাণী প্রার্থনা করিত, তাহা নহে ; গ্রীসের কোন রাষ্ট্রই পূর্ব্বে আপলো দেবের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া বিধি-প্রণয়নে বা উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইত না। এই দেবতাই বৃহত্তর গ্রীসের প্রতিষ্ঠাতা। যখন তখন দৈববাণী প্রার্থনা করা অবৈধ ছিল। বিশেষ বিশেষ দিন বাণী শ্রবণের অনুকূল বলিয়া গণ্য হইত ; তন্মধ্যে মাসের সপ্তম দিন সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল। বাণীপ্রার্থীকে সর্ব্বাগ্রে আপলোর পূজা করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত ; বলির পশুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যাইত, দেবতা প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

যে নারী প্রবক্তার পদে অভিষিক্ত হইতেন, তাঁহার সম্বন্ধে শুধু এই নিয়ম ছিল, যে তিনি ডেল্‌ফিবাসী স্বাধীন পিতামাতার সন্তান হইবেন ; তাঁহার বংশ, সামাজিক মর্য্যাদা বা শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই দেখা হইত না। তবে তাঁহার জীবনে কোন কলঙ্ক নাই এবং তিনি শুচী ও পূজার অধিকারিণী, এই দুইটি গুণ না থাকিলে চলিত না। প্রবক্তাকে এক কালে কুমারী-জীবন যাপন করিতে হইত ; পরে এই বিধি প্রবর্ত্তিত হয় যে, যে নারী অনূঢ়া ও যাঁহার বয়স পঞ্চাশের অধিক হয় নাই, তিনি প্রবক্তা হইতে পারিবেন না। প্রৌঢ়া হইলেও প্রবক্তাকে কুমারীর বেশে থাকিতে হইত। ত্রিপদে বসিবার পূর্ব্বে তিনি যথাবিধি এই পবিত্র ও বিপদ্‌সঙ্কুল কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতেন। লরেলপত্র চর্ব্বণ ও এক অন্তঃ-সলিলা নির্ঝরিণীর জলপান প্রভৃতির সহায় ছিল। যে কারণেই হউক, ত্রিপদে বসিলে প্রবক্তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত, সুতরাং তখন তিনি কি বলিতেন, না বলিতেন, সে বিষয়ে তাঁহার কোন বোধ বা দায়িত্ব থাকিত না। প্রবক্তা যে ভণ্ডামি করিতেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই ; কিন্তু তাঁহার অস্ফুট ধ্বনি ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া পুরোহিতেরা যে আপনাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জ্জন দিতেন, এমন কথা কে বলিতে পারে ? অনেক সময়ে নিরক্ষরা প্রবক্তা তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল বই আর কিছুই ছিলেন না।

কেহ দেবতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার এমত উত্তর দিতেন, যে উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণের জন্য প্রশ্নকর্ত্তাকে অনেক ভাবিতে হইত; এবং যদি দৈববাণী সফল না হইত, সে অনায়াসেই এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত, যে সে বাণীটীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু দৈববাণী পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইলে দেবতার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির লাঘব হয়, এই জন্য পুরোহিতেরা গ্রীসের যাবতীয় ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন। ডেলফিতে নিত্য নানা প্রকার লোকের সমাগম হইত; এবং মন্দিরে যে নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইত, তাহাতে সচ্ছন্দে তাঁহাদের দিন চলিয়া যাইত; সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রীক রাষ্ট্র সমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সূক্ষ্মরূপে জানিবার ও পর্য্যালোচনা করিবার প্রচুর সুযোগ ও অবসর ছিল। এমন বিষয় ছিল না, যে সম্বন্ধে লোকে আপলো দেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিত। আর, তাঁহার খ্যাতি শুধু গ্রীকদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; দূর দূরান্তরের বৈদেশিক জাতিরাও বাণীর ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে উপনীত হইত। পুরোহিতেরা যদি দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর সম্যক্ পরিচয় না রাখিতেন, এবং লোকচরিত্র অধ্যয়নে সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ না হইতেন, তবে এত দীর্ঘকাল দৈববাণীর সমাদর অব্যাহত থাকিত না। কিন্তু তাঁহারা গ্রীসের কোনও মহতী জাতীয় প্রচেষ্টা উদ্বোধিত করেন নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা নব উদার রাষ্ট্রনীতিও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

নীতি ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ডেলফির প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। তথায় মন্দিরের দ্বারদেশে যে সাতটী বাক্য লিখিত ছিল, তাহা গ্রীক জাতির চরিত্র-গঠনে চিরকাল সাহায্য করিয়াছে। ঐ বাক্যগুলির মধ্যে "γνωθι σεαυτον"—আত্মানং বিদ্ধি (আপনাকে জান), এবং "μηδεν αγαν"—সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্ (বাড়াবাড়ি ভাল নয়), এই দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয়। চরিত্রের যে সংযম ও সামঞ্জস্যের জন্য গ্রীকেরা জগতে অমর হইয়া রহিয়াছে, তাহা এই বাক্য দুইটীতে সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে। ডেলফির পুরোহিতগণের অনুমোদন ভিন্ন কোনও বীর বা নূতন দেবতা গ্রীক জাতির পূজা পাইতেন না। ইঁহাদিগের আনুকূল্যেই

ডিওনীসসের পূজা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়। জেয়ুস সর্ব্বোপরি প্রভু; আপলো তাঁহার প্রবক্তা মাত্র, এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া তাঁহারা বহুদেব-বাদের মধ্যে লোকচিত্তে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগাইয়া রাখিতেন। সঙ্কল্পিত দুষ্কর্ম্মে দেবতা সহায় হইবেন কিনা, এই পরীক্ষা করা, আর ঐ দুষ্কর্ম্ম করা একই কথা; ধনীর সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ শত বৃষবলি অপেক্ষা গরিবের তণ্ডুলমুষ্টি আরাধ্য দেবতার নিকটে অধিক আদরণীয়; যাহার চিত্ত পবিত্র, মঙ্গলবারি স্পর্শ করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পাপাসক্ত ব্যক্তি সমুদ্রে অবগাহন করিলেও তাহার মলিনতা ধৌত হইয়া যায় না; সজ্জনের নিকটে দেবমন্দিরের দ্বার সদা উন্মুক্ত; তাঁহার পক্ষে বাহ্য শৌচ নিষ্প্রয়োজন, কেন না, ধর্ম্মে কখনও মালিন্যের দাগ লাগে না। এই সকল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ডেলফি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। জর্ম্মণ ঐতিহাসিক কুর্টসীয়স (Curtius) বলেন, এক কালে পঞ্জিকা, পথ ও সেতু নির্ম্মাণ, স্থাপত্য প্রভৃতিতেও ডেলফির প্রভাব পরিলক্ষিত হইত।

অষ্টম, সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ডেলফির দৈববাণীর যে সুনাম ছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহা রক্ষিত হয় নাই। আপলোর প্রবক্তা ঘুস খাইয়া মনোমত দৈববাণী শুনাইতেন, হীরডটস এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পারসীক জাতির আক্রমণে যখন গ্রীসের সর্ব্বনাশ হইতেছিল, তখন আপলো দেবের বাণী গ্রীকদিগকে স্বদেশ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইতে উপদেশ না দিয়া তাহাদিগকে বৈফল্যের ভয় দেখাইয়া ভগ্নোদ্যম ও হতাশ্বাস করিয়া দিয়াছিল, ডেলফির এ দুরপনেয় কলঙ্ক ইতিহাস কোন কালেই ভুলিতে পারিবে না। আর, আপলো নরবলি রহিত করেন নাই, এ অখ্যাতির বোঝাও তাঁহাকে চিরকাল বহন করিতে হইবে।

(৪) ধর্ম্ম-পরিষৎ।

গ্রীসে কোন কোনও দেব মন্দিরের সংস্রবে এক একটী ধর্ম্ম পরিষৎ থাকিত; মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নগরসমূহ উহার অঙ্গ ছিল। এ গুলির মধ্যে ডেলফির পরিষৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুবিদিত। বারটী পুরীর অধিবাসী

লইয়া উহা গঠিত হইয়াছিল। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত, এবং অঙ্গীভূত রাষ্ট্রসমূহ যাহাতে সন্ধির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরস্পরের প্রতি অবৈধ আচরণ না করে, উহা তাহাও দেখিত; ডেল্‌ফির মন্দির রক্ষার ভারও উহার উপরেই ছিল। ইতিহাসে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে পরিষদের কর্ত্তৃত্ব বা সহযোগিতার উল্লেখ আছে; সুতরাং এতদ্দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগস্থাপনে আনুকূল্য ঘটিয়াছিল।

(৫) জাতীয় উৎসব।

কিন্তু জাতীয় উৎসবগুলি গ্রীকজাতির একত্ববোধকে যেমন উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিত, এমত আর কিছুই নহে। আমরা একে একে অলীম্পীয়ান্, পীথিয়ান্, নেমেয়ান্ ও ইস্থমিয়ান্, এই চারিটী জাতীয় উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

(ক) অলীম্পায়ান উৎসব (Olympian Games)।

প্রাগুক্ত উৎসব কয়টার মধ্যে অলীম্পীয়ার উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইহা এগার শত বৎসর সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার পরেও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইহা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত; অবশেষে ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট-শিষ্য রোমক সম্রাট্ থেওডসিয়সের (Theodosius) আদেশে উহা রহিত হয়। পেলপনীসস উপদ্বীপে আলফেইয়স নদীতীরে অলীম্পীয়া নামক স্থান এই উৎসবের প্রতিষ্ঠাভূমি। ৭৭৬ সন হইতে ইহার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত বর্ত্তমান আছে। তৃতীয় শতাব্দী হইতে এই নিয়ম দাঁড়াইয়া যায়, যে গ্রীসের ইতিহাসে অলীম্পীয় অব্দ অনুসারে কাল গণিত হইবে। প্রতি চতুর্থ বৎসর কর্কটক্রান্তির পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পূর্ণিমার প্রাক্কালে এই উৎসব আরম্ভ হইত। প্রথমে ইহাতে ষ্টাডিয়ম নামক ভূমিতে দৌড় ছাড়া আর কোন ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত না। তৎপরে ঐ ভূমিতে দুইবার দৌড় এবং ইহার পরে বহুবার দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে কুস্তি ও পঞ্চ ব্যায়াম

দৌড়, লম্ফ, চক্র-নিঃক্ষেপ, বর্শা-নিঃক্ষেপ ও মল্লযুদ্ধ) ; ঘুসাঘুসি ও চারি ঘোড়ার গাড়ীর দৌড় ; পানক্রাটিয়ন (Pankratia) অর্থাৎ যুগপৎ ঘুসাঘুসি ও কুস্তি, এবং ঘোড়দৌড় ; বর্ম্মপরিহিত ও অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত পুরুষের দৌড় ; পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রীড়া সমূহে বালকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; অশ্বশাবকের দৌড়—ইত্যাদি আরও কত প্রকার আমোদপ্রমোদ উৎসবে স্থান পাইল। সপ্তসপ্ততিতম পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পর্ব্ব এক দিনেই সমাপ্ত হইত ; কিন্তু পরে, উৎসবের পূর্ণোদয়কালে পাঁচদিন ধরিয়া অবিচ্ছেদে ইহার ধারা বহিয়া যাইত। অলীম্পীয়াবাসী দেবরাজ জেয়ুস ইহার অধিদেবতা ছিলেন ; এবং যে ভাগ্যবান্ পুরুষেরা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিত, তাহারা ঐ গ্রামের নিকটস্থ পবিত্র জলপাইবৃক্ষের পল্লবদাম উপহার পাইত।

এই উৎসবে গ্রীসের সমুদায় রাষ্ট্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। দেশে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে উৎসবকালে তাহা স্থগিত হইত। রথের প্রতিযোগিতা কেবল ধনীব্যক্তিদিগেরই সাধ্যায়ত্ত ছিল ; তাঁহারা উহাতে অজস্র অর্থব্যয় করিতেন ; সুতরাং বিবিধ ব্যায়ামের সহিত অগণিত ঐশ্বর্য্য যুক্ত হওয়াতে উৎসবটীর আকর্ষণ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক জনপদ, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে অসংখ্য লোক উৎসব স্থলে উপস্থিত হইত ; গ্রীক ভিন্ন অন্য জাতি, দাস ও কুমারীরাও ক্রীড়া দেখিবার অধিকারী ছিল। এই মহামেলার সুযোগ পাইয়া লেখক, বাগ্মী, কলাবিৎ—সকলে স্ব স্ব গুণপনা প্রদর্শন করিতেন। কথিত আছে, হীরডটস এই উৎসবে তাঁহার ইতিহাসের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রীকজাতির এই পুণ্যক্ষেত্রে যিনি বিজয়ী হইতেন, তাঁহার গৌরবের অন্ত ছিল না। স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি যে রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিতেন, আমাদিগের সাধ্য কি যে তাহা বর্ণনা করি।

(খ) পীথিয়ান উৎসব (Pythian Games)।

অবশিষ্ট তিনটী উৎসব আদিতে প্রাদেশিক ও অপ্রাপ্তকীর্ত্তি ছিল ; ষষ্ঠ শতাব্দীতে এগুলি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। ডেলফির অনতিদূরে

সাগরোপকূলে, অলীম্পিক উৎসবের তৃতীয় বৎসর, অর্থাৎ প্রতি চতুর্থ বৎসর শরৎকালে, পীথিয়ান পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমে ইহাতে কেবল বীণাবাদনের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল, পরে অলীম্পিক উৎসবের অনুরূপ নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হয়। সঙ্গীত ও কবিতা এই উৎসবের একটী বিশেষত্ব ছিল। অদ্বিতীয় বাগ্মী ডীমস্থেনীস ইহাকে "গ্রীসের জাতীয় প্রতিযোগিতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আপলো দেবের নামান্তর পীথো; তিনি এই পর্ব্বের প্রভু ছিলেন। যাহারা ক্রীড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করিত, তাহারা লরেল পত্রের মালা পুরস্কার পাইত। এই উৎসবে চিত্রের জন্যও পুরস্কার প্রদত্ত হইত। গ্রীসের জাতীয় জীবনের মহত্তম সাধনা ও অনুপম সাফল্য যে আপলোর চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, ডেলফির পর্ব্ব তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

(গ) নেমেয়ান উৎসব (Nemean Games)।

এই উৎসব আর্গোলিস প্রদেশের অন্তর্গত ক্লেওনাই নগরের সন্নিহিত নেমেয়া নামক উপত্যকায় এক এক বৎসর অন্তর, অলীম্পিক উৎসবের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৎসর, পর্য্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে সম্পাদিত হইত। নেমেয়াবাসী জেয়ুসের তৃপ্তিসাধন ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ডেলফির মত এই উৎসবেও ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতির পরীক্ষা হইত। যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া জয়াশা সফল করিতে পারিত, তাহারা আপ্তে (parsley) শাকের মালা পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিত।

(ঘ) ইস্থমিয়ান উৎসব (Isthmian Games)।

এই উৎসব সাগরপতি পসাইডোন (Poseidon) দেবের উদ্দেশে করিন্থযোজকে এক এক বৎসর অন্তর, অলীম্পিক পর্ব্বের প্রথম ও তৃতীয় বৎসর, নির্ব্বাহিত হইত। করিন্থ নগরের অধিবাসীরা উৎসবের কর্ত্তা ছিল; এবং আথীনীয়েরা ইহাতে বিশেষভাবে যোগ দিত। সলোন (Solon) নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আথেন্সের যে ব্যক্তি অলীম্পীয়া ও

করিন্থ-যোজকের উৎসবে জয়লাভ করিবে, সে ১০০ ড্রাখ্‌মা (প্রায় ৬০৲) পুরস্কার পাইবে। এই উৎসবেও ব্যায়াম, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং ইহাতে বিজয়ী দেবদারু-পল্লবের মাল্য দ্বারা অভিনন্দিত হইত।

আমরা এতক্ষণ যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেছেন যে, গ্রীসে প্রতি বৎসরই কোন না কোনও জাতীয় উৎসব সম্পন্ন হইত। এই উৎসবগুলি প্রতিপন্ন করিত, যে সমগ্র গ্রীক জাতির ধর্ম্ম ও রীতিনীতি এবং শারীরিক ও মানসিক অনুশীলনের লক্ষ্য এক। নানাদিক্ ও নানা দেশ হইতে শতাধিক রাষ্ট্রের পূত প্রতিনিধি ও অসংখ্য যাত্রী আসিয়া অলীম্পীয়া বা ডেল্‌ফিতে সমবেত হইত। তাহারা একই দেবতার পূজা করিত, একই বেদিতে বলি দিত, একই ক্রীড়া সন্দর্শনে উপস্থিত থাকিত, ধনদানে একই মন্দির সাজাইয়া ও ঋদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তৃপ্তি পাইত। পর্ব্বোপলক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও বিস্তর লোকের সমাগম হইত। অলীম্পীয়ার উৎসব ছাড়া অপর তিনটীতেই গদ্য বা পদ্যের আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদি মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও আনন্দ-বিধানের উপকরণও প্রচুর বিদ্যমান ছিল। তৎপরে এই সময়ে বিবাদ-পরায়ণ রাষ্ট্র-সমূহ অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও পরস্পরের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইত। দেশে নিদারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও যে কোনও গ্রীক নির্ব্বিঘ্নে উৎসবে যোগ দিতে পারিত। যে বীর একই বৎসর চারিটী উৎসবে জয়মাল্য অর্জ্জন করিত, সে "বিশ্ববিজয়ী" (Periodonikes) উপাধি পাইত। মহাপর্ব্বে গ্রীকেরা উচ্চ ও নীচ, ধনী ও দরিদ্রের ভেদ ভুলিয়া যাইত ; এখানে স্বজাতির সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হইত। নিয়মানুগত্য এই জাতির এমন একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল, যে এক একটী মেলায় অগণন নরনারী মিলিত হইলেও মুষ্টিমেয় যষ্টিধারী পরিচারক অক্লেশে শান্তিরক্ষা করিত। অতএব, জাতীয় উৎসব চারিটী গ্রীক জাতির ঐক্য-সম্পাদনে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

(৬) প্রাদেশিক উৎসব।

জাতীয় মহোৎসব ছাড়া প্রত্যেক প্রতিপত্তিশালী নগরেই এক একটী স্থানীয় উৎসব ছিল। এগুলিও পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালী মত অনুষ্ঠিত হইত। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আথেন্সে "আথীনার বিশ্বোৎসব" (Panathenaea) খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখানকার ডিওনীসস (Dionysos) দেবের পর্ব্ব হইতেই গ্রীক নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল। স্থানীয় উৎসবে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরাও নিমন্ত্রিত হইত এবং যাহারা আতিথ্য স্বীকার করিয়া উৎসব দেখিতে আসিত, তাহারা আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত। শুধু অসামাজিক স্পার্টানেরা প্রতিবেশী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিত না, এবং স্বগণ ছাড়া আর কাহাকেও উৎসব দেখিতে দিত না। স্পার্টার কথা ছাড়িয়া দিয়া অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যে প্রাদেশিক পর্ব্বগুলিও গ্রীকদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিবার, মিশিবার সুযোগ দিয়া তাহাদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপনে সহায়তা করিত।

গ্রীস ও ভারতবর্ষ।

আর একটা কথা বলিয়া আমরা বিষয়টীর উপসংহার করিতেছি। জাতীয় একতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে গ্রীক ও হিন্দু জাতির মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন ছিল, ভারতবাসীরা দুই একবারের অধিক রাষ্ট্র সম্পর্কে একত্র মিলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি বেদাদি শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য, নানা পর্ব্ব এবং দেব-মন্দির ও তীর্থস্থান সমূহ হিন্দুজাতির মধ্যে একটা ঐক্যবোধ রক্ষা করিয়াছিল। পুরী, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি নগরে ভারতের বহু প্রদেশের লোক বাস করিতেছে; রথযাত্রা, কুম্ভমেলা ইত্যাদি মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ পুরুষ রমণী সমবেত হইতেছে। কিন্তু জাতি বা নেশন সংগঠনের পক্ষে যে শুধু এগুলিই

যথেষ্ট নহে, গ্রীস ও ভারত, উভয়ই তাহার প্রমাণ। ভারতের অন্নপুষ্ট চেসনী (Chesney) মহোদয় তৎপ্রণীত "ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি" (Indian Polity) নামক পুস্তকের প্রথম ছত্রেই লিখিয়াছেন—"India is a mere geographical expression"—ভারতবর্ষ কেবল একটা ভৌগোলিক নাম। আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা বুঝাইবার জন্য এই উক্তির অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন-প্রণালী

আটিকার শ্রেণীবিভাগ।

প্রাচীন কালে আটিকার অধিবাসীরা চারি শাখায় (Phyla) বিভক্ত ছিল। এই শাখাগুলির নাম গেলেঅন্টিস (Geleontes) বা টেলেঅন্টিস (Teleontes), হপ্লিটীস (Hopletes), আইগিকরেইস (Aegicoreis) ও আর্গাডেইস (Argadeis)। পরবর্ত্তীকালের গ্রীক-দিগের মতে দ্বিতীয় শাখা যোদ্ধা, তৃতীয় শাখা পশুপাল ও চতুর্থ শাখা শিল্পী। প্রথম শাখা কি ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রত্যেক শাখার তিনটী মণ্ডলী (Phratria) ও প্রত্যেক মণ্ডলীর ত্রিশটী গোত্র (Genos) ছিল। আথেন্সের অধিবাসীমাত্রকেই কোন না কোনও মণ্ডলীর অন্তর্ভূত হইতে হইত; সুতরাং মণ্ডলী, পরিবার ও রাষ্ট্রের যোগসূত্র ছিল। দাস ও প্রবাসী, এই দুই শ্রেণীর অধিবাসীরা মণ্ডলীতে স্থান পাইত না, এজন্য তাহারা রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত না। ইহাদিগের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

ভূসম্পত্তির আয় অনুসারে প্রকৃতিপুঞ্জ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। যাহাদিগের ক্ষেত্র হইতে বৎসরে পাঁচশত মেডিম্‌নস (প্রায় ৬০০ মণ) শস্য, তৈল বা মদ্য উৎপন্ন হইত, তাহারা প্রথম শ্রেণী; যাহাদিগের আয় তিনশত হইতে পাঁচশত মেডিম্‌নসের মধ্যে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী; এবং যাহাদিগের আয় দুইশত মেডিম্‌নস, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত ছিল। প্রথম শ্রেণী সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী; ইহার নাম

পেণ্টাকসিওমেডিম্নই (Pentakosiomedimnoi) বা পাঁচশতমণী ; দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম হিপ্পেইস (Hippeis) বা অশ্বারোহী ; ইহারা বর্ত্তমান কালের ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুরূপ ; তৃতীয় শ্রেণীর নাম জেয়ুগিটাই (Zeugitai) বা যুগাধিকারী ; ইহারা সঙ্গতিশালী কৃষক ছিল।

সলোনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শাখা ও শ্রেণীবিভাগকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সলোন আথীনীয় গণতন্ত্রের (democracy) প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে যে তিনটী শ্রেণী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া তিনি থীটেস (thetes) নামক চতুর্থ একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। প্রথম তিন শ্রেণীর লোকেরা অশ্বারোহী বা পূর্ণাস্ত্রধারী (hopletes) ও থীটেসরা সাধারণ সৈনিক বা নাবিকের কর্ম্ম করিত। আর্খোন (archon) বা উচ্চতম রাজপুরুষের পদে কেবল প্রথম শ্রেণীভুক্ত জমিদারদিগেরই অধিকার ছিল ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী অন্যান্য রাজপদে নিযুক্ত হইতে পারিত ; কিন্তু নিম্নতম শ্রেণী সে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ; তাহারা কেবল জনসভার সভ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল।

বিচারালয়।

সলোন যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার মূল পত্তন বিচারালয়। স্বত্ববান্ সমগ্র রাষ্ট্রবাসীদিগকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত হইয়াছিল। উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল ; প্রত্যেক বিভাগের বিচারক লটারী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত, সুতরাং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও বিচারকের আসনে উপবেশন করিবার সুযোগে বঞ্চিত হইত না। জনসাধারণ একত্র মিলিত হইয়া শাসন-কর্ত্তা নির্ব্বাচন ও বিধি প্রণয়ন করিত। এই সভার নাম এক্লেসিয়া (Ecclesia) এবং বিচারালয়ের বিভাগগুলির নাম হেলিয়াইয়া (heliaca)।

আরেইওপাগস (Areiopagos)।

সলোনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই আথেন্সে অভিজাত বয়োবৃদ্ধগণের একটী সমিতি ছিল, তাহার নাম আরেইওপাগস। সলোন ইহার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি ইহাকে বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতায় বঞ্চিত করিয়া অপরাপর দিকে ইহার অধিকার ও মর্য্যাদা প্রসারিত করিয়া দেন। আথেন্সে প্রতিবৎসর নয় জন আর্খোন নির্ব্বাচিত হইতেন। নবনির্ব্বাচিত আর্খোনগণ এবং যাঁহারা পূর্ব্বে একবার এই পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমিতির সভ্য ছিলেন; সভ্যগণ আমরণ উহার সহিত যুক্ত থাকিতেন। ইহারা রাষ্ট্রের অভিভাবক-স্থানীয় ছিলেন। আইন কানুন যথাযথরূপে পালিত হইতেছে কি না, দেবদেবীর পূজার্চ্চনা ও সামাজিক রীতি নীতির পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কি না, প্রজাগণ কে কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, এই প্রকার যাবতীয় গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা এই সমিতির নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল। তা'ছাড়া, প্রথম হইতেই নরহত্যা, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি ভীষণ অপরাধের বিচারভার ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল; এই অধিকার কোন কালেই খর্ব্ব হয় নাই।

চতুঃশতের সভা (The Council of Four Hundred)।

বয়োবৃদ্ধ সমিতির বিধিপ্রণয়নের অধিকার অপহরণ করিয়া সলোন একটী নূতন মন্ত্রণা-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্বে আটিকাবাসীদিগের যে চারিটী শাখা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক শাখা হইতে একশত করিয়া লোক লইয়া এই সভা গঠিত হয়। শুধু প্রথম তিন শ্রেণীর লোকেরাই ইহার সভ্য হইতে পারিত। জনসাধারণের সভায় রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন্ কোন্ ব্যাপার কিরূপে উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করা এই সমিতির কার্য্য ছিল।

রাজপুরুষ নির্ব্বাচনে লটারীর প্রথা প্রবর্ত্তন সলোনের একটী উল্লেখ-যোগ্য ব্যবস্থা।

ক্লাইস্থেনীসের সংস্কার।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, ৫০৮ সনে, আথীনীয় জননায়ক ক্লাইস্থেনীস (Cleisthenes) পূর্ব্বোক্ত শাসন-প্রণালীর বহুল পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যে এই গণতন্ত্র বিশাল, বিক্রান্ত পারসীক সাম্রাজ্যের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে আথীনীয়দিগকে বিজয়শ্রী দিয়া অমর কীর্ত্তির অধিকারী করিতে পারিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার সাধনা সার্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

রাষ্ট্রবাসীদিগের দশটী শাখা।

আটিকা-প্রদেশে কিঞ্চিদূন দুইশত জনপদ (deme) ছিল। ক্লাইস্থেনীস প্রথমতঃ এগুলিকে নগর, উপকূল ও অভ্যন্তর, এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এই প্রত্যেক বিভাগের জনপদ গুলি দশ দশটী করিয়া এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইল; ঐ শ্রেণী গুলির নাম ট্রিটিয়েস (Trittyes)। মোট যে ত্রিশটী শ্রেণী পাওয়া গেল, সে গুলি আবার তিন তিনটী করিয়া দশ পংক্তিতে বিভক্ত হইল; উহার প্রত্যেকটীতে নগর, উপকূল ও অভ্যন্তর, এই তিন বিভাগের এক একটী শ্রেণী স্থান পাইল; কোন বিভাগ হইতেই একটীর অধিক শ্রেণী গৃহীত হইল না। আটিকার অধিবাসীরা এই পংক্তি অনুসারে দশ শাখায় (Phyla) বিভক্ত হইল। এই শাখাগুলির নাম, এরেথ্থেইস (Erechtheis), আইগেইস (Aegeis), পাণ্ডিওনিস (Pandionis), লেঅণ্টিস (Leontis), আকামাণ্টিস্ (Akamantis), অঈনেইস (Oeneis), কেক্রপিস (Cecropis), হিপ্পথণ্টিস (Hippothontis), আইআণ্টিস (Aeantis) ও আণ্টিঅখিস (Antiochis)। আটিকার জনগণ একশত বীরপুরুষের নাম নির্ব্বাচন করিয়া ডেল্‌ফির দেবতার নিকটে পাঠাইয়া দেয়; তিনি উক্ত দশটী নাম মনোনীত করেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের জনপদের অধিবাসী লইয়া প্রত্যেকটী শাখা রচিত হইল। একটা দৃষ্টান্ত

দ্বারা বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যে সকল জনপদের অধিবাসী "এরেখ্‌থেয়ুস" শাখার অন্তর্ভূত হইল, সেগুলি এক বিভাগে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থিত নহে; তাহার কতকগুলি নগর, কতক গুলি উপকূলবর্ত্তী ও কতকগুলি অভ্যন্তরস্থ; সুতরাং পূর্ব্বে নগর, উপকূল ও অভ্যন্তর, এই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, বর্ত্তমান শাখা-বিভাগে তাহার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।

ক্লাইস্থেনীস এই শাখা-বিভাগ অবলম্বন করিয়া যে পরিমার্জ্জিত গণ-তন্ত্র রচনা করেন, তাহার এই কয়েকটা অঙ্গ আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। (১) পঞ্চশতের সভা (Boule); (২) জনসাধারণ সভা (Ecclesia); (৩) বিচারালয় (Heliaea or Dicasteries); (৪) বয়োবৃদ্ধসভা বা আরেইওপাগস; (৫) রাজপুরুষগণ এবং (৬) নির্ব্বাসনবিধি।

(১) পঞ্চশতের সভা বা মন্ত্রণা-সভা।

পূর্ব্বে সলোন-প্রতিষ্ঠিত যে চতুঃশতের মন্ত্রণা-সভা উল্লিখিত হইয়াছে, ক্লাইস্থেনীস তাহার সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া পাঁচশত নির্দ্দিষ্ট করেন। এই সভা আথীনীয় গণতন্ত্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল। অধিবাসিগণের প্রত্যেক শাখা পঞ্চাশজন সভ্য নির্ব্বাচন করিত। ইহার উপরে আরও পঞ্চাশজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রস্তুত থাকিত। ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক রাষ্ট্রবাসীমাত্রেই ইহার সভ্য হইতে পারিত। ইহার কার্য্য ত্রিবিধ ছিল। (১) এই সভা রাজপুরুষগণের সহযোগে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রাজস্ব, অর্ণবপোত, বন্দর, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, রাজকীয় হর্ম্ম্য প্রভৃতি রাষ্ট্রসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপারে এই সভার অপ্রতিহত নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ছিল। আর্খোন ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-দিগকে এই সভার নিকটে আপন আপন কার্য্যের হিসাব দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ও প্রথমে এই সভায় আলোচিত হইত। (২) জনসাধারণের সভায় কি কি আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা

এই সভা মন্ত্রণা করিয়া নির্দ্ধারণ করিত। (৩) পরিশেষে, কতকগুলি অপরাধের বিচার ও দণ্ড-প্রদানের ভার এই সভার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

এত বড় একটা সভার পক্ষে এই সকল কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা কঠিন, এজন্য এই সভা কতকগুলি কমিটি নিয়োগ করিত। এক এক শাখার পঞ্চাশ জন সভ্য লইয়া এক একটী কমিটি গঠিত হইত। এই কমিটিগুলির নাম প্র্যাটানেইস (Prytaneis)। প্রত্যেক কমিটি বৎসরের একদশমাংশ ভাগ নায়কের কার্য্য করিত। পঞ্চম শতাব্দীতে দশ দশ জন সভ্য লইয়া ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কমিটি (Proedri) বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইত। এই ক্ষুদ্র কমিটি গুলির এক একটী এক এক সপ্তাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। ইহার সভ্যগণ প্রত্যেকে এক দিনের জন্য মন্ত্রণা-সভা ও জনসাধারণ সভার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। তখন তিনি "অধ্যক্ষ" (Epistates) নামে অভিহিত হইতেন।

(২) জনসাধারণ সভা।

আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক সমুদায় স্বাধীন আথীনীয়দিগকে লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছিল। নামে প্রাপ্তবয়স্ক পুরবাসী মাত্রেই ইহার সভ্য হইলেও উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা কোন কালেই পাঁচ সহস্র অতিক্রম করে নাই। যে সকল বিধি ব্যবস্থার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রবাসীর সম্মতি আবশ্যক, তাহাতেও ছয় হাজার লোকের মতই রাষ্ট্রের মত বলিয়া পরিগৃহীত হইত। কার্য্যবিশেষে এই সভার নিয়মিত ও অনিয়মিত, এই দুই প্রকার অধিবেশন ছিল। কোনও গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই মন্ত্রণা-সভা তাহার অলোচনা করিয়া এক বিশেষ অধিবেশনে এই সভার নিকটে তাহা উপস্থিত করিত। মন্ত্রণা-সভায় পূর্ব্বে আলোচিত না হইলে জনসাধারণের সভায় কোন বিষয়েরই বিচার হইতে পারিবে না, এই প্রকার নিয়ম থাকিলেও এতদ্দ্বারা এই সভার অপরিসীম ক্ষমতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই; কেন না, এমন কতকগুলি উপায় ইহার করায়ত্ত ছিল, যাহাতে ইচ্ছা করিলেই ইহা যে কোনও বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিত।

এই সভার অনুমোদন ভিন্ন রাজ্যের কোন ব্যাপারই নির্ব্বাহ হইত না বটে, কিন্তু বিচার ও আইন-প্রণয়নের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। কোন আইন সংশোধিত করিতে হইলে দুইটী পন্থা অবলম্বিত হইতে পারিত। প্রথমতঃ, প্রতি বৎসর জনসাধারণের সভায় এই প্রশ্ন উপস্থিত করা হইত, যে যে সকল বিধি প্রচলিত আছে, তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, না কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? যদি নির্দ্ধারিত হইত, যে পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়, তবে ঐ সভা কতিপয় ব্যক্তির উপরে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিত। সেই সময়ে যে কোনও ব্যক্তি আপনার মনোমত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রকাশ করিতে পারিত। এই পরিবর্ত্তন-কার্য্যে যে প্রণালী অনুসৃত হইত, তাহা আর এস্থলে বর্ণনা করিলাম না। দ্বিতীয় পন্থাটী এই। আথেন্সে "সংহিতাকার" (Thesmothetai) নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা প্রতি বৎসর সংহিতাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, যে কোথাও কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জনের প্রয়োজন আছে কি না; প্রয়োজন থাকিলে তাঁহারা নিজেরাই জনসাধারণের সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত একই প্রণালী অবলম্বিত হইত।

বিধি-প্রণয়নে আমরা জনসভা ও নিয়ম-রক্ষক বিচারালয়ের সহযোগিতা দেখিতে পাই। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনায় এই সভা সর্ব্বময় প্রভু ছিল। যুদ্ধ-ঘোষণা ও সন্ধিস্থাপন, বৈদেশিক রাজ্যের দূত গ্রহণ, বিদেশে দূত প্রেরণ, বাণিজ্যবিষয়ক বিধি প্রণয়ন, এই সমুদায়ই এই সভার হাতে ছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যই ইহার অনুমোদন ভিন্ন নির্ব্বাহ হইত না। রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ও দেবার্চ্চনার উপরেও ইহার অধিকার ছিল। বিদেশের কোন্ দেবদেবী আথেন্সে পূজা পাইবেন, তাহা এই সভা স্থির করিয়া দিত। এই সভা বৈদেশিকদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দান করিত; তাহাদিগকে আথীনীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার অনুমতি দিত; এবং যাহারা রাষ্ট্রের সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছে, সাধারণ ভোজনাগারে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বা অন্যরূপে তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিত। এত বড় একটী বৃহৎ সভা যে কি করিয়া

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজ্যের সমুদায় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

৪৫১ সনে পেরিক্লীসের প্রস্তাবানুসারে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, যে যাহার পিতা মাতা উভয়েই আথীনীয় পুরবাসী ও বৈধ দম্পতী নহে, সে রাষ্ট্রীয় স্বত্বের অধিকারী হইবে না।

(৩) বিচারালয়।

ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক পুরবাসীর বিচারালয়ের সভ্য হইবার অধিকার ছিল; কিন্তু যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শপথ গ্রহণ করিয়া আর্কোনদিগের নিকটে আপনাদিগের নাম প্রেরণ করিত, কার্য্যতঃ কেবল তাহারাই বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইত। পঞ্চম শতাব্দীতে বিচারকগণের কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। বিচারালয় দশভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। স্বতন্ত্র স্থানে প্রত্যেক ভাগের অধিবেশন হইত। কোন কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, এবং কোন কোনটীর বিচার পূরা আদালতে সম্পন্ন হইত। শেষোক্ত স্থলে দুই শত হইতে আড়াই হাজার বিচারক বিচারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিচারকের সংখ্যা সর্ব্বদা অযুগ্ম রাখা হইত; নতুবা উভয়দিগের ভোটের বা মতের সংখ্যা সমান হইয়া বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। এই বিপুলায়তন ধর্ম্মাধিকরণের দোষগুণ আমরা সোক্রাটীসের বিচারে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব।

আথীনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে বিচারালয়ের কাজ অনেক বাড়িয়া যায়; এজন্য পেরিক্লীস বিচারকগণকে প্রতিদিন এক "অবল" (প্রায় দেড় আনা) ভাতা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। যাহারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহের অভিপ্রায়ে গ্রাম হইতে সারাদিনের জন্য আথেন্সে আসিত, তাহারা পাথেয়স্বরূপ এই এক অবল পাইয়া বিলক্ষণ উপকার বোধ করিত। কয়েক বৎসর পরে ঐ ভাতা তিন অবল করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। গরীব লোকের একদিনের উপার্জ্জন ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল না। ক্রমে

মন্ত্রণা-সভার সদস্যেরাও রোজ এক ড্রাখ্‌মা (প্রায় নয় আনা) করিয়া বেতন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। পর্ব্বোপলক্ষে যখন যখন ছুটী থাকিত, সেই সময় ছাড়া বৎসরের আর সকল দিনই মন্ত্রীরা এই বেতন পাইতেন।

পেলপনীসস যুদ্ধের অবসান হইলে, চতুর্থ শতাব্দীতে আগুরিয়স (Agyrhios) এই নিয়ম করিলেন যে জনসভার সভ্যেরাও প্রতিদিন এক অবল করিয়া ভাতা পাইবে। এই ভাতা অচিরেই এক হইতে দুই ও দুই হইতে তিন অবলে পরিণত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য, যে জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আথীনীয়েরা যেমন আপনাদিগের সমগ্র শক্তি ও সময় স্বদেশের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে, তেমনি রাষ্ট্রের কৃপায় তাহাদিগের ধনাগমের উপায়ও অনেক বাড়িয়া যায়। লৌরিয়মের (Laurium) রৌপ্যখনি হইতে যে আয় হইত, তাহা প্রজা-সাধারণ ভোগ করিত; এই নিয়ম প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। পরে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রাজপুরুষেরা শস্য বিতরণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন; শুধু তাহাই নহে; একটীর পর একটী প্রদেশ যেমন সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিল, অমনি তাহার ভূমি আথীনীয়গণের মধ্যে বিভক্ত হইতে লাগিল। তৎপরে, উৎসবের সময়ে গরীব লোকে যদি রাজকোষ হইতে অর্থ না পায়, তবে তাহারা অভিনয় দেখিবে কি করিয়া? অতএব ক্লেওফোন (Cleophon) নিয়ম করিয়া দিলেন, যে সর্ব্বসাধারণ এই উদ্দেশে প্রত্যেক উৎসবে দুই অবল পরবী পাইবে। ইহাতে নিন্দা করিবার কিছুই নাই; কেন না, নানাপ্রকারে সরকার হইতে সাহায্য না পাইলে কখনই কুড়ি হাজার পুরবাসী নিয়ত দেশের সেবায় রাজকার্য্যে, সামরিক ব্যাপারে ও নৌবিভাগে ব্যাপৃত থাকিতে পারিত না।

(৪) বয়োবৃদ্ধ সভা (Areiopagos)।

এই সভার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে কেবল কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলা যাইতেছে। গ্রীক জাতির মহা দুর্দ্দিনে পারস্যের কবল হইতে দেশ রক্ষার জন্য অকাতরে শ্রম করিয়া এই সভা

বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করে, এবং এই দুর্দ্দৈবের অবসান হইলে সতর বৎসর কাল (৪৭৯--৪৬২ সন) রাষ্ট্রমধ্যে ইহার প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। ৪৬২ সনে এফিয়াল্টীস ও পেরিক্লীস ইহার কতকগুলি ক্ষমতা বিলোপ করিয়া এই প্রাধান্য খর্ব্ব করেন। তাঁহাদিগের সংস্কারের ফলে ধর্ম্ম ও নীতির তত্ত্বাবধান ও নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধের বিচার এই সভার হস্তে থাকিয়া যায়, কিন্তু বিধিপরিদর্শনাদি অন্যান্য অধিকার অপহৃত হয়।

(৫) রাজপুরুষগণ।

আথীনীয় সাম্রাজ্যের চরম সৌভাগ্যকালে, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে, চৌদ্দশত রাজপুরুষ রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সেনাপতিদিগের (Strategos) কথা বলা কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর দশ জন সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন; প্রত্যেক শাখা লটারী করিয়া এক জন নির্ব্বাচন করিত। প্রধান সেনাপতির উপাধি ছিল পলেমার্খস (Polemarchos)। শুধু সেনাপতিদিগেরই জন-সাধারণ সভা আহ্বান করিবার অধিকার ছিল; এবং উহাতে তাঁহারা যে যে বিষয় উপস্থিত করিতেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইত। বিবিধ সামরিক কর্ত্তব্য ছাড়া ইঁহারা রাজস্বসচিব ও পররাষ্ট্র সচিবের কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহাদিগের কার্য্য এত বিবিধ ও বিচিত্র ছিল, যে সেগুলি সবিশেষ বর্ণনা করিতে গেলে এই প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আথীনীয় সাম্রাজ্যে সেনাপতিত্বই রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ পদ, সুতরাং আথীনীয়গণের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল।

(২) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে আথেন্সে প্রতি বৎসর নয় জন আর্খোন নির্ব্বাচিত হইতেন। এই নির্ব্বাচনেও লটারীর প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক শাখা গুর্ত্তি দ্বারা দশ জন লোক নির্ব্বাচন করিত, এবং এই এক শত জনের মধ্য হইতে আবার গুর্ত্তি দ্বারা নয় জন আর্খোনকে মনোনীত করা হইত। ইঁহারা রাষ্ট্রপরিচালন সংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। এই নয় জন রাজপুরুষ লইয়া যে সমিতি

গঠিত হইত, তাহার সভাপতির নাম "আর্খোন এপনুমস" (Archon Eponymos)। সভাপতির নামে বৎসরের নামকরণ হইত। ইনি ন্যায়াধীশের কার্য্য ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, বিধবা প্রভৃতি অনাথজনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় আর্খোনের নাম "রাজা আর্খোন" (Archon Basileus)। ইনি ধর্ম্মকর্ম্মের পরিদর্শক ছিলেন। ইঁহার নিকটে ধর্ম্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচার হইত, এবং রাষ্ট্রের অনেক প্রাচীন ও গৌরবভূয়িষ্ঠ পূজার্চ্চনায় ইনিই পৌরোহিত্য করিতেন। তৃতীয় আর্খোন "সেনাপতি" (Polemarchos) বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই নামেই ইঁহার আদি পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কালক্রমে ইঁহার সমর বিভাগের সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়। ইনি "প্রবাসী" এবং বিদেশাগত নরনারীর অভিভাবক ও বিচারকর্ত্তা ছিলেন। অবশিষ্ট ছয়জন আর্খোনের নাম "সংহিতাকার" (Thesmothetai)। ইঁহাদিগের কার্য্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) ক্লাইস্থেনীস এক নূতন শ্রেণীর কর্ম্মচারী সৃষ্টি করেন, তাহাদিগের নাম "কোষাধ্যক্ষ" (Apodectai)। ইঁহারাও লটারীদ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং প্রত্যেক শাখা এক জন করিয়া কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিত। এই দশ জন কোষাধ্যক্ষ রাজস্ব গ্রহণ ও রক্ষণ এবং বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় পরীক্ষা করিতেন।

আমরা শুধু তিন শ্রেণীর রাজপুরুষ উল্লেখ করিলাম। সকলের কথা বলিতে যাইয়া বর্ণনার জটিলতা বাড়াইয়া লাভ নাই।

আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে আথীনীয় সাম্রাজ্যে বিশ হাজার আথেন্স-বাসী (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, পূর্ণস্বত্ববান পুরুষ) সরকারী কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। (*Const. of Athens, 24.*)

(৬) নির্ব্বাসন-বিধি (Ostracism)।

পরিশেষে, ক্লাইস্থেনীস গণতন্ত্ররক্ষার জন্য যে একটী নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আমরা শাসন-প্রণালীর বিবরণ শেষ করিতেছি। এই ব্যবস্থাটীর নাম নির্ব্বাসন-বিধি। রাষ্ট্রের

কোনও পুরুষ ধনবল, জনবল বা জ্ঞানবলের সাহায্যে সমুদায় ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতে প্রয়াসী হইলে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাষ্ট্রকে বিপন্মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই বিধির কার্য্যপ্রণালী এইরূপ ছিল। প্রথমে জনসাধারণ সভায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইত, যে নির্ব্বাসন-বিধি প্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি না। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রের অবস্থা সম্যক্ আলোচিত হইত। জনসভায় নির্ব্বাসনের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্ট্রবাসীরা পুনরায় একত্র হইয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিত। এই সময়ে মন্ত্রীসভা ও আর্খোনগণ সভাপতির কার্য্য করিতেন। প্রত্যেক শাখার লোক স্বতন্ত্র ভোট দিত। যে যাহাকে নির্ব্বাসনের যোগ্য মনে করিত, সে তাহার নাম লিখিয়া একটা ভাণ্ডে রাখিত। অধিকাংশ লোক যাহার নাম করিত, সে দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইত; কিন্তু দ্বিতীয় বারে অন্ততঃ ছয় হাজার লোকে মত প্রকাশ না করিলে কাহাকেও দণ্ডভোগ করিতে হইত না। নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সম্মান ও সম্পত্তি হারাইত না, এবং তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকারও অব্যাহত থাকিত।

আমরা পূর্ব্বে যে ধনমূলক শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ক্লাইস্থেনীস তাহা উঠাইয়া দেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থানুসারেও কেবল প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেরাই উচ্চতর রাজপুরুষের পদে নির্ব্বাচিত হইত; অপর দুই শ্রেণী আর্খোন হইবার অধিকার পায় নাই। কেন না, এই পদ অবৈতনিক ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পরে (৪৫৮—৪৬৭ সনে) নিয়ম হইল, যে আর্খোনরা বেতন পাইবেন; তখন তৃতীয় শ্রেণী এই স্বত্ব লাভ করে। চতুর্থ শ্রেণী বোধ হয় চিরদিনই উক্ত পদে বঞ্চিত ছিল।

ভূস্বামীদিগের একাধিপত্য সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ৪৭৯ সনে আরিষ্টাইডীসের (Aristeides) প্রস্তাবে এই নিয়ম ধার্য্য হয়, যে কাহার কত আয়, তাহা নিরূপণ করিবার সময়ে স্থাবর, অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তিই গণনায় ধরিতে হইবে। ধনাঢ্য বণিকেরা এতদিন চতুর্থ শ্রেণীতে

পড়িয়া থাকিয়া অন্তর্দাহে জ্বলিয়া মরিতেছিল, নূতন নিয়মে তাহারাও উচ্চতম শাসনকর্তৃপদের অধিকার পাইল।

পেলপনীসস যুদ্ধের শেষদিকে আথেন্সে যে অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ৪১২—১১ সনে আল্কিবিয়াডীসের প্ররোচনায় প্রথমতঃ চারিশত ব্যক্তি লইয়া একটী শাসনকর্তৃদল গঠিত হয়; কিন্তু অচিরাৎ এই দলের ধীরপন্থী ও মধ্যমপন্থী লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালীকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। ইহার পরে ধীরপন্থীদিগের উদ্যোগে পঞ্চ সহস্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহাদিগের পূর্ণাস্ত্র সৈনিকের (hopletes) অস্ত্র যোগাইবার মত অর্থ ছিল, তাহারাই এই মণ্ডলীর সভ্য হইতে পারিত। ইহাতে রাষ্ট্রে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এই শাসন-প্রণালী এক বৎসরও স্থায়ী হইল না। আথেন্সে যেমন সৌভাগ্যলক্ষ্মী কিয়ৎকালের জন্য পুনরায় আগমন করিলেন, অমনি লোকের চিত্ত ফিরিয়া গেল, এবং পুরাতন গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাগনদীর (Aigospotami) যুদ্ধে আথীনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস ও তাহার ফলে আথেন্স স্পার্টানগণের পদানত হইলে, তাহাদিগের ইঙ্গিতে গণতন্ত্র বিলুপ্ত ও ত্রিংশন্নায়কের শাসন স্থাপিত হয় (৪০৪—৪০৩)। ইহাদিগের নৃশংস অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা ইহাদিগকে "ত্রিংশদ্দুরাচার" নামে ইতিহাসে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত থ্রাস্যবৌলস (Thrasyboules) ইহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিদূরিত করিয়া পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ৪০৩ সনে উহার সময়োপযোগী কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়, কিন্তু তাহাতে মূলতঃ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যতদিন না আথেন্স রোমক সাম্রাজ্যের গ্রাসে নিপতিত হইয়া জাতীয় জীবনের স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দেয়, ততদিন তথায় গতণন্ত্রই প্রচলিত ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা-পদ্ধতি

আথেন্স ও স্পার্টার শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনা।

প্রাচীন কালে আথেন্স, স্পার্টা ও থীবস্, এই তিনটী নগরী এক এক সময়ে গ্রীসে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই তিন পুরীর শিক্ষা-পদ্ধতি বিভিন্ন ছিল। গ্রীক জাতির তিনটী শাখা এই তিনটী নগর স্থাপন করিয়াছিল ; তদনুসারে আথেন্সের শিক্ষা-প্রণালী আইওনিক (Ionic), স্পার্টার শিক্ষা-প্রণালী ডোরিক (Doric) ও থীবসের শিক্ষা-প্রণালী ঈওলিক (Aeolic) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই তিনটীর মধ্যে আথেন্সের শিক্ষা-প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল; এজন্য গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতি বলিতে অনেকে আথেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতিই বুঝিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে স্পার্টার শিক্ষা-প্রণালী বর্ণনা করিবার স্থান নাই ; একাদশ অধ্যায়ে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে ; কিন্তু আথেন্স ও স্পার্টার পদ্ধতির বৈসাদৃশ্য দেখাইলে দুইটীরই প্রকৃতি বুঝা যাইবে। এই দুই পুরীর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটী বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) স্পার্টাতে রাষ্ট্রই সর্ব্বময় প্রভু ছিল ; তথায় পরিবার রাষ্ট্রে লয় পাইয়াছিল, এজন্য সেখানে শিক্ষাদানের ভার রাষ্ট্রের হাতে ছিল, এবং শিক্ষার্থীরা সকলে এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিত। পক্ষান্তরে, আথেন্সে পরিবারের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব ছিল, সুতরাং সেখানে পরিবারে শিক্ষা আরব্ধ হইত, এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে গমন করিত। (২) স্পার্টার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ, আথেন্সের

লক্ষ্য ছিল শান্তি। স্পার্টা যুবকদিগকে সুশিক্ষিত সেনানী করিয়া গড়িয়া তুলিত, আথেন্স তাহাদিগকে শান্তির উপযোগী শিক্ষা দান করিত। স্পার্টা চাহিত বল, আথেন্স চাহিত জ্ঞান। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মা সমঞ্জসীভূত ভাবে বিকশিত হইবে, এবং এইরূপে সে রাষ্ট্রধর্ম্মপালনের উপযোগিতা লাভ করিবে—আথীনীয় শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি যথাযোগ্য পরিপুষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, সেই মানুষ জ্ঞানী; যে রাষ্ট্রে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রত্যেক শ্রেণী আপনার ও অপরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধ্যানুরূপ সম্পাদন করে, এবং কোনও সম্প্রদায় অন্যের উপরে অযথা প্রভুত্ব করে না, সেই রাষ্ট্র জ্ঞানানুগত। যাহাতে রাষ্ট্র জ্ঞানানুগত ও রাষ্ট্রবাসী পুরুষেরা জ্ঞানবান্ হয়, আথেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতি এইটী সংসাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। আথীনীয়েরা আত্মার স্বাধীনতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ মনে করিত; তাহাদিগের নিকটে সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয় ছিল, যাহা তাহাদিগকে স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ করিবে; তাহারা জানিত, যে অন্তর অশাসিত থাকিলে শুধু বাহ্য নিয়মানুগত্যে কোনও ফল নাই। এজন্য আথেন্সে পরিবার ও রাষ্ট্রের মিলন ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল; এখানে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরস্পরের সহায়তা করিত। শিক্ষা-প্রণালীর বিভিন্নতাবশতঃ স্পার্টা ও আথেন্সের সভ্যতা ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্পার্টা নগরী দেখিলেই মনে হইত, উহা একটী রণসাজে সজ্জিত শিবির; পক্ষান্তরে আথেন্স ছিল প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। স্পার্টা শিল্প ও সাহিত্যে মানবকে প্রায় কিছুই দিয়া যায় নাই; কিন্তু আথেন্সের ঋণ পৃথিবীর ইতিহাস কোন কালেই পরিশোধ করিতে পারিবে না।

আথেন্সে শিক্ষার ভার প্রথমাবধি রাষ্ট্রের হাতে ছিল না বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাগুলি বুঝিয়া শুনিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়, সেদিকে আথীনীয়দিগের প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষা না পাইলে কেহই রাষ্ট্রের কোনও স্বত্ব লাভ করিত না; সুতরাং পূর্ণরাষ্ট্রবাসী বলিয়া গৃহীত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক যুবককে

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। সলোন এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পিতামাতা যদি পুত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষা না দেন, তবে তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগের নিকটে ভরণপোষণের দাবি করিতে পারিবেন না। তা'ছাড়া, আথেন্সবাসী প্রত্যেক পুরুষকে শান্তি ও সংগ্রামে যাবতীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত; যাহারা এই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযোগী শিক্ষা পায় নাই, তাহারা রাষ্ট্রের কোন পদে নিযুক্ত হইত না।

আথেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতি।

আথেন্সের শিক্ষা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) পারিবারিক শিক্ষা, (২) পাঠশালার শিক্ষা, (৩) উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, (৪) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা।

(১) পারিবারিক শিক্ষা।

আথীনীয় গৃহস্থের ঘরে নবশিশুর আগমন একটী আনন্দোৎসব বলিয়া গণ্য হইত। সন্তানের জন্মের পঞ্চম দিবসে "পরিক্রম" (Amphidromia) নামক একটী পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। ইহা এদেশের ছয় ষষ্ঠী ও নামকরণ উৎসবের অনুরূপ। এই উপলক্ষে, যাঁহারা সূতিকাগারে উপস্থিত থাকিয়া অশুচী হইয়াছেন, তাঁহারা বস্ত্রমোচন করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দ্রুত গতিতে পারিবারিক যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেন; তৎপরে তাহাকে নাম প্রদান করা হইত। তখন গৃহস্থ দেবতাদিগকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেন, প্রসূতিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন, এবং নামকরণে যে সকল উপহার প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি প্রদর্শনের জন্য সাজাইয়া রাখিতেন। এই উৎসব সম্পন্ন হইলে তবে শিশু পরিবারের অঙ্গীভূত ও গৃহদেবতাদিগের অনুগ্রহভাজন হইল। কেহ কেহ বলেন, শেষোক্ত অনুষ্ঠানটী দশম দিনে সম্পন্ন হইত, এজন্য উহার নাম "দশাহ" (dekate)। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু পিতামাতা ও ধাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইত। ধাত্রীরা প্রায়ই ক্রীতদাসী ছিল। এই কালে প্রধানতঃ দেহের প্রতিই পিতা-মাতার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত; শিশুর শরীর যাহাতে সুস্থ, সবল ও

কষ্টসহিষ্ণু হয়, সেইদিকেই তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আথেন্সে দোলার প্রচলন ছিল না; ধাত্রীরা শিশুকে জানুর উপরে রাখিয়া, গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইত। স্তন্য ছাড়াইবার সময় তাহাকে মধুর সহিত দুধ ও কোমল খাদ্য দেওয়া হইত। হামাগুড়ি দিতে ও বাহ্য বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেই সে নানা রকম খেলনা পাইত। ঝুম্‌ঝুমী, মাটীর ও মোমের পুতুল, কাঠের ঘোড়া প্রভৃতি ক্রীড়নক উল্লেখযোগ্য। শিশু অবাধে বালিতে গড়াগড়ি দিত ও তাহাতে গর্ত্ত খুঁড়িত—ইহাই ছিল শৈশবের ব্যায়াম। শিশুর দৈহিক শিক্ষার কথা এইটুকু বলা হইল; এখন তাহার মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। শিশুকে গান গাহিয়া শুনান এবং দেবদেবী ও বীরপুরুষগণ সম্বন্ধে বহুবিধ আখ্যায়িকা বলাই তাহার চিত্তবৃত্তিবিকাশের প্রধান সহায় ছিল। এই উপায়ে তাহার কল্পনাশক্তির উন্মেষ ও স্ফুরণ হইত, এবং সৌন্দর্য্য, নীতি ও জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। গ্রীসেও ভূতের ভয় দেখাইয়া বালকবালিকাদিগকে অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করা না হইত, তাহা নহে; কিন্তু সুশাসনই তাহাদিগকে সুপথে রাখিবার উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত। সন্তানের আচরণ যাহাতে শিষ্ট হয়, পিতা তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতেন। কঠোর ব্যবহারে রুচি না থাকিলেও এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না, যে তাড়না না করিলে সন্তান কখনও ভাল হইতে পারে না। পিতামাতা তাহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সঙ্গ হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিতেন; যদি কোনও বিশেষ স্থলে শিশুগণকে একান্তই যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত, তবে তাহারা যাহাতে আচরণে শান্ত ও বিনীত হয়, তাঁহারা তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিতেন।

আথেন্সে বিবিধ শৈশবোচিত ক্রীড়া প্রচলিত ছিল; এই ক্রীড়াগুলি শিক্ষার সহায় বলিয়া সমাদর লাভ করিত; উহাদিগের সাহায্যে শিশুগণের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধিত হইত। আথীনীয়েরা কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য ক্রীড়ায় উৎসাহ দিত না; তাহারা জানিত, উহা জ্ঞানলাভ

ও চরিত্রগঠনের অনুকূল; এই জন্যই ক্রীড়ার মধ্যেও তাহারা নিয়ম ও সংযম অটুট রাখিত। গ্রীক সাহিত্যে যে সকল ক্রীড়ার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা এই—দৌড়, লম্ফন, একপায়ে হাঁটা, গোলা ছোড়া ও ধরা, লক্ষ্য-ভেদ, ব্যায়াম, দৈবাধীন হারজিতের খেলা (games of chance); তা'ছাড়া, বল, লাটু, চাকা, দোলা, ঢেঁকীকল (seesaw), লাফান (skip), মুষ্টিযুদ্ধ, লুকাচুরী খেলা, কাণামাছী খেলা—আথেন্সের বালকদিগের মধ্যে এগুলির প্রচলন বেশ ছিল। তাস খেলা তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; হারজিতের খেলাও তাহারা কদাচিৎ খেলিত। একথা বলিবার আবশ্যক নাই, যে কতকগুলি ক্রীড়া কেবল বালকদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং অপর কতকগুলি শুধু বালিকারাই খেলিত। অবস্থাভেদে গ্রাম ও নগরেরর মধ্যেও এ বিষয়ে পার্থক্য দেখা যাইত। বর্ত্তমান যুগের কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরের বালকেরা যেমন অনেক সময়ে রাস্তায় খেলা করে, আথেন্সের বালকেরাও তাহাই করিত। তবে আথেন্সের সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকমাত্রেরই নগরের বাহিরে বাগানবাটী থাকিত; তাঁহাদের পরিবারেরা বৎসরের অধিকাংশকাল সেখানেই বাস করিতেন; সুতরাং আঢ্য পিতামাতার সন্তানগণের দেহমনে গ্রামের নির্ম্মল বায়ু, উদার প্রান্তর ও নির্ম্মুক্ত আকাশের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইত।

(২) পাঠশালার শিক্ষা।

সাত বৎসর বয়সে জন্মভূমির অধিদেব আদিত্যের (Apollo) মন্দিরে আথীনীয় বালকের নাম শিক্ষানবীশ রাষ্ট্রবাসীর তালিকায় লিখিত হইলে সে একটী মণ্ডলীর (phratria) অন্তর্ভূত হইত। তারপরে তাহার পাঠশালার শিক্ষা আরম্ভ হইল। সে কলাশিক্ষক ও ব্যায়ামশিক্ষক, এই দুই জনের পাঠশালায় গমন করিত। প্লেটো প্রভৃতির গ্রন্থে তিন শ্রেণীর শিক্ষকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—সাহিত্যশিক্ষক (grammatistes), বীণাশিক্ষক (kitharistes), ও ব্যায়ামশিক্ষক (paidotribes)। অতএব, বিদ্যার্থী কলা (mousike), সাহিত্য (grammata) ও ব্যায়াম (gymnastike), এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিত। গৃহ হইতে পাঠশালায় যাইবার ও

পাঠশালা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিবার কালে একজন দাস তাহার লিখিবার সরঞ্জাম, বীণা প্রভৃতি বহিয়া লইয়া যাইত ; পুস্তক পড়িতে হইত না, সুতরাং বহিতেও হইত না। এই দাসকে "শিশু-নায়ক" (pedagogue) বলিত ; আচারে, ব্যবহারে তাহার বাধ্য হইয়া চলা বালকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। প্রাতঃকালে নগরের এক এক পাড়ার বালকেরা এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইত ; তৎপরে তাহারা সৈনিকের ন্যায় দলে দলে সজ্জিত হইয়া পাঠশালায় যাইত। দুরন্ত শীতের সময়েও তাহারা প্রায় উলঙ্গ থাকিত বলিলেই হয় ; কেন না, তাহারা যে সামান্য বস্ত্র পরিত, তাহা উল্লেখের অযোগ্য। আরিষ্টফানীস বলেন, যে মারাথোন যুগে ইহারা এমন কষ্টসহিষ্ণু ছিল, যে ভীষণ তুষারপাতের মধ্যেও এই নগ্নদেহ বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইতে কাতর হইত না (*The Clouds*, 964-5)। পথে চলিবার কালে তাহাদিগকে দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ রাখিতে ও বিনম্র ব্যবহার করিতে হইত। তাহারা বলিতে গেলে প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন পাঠশালায় যাপন করিত। তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা এই প্রকার ছিল। ছাত্রগণ প্রাতরাশ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে পাঠশালায় যাইত। মধ্যাহ্নে গৃহে যাইয়া তাহারা উদর পূরিয়া ভোজন করিত, এবং অপরাহ্নে আবার বিদ্যালয়ে যাইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা ছুটী পাইত। (সলোনের ব্যবস্থানুসারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে অধ্যাপনা নিষিদ্ধ ছিল।) সায়ংকালের আহার হইয়া গেলেই তাহাদিগের দিনের কাজ শেষ হইত। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে সাত বৎসর বয়সের পরে আথীনীয় বালকগণ মাতা ও ভগিনীর সঙ্গ অতি অল্পই লাভ করিত। তাহাদিগের স্নিগ্ধকোমল প্রভাবে বঞ্চিত হইয়া তাহাদিগের চরিত্র ও নৈতিক আদর্শ যে এক বিশেষ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আথেন্সে প্রত্যেক পাঠশালার কলাভবন (Mouseion) ও ব্যায়ামাগার (Palaestra), এই দুইটী অঙ্গ ছিল। ব্যায়ামাগার গুলি নগরের বাহিরে বাগানের মধ্যে স্থাপিত হইত। কতকগুলি বিদ্যালয়গৃহ সরকারী ছিল ; সরকার হইতে শিক্ষকগণকে উহা ভাড়া দেওয়া হইত। অধিকাংশ

বাটীই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব ছিল। কলা ও ব্যায়াম ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শিক্ষা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু কলাভবন ও ব্যায়ামাগার অনেক সময়ে একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হইত। সাধারণতঃ ছোট ছোট বালকেরা পূর্ব্বাহ্ণে ব্যায়াম ও অপরাহ্ণে লেখাপড়া করিত। অধিকবয়স্ক বালকদিগের নিয়ম ছিল ইহাঁর বিপরীত। ক্রীড়ার সময় যে পাঠের সময় অপেক্ষা অল্প ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

কলাবিদ্যা ও ব্যায়াম, এই উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐক্য ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ, মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠ অথচ বিনয়ী ও স্বাধীনতাপ্রিয় অথচ নিয়মানুগত হইবে ; সে সুস্থদেহ ও সুস্থমনের অধিকারী হইবে ; তাহার চিন্তা পরিমার্জ্জিত ও কর্ম্মক্ষমতা পরিপুষ্ট হইবে ; এবং তাহার পরিবার ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও দেবদেবীর প্রতি ভক্তি অকপট ও অচল থাকিবে—উক্ত দ্বিবিধ শিক্ষার ইহাই লক্ষ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পুরস্কারের আশা ও দণ্ডভয়, উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার নিয়ামক ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে আথীনীয় বালক অপরাধ করিলে শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করিত। আবার প্রশংসনীয় কর্ম্ম করিলে অভিভাবক মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতেন, এবং সে অন্যবিধ পুরস্কারও প্রাপ্ত হইত। গ্রীসে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। "সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ হও"—সকল কর্ম্মে আথীনীয় বালকের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। তৎপরে, কি কলাবিদ্যায়, কি ব্যায়ামে শুধু কৃতিত্বলাভ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল না ; যাহা শিক্ষা করা গিয়াছে, তাহা কাজে লাগে কি না, তাহার প্রতিই প্রধান ভাবে দৃষ্টি রাখা হইত। একজন অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে, বা ব্যায়ামে কতপ্রকার চমৎকার কৌশল প্রদর্শন করিতেছে, আথীনীয়েরা শুধু ইহাকে কিছুমাত্র মূল্যবান্ জ্ঞান করিত না ; তাহারা সর্ব্বত্র বুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তিরই সমধিক পক্ষপাতী ছিল। চতুর্থতঃ, দ্বিবিধ স্থলেই শিক্ষকগণ ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের জন্য অশেষ যত্ন করিতেন। তাহা-দিগের আচরণ যেন ভদ্র, গম্ভীর ও জ্ঞানানুগত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের ঐকান্তিক সাধনার বিষয় ছিল। পরিশেষে, শিক্ষার এই দ্বিবিধ শাখারই

এই এক উদ্দেশ্য ছিল, যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ তো হইবেই ; তা'ছাড়া, তাহারা অবসরকালও অপরের সহিত যথাযোগ্যরূপে যাপন করিতে পারিবে। গ্রীকেরা মনে করিত, যে শিক্ষিত লোকের পক্ষে কলাবিদ্যাই চিত্তবিনোদনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

(ক) সঙ্গীত ও সাহিত্য।

সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে পাঠশালার বালকদিগের শিক্ষা আরম্ভ হইত। হোমার ও হীসিয়ডের মহাকাব্য, এবং সলোন, থেয়গ্নিস, আর্খিলখস, সিমনিডীস প্রভৃতি কবির বিবিধ শ্রেণীর কবিতা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। গ্রীক কাব্যসমূহকে শিক্ষার ভিত্তি করিয়া আথীনীয়েরা গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল ; কারণ, বালকগণের যাহা কিছু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, সে সমস্তই ইলিয়াড ও অডীসী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিদ্যমান ছিল। তেজঃ ও বীর্য্য, মনুষ্যত্ব ও বীরত্ব, জ্ঞান ও ধর্ম্মভীরুতা, দয়া ও সহানুভূতি, সংযম ও নিয়মানুগত্য, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—আথীনীয় বালক মানবের লভনীয় এ সমুদায় গুণের দৃষ্টান্ত হোমারের মহাকাব্যে প্রাপ্ত হইত। সে উহাতে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারীর মনোহর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। তৎপরে, জীবনের বিবিধ পরীক্ষা ও সঙ্কটে, বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে, বিচিত্র লোকের সহবাসে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে, সলোন প্রভৃতি নীতিবাক্যচ্ছলে তাহাকে তাহা বলিয়া দিতেন। হীসিয়ড তাহাকে দেবদেবীর উপাখ্যান শুনাইতেন, কত কত কবি তাহার প্রাণে জাতীয় জীবনের আদর্শ মুদ্রিত করিয়া দিয়া তাহাকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করিতেন।

ছাত্রেরা প্রথমে বালিতে আঙ্গুল দিয়া আঁচড় কাটিয়া অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিত ; তারপরে তাহারা লোহার কলম দিয়া ফলকে মোমের উপরে লিখিতে অভ্যাস করিত। বর্ণপরিচয়ের পরে শব্দ লিখিবার অভ্যাস পরিপক্ক হইলেই শিক্ষক কবিতা বলিয়া যাইতেন, ছাত্রেরা শুনিয়া তাহা লিখিত। আজ যাহা লেখা হইল, কাল তাহা পড়িতে, আবৃত্তি করিতে বা

গাহিতে হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল। তাহারা হোমারের কবিতা আবৃত্তি করিত, সিমনিডীস বা সাফোর কবিতা গান করিত। গ্রীকেরা, বিশেষতঃ আথীনীয়েরা উত্তম পাঠ, উত্তম আবৃত্তি ও উত্তম গানের উপরে খুব বেশী জোর দিত; যে যুবক এই তিনটীতেই সুদক্ষ না হইত, তাহাকে তাহারা অশিক্ষিত বিবেচনা করিত। যুবকদিগকে সদা সর্ব্বদাই গৃহে বা সাধারণ উৎসবক্ষেত্রে আবৃত্তি করিতে বা গাহিতে হইত; সুতরাং এই অক্ষমতা গোপন রাখিবার উপায় ছিল না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকদিগকে বীণাসংযোগে গম্ভীর ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক ডোরিকরাগে গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই যুগে ললিত, কোমল ও চিত্তোদ্বেলকারিণী রাগিণী আথেন্সের বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করে নাই। আথীনীয়েরা জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য গীত, বাদ্য বা অপরা-পর কলাতে দক্ষতা লাভ করা স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষের পক্ষে হেয় জ্ঞান করিত; এজন্য শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে ব্যবসাদার লোকের মত গীত-বাদ্যে সুনিপুণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেন না।

গ্রীসে সঙ্গীতবিদ্যার কি গৌরব ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহা ধারণা করা কঠিন। আজকাল যেমন অনেকে গীতবাদ্যটাকে একটা আমোদের উপায় বলিয়া মনে করেন, গ্রীকেরা তাহা করিত না; তাহারা চরিত্রগঠনের সহায়রূপেই উহার এত সমাদর করিত। সঙ্গীত মানবের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া চিত্তকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে; উহার প্রভাবে অন্তরের রিপুসমূহ ও ইচ্ছাশক্তির বিরোধ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং এইরূপে মানুষ রাষ্ট্রের অপর সকলের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, কেন না, অন্তরে শান্তি স্থাপিত না হইলে বাহিরে শান্তির অন্বেষণ বৃথা—গ্রীকেরা এই তত্ত্বটী গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে সঙ্গীতের এমন সমাদর ছিল।

এই যুগে সাহিত্যশিক্ষা, সঙ্গীতশিক্ষার অন্তর্গত ছিল, সুতরাং একই শিক্ষক উভয়বিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে পাটীগণিতও শিখাইতেন। এই কাজটী অতি দুরূহ ছিল। কারণ, গ্রীকেরা হিন্দুদিগের

মত সংখ্যা লিখিবার প্রণালী জানিত না। ছাত্রেরা ছোট ছোট পাথর, বালির বাক্স, প্রভৃতির সাহায্যে গণনা করিতে শিখিত।

বিদ্যালয়গৃহগুলি অতি সাদাসিধা রকমের ছিল; কক্ষগুলি প্রায় তিন দিকেই খোলা থাকিত; উহাতে রৌদ্র ও বায়ু অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত। উহাতে আসবাব খুব সামান্যই থাকিত, অথবা কিছুই থাকিত না। ছাত্রেরা মাটীতে কিংবা নীচু বেঞ্চে বসিত, শিক্ষক একখানি উচ্চ আসন অধিকার করিতেন। বেঞ্চগুলি প্রতিদিন স্পঞ্জ দিয়া ধুইয়া ফেলা হইত। বিদ্যালয়গৃহের সাজসজ্জা আর কিছুই ছিল না, উহাতে কেবল আদিত্য ও বাগ্‌দেবীগণের মূর্ত্তি রাখা হইত। বাগ্‌দেবীগণের উৎসবই বিদ্যালয়ের প্রধান পর্ব্ব ছিল; উহাতে ছাত্রগণ গান ও আবৃত্তি করিত।

(খ) ব্যায়াম।

ব্যায়াম বলিতে গ্রীকেরা দৈহিক উৎকর্ষ-সাধনের উপযোগী সকল প্রকার অঙ্গচালনাই বুঝিত। স্বাস্থ্য, বল, দক্ষতা, স্বচ্ছন্দতা, সংযম এবং চালচলনে দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য শারীরিক সাধনার উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যতে অলীম্পিক ও অন্যান্য উৎসবে মল্লক্রীড়ায় যোগ দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটী বালককে সাধারণ ব্যায়ামাগারে মল্লোচিত শিক্ষা প্রদান করা হইত, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই অন্যরূপ শিক্ষা পাইত; কারণ, থীবস্‌ ও স্পার্টার অধিবাসীরা মল্লকে আদর্শ পুরুষ মনে করিত বটে, কিন্তু আথেন্সে তাহার সে প্রকার গৌরব ছিল না।

মল্লভূমিতে ও দৌড়ের মাঠে পেশাদারী শিক্ষকের অধীনে ব্যায়াম-চর্চ্চা নির্ব্বাহিত হইত। মল্লভূমিতে হার্মীস, হীরাক্লীস ও এরসের মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিত। হার্মীস দক্ষতার, হীরাক্লীস দয়ানুগামী দৈহিক বলের ও এরস (কামদেব) যুবজনপ্রণয়ের অধিদেবতা ছিলেন।

আথেন্সের ছাত্রেরা নিম্নলিখিত ব্যায়ামের চর্চ্চা করিত। (১) লম্ফন, (২) ধাবন, (৩) চক্র-নিঃক্ষেপ, (৪) বর্শা-নিঃক্ষেপ, (৫) মল্লযুদ্ধ।

(১) ধাবন—সকল প্রকার ব্যায়ামের মধ্যে এইটীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সরল, সহজ ও স্বাভাবিক। দৌড়িবার পূর্ব্বে বালকেরা গাত্রাবরণ মোচন

করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিত, এবং একেবারে নগ্নদেহে এই ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইত। দৌড়িবার স্থান নরম বালুকাদ্বারা পুরু করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত, ইহাতে বালকগণের শ্রম বাড়িয়া যাইত। দীর্ঘতা অনুসারে দৌড়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, যথা (১) এক ফার্লং দৌড়, (২) দুই ফার্লং দৌড়, (৩) চারি ফার্লং দৌড় বা ঘোড় দৌড়, এবং (৪) লম্বা দৌড় বা তিন মাইলের দৌড়। এই সকল দৌড়ের সাহায্যে দম রাখিবার ক্ষমতা বাড়িত, ফুসফুসের শক্তি বিকশিত হইত, দেহ কর্ম্মপটু ও শক্তিশালী হইয়া উঠিত।

(২) লম্ফন—আথেন্সের বালকেরা কেবল দীর্ঘ লম্ফই অভ্যাস করিত, তাহাদিগকে উল্লম্ফনাদি শিক্ষা দেওয়া হইত না। তাহারা হাতে ভারী বস্তু লইয়া লাফাইতে শিখিত, ইহাকে বাহু, পদ ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ একসঙ্গে পরিচালিত হইত। যেই দুটী ব্যায়ামের কথা বলা হইল, তাহাতে পদদ্বয়ের বিকাশ সাধিত হইত; বাহুর পরিচালনা পরবর্ত্তী ব্যায়াম দুইটীর লক্ষ্য ছিল।

(৩) চক্র-নিঃক্ষেপ—চক্র পাথরের বা ধাতুর একখানি গোল ও চ্যাপ্টা থালা। ব্যায়ামকারী উহা দক্ষিণ হস্তে লইয়া প্রাণপণে দূরে নিঃক্ষেপ করিত। এই ব্যায়ামে দেহের যে সলীল ও সমঞ্জসীভূত বিকাশ সাধিত হইত, তাহা কেবল রোমে পোপের প্রাসাদস্থিত চক্রনিঃক্ষেপ-কারীর প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর।

(৪) বর্শা-নিঃক্ষেপ—দৃষ্টিসিদ্ধি ও হস্তসিদ্ধি এই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য ছিল। ছাত্রেরা ছোরা বা বর্শাদ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিত। যে যতদূরে লক্ষ্য স্পর্শ করিতে পারিত, সে তত কৃতী বলিয়া গণ্য হইত।

(৫) মল্লযুদ্ধ—ব্যায়ামগুলির মধ্যে এইটীই প্রধান। ইহাতে কেবল সমগ্র দেহের পরিচালনা হইত, তাহা নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা ছাত্রগণের ধৈর্য্য ও সংযমেরও পরীক্ষা হইত। মল্লেরা দেহ তৈলাক্ত করিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম বালুকা ছড়াইত। প্রতিপক্ষকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করাই কুস্তীর লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা পরস্পরকে যেমন ইচ্ছা লাঞ্ছিত করিতে পারিত, কেবল দংশন করিতে, লাথি মারিতে, বা আঘাত করিতে পারিত না।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে পারিলে তবে জয়লাভ হইত। মল্লযুদ্ধের পরে পালোয়ানেরা দন্তবিশিষ্ট একটা যন্ত্রের দ্বারা শরীর আঁচড়াইয়া উহাতে তৈল ও ধূলি মাখিত, তৎপরে স্নান করিয়া আবার তৈল মর্দ্দন করিত; তারপর তাহারা রৌদ্রে বসিয়া গাত্র শুষ্ক ও তামাটে করিয়া লইয়া বস্ত্র পরিধান করিত। স্নানটা শীতল জলেই নির্ব্বাহিত হইত। হঠাৎ শীত বা গ্রীষ্ম উপস্থিত হইলে দেহটা যাহাতে বিকল হইয়া না যায়, উহা যাহাতে শীতোষ্ণ সহনে অভ্যস্ত হয়—শীতল জলে স্নান করিবার ও রৌদ্রে বসিয়া থাকিবার ইহাই অভিপ্রায় ছিল।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, এরূপ ভাবিলে ভুল হইবে। আমরা নৃত্যভূমিতে এই উভয়ের মিলন দেখিতে পাই।

(গ) নৃত্য।

গ্রীক জাতির মধ্যে নৃত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায় ছিল। নৃত্য ভিন্ন দেব-পূজা পূর্ণাঙ্গ হইত না। তাহারা মানবজীবনকে রাষ্ট্রীয়, সামরিক ও ধর্ম্ম্য, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল; সঙ্গীত ও সাহিত্য তাহাদিগকে প্রথমটীর, ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বিতীয়টীর ও নৃত্য তৃতীয়টীর উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিত। স্বাধীন আথীনীয়েরা কেবল ধর্ম্মার্থ দেবতার সম্মুখেই নৃত্য করিত, অন্যত্র করিত না। তাহারা নৃত্য সঙ্গীত ও সাহিত্য এবং ব্যায়ামের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিত। উহাতে দেহ ও আত্মা উভয়েরই অনুশীলন হইত। এই অনুশীলনে দেহ আত্মাকে বা আত্মা দেহকে অতিক্রম করিত না; কিন্তু উভয়েই নৃত্যানুষ্ঠানে সমঞ্জসাভূতরূপে বিকাশ লাভ করিত। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তালমান সহকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে পরিচালনা হইত, তাহাতে দেহ ও আত্মা দুইয়েরই স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইটী শ্রেণী ছিল। সাত হইতে এগার বৎসর বয়সের বালকেরা প্রথম শ্রেণীতে ও এগার হইতে পনর বৎসর বয়সের ছাত্রেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিত। প্রধান প্রধান দেবতাদিগের উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিত। বিদ্যার্থীরা বৎসরে মোটের উপর প্রায় নব্বই দিন ছুটী পাইত

(৩) উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা।

আথেন্সের ছাত্রেরা কৈশোর অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে, রাজকীয় উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত। পাঠশালায় পারিবারিক জীবনের সহিত তাহাদিগের যোগ থাকিত। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করিতেন। এই বিদ্যালয়ের নাম মল্লভূমি (gymnasium)। আথেন্সে সলোনের সময়ে নগর-প্রাচীরের বাহিরে বিশাল ছায়াশীতল উপবনের মধ্যে দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একটীর নাম আকাডীমেইয়া (Academy); দ্বিতীয়টীর নাম ক্যুনোসার্গীস (Cynosarges)। যাহাদিগের দেহে এক বিন্দুও বৈদেশিক শোণিত নাই, এইরূপ ষোলকলাপূর্ণ আথীনীয় যুবকেরা প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে, এবং যাহাদিগের কেবল পিতা বা মাতা বিশুদ্ধ আথীনীয় তাহারা অপরটীতে শিক্ষালাভ করিত। আথেন্সের স্বাধীন অধিবাসীদিগের সন্তানেরা প্রায় সকলেই পাঠশালায় যাইত, কিন্তু উচ্চবিদ্যালয়ে শুধু সঙ্গতিপন্ন পরিবারের যুবকেরাই প্রবেশ করিত। ইহার ফলে রাষ্ট্রের যাবতীয় উচ্চপদ ধনীদিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

আথীনীয় যুবক উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই "শিশুনায়কের" হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত ; এবং অতঃপর সরকার স্বয়ং তাহাকে দেখিবার শুনিবার ভার গ্রহণ করিতেন। এখন হইতে সে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিত। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবার জন্য সে পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে, রঙ্গালয়ে, সর্ব্বত্র অবাধে গমনাগমন করিত। মল্লভূমিতে একজন ব্যায়ামশিক্ষক তাহাকে শিক্ষাদান করিতেন, সে তাঁহার অধীনে থাকিয়া দুই তিন বৎসর কুস্তী, দৌড়াদৌড়ী প্রভৃতি আয়াসসাধ্য ব্যায়াম অভ্যাস করিত। তাহাকে রাজ্যের বিবিধ ব্যবস্থা শিখিয়া লইতে হইত, ইহা ছাড়া তাহার মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার আর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই শিক্ষা সে আপনি যথা তথা বয়োজ্যেষ্ঠগণের সংস্রবে আসিয়া লাভ করিবে, ইহাই সকলে আশা করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে জীবনের যে সময় সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময়, ঠিক্

সেই সময়েই আথীনীয় যুবক পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত ; সে গৃহের বাহিরে, জনসমাজে আপন মনে বিচরণ করিত ; তাহার চঞ্চল, নিরলস কর্ম্মপ্রবাহে কেহ বাধা দিত না ; কর্ম্মই তাহার সাধনের লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তাহার মন ও হৃদয় আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবার অবসর পাইত না। সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম্মনীতি ও বাস্তবজীবনের জ্ঞানলাভ করিত, এবং এই জ্ঞান তাহাকে রাষ্ট্রধর্ম্মপালনের উপযোগী করিয়া তুলিত। এই সময়ে সে ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ী চালাইতে, দাঁড় টানিতে ও সাঁতার কাটিতে শিখিত; এবং ভোজে কিরূপ আচরণ করিতে হয় ; কি করিয়া লোকের সহিত কথোপকথন করিতে হয় ; কিরূপে গুরুতর রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হয় ; উৎসবে কেমন গান ও নৃত্য করিতে হয়, ও পুরবাসিগণের সংযাত্রায় অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে কি ভাবে চলিতে হয়—এগুলিও সে শিক্ষা করিত। স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে, এবং তাহার আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতা লক্ষিত হইলে, তাহাকে আরেইওপাগস নামক বিচারালয়ের নিকটে জবাবদিহী হইতে হইত। সে আপনার ভগিনী ভিন্ন সমবয়সী নারীর মুখ বড় দেখিতে পাইত না। এক মাত্র উৎসবক্ষেত্রে রমণীদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু সেখানে তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের কোনও সুযোগ ঘটিত না। এই জন্যই তাহার হৃদয়ের প্রেম সমবয়স্ক যুবকের প্রতি ধাবিত হইয়া ও তাহাকে মিত্ররূপে আত্মদান করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত ; এই জন্যই গ্রীসের ইতিহাসে বন্ধুতার এত মনোহর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং এই জন্যই গ্রীক সমাজে যুবকযুবতীর প্রণয়কাহিনী এমন বিরল।

এই কালে আথীনীয় যুবককে রীতিমত পঞ্চব্যায়াম (pentathlon) —দৌড়, লম্ফন, চক্র-নিঃক্ষেপ, কুস্তী ও বুসাবুসী—অভ্যাস করিতে হইত। দৌড় পূর্ব্বের মত সহজ ছিল না ; সে বর্ম্ম পরিয়া দৌড়িতে শিখিত। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে নাবালক বলিয়া গণ্য হইত ; এই অবস্থায় তাহার পিতা বা অন্য অভিভাবক তাহার ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকিতেন। অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেই সে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সরকারের শাসনাধীনে আসিত। তখন তাহার পিতা তাহাকে রাষ্ট্রের স্বত্বপ্রার্থীরূপে স্বীয় গোষ্ঠ-

পতির (demarchos) নিকটে উপস্থিত করিতেন। যদি প্রমাণিত হইত, যে সে স্বাধীন পিতামাতার বৈধ সন্তান, এবং রাষ্ট্রীয় স্বত্ব লাভ করিতে হইলে যে সমুদায় শারীরিক ও নৈতিক গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার সে সকলই আছে, তাহা হইলে তাহার নাম গোষ্ঠীর তালিকায় লিখিত হইত, এবং সে উহার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিত। এখন সে পুরবাসীদিগের নিকটে উপস্থিত ও সরকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলা হইল, এবং সে রাষ্ট্রবাসীর কৃষ্ণ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। এই পরিচ্ছদ পরিয়া সে রাজা আর্খোনের নিকটে গমন করিত, তিনি তাহাকে অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সহিত জনসভায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। সে সভাস্থলেই বর্শা ও ঢাল প্রাপ্ত হইত, এবং এইরূপে রণবেশে সজ্জিত হইয়া আক্রপলিস-শৈলোপরি আগ্লাউরসের(Aglauros) মন্দিরে গমন করিত। তথায় সভাক্ষেত্র (agora), পুরী ও আটিকার সমতল ভূমির প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে এই প্রকার শপথ গ্রহণ করিত—"আমি কখনও এই অস্ত্রের অবমাননা করিব না, কিংবা (সেনাদলে) আমার সহচরকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি একাকী এবং সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া দেবমন্দির ও স্বদেশের পবিত্র সম্পত্তির জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আমার জন্মভূমিকে যেমন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা (হীনতর তো নয়ই, বরং তদপেক্ষা) মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর করিয়া রাখিয়া যাইব। যখন যে সকল রাজপুরুষ শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, আমি তখন তাঁহাদিগের অনুগত থাকিব। এক্ষণে যে সকল বিধি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে জনসাধারণ একমত হইয়া যে যে বিধি প্রণয়ন করিবে, আমি তাহা মানিয়া চলিব ; যদি কেহ তাহা রহিত বা অমান্য করিতে প্রয়াস পায়, তবে আমি একাকী কিংবা সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে দমন ও বিধিসমূহকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে সংগ্রাম করিব। আমি আমার পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ থাকিব। আগ্লাউরস, এন্যুয়ালিয়স (Enualios), আরীস, জেয়ুস, থালো, (Thallo), আউক্সো (Auxo) এবং হীগেমনী (Hegemone) সাক্ষী থাকুন।"

সেই সময়েই আথীনীয় যুবক পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত ; সে গৃহের বাহিরে, জনসমাজে আপন মনে বিচরণ করিত ; তাহার চঞ্চল, নিরলস কর্ম্মপ্রবাহে কেহ বাধা দিত না ; কর্ম্মই তাহার সাধনের লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তাহার মন ও হৃদয় আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবার অবসর পাইত না। সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম্মনীতি ও বাস্তবজীবনের জ্ঞানলাভ করিত, এবং এই জ্ঞান তাহাকে রাষ্ট্রধর্ম্মপালনের উপযোগী করিয়া তুলিত। এই সময়ে সে ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ী চালাইতে, দাঁড় টানিতে ও সাঁতার কাটিতে শিখিত; এবং ভোজে কিরূপ আচরণ করিতে হয় ; কি করিয়া লোকের সহিত কথোপকথন করিতে হয় ; কিরূপে গুরুতর রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হয় ; উৎসবে কেমন গান ও নৃত্য করিতে হয়, ও পুরবাসিগণের সংযাত্রায় অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে কি ভাবে চলিতে হয়—এগুলিও সে শিক্ষা করিত। স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে, এবং তাহার আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতা লক্ষিত হইলে, তাহাকে আরেইওপাগস নামক বিচারালয়ের নিকটে জবাবদিহী হইতে হইত। সে আপনার ভগিনী ভিন্ন সমবয়সী নারীর মুখ বড় দেখিতে পাইত না। এক মাত্র উৎসবক্ষেত্রে রমণীদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু সেখানে তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের কোনও সুযোগ ঘটিত না। এই জন্যই তাহার হৃদয়ের প্রেম সমবয়স্ক যুবকের প্রতি ধাবিত হইয়া ও তাহাকে মিত্ররূপে আত্মদান করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত ; এই জন্যই গ্রীসের ইতিহাসে বন্ধুতার এত মনোহর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং এই জন্যই গ্রীক সমাজে যুবকযুবতীর প্রণয়কাহিনী এমন বিরল।

এই কালে আথীনীয় যুবককে রীতিমত পঞ্চব্যায়াম (pentathlon) —দৌড়, লম্ফন, চক্র-নিঃক্ষেপ, কুস্তী ও ঘুসাঘুসী—অভ্যাস করিতে হইত। দৌড় পূর্ব্বের মত সহজ ছিল না ; সে বর্ম্ম পরিয়া দৌড়িতে শিখিত। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে নাবালক বলিয়া গণ্য হইত ; এই অবস্থায় তাহার পিতা বা অন্য অভিভাবক তাহার ব্যবহারের জন্য দায়ী থাকিতেন। অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেই সে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সরকারের শাসনাধীনে আসিত। তখন তাহার পিতা তাহাকে রাষ্ট্রের স্বত্বপ্রার্থীরূপে স্বীয় গোষ্ঠ-

পতির (demarchos) নিকটে উপস্থিত করিতেন। যদি প্রমাণিত হইত, যে সে স্বাধীন পিতামাতার বৈধ সন্তান, এবং রাষ্ট্রীয় স্বত্ব লাভ করিতে হইলে যে সমুদায় শারীরিক ও নৈতিক গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার সে সকলই আছে, তাহা হইলে তাহার নাম গোষ্ঠীর তালিকায় লিখিত হইত, এবং সে উহার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিত। এখন সে পুরবাসীদিগের নিকটে উপস্থিত ও সরকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলা হইল, এবং সে রাষ্ট্রবাসীর কৃষ্ণ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। এই পরিচ্ছদ পরিয়া সে রাজা আর্খোনের নিকটে গমন করিত, তিনি তাহাকে অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সহিত জনসভায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। সে সভাস্থলেই বর্শা ও ঢাল প্রাপ্ত হইত, এবং এইরূপে রণবেশে সজ্জিত হইয়া আক্রপলিস-শৈলোপরি আগ্লাউরসের (Aglauros) মন্দিরে গমন করিত। তথায় সভাক্ষেত্র (agora), পুরী ও আটিকার সমতল ভূমির প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে এই প্রকার শপথ গ্রহণ করিত—"আমি কখনও এই অস্ত্রের অবমাননা করিব না, কিংবা (সেনাদলে) আমার সহচরকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি একাকী এবং সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া দেবমন্দির ও স্বদেশের পবিত্র সম্পত্তির জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আমার জন্মভূমিকে যেমন প্রাপ্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা (হীনতর তো নয়ই, বরং তদপেক্ষা) মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর করিয়া রাখিয়া যাইব। যখন যে সকল রাজপুরুষ শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, আমি তখন তাঁহাদিগের অনুগত থাকিব। এক্ষণে যে সকল বিধি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে জনসাধারণ একমত হইয়া যে যে বিধি প্রণয়ন করিবে, আমি তাহা মানিয়া চলিব; যদি কেহ তাহা রহিত বা অমান্য করিতে প্রয়াস পায়, তবে আমি একাকী কিংবা সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে দমন ও বিধিসমূহকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে সংগ্রাম করিব। আমি আমার পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ থাকিব। আগ্লাউরস, এন্যুয়ালিয়স (Enualios), আরীস, জেয়ুস, থালো, (Thallo), আউক্সো (Auxo) এবং হ্যাগেমনী (Hegemone) সাক্ষী থাকুন।"

[আগ্লাউরস, কেক্রপ্‌সের অন্যতমা কন্যা, অর্থাৎ মাতা পৃথিবীর এক উপাধি, এস্থলে আথীনার নামান্তর ; এতদ্দ্বারা আগ্লাউরস ও "পুরী-রক্ষিকা" আথীনা, এই দুই দেবতার পূজার মিলন ব্যক্তিত হইতেছে। এন্যুয়ালিয়স রণে বীর্য্যোদ্দীপক দেবতা। থালো উদ্ভিদের অধিদেবতা; ইহার নামে শপথ করিবার অর্থ এই, যে যুবকগণ আটিকার কৃষিকর্ম্ম ও ফলশস্য রক্ষা করিবে. (Plut. *Alc.* 15)। আউক্সো পুষ্টির দেবতা। হীগেমনী (নেত্রী, রাণী) বোধ হয় আর্টেমিসের অভিধান।] এখন সে ephebos বা "রাষ্ট্রপ্রবেশার্থী যুবক" নাম প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তাহাকে রাষ্ট্রের সেবায় দুই বৎসরকাল কঠোর নিয়ম মানিয়া জীবন যাপন করিতে হইত। এইটী হইল তাহার পরীক্ষা ; ইহার সাহায্যে সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পরিচয় পাইত। প্রথম বৎসর সে আথেন্সের সন্নিকটে থাকিয়া কুচ কাওয়াজ করিত, এবং বিবিধ সামরিক বিদ্যা উপার্জ্জনে নিরত থাকিত। এই সময়ে তাহার জীবন সৈনিকের মত কৃচ্ছ্রময় ছিল। সে উন্মুক্ত আকাশতলে, কিংবা পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রহরীদিগের যে সকল কক্ষ ছিল, তাহারই একটীতে নিদ্রা যাইত ; হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে সরকারের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাহায্যার্থ ঘটনাস্থলে গমন করিতে হইত। সে জাতীয় উৎসব-ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকিত। এক বৎসর পূর্ণ হইলে সেই বৎসরের সমুদায় প্রবেশার্থী সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে কুচ কাওয়াজের পরীক্ষা দিত ; এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা সীমান্তপ্রদেশের দুর্গসমূহে রক্ষীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইত, এবং পুরপ্রহরীরূপে দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া তাহাকে দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিত। যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদিগের জীবন যে প্রকার, এই সময়ে ইহাদিগের জীবনও ঠিক্ সেই প্রকার ছিল। এই কালে ইহারা দুইটী অত্যাবশ্যক কার্য্য শিক্ষা করিত। (১) ইহারা জন্মভূমি আটিকার ভৌগোলিক সংস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইত। উহার পথঘাট, খালবিল, নদীনির্ঝরিণী, বন জঙ্গল, পাহাড়পর্ব্বত, কিছুই ইহাদিগের অজ্ঞাত থাকিত না। এবং (২) কিরূপে নিয়ম ও শান্তি রক্ষা করিতে হয়, অর্থাৎ কি প্রকারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিলে রাষ্ট্রমধ্যে

বিদ্যার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই সঙ্কেতটী ইহাদিগের অধিগত হইত। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে তাহারা অখণ্ড রাষ্ট্রীয় স্বত্বলাভের জন্য আর একটী পরীক্ষা দিত, এবং উহাতে উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা পূর্ণস্বত্ববান্ রাষ্ট্রবাসী বলিয়া স্বীকৃত হইত।

পেরিক্লীস-যুগে (অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীতে) জ্ঞানের রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; এই যুগে যুবকেরা রাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, পদার্থতত্ত্ব, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিত।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

কিন্তু যুবকগণের শিক্ষা এইখানেই সমাপ্ত হইত না। আথেন্সের কোন পুরবাসীই কেবল নিজের সুখান্বেষণে জীবন ধারণ করিতে পারিত না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের সেবায় এতটা শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হইত, যে সে শুধু আপনার সাংসারিক উন্নতির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার অবসর পাইত না। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সম্ভোগ, আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া, ব্যায়াম, অভিনয় দর্শন, পানভোজন, সামাজিক নিমন্ত্রণ-রক্ষা, সকলই রাষ্ট্রীয় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত ; সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজ এক জীবনব্যাপী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝি, আথেন্সবাসীদিগের রাষ্ট্রই ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়। তাহারা বিশ্বাস করিত, রাষ্ট্র ধর্ম্মজীবন গঠনের সহায় ; সেইজন্য তাহারা রাষ্ট্রের নিকটে জীবনের সকল বিভাগে যে আনুগত্য স্বীকার করিত, বর্ত্তমান কালের জাতিসমূহের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। রাষ্ট্রে ও নিজ নিজ জীবনে সমন্বয়-সাধন (harmony) গ্রীক জাতির আদর্শ ছিল ; আজীবন রাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় এই সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া আথীনীয়েরা দিন দিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইত।

চতুর্থ শতাব্দীতে যখন আথেন্স মাকেদনের পদানত হইয়া পড়ে, তখন রাষ্ট্রপ্রবেশার্থী যুবকগণের সামরিক শিক্ষা তাহাদিগের স্বেচ্ছাধীন করিয়া

দেওয়া হয়। ধনী ও পদস্থ লোকের সন্তানেরা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া এই সুযোগে অনুরাগী জ্ঞানার্থীর ন্যায় দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। এইরূপে ক্রমে আথীনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়।

বয়স হিসাবে আথীনীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে তিনটী সোপান রহিয়াছে, তাহা এই—ছয় কি সাত হইতে চৌদ্দ কি পনর বৎসর পর্য্যন্ত প্রথম সোপান; চৌদ্দ কিংবা পনর হইতে আঠার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সোপান; আঠার হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত তৃতীয় বা শেষ সোপান। তিন সোপানেই ব্যায়াম অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়। এতন্মধ্যে কেবল উচ্চতম সোপানের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল ও সরকারী ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইত।

আথীনীয় শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্ব।

এতক্ষণ যে শিক্ষা-প্রণালী বর্ণিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, যে আথেন্সের বিদ্যালয়গুলিতে চরিত্র-গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত। বাল্য ও কৈশোরে শিক্ষকগণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ও যৌবনে বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠগণের সঙ্গ ইহার সর্ব্বোত্তম উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াই চরিত্র গড়িয়া উঠে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিক ফলপ্রদ, শুধু জীবনই জীবন প্রসব করে, এই তত্ত্বটী এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনুসৃত হইত। প্রাচীন ভারতে মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারগণের উপদিষ্ট শিক্ষাবিধানে যেমন গুরুর সাহচর্য্যই জ্ঞানধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃষ্টতম পন্থা বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল, আথীনীয়েরাও তেমনি শিক্ষার্থী যুবককে আচারে ও ব্যবহারে, জ্ঞানোপার্জ্জনে, চরিত্র-গঠনে একজন আদর্শস্থানীয় জীবন্ত মানুষের সহবাসে দীর্ঘকাল রাখিয়া দিত; ইঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া সে শিক্ষার সাফল্য লাভ করিত। ইহাই আথীনীয় শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম বিশেষত্ব।

ইহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই। অধুনা এদেশে যে প্রণালীতে শিক্ষাদান চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিদ্যার্থীরা যতটা গ্রহণ করে, তাহার তুলনায়

হাতে কলমে প্রায় কিছুই করে না। বিদ্যালয়ে গুরুবাক্য শুনিয়া যাওয়া, এবং ঘরে আসিয়া পাঠ্যপুস্তক কণ্ঠস্থ করা— এক্ষণে ইহাই ছাত্রগণের একমাত্র বা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আথেন্সের প্রণালী ঠিক্ ইহার বিপরীত ছিল। সেখানে যতটা শুনিতে বা মনে রাখিতে হইত, তদপেক্ষা অনেক অধিক করিতে হইত। ব্যায়াম, গান, নৃত্য, ধাবন, সন্তরণ, মল্লযুদ্ধ ;—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শিষ্টাচরণ, সংবাদিতা-সাধন—এগুলি নিশ্চেষ্ট শ্রবণ বা নিষ্ক্রিয় আহরণ নয়; ইহা দেহ ও আত্মার স্ফূরণ, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ, পুরুষকারের অভিব্যক্তি। আগে জ্ঞান, না আগে কাজ ? —যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই সমস্যার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কালের শিক্ষা-পদ্ধতি বলে, "অগ্রে উপদেশ গ্রহণ কর, পরে কাজ করিও।" গ্রীকেরা বলিত, "প্রথমে কাজ, পশ্চাৎ উপদেশ।"

শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন।

শিক্ষা ভিন্ন জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। আথেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতিই তাহার জাতীয় জীবনকে এমন বলদৃপ্ত ও দুর্জ্জয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। মারাথোনের যুদ্ধ এই পদ্ধতির অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই শিক্ষার গুণেই আথীনীয়েরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও অগণন পারসীক অক্ষৌহিণীর কবল হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মারাথোন যুদ্ধের পরবর্ত্তী কিঞ্চিদূন এক শতাব্দীকাল আথেন্সের ভাস্বর গৌরবমণ্ডিত সুবর্ণযুগ। এই যুগের প্রথম যামে আথেন্সের ধনবল ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আথীনীয়দিগের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির মর্ম্মস্থানেও ধীরে ধীরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সময়ে সফিষ্ট নামক এক শ্রেণীর লোক নানা দেশ হইতে আথেন্সে আসিয়া যুবকগণের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন ; তাঁহাদিগের উপদেশের ফলে এই বিকার দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। এত দিন আথীনীয়দিগের জীবন রাষ্ট্রপ্রধান ছিল, সুখসৌভাগ্যের

মুখ দেখিয়া তাহারা ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতে লাগিল। কিসে রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে, সে ভাবনা অপেক্ষা, কি করিয়া নিজের ধনমান যশোলাভ হইবে, সেই দুশ্চেষ্টাই তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অতএব, রাষ্ট্রসেবাই যে শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষার্থীকে কিয়ৎপরিমাণে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া দিল। কোন কোনও লেখক বলেন, পেলপনীসস যুদ্ধের পরিণামে আথেন্সের পতন এই কুশিক্ষার ফল। সফিষ্টদিগের সহিত সোক্রাটীসের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ পরে বর্ণিত হইবে।

গ্রীক ও ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির ঐক্যানৈক্য।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার আদর্শ কি ছিল, তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায় নামীয় প্রথমা বল্লীর একাদশ অনুবাকে তাহা অল্প কথায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। যেকে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু

বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদু-পাস্যম্ ॥১১॥

"বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত ধন [দক্ষিণাস্বরূপ] দান করিয়া (অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা দানান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া) সন্তানসূত্র কর্ত্তন করিবে না (অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বংশধারা রক্ষার উপায়াবলম্বন করিবে)। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ব [লাভে] ঔদাস্য করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। মাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে, অন্য (অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম) করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ম্ম সৎ, সে সকলই [তোমার] কর্ত্তব্য, অন্য (অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম) কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসন [দানাদি] দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে। লজ্জার (অর্থাৎ বিনয়ের) সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। মিত্রভাবের সহিত দান করিবে। যদি তোমার কোনও কর্ম্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম, [অন্য কর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে] নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, [তুমিও] সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। যদি কোনও ব্যক্তি তোমার কোনও কর্ম্ম বা আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করে, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম, [অন্য কর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে] নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, [তুমিও] সেই

রূপ আচরণ করিবে। ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ। ইহাই বেদ-রহস্য (বেদার্থ বা)। ইহাই অনুশাসন। এরূপ আচরণ কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহা পালন করিবে ॥১১॥” (পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের অনুবাদ, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।)

আচার্য্য শিষ্যকে শিক্ষার গুণে কেমন দেখিতে চাহেন, এখানে তিনি তাহাই বলিয়া দিতেছেন। পাঠকগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, যে আথীনীয় পিতামাতাও সন্তানগণকে এই প্রকার শিক্ষা দিতেই আকিঞ্চন করিতেন। এক ব্রাহ্মণ ও বেদাধ্যয়ন বিষয়ক কথাগুলি ছাড়িয়া দিলে এই অনুবাকের আর সমস্ত অনুশাসনই গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনুস্যূত ছিল। পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ভক্তি, কুলাগত ধর্ম্মে নিষ্ঠা, অতিথিসেবা, সংশয়স্থলে অভিজ্ঞ অগ্রগামীদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীক ও হিন্দু আদর্শে আশ্চর্য্য ঐক্য বিদ্যমান। এমন কি, সুশীল বালকের লক্ষণ সম্বন্ধেও এই দুইটীর মধ্যে দ্বিমত নাই। গ্রীকেরাও মনুর ন্যায় (২।১১৯,১৯৪) পুত্রগণকে এই শিক্ষা দিত, যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইলেই তাহারা আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, এবং যতক্ষণ তিনি কিছু জিজ্ঞাসা না-করেন, ততক্ষণ বিনয়ে অবনত হইয়া নীরবে অবস্থান করিবে। গুরুজনের সমক্ষে “যথেচ্ছ” (যেমন পায়ের উপরে পা' রাখিয়া) উপবেশন গ্রীক বালকের পক্ষেও নিষিদ্ধ ছিল। তবে উভয় আদর্শের বিষম অনৈক্য কোন্ খানে, তাহা বোধ করি ইঙ্গিতে বলিলেই চলিবে। ভারতীয় আচার্য্যের এই অমূল্য উপদেশটীতে রাষ্ট্রসেবার বর্ণমাত্র প্রসঙ্গ নাই। রাষ্ট্রধর্ম্মী ও ব্যক্তিত্বসর্ব্বস্ব শিক্ষার ফল কত বিভিন্ন, গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

———— ——

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাসগৃহ

এদেশে একটী প্রবাদ আছে, "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" আথীনীয়েরাও শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যথাবিধি বিবাহ করিয়া গৃহিণীর দ্বারা গৃহপ্রতিষ্ঠা করিত। অগ্রে গৃহ, পরে গৃহিণী; অতএব প্রথমে আথীনীয়দিগের বাসবাটী বর্ণিত হইতেছে। ইহার পর বিবাহপ্রণালী ও তৎপশ্চাৎ গার্হস্থ্যজীবনের বিবরণ দেওয়া যাইবে।

গ্রীকেরা একটী আঙ্গিনা মধ্যে রাখিয়া চকমেলান করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিত; ভিতরে চারিপাশে স্তম্ভখচিত বারাণ্ডা থাকিত। কিন্তু উহার বাহ্য শোভা কিছুই ছিল না।

আথেন্সে গৃহগুলি এমতভাবে নির্ম্মিত হইত, যে রাজপথ হইতে তাহার প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। একতালার ঘরগুলিতে রাস্তার দিকে একটীও জানালা রাখা হইত না। ভিতরে বাহিরে যাতায়াতের জন্য একটী দরজা থাকিত, উহা বাহিরের দিকে খুলিত; রাস্তাগুলি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, সুতরাং দ্বার খুলিয়া বাহির হইবার সময় গৃহবাসীরা একটা দণ্ডদ্বারা কপাটে আঘাত করিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করিয়া দিত। পরিশেষে এই নিয়ম প্রণীত হইয়াছিল, যে গৃহদ্বার ভিতরের দিকে খুলিবে; বাহিরের দিকে খুলিলে গৃহস্বামীকে অর্থদণ্ড দিতে হইত। গ্রীকেরা

একতালায় বাস করাটাই পছন্দ করিত, কাজেই শুইবার ও বসিবার ঘর একতালাতে নির্ম্মিত হইত ; কিন্তু ঘরগুলি ছোট ও অন্ধকারময় ছিল, কেন না, সেগুলির ভিতরের বারাণ্ডার দিকে একটীমাত্র দরজা থাকিত, উহাই কক্ষে আলোক প্রবেশের পথ ছিল। এদেশে বাঙ্গলার বাহিরে এই প্রকার বাড়ী এখনও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দোতালার ঘরগুলিতে গবাক্ষ থাকিত। ছাদ সমতল ছিল। রন্ধনশালা ও ভাঁড়ার বাটীর পশ্চাদ্ভাগে পরস্পরের নিকটে স্থাপিত হইত। শুধু রন্ধনশালারই ধূম-নির্গমনের নল থাকিত। ধনীদিগের গৃহে গাড়ীবারাণ্ডা থাকিত, এবং তাহা বাহির মহল ও অন্দর মহল, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইত।

গ্রীকেরাও বাঙ্গালীদিগের মত দক্ষিণমুখী গৃহ উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিত।

পুরবাসীরা দিবার অধিকাংশকাল বাহিরে যাপন করিত, সুতরাং তাহাদিগের গৃহে আসবাবের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু তাহারা যে সকল গৃহসামগ্রী ব্যবহার করিত, সেগুলি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। ঘট, কলসী, পেয়ালা ও তৈজসপাত্র প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া নিম্নলিখিত আসবাব গুলির নাম করা যাইতেছে—কেদারা, পীঠ (stool), কৌচ, দোপাটী পীঠ, খাট, পশমের গদি, টেবিল। গ্রীকেরা টেবিলে ছুরী ও চামচদ্বারা আহার করিত ; কিন্তু কাঁটা ব্যবহার করিত না। টেবিলগুলি খুব হাল্কা ছিল, আহারান্তে সেগুলি সরাইয়া রাখা হইত। গ্রীসে একালের মত টেবিলে বসিয়া লিখিবার রীতি ছিল না। তাহারা প্রাচীনতন্ত্রের ভারতবাসীর মত হাঁটুতে কিংবা কৌচের হাতার উপর লিখিত। আঢ্যজনের কক্ষে তেপায়ার উপরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ভৃঙ্গার (vase) শোভা পাইত। গ্রীসের প্রদীপগুলি যে কত সুন্দর ও কত বিচিত্র, তাহার বর্ণনা হয় না ; বলিতে গেলে এগুলিই গৃহের প্রধান ভূষণ ছিল। ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে যুগে আথেন্স গ্রীক জাতির উপরে একাধিপত্য লাভ করে, সেই যুগে আথীনীয়দিগের গার্হস্থ্যজীবনে জাঁকজমক ও বিলাসিতা প্রায় কিছুই ছিল না। গ্রীক জাতির অভ্যুদয়ের কালে তাহারা ক্ষুদ্র ও শ্রীহীন বাটীতে বাস করিয়া অপরূপ দেবমন্দির ও সভামণ্ডপ প্রভৃতির দ্বারা পুরীর শোভা সম্পাদনেই সমগ্র শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত করিত। রাষ্ট্রীয়

অধঃপতনের পরে ধনবান্ ও বিলাসী ব্যক্তিরা বাসের জন্য বিশাল ও সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে।

আপনারা কি আথেন্সের এক জন সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়া তাহার কক্ষগুলি এবং গৃহসামগ্রীর শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিতে চাহেন? বর্দ্ধিষ্ণু ভূস্বামী ইস্কমাখস (Ischomachos) তাঁহার পত্নীকে গৃহস্থালীর ব্যবস্থাবিষয়ে উপদেশ দিতেছেন; আসুন, আমরা তাঁহার কথাগুলি শুনি।

"এই অন্তঃপ্রকোষ্ঠ (thalamos অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীর শয়ন-কক্ষ) সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ, এখানে বহুমূল্য শয্যাস্তরণ ও পাত্রগুলি থাকিবে; গৃহের শুষ্ক স্থানে শস্য রাখিতে হইবে; শীতল কক্ষগুলি মদ্য রাখিবার উপযোগী; যে প্রকোষ্ঠ আলোকময়, তথায় ভৃঙ্গার ও অন্যান্য কারু-কার্য্যশোভন সামগ্রী রাখিবে, কেন না, এগুলি দেখিবার জন্য আলোক চাই। দেখ, নরনারী যে সকল কক্ষে বাস করিবে, তাহা সুসজ্জিত, এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা ও শীতকালে গরম। আর, সমগ্র গৃহখানি দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত, সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে ইহাতে শীত ঋতুতে প্রচুর রৌদ্র ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যথেষ্ট ছায়া পাওয়া যাইবে। ঐ দাসদিগের কক্ষ, এবং তাহার পার্শ্বেই ঐ দাসীদিগের প্রকোষ্ঠ; উভয়ের মধ্যে একটামাত্র দ্বার আছে, তাহা অর্গলবদ্ধ থাকিবে। এখন এস, গৃহসামগ্রী গুছাইয়া ফেলি। প্রথমেই নিত্য পূজার উপকরণ এই ভাজনসমূহ একত্র রাখিয়া দিই। তৎপরে, পর্ব্বোপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে সমুদায় পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, তাহা এক স্থানে রাখি। এইরূপে, পুরুষদিগের উৎসবের পোষাক ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, নারী ও পুরুষগণের শয়নাগারের বিচানার চাদরগুলি, পুরুষদিগের পাদুকা ও রমণীগণের পাদুকা—এ সমস্ত যথাস্থানে পৃথক্ পৃথক্ সজ্জিত থাকুক। তৈজসপাত্র ও যন্ত্রতন্ত্র—যথা সূতা কাটিবার কল, শস্য উৎপাদন করিবার সরঞ্জাম, রন্ধনের বাসনপত্র, স্নানের বিবিধ পাত্র, ময়দা মাখিবার ভাণ্ড, আহার-কালে টেবিলে ব্যবহারের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক—এগুলি আমরা ভাগে ভাগে সাজাইয়া রাখিলাম। প্রত্যেক প্রকারের সামগ্রী আবার

নিত্য ও নৈমিত্তিক, অর্থাৎ সদা প্রয়োজনীয় ও ক্রিয়াকাণ্ড পূজাপার্ব্বণে ব্যবহার্য্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পুনশ্চ, কোনও দ্রব্যের যে পরিমাণ এক মাসের ও যে পরিমাণ সংবৎসর কালের জন্য আবশ্যক, তাহা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। গার্হস্থ্য সামগ্রীর এক এক ভাগ এক এক স্থানে স্থাপিত হইল। দাসদাসীদিগকে বলিয়া রাখিলাম, সূতাকাটা, রন্ধন, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইবে, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাহা লইয়া যাইবে, এবং কাজ হইয়া গেলেই আবার তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। পর্ব্বের দিনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য কিংবা কদাচিৎ দীর্ঘকাল অন্তে যে যে উপকরণের প্রয়োজন হইবে, তাহা এক স্থানে রাখা গেল; এই জিনিসগুলি গুণিয়া ও তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া ভাণ্ডারিণীর (tamia) হাতে দিলাম, সে এগুলির জন্য দায়ী রহিল।" (Xen. *Œcon. IX.*)।

এক্ষণে আথেন্সের বিবাহ-প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহবিধি

প্রাচীন কালে মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত, সুতরাং সে কালে পুত্রের বড় প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই দেখিতে পাই, ঋগ্বেদের ঋষি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, এবং কঠোপনিষদে নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতেছেন, "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব"—"শতবর্ষায়ুঃ পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর।" পুত্রলাভ গ্রীকদিগেরও আন্তরিক কামনার বিষয় ছিল। এমন কি, প্রাচীন ভারতের ন্যায় স্পার্টাতেও ক্ষেত্রজ পুত্র বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। তথায় এই বিধি প্রচলিত ছিল, যে তিন পুত্রের জনক

সৈনিকের কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইত; আর যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চারিটী পুত্র লাভ করিত, তাহাকে কোনও প্রকার কর দিতে হইত না। (Arist. *Polit.* II. 9)। তৎপরে, গ্রীকেরাও হিন্দুদিগের মত বিশ্বাস করিত, যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি না হইলে উপরত আত্মার শান্তি ও সদ্গতি হয় না। অতএব, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ"— "পুত্রের জন্য ভার্য্যার ও পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন", গ্রীক জাতির মধ্যেও এই দুই প্রয়োজন-সাধন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মোটামুটী বলা যাইতে পারে, যাহাতে (১) দেবপূজার ধারা অবিচ্ছিন্ন রহে; (২) রাষ্ট্র উপযুক্ত সেবক পায়; (৩) বংশ বিলুপ্ত না হয়; এবং গৃহকর্ম্ম-গুলি এক জন বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়িকার হস্তে ন্যস্ত থাকে—গ্রীক-দিগের পরিণয়ে এই চারিটী অভিপ্রায় নিহিত থাকিত।

প্রাচীন কালে পুত্রের কিরূপ আদর ছিল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃ-শেফের আখ্যায়িকা পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়। নারদ অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিতেছেন—

> ঋণমস্মিন্ সংনয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
> পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতোমুখং॥
> যাবংতঃ পৃথিব্যাং ভোগা যাবংতো জাতবেদসি।
> যাবংতোহ অপ্সু প্রাণিনাং ভূয়ান্ পুত্রেপিতুস্ততঃ॥
> শশ্বৎ পুত্রেণ পিতরোত্যায়ন্ বহুলংতমঃ।
> আত্মাহি জজ্ঞেহআত্মনঃ সহইরাবত্যাতিতারিণী॥
> কিংনুমলং কিমজিনং কিমুশ্মশ্রূণি কিংতপঃ।
> পুত্রং ব্রহ্মাণহইচ্ছধ্বং সবৈ লোকো বদাবদঃ॥
> অন্নংহপ্রাণঃ শরণংহ বাসোরূপং হিরণ্যং পশবো বিবাহাঃ।
> সখাহজায়া কৃপণং দুহিতা জ্যোতিহ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্॥
>
> ৩৩ম অধ্যায়। ১ম খণ্ড।

"পিতা যদি উৎপন্ন ও জীবিত পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে সেই পুত্রে আপনার ঋণ সমর্পণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। প্রাণিগণের

পৃথিবীতে যে সকল ভোগ আছে, অগ্নিতে যাহা আছে ও জলে যাহা আছে, পিতার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক ভোগ পুত্রে রহিয়াছে। পিতা সর্ব্বদা পুত্রের সাহায্যে বহু দুঃখ অতিক্রম করেন। আত্মাই আত্মা হইতে (পুত্ররূপে) উৎপন্ন, সেই পুত্র (ভবসমুদ্রে) পার করিবার পক্ষে অন্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট তরণীস্বরূপ। মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা, এ সকলে অর্থাৎ আশ্রম চতুষ্টয়ে কি হইবে? হে বিপ্রগণ, তোমরা পুত্র ইচ্ছা কর, পুত্রই অনিন্দনীয় লোকস্বরূপ। অন্ন প্রাণ দেয়, বস্ত্র শরণ (শীত হইতে আশ্রয়) দেয়, হিরণ্য রূপ দেয়, বিবাহ করিয়া পশু পাওয়া যায়; জায়া সখিস্বরূপ; দুহিতা দৈন্যহেতু; কিন্তু পুত্র পরম ব্যোমে জ্যোতিঃস্বরূপ।" (৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ)।

প্লেটোও বলিতেছেন, "মানুষের কর্ত্তব্য এই, যে সে বংশধর রাখিয়া যাইয়া অমরত্ব লাভের অভিলাষী হইবে—যে বংশধরেরা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবাব্রত গ্রহণ করিবে।" (*Laws*. IV.)

"দুহিতা দৈন্যহেতু", এরূপ কথা গ্রীকেরাও বলিত।

যাক্, আমরা আবার বিবাহের প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্ত্তন করি। আথেন্সে মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল না, তথায় পিতামাতাই সন্তানের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা এক জন ঘটকীর সাহায্য লইতেন। গ্রীক সাহিত্যে পূর্ব্বরাগের উপাখ্যান নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় অল্প বয়সেই বালিকাদিগের বিবাহ হইত। পূর্ণিমা ও শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি এবং শীত ঋতু উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদনের প্রশস্ত কাল ছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীসেও উহা একটী পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু উহার সমুদায় অঙ্গ গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীই সম্পাদন করিতেন, উহাতে পুরোহিতের কোনও স্থান ছিল না। বিবাহের দিন ক্ষণ সূক্ষ্মরূপে দেখা হইত, এবং জনকজননী দেবতাদিগের চরণে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। জেয়ুস, হীরা, আফ্রডিটী, আর্টেমিস, ও থেমিস বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। বিবাহের দিনে, এই কল্যাণকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে, বরকন্যা স্বীয় বাসস্থানের অদূরবর্ত্তী পবিত্র

নির্ঝরিণীর জলে স্নান করিত। আথেন্সের নির্ঝরিণীর নাম "সুপ্রবাহিনী" (Kallirrhoe); নিকটসম্পর্কীয়া এক কুমারী উহার জল লইয়া আসিত। কোন কোনও স্থলে এই উপলক্ষে কন্যা নদী বা নির্ঝরিণীর অধিদেবতাকে স্বীয় কেশ উৎসর্গ করিত। তৎপরে কন্যার পিতা দেবমন্দিরে বলি দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইতেন। এই মঙ্গলাচরণে কন্যা অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া সহচরীদিগের সহিত উপস্থিত থাকিত। এই সময়ে বরকন্যা একত্র একখানি তিলের পিষ্টক ভোজন করিত, কেন না, তিল বহু ফল প্রসব করে। ইহাই বাগ্দান; ইহা না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইত না। বর ও কন্যা উভয় পক্ষের লোকই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিত; এবং কন্যাকে কি যৌতুক দেওয়া হইবে, তাহা এই সময়ে স্থির হইত। উপস্থিত লোকেরা বাগ্দানের সাক্ষী থাকিত। আথেন্সে পিতা, তদভাবে ভ্রাতা (একাধিক ভ্রাতা থাকিলে সকলে একত্র) অথবা পিতামহ বাগ্দানের কর্ত্তা ছিলেন। ভোজন ব্যাপারের ব্যয়বাহুল্য কন্যাকর্ত্তার অবস্থার উপরে নির্ভর করিত। তৎপরে গোধূলিলগ্নে কন্যাকে একখানি গোযানে কিংবা অশ্বতরের শকটে সমারোহপূর্ব্বক বরের গৃহে লইয়া আসা হইত। উহাতে একখানি সিংহাসনে কন্যার এক পার্শ্বে বর ও অপর পার্শ্বে বরের সখা (Paranymphos) উপবেশন করিত। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর লোকজন যাইত, এবং তাহাদের অনেকের হাতে মশাল থাকিত। বর ও কন্যা সুরম্য বসন পরিয়া, পুষ্পমাল্যে অলঙ্কৃত ও সুগন্ধিদ্রব্যে অনুলিপ্ত হইত; কন্যার বদন অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত থাকিত। সহগামী যাত্রীরা বীণা ও বংশী সহযোগে উদ্বাহসঙ্গীত গান করিত। [হীসিয়ড-রচিত "হীরাক্লীসের ঢাল" নামক কবিতায় (২৭৩-২৭৯ পংক্তি) এই যাত্রার একটী সংক্ষিপ্ত ও মনোহর বিবরণ আছে।] এই উপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তার গৃহদ্বার লতাপল্লবে সজ্জিত হইত। কন্যার জননী দীপিকা হস্তে লইয়া যানের অনুসরণ করিতেন, এবং বরের মাতা দীপিকা হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া বরকন্যা ও যাত্রীদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া যাইতেন। কন্যা আপনার

সঙ্গে গৃহস্থালীর বাসনপত্র লইয়া আসিত, এবং শ্বশুরের গৃহে আসিয়া আরও তৈজসপাত্র ও মিষ্টান্ন উপহার পাইত। গৃহপ্রবেশের সময়ে কন্যার মস্তকে ফল ও মিষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করা হইত। ইহার পরে অভ্যাগত ব্যক্তিরা ভোজন করিত; ঐ ভোজে স্ত্রীগণেরও নিমন্ত্রণ হইত, কিন্তু তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত আহারে না বসিয়া ভিন্ন স্থানে বসিতেন। কন্যাও অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত আহার করিত। ভোজ শেষ হইলে বর কন্যাকে বাসরঘরে লইয়া যাইত, এবং সহচরীরা উহার সম্মুখে "পরিণয়গীতি" (epithalamion) গান করিত। নবদম্পতীকে জাগাইবার জন্য প্রত্যূষে তাহারা আবার "জাগরণগীত" (diegertika) গাহিত। [থেয়ক্রিটসের "হেলেনীর বাসরসঙ্গীত" (১৮শ কবিতা) দ্রষ্টব্য।] যামিনী প্রভাত হইলেই বরকন্যা পৃথক্ হইত, এবং সারাদিন পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিত। দ্বিতীয় রজনী বর শ্বশুরগৃহে যাপন করিত। এই সময়ে পত্নী স্বামীকে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্ররোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটী পরিচ্ছদ উপহার দিত। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে তবে নবদম্পতী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইতে পারিত। মিলনকালে স্বগণবান্ধবেরা বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিয়া বিবিধ উপহার প্রদান করিত। এই অনুষ্ঠানটীর নাম "অবগুণ্ঠনমোচন" (Anakalypteria), কারণ, এই দিনে বধূ কুটুম্ববর্গের সমক্ষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া উহার দায় হইতে মুক্তি পাইত। বিবাহের পরে পত্নীকে বিধিপূর্ব্বক স্বামীর গোত্রে গ্রহণ করা হইত; এই উপলক্ষে স্বামী বলি দিয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করিত।

গ্রীসে বরপণ প্রচলিত ছিল। কন্যা স্বামীর গৃহে যে যৌতুক লইয়া আসিত, তাহাতে স্বামীস্ত্রীর সমান অধিকার ছিল; কিন্তু বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইলে পণের অর্থ কন্যার পিতা বা অভিভাবককে ফিরাইয়া দিতে হইত। আথেন্সে এই নিয়ম ছিল, যে পণ ফিরাইয়া দিতে বিলম্ব করিলে দণ্ডস্বরূপ শতকরা আঠার টাকা অধিক দিতে হইবে। গরীব লোকে বড় ঘরের মেয়ে বিবাহ করিলে ধনমত্তা উদ্ধতা ভার্য্যার জ্বালায় তাহাকে

যে কি নাকাল হইতে হইত, নাট্যকারেরা তাহা খুব রসাল করিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কেবল আরিষ্টফানীসের "মেঘমালার" নাম করিলাম।

আথেন্সের আইনে পুরুষ বা নারীর বহুবিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত; এবং উহাতে গ্রীক ভিন্ন অন্য জাতির সহিত আদান প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। আথীনীয় পুরুষ বিজাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে, কিংবা আথীনীয় নারীর বিজাতীয় পুরুষের সহিত বিবাহ হইলে, এই অসম পরিণয়ের সন্তান বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত না।

বিবাহের নিষিদ্ধস্থল সম্পর্কে আথেন্সের নিয়ম মন্বাদির বিধি (মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়) অপেক্ষা শিথিলতর ছিল। তথায় সহোদরা ভগিনীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর সহিত বিবাহ অবাধে চলিতে পারিত।

গ্রীসে স্বামীস্ত্রীর বয়সের ব্যবধান একটু অধিক হইয়া পড়িত। সংহিতাকারদিগের বিধি লৌকিক ব্যবহারেরই পোষকতা করিতেছে। প্লেটো ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকের পক্ষে ষোল হইতে কুড়ি ও পুরুষের পক্ষে ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বিবাহের উপযুক্ত কাল। (*Laws*, VI. p. 785)। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, বিবাহকালে বরের বয়স সাঁইত্রিশ ও কন্যার বয়স আঠার হইলেই ঠিক্ হয়। (*Politics*, VII. 16)। মনুর মতে ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ দ্বাদশবার্ষিকী ও চব্বিশ বৎসরবয়স্ক যুবক অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে (৯।৯৪); অর্থাৎ বরের বয়ঃক্রম কন্যার বয়সের তিনগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিবাহের কথা এইটুকু বলা হইল; অতঃপর আথীনীয়দিগের দাম্পত্য-সম্বন্ধের আলোচনায় প্রবেশ করা যাইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দম্পতী

মনুসংহিতায় আছে,

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চনঃ ॥৯।২৬॥

"কামিনীরা অপত্যোৎপাদনের জন্য বহুকল্যাণভাজন, পূজার্হা, গৃহের অলঙ্কারস্বরূপ; অতএব গৃহমধ্যে স্ত্রী ও শ্রী এই দুইয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।" আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে ইহা গ্রীকদিগেরও মনের কথা। তাহারা ভার্য্যাকে প্রধানতঃ সন্তানের গর্ভধারিণী রূপেই দেখিত। তা'ছাড়া, তাহারা শান্তির সময়ে সারাদিন দেশের সেবায় ও অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জন্মভূমির রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল গৃহ হইতে দূরে অবস্থান করিত; সুতরাং তাহাদিগের গৃহস্থালীর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর ঘটিত না; এজন্য সুগৃহিণী না হইলে তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে গ্রীক সভ্যতার চরম উন্নতির যুগেও তাহারা নারীজাতির মানসিক শিক্ষা বিষয়ে একেবারে অন্ধ ছিল। গৃহকার্য্যের জন্যই পত্নীর প্রয়োজন, ইহাই তাহাদিগের মনের প্রধান ভাব ছিল, অতএব তাহারাও গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর মত ভাবিতে শিখিয়াছিল—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ মনু, ৫।১৫০॥

"স্ত্রী সদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন, গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয়ে অমুক্তহস্ত হইবেন।" বস্তুতঃ, গৃহিণী বর্ণজ্ঞানবিহীনা হইয়াও এই সকল গুণে গুণবতী হইলেই আথীনীয়েরা সন্তুষ্ট থাকিত। সূতা কাটা, কাপড় বোনা, রান্না করা ও সহজসাধ্য রোগে যৎকিঞ্চিৎ ঔষধপত্র দেওয়া, ইহা ছাড়া তাহারা কন্যা-

দিগকে আর কিছুই শিক্ষা দিত না, লেখা পড়া তো নয়ই। দাসীদিগকে পশম বাটিয়া দেওয়া ও নিজের হাতে তাঁতে বস্ত্রবয়ন করা—দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে গৃহকর্ত্রীর ইহাই একটী প্রধান কার্য্য ছিল। জেনফোন "গার্হস্থ্যবিধি" (Oikonomikos) নামক গ্রন্থে আদর্শ গৃহিণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিষয়ে সে কালের শিক্ষিত সমাজের অনুদার ও সঙ্কীর্ণ মত সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার সারাংশ প্রদান করিতেছি।

সোক্রাটীস একদা ইস্খমাখস নামক এক জন সুন্দর ও সুচরিত্র ভদ্রলোকের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কথায় কথায় ইস্খমাখস তাঁহাকে বলিলেন, যে তাঁহার পত্নী গৃহের সমুদায় কাজ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন। ইহা শুনিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সোক্রাটীস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তুমি পিতামাতার নিকট হইতেই এই সুশিক্ষিতা কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলে?" ইস্খমাখস উত্তর করিলেন, "তাহা কি রূপে হইবে? আমি যখন এই বালিকাকে বিবাহ করি, তখন তাঁহার বয়স পনর বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তিনি যত দিন পিতৃগৃহে ছিলেন, কঠোর শাসনের মধ্যেই বাস করিয়াছেন। পিতামাতা চাহিতেন, তিনি যেন প্রায় কিছুই না দেখেন, কিছুই না শুনেন এবং কিছুই না জিজ্ঞাসা করেন। তিনি যখন আমার গৃহে আসিলেন, তখন কেবল পশমের কাপড় বুনিতে ও দাসীদিগকে সূতা কাটার কাজে খাটাইতে জানিতেন; আর তাঁহার রন্ধনের গুণে উদরপোষণের ব্যাপারটা খুব পরিপাটী রূপেই নির্ব্বাহ হইত। এই কয়টী ছাড়া তিনি আর কিছুই জানিতেন না। তিনি যে এক্ষণে সুগৃহিণী হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা আমারই শিক্ষার গুণে।" সোক্রাটীস তখন তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন। ইস্খমাখস যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই।

ইস্খমাখস বলিতেছেন, "বিবাহের পরে কিছু দিন বালিকাবধূর ভয় ভাঙ্গিতেই গেল। ক্রমে তিনি যখন পোষ মানিলেন ও আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমে আমি তাঁহাকে পরিণয়ের

লক্ষ্য কি, এই প্রশ্ন করিলাম। ইহার উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, দম্পতীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে তাঁহার কোনই জ্ঞান নাই। তাঁহার জননী তাঁহাকে শুধু এই উপদেশ দিয়াছিলেন, যে তিনি যেন স্বামীর প্রতি স্বচ্ছা থাকেন। আমি তখন তাঁহাকে এইরূপে বিবাহিত জীবনের অভিপ্রায় ও দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'বিধাতা পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন গুণের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের দেহ ও মন শীতগ্রীষ্মসহিষ্ণু, শ্রমপটু, সাহস ও বীর্য্যে পরিপূর্ণ। এই সকল কঠোর গুণ তাহাকে দূরদেশে ভ্রমণ, দেশের জন্য সংগ্রাম প্রভৃতি গৃহের বাহিরের কঠিন, শ্রমসাধ্য ও বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মের উপযোগী করিয়াছে। পক্ষান্তরে, রমণীর মধ্যে পুরুষোচিত গুণের অভাব ও কান্ত-কোমল গুণের মনোহর সমাবেশ বিদ্যমান ; অতএব গৃহই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। স্বামী বাহির হইতে ধনাহরণ করিবেন, এবং স্ত্রী গৃহে থাকিয়া তাহার সুব্যবস্থা করিয়া আপনার সমগ্র শক্তি সন্তানপালনে ও গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলা সাধনে নিয়োজিত করিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। পতি অলস ও অর্থোপার্জ্জনে বিমুখ হইলে পত্নী যেমন একেবারে নিঃসহায়, তেমনি গৃহিণী গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা না হইলে পতির অর্থাগমও সম্পূর্ণ নিরর্থক।' এই উপদেশ শুনিয়া ইস্খমাখস-জায়া সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগামিনী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন, এবং তিনি যখন যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, তাহাই যথাশক্তি সম্পাদন করিতে যত্নবতী হইলেন। গৃহে যখন যে শস্যবিত্ত আসিতেছে, তাহা যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়া দেওয়া, দাসদাসীদিগকে যথাসময়ে আপন আপন কার্য্যে নিয়োগ করা, তাহারা প্রভুর কার্য্যে অনলস কিনা, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, অপরাধ করিলে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া ও পীড়িত হইলে তাহাদিগের শুশ্রূষা করা, অজ্ঞ পরিচারক ও পরিচারিকাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া কর্ম্মঠ করিয়া তোলা—এই গুলিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইল। যে গৃহিণী ঘরকন্নার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে গৃহের বাহিরে নির্ম্মল বায়ু সেবনের বা ব্যায়ামের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। দাসদাসীদিগকে খাটাইয়া ও গৃহের সকল রকম কাজ

কর্ম্ম নিজে দেখিয়া শুনিয়াও যদি তাঁহার যথেষ্ট শারীরিক শ্রম না হয়, তবে তিনি নিজের হাতে ময়দা মাখিয়া রুটি প্রস্তুত করিবেন, এবং বিছানার চাদর ও কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ভাঁজ করিয়া রাখিবেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে, দেহের লাবণ্য বাড়িবে এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে।"

পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না, যে জেনফোন দম্পতীজীবনের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে যেন বর্ত্তমান ভারতের পারিবারিক চিত্র উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ইহাও দেখিতে পাইতেছেন, যে তাঁহার আদর্শ গৃহলক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত মোটেই পরিচিতা নহেন; পরিচয় যে থাকা উচিত, সে চিন্তাটাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রকারের মত স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কেবল এই দিক্‌টাই বেশী করিয়া ভাবিয়াছেন—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

আদিপর্ব্ব।৯৮।২২॥

"সেই ভার্য্যা যে গৃহকর্ম্মে দক্ষা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে পতিব্রতা।"

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥

ব্যাসসংহিতা। ২।২৭॥

"স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবেন, নির্ম্মলা সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধনে রতা থাকিবেন, এবং দাসীর ন্যায় তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য গুলি সম্পাদন করিবেন।"

জেনফোনের অভিপ্রায় মনুর এই শ্লোকটীতে আরও প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পরিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥৯।১১॥

"ভর্ত্তা ভার্য্যাকে অর্থের সংগ্রহ ও ব্যয়সাধনে, নিজের দেহ ও গৃহ-সামগ্রীর শুদ্ধি বিধানে, রন্ধনে ও শয্যাসনতৈজসপাত্রাদির পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত রাখিবেন।"

গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা গ্রীক ও হিন্দুর ঐকমত্য দেখিতে পাইলাম।

স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ বিষয়েও আথীনীয় ও ভারতীয় আর্য্যগণের মত অবিকল একরূপ। উভয় জাতির সাহিত্যেই অব্যভিচার দাম্পত্যপ্রেমের পরশমণি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন—

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥৯।১০১॥

"পতি ও পত্নী আমরণ পরস্পরের প্রতি অব্যভিচারী থাকিবেন; সংক্ষেপে ইহাই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

স্ত্রী স্বজাতীয়া না হইয়া বিদেশিনী হইলেও তাঁহার প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া কি গর্হিত অপরাধ, ও তাহা হইতে কি মহা অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই ইয়ুরিপিডীস "মীডেইয়া" (Medeia) নামক চিরস্মরণীয় রোমাঞ্চকর নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরে চতুর্থ শতাব্দীতে আরিষ্টটল স্বামী ও স্ত্রীর ভ্রষ্টাচরণ তুল্য কলঙ্ক ও অপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া তৎপ্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এটা আদর্শ হইলেও কাজের বেলায় ব্যাপার স্বতন্ত্র। সকল দেশেই পুরুষ শারীরিক বলে প্রবল বলিয়া বিশ্বস্ততা ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধিটা ষোল আনাই দুর্ব্বলা অবলার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে সে দায় হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়াছে। "ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্" (মনু, ৯।৩০)—এ দেশের কথা কে না জানে, গ্রীসেও ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নিন্দার অবধি ছিল না; তাহার প্রমাণ, ট্রয়ের অবরোধে গ্রীক অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক লোকপাল আগামেম্নোনের মহিষী পতিঘাতিনী "শ্রুতকীর্ত্তি" ক্ল্যটেম্নীষ্ট্রার (Clytaimnestra) কাহিনী। ফিন্ট্যস (Phintys) নাম্নী পীথাগরাস-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের এক বিদুষী

রমণী "পাতিব্রত্য" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন, "নারী বিবাহকালে জন্ম ও গোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রকৃতির অভিষিক্ত দেবগণের নামে শপথ করে, যে সে আজীবন সাহচর্য্য ও বৈধ সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে স্বামীর সহিত সর্ব্ববিষয়ে মিলিত থাকিবে। যে ব্যভিচারিণী পত্নী পরিবারের সুজাত আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে গৃহে ও স্বগণমধ্যে জারজ সন্তান লইয়া আইসে, সে ঐ দেবগণের অবমাননা করে। সে নারী সমাজবর্জ্জিতা, তাহার পক্ষে কোন শুদ্ধিই ফলপ্রদ হয় না, সে আর কদাপি পবিত্র ও দেবগণের প্রিয় হইয়া তাঁহাদিগের বেদি ও মন্দিরের সন্নিহিত হইতে পারে না; কেন না, ঈশ্বর এই জাতীয় অপরাধ কখনও ক্ষমা করেন না।" ভারতের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গ্রীক সাহিত্যের পীনেলপী (Penelope), আণ্ড্রমাখী (Andromache), আলকেষ্টিস (Alkestis) পতিব্রতা পত্নীর ললামভূতা হইয়া আজিও জনসমাজের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নারী-জাতির প্রতি পক্ষপাতবর্জ্জিত সুবিচার কোন দেশেই দেখিতে পাই না। যে মনু স্ত্রীর জন্য এই নিয়ম করিলেন, যে স্বামীর দেহান্ত হইলে, "আসীতা-মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী" (৫।১৫৮)—"যতদিন না তাঁহার মৃত্যু হয়, ততদিন তিনি নিয়মবর্ত্তী ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মধুমাংসাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন," সেই মনুই একনিঃশ্বাসে বিপত্নীক পুরুষের জন্য বিধি দিয়া গেলেন, যে ভার্য্যা অগ্রে মরিলে তাঁহার দাহাদি ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া, "পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ" (৫।১৬৮)—"তিনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবেন;" পুত্র না থাকিলে তো কথাই নাই, পুত্র থাকিলেও করিবেন। একাধিকবার দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে জগতের সকল জাতিই যখন একমত, তখন গ্রীক ও ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য থাকিতে পারে না। তবে এক বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রীসে বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারী, কাহারই পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। এমন কি, তথায় সোক্রাটীসের মাতার ন্যায় সন্তানবতী বিধবারাও পুনরায় পরিণীতা হইতে পারিতেন। প্লেটোর মত এ বিষয়ে খুব উদার। তিনি তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে সন্তান থাকিলে বিপত্নীক

পুরুষ ও বিধবা নারী, কাহারই পুনরায় বিবাহ করা উচিত নয়; নিঃসন্তান হইলে উভয়েই স্বচ্ছন্দে আবার বিবাহ করিবেন। তবে সন্তানবতী বিধবাও যদি এমন তরুণবয়স্কা হয়, যে পুনশ্চ পরিণীতা না হইলে তাহার স্খলনের আশঙ্কা আছে, তবে তাহার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণই শ্রেয়ঃ। (*Laws*, XI.)। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর প্রশ্ন আছে; আমরা উপরে সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছি। পত্নী পতির প্রতি অব্যভিচারিণী থাকিবেন, ইহা সকল দেশেই শ্রেষ্ঠতম নারীধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "পতিব্রতা," "সতী" "সাধ্বী" প্রভৃতি বিশেষণ এ দেশে চিরকাল স্ত্রীজাতির গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার অনুরূপ পতির ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য কোনও শব্দ অভিধানে আছে কি? অভিধান খুঁজিয়া পাই এক "স্ত্রৈণ" শব্দ—তাহা একটা মারাত্মক নিন্দাসূচক কথা। একাধিক পতি থাকিলে কোন স্ত্রীই পতিব্রতা বা সতী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু বহুপত্নীক হইলেও পুরুষের সৎ বা সাধু হইবার পক্ষে কোনই প্রতিবন্ধক নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে অব্যভিচাররূপ ধর্ম্মটা স্বামীর পক্ষে তেমন অবশ্যপালনীয় নহে। কেন না—

> বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
> উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥ মনু, ৫।১৫৪।

"স্বামী সদাচারবর্জ্জিত, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত বা গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সতত দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন।" গ্রীক জাতি মুখে যাহাই বলুক, পারিবারিক জীবনে তাহাদিগের দাম্পত্যবিধিটাও এই প্রকারই ছিল। এই জাতির অন্যতম আদর্শ পুরুষ অডীসেয়ুস ও তাঁহার পত্নী কামিনীকুলপ্রদীপ পীনেলপীর চরিত্র তুলনা করিলে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

যে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত, তথায় নারীর মর্য্যাদা লঘু হইবে না, ইহা কিছুতেই আশা করা যায় না। এজন্য শাস্ত্রে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট অনুশাসন থাকিলেও তাহা নারী

জাতিকে নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ এ দেশে ঐ সামাজিক ব্যাধির প্রকোপ এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বস্তুকল্পনাই বহুদার নায়কের চারি পাশে ঘুরপাক খাইয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এমন কি, নববধূকে উপদেশ দিতে যাইয়া গুরুজনকে সপত্নীর কথাটাই আগে ভাবিতে হইত। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাইতেছেন, তখন কাশ্যপ তাঁহাকে যে উপাদেয় উপদেশটী দিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যালয়ের বালকেরাও পাঠ করিয়াছে—

> শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
> ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
> ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
> যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥
>
> অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ৪র্থ অঙ্ক॥

> শুশ্রূষা করিবে সদা নিজ গুরুজনে।
> সখীসম আচরিবে সপত্নীর সনে।
> অপমান অত্যাচার করে যদি পতি,
> হবে নাকো' প্রতিকূল তবু তাঁর প্রতি।
> সদয়া হইবে সদা অনুচর পরে।
> উন্মত্ত হবে না কভু ধন-মদভরে।
> এইরূপ আচরণ করে যে অঙ্গনা,
> সেই তো গৃহিণী, অন্যে কুলের যন্ত্রণা।
>
> (শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)।

এই গুরুবাক্য শুনিলে শকুন্তলার মত যবনললনারাও উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য উপদেশের কথায় কাজ নাই—সপত্নীর প্রসঙ্গটাও তাঁহাদের পক্ষে একেবারে বৃথা হইত না। কেন না, যদিচ দুই একটী প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে, গ্রীক সমাজ একপত্নীক

পরিবারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং গ্রীকেরা যদিচ একাধিক দারা লইয়া সুখে ও শান্তিতে সংসার করিবার দুশ্চেষ্টায় জীবন ক্ষয় করিত না, তথাপি ঐশ্বর্য্যবান্ লোকেরা অনেকেই উপপত্নী রাখিত, এবং এই সুখ-প্রিয় জাতি সেটা একটা দোষের মধ্যেই ধরিত না। কিন্তু আথীনীয় রমণীদিগের এই একটা সুবিধা ছিল, যে স্বামী দুর্ব্ব্যবহার করিলে তাঁহারা বিচারালয়ের আশ্রয় লইতে পারিতেন। আথেন্সের আইন অনুসারে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা স্বামী স্ত্রী কাহারও পক্ষেই কঠিন ছিল না। এ দেশেও একদা কৌটিল্য বিবাহমোক্ষের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। (অর্থশাস্ত্র, ৩।৩।৫৯)।

এই প্রসঙ্গে আথেন্সের ব্যভিচার বিষয়ক বিধি উল্লেখ করিতেছি। পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে দুষ্টা রমণীর স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা বা পিতা ব্যভিচারী পুরুষকে হত্যা করিতে পারিত; ইচ্ছা করিলে তাহারা নিষ্ক্রয়-স্বরূপ অর্থ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত; কিংবা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিত। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইত, এবং সে দেবমন্দিরে প্রবেশ ও অলঙ্কার ধারণ করিবার অধিকার হারাইত; কিন্তু তাহাকে বধ বা বিকলাঙ্গ করা নিষিদ্ধ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আথেন্সের পরিবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

আথেন্সের ভদ্র মহিলারা অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। সেখানে এইকালে অবরোধ প্রথাটা খুবই প্রবল ছিল। তাঁহারা নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে শ্মশানে শবের অনুগমন করিতেন, এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জনসমাজে বাহির হইতেন;

এতদ্ভিন্ন অন্যসময়ে তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করিতেন। তাঁহারা পার্য্যমানে বাটীর বাহিরে যাইতেন না ; নিজের বাড়ীতেও একান্ত নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ভিন্ন কোন পুরুষের মুখ দর্শন করিতেন না ; শুধু বান্ধবী ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বগণেরাই তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত, অপর কাহারও সে অধিকার ছিল না। আথীনীয় কুলকামিনীরাও সাধ্বী শাণ্ডিলীর ন্যায় বলিতে পারিতেন, "আমি কখনই বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না।" (অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥ অনুশাসন পর্ব্ব। ১২৩।১১॥)। গরীব লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র। স্ত্রী ও কন্যাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে তাহাদিগের চলিত না, কাজেই নিম্নশ্রেণীর নারীরা অবাধে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে এই দুই বিষয়েই বাঙ্গালার সমাজের সহিত আথীনীয় সমাজের সাদৃশ্য আছে।

নারীজাতির অবস্থা সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে আর একটা ঐক্য নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতে বৈদিক যুগে ও তাহার পরেও দীর্ঘকাল রমণীগণের অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল ; কালক্রমে বিবিধ কারণে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উহা বর্ত্তমান হীনদশায় উপনীত হইয়াছে। গ্রীসেও হোমারের যুগে নারীজাতির যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ; তখনও অবরোধ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পরন্তু তাঁহাদিগের সামাজিক অধিকার পরবর্ত্তীকালের তুলনায় বিলক্ষণ প্রসারিত ছিল। হোমারের পরেও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নারীসমাজের এই স্পৃহণীয় অবস্থার বিশেষ ব্যত্যয় ঘটে নাই। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে যখন আথেন্স শিক্ষা, সভ্যতা, বৈভব ও রাষ্ট্রীয় বিক্রমে গ্রীসের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল, ঠিক্ সেই কালেই সম্ভ্রান্ত বংশের সীমন্তিনীরা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্তঃপুরপ্রাচীরের মধ্যে কারাবাসিনী হইলেন ; কেন যে এরূপ হইল, তাহা একটা গভীর রহস্য বলিয়া মনে হয়। একটা কারণ বোধ হয় এই, যে এই যুগে রাষ্ট্রীয় উদ্যমের প্রবল বন্যায় আথীনীয়গণের পরিবারের প্রতি অনুরাগ ভাসিয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতে

তাহারা মনুর শিষ্য না হইলেও এই মনুবাক্য পালন করিতে আরম্ভ করিল—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥৫।১৪৮॥

"স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে ও স্বামীর লোকান্তর হইলে পুত্রের বশে থাকিবে; কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে থাকিবে না।" আথেন্সে এই বিধি ছিল, যে নারী স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে স্বামীর ও বিধবা হইলে আপনার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা পুত্রের অধীনে বাস করিবে।

হিন্দু ও আথীনীয়দিগের গার্হস্থ্যজীবনে যে যে স্থলে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা দেখাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা ভার্য্যার লক্ষণ কি কি, তাহাও একপ্রকার বলা হইল। এখন এই শেষোক্ত বিষয়ে আর দুই একটী কথা বলিলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয়।

ব্যাসসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,

নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্ ॥২।৩৩॥

"স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, পরুষভাষিণী হইবেন না, বহুকথা বলিবেন না, এবং স্বামীকে অপ্রিয় বাক্য শুনাইবেন না।" সফক্লীস বলেন, "নীরবতা নারীর ভূষণ।" (*Ajax*, 293)। ইয়ুরিপিডীসও একখানি নাটকে লিখিয়াছেন "নীরবতা, স্বচ্ছতা ও গৃহে শান্তভাবে অবস্থান—ইহাই গৃহিণীর পক্ষে সর্ব্বোত্তম।" (*Herael.* 476-7)। ইহার পরে পেরিক্লীসের একটী বাক্য উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণের আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকিবে না, যে নারীজীবনের সাফল্য বিষয়ে গ্রীসের অদ্বিতীয় জননায়ক ও ভারতের মহাজনগণের চিন্তা কেমন একই আদর্শপানে ছুটিয়া গিয়াছে। পেরিক্লীস আথেন্সের বিজয়শ্রী, জ্ঞানগৌরব ও অতুল বৈভব বর্ণনা করিতে করিতে বীরাঙ্গনা ও বীরজননী দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"যে নারীর সম্বন্ধে লোকে ভাল মন্দ কিছুই

বলে না, রমণীকুলে তিনিই ধন্যা।" এ যেন বাঙ্গালার শ্যামল, তরুলতাবেষ্টিত, নিভৃত শান্ত পল্লীর কোন্ গৃহকোণের মৃদুল গুঞ্জন ও অস্ফুট আভাস।

আথেন্সের পরিবার সম্বন্ধে যদি এত কথাই বলিলাম, তবে এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। আথীনীয়েরা এক শারীরিক শৌর্য্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই স্পার্টান্‌দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও নারীজাতির প্রতি ব্যবহারে তাহাদিগের বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। স্পার্টার রমণীরা পুরুষদিগের মত ব্যায়াম শিখিতেন, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন, আবশ্যক হইলে স্বদেশের জন্য অস্ত্র ধরিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষার গুণেই তাঁহারা দৈহিক বলে ও সৌন্দর্য্যে এবং পতিভক্তি ও স্বদেশপ্রীতিতে আথেন্সবাসিনী ভগিনীদিগকে অতিক্রম করিয়া অনুপম কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আথেন্সের নাট্যকারেরা তাঁহাদিগকে নির্লজ্জা বলিয়া উপহাস করিতেন বটে, কিন্তু সন্তানপালনের জন্য ধাত্রীর প্রয়োজন হইলে আথীনীয় ভদ্রলোকেরা স্বদেশিনীদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্পার্টার ধাত্রীই নিযুক্ত করিতেন। সন্তানপালনে নিপুণ বলিয়া এই ধাত্রীদিগের খ্যাতি গ্রীসের সর্ব্বত্র এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে ইঁহারা যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর পাইতেন।

আথেন্স ও স্পার্টার নারীদিগের মধ্যে এই যে অবস্থার বৈষম্য ছিল, ইহা চিন্তাশীল আথীনীয়দিগের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই; সোক্রাটীসের জীবনকালেই নারীজাতির উন্নতির জন্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নিজে এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন; তাঁহার বন্ধু ইয়ুরিপিডীস কতকগুলি নাটকে রমণীগণের হীনদশায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ টানিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন; এবং প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮।৪৭)—এই নীতি অবলম্বন করিয়া বালকবালিকাদিগের জন্য একই প্রকার শিক্ষার বিধি দিয়াছেন। তাই বলিয়া পুরুষ ও নারী যে প্রকৃতি, শক্তি ও ধর্ম্মসাধনে সমতুল্য, প্লেটো একথা মানিতেন না। বস্তুতঃ, নারী যে প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই পুরুষ

অপেক্ষা হীন, গ্রীক জাতির ইহা একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল; প্লেটো, আরিষ্টটলের মত মহামনস্বী দার্শনিকেরাও এই সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। গ্রীক সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম হীসিয়ডের "দেবকুল" নামক কাব্যে আমরা নারীজাতির নিন্দা দেখিতে পাই। "রমণীগণ বিশ্বদত্তা (Pandora) হইতে উদ্ভূত; এই বংশ ও জাতি পুরুষদিগের পক্ষে সাংঘাতিক; ইহারা অশেষ যন্ত্রণার নিদানরূপে মর্ত্ত্য মানবকুলে বাস করিতেছে। মধুচক্রে অলস ও পরান্নভোজী মক্ষিকাগুলি যেমন শুধু অনিষ্ট করিতেই জানে, তেমনি বজ্রারাব জেয়ুস ইহাদিগকে সৃষ্টিই করিয়াছেন এইরূপে, যে ইহারা মরণশীল পুরুষগণের পক্ষে অমঙ্গলের আধার, এবং দুঃখদায়ক কর্ম্মে নিরত থাকাই ইহাদিগের স্বভাব।" (৫৯০—৬০২ পংক্তি)। (পাঠকগণ ইহার সহিত মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ১৪—১৯ শ্লোক ও অনুশাসন পর্ব্বের ৩৮—৪০ অধ্যায় তুলনা করিবেন।) সে যাহা হউক, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ, এই সময়ে কন্যাদিগকে মানসিক শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিবার একটা বিষম কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কুফল শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের চিত্তে সখীসম্প্রদায়ের (hetairai) প্রভাব বিস্তার। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সখী-সম্প্রদায়

গ্রীসে পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইহারা সখী (hetairai) বলিয়া আখ্যাত হইত। পারসীক আক্রমণের সময়ে করিন্থ নগরে ইহাদিগের প্রধান বসতিস্থান

ছিল। ক্রমে ইহারা আথেন্স ও অন্যান্য সহরে দেখা দেয়। শুদ্ধাচারিণী না হইলেও ইহারা সাধারণ বারাঙ্গনা অপেক্ষা অধিক সমাদর পাইত, এবং ভদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইহারা সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, বাক্‌পটু ও গীতবাদ্যে সুনিপুণা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এজন্য আথেন্সের শিক্ষিত লোকেরা নিজ নিজ নিরক্ষরা ও মনোরঞ্জনাভিজ্ঞা সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্যে বীতরাগ হইয়া সখীদিগের সঙ্গ খুঁজিত। তা'ছাড়া, অনেক স্বামীর পক্ষেই সম্ভ্রান্ত বংশের পত্নীর কুলের গর্ব্ব এমনই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহারা ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া ইহাদিগের কাছে যাইয়া প্রাণ জুড়াইত। ইহারা মধুর আলাপ ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা অতিবড় বিজ্ঞজনেরও মন মুগ্ধ করিতে পারিত ; সুতরাং ইহাদিগের প্রভাব যে এমন প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এত গুণ থাকিলেও ইহারা সমাজের কোলে স্থান পায় নাই ; গৃহস্থের ঘরে ইহাদিগের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু সখীদিগের দ্বারা দেশের উপকারও প্রচুর হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের আস্পাসিয়া (Aspasia) অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ পেরিক্লীসের সহচরীরূপে ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। সোক্রাটীস নিজে তত্ত্বালোচনা করিয়া উপকৃত হইবার আশায় ইঁহার নিকটে যাইতেন ও অপরকেও যাইতে উপদেশ দিতেন। তিনি একদা কথাবার্ত্তা বলিবার অভিপ্রায়ে দেবদত্তা (Theodota) নাম্নী আর এক জন সখীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন ; জেনফোনের "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে সেই বৃত্তান্ত লিখিত আছে। শুধু পুরুষদিগের কথাই বা বলি কেন ? আথেন্সের কুলাঙ্গনারা ইহাদিগকে পতিতা বলিয়া হেয় জ্ঞান করিয়া আপনাদিগের গৃহে আসিতে দিতেন না বটে, কিন্তু নিজেরা জ্ঞানোন্নতির আকাঙ্ক্ষায় ইহাদিগের গৃহে যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা এই সখীদিগেরই অনুরূপ ছিল।

সখীদিগের বেশভূষার পারিপাট্য অন্তঃপুরিকাগণের রুচিকে অবিকৃত থাকিতে দেয় নাই ; পরের পরিচ্ছেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও প্রসাধন

আথেন্সের নারীরা প্রথমে একটা শণের হাতাওয়ালা খিটোন (chiton) পরিত। একখানি চৌকোণা কাপড় মাঝখানে খানিকটা কাটিয়া ফেলিয়া এক পাশে সেলাই করা হইল, এবং সে দিকে হাত ঢুকাইবার একটা মুখ থাকিল; অন্য পাশে কাপড়টা খোলা রহিল; সে দিকে কাঁধের উপরে বোতাম বা কাঁটা দিয়া উহা আঁটিয়া দেওয়া গেল। ইহাই খিটোন। উহাতে ছোট হাতা জুড়িয়া দিলে দেখিতে অনেকটা শেমিজের মত হই॰। উহা ইচ্ছামত লম্বা বা খাটো করা যাইত। আথীনীয় রমণীদিগের খিটোন পদতল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। তাহারা উহা কটিবন্ধ দ্বারা আঁটিয়া বাঁধিয়া উহার কতকাংশ তাহাতে জড়াইয়া বোতাম বা কাঁটা দিয়া নীচের খোলা মুখটার এক প্রান্ত বন্ধ করিয়া রাখিত। খিটোনের উপরে তাহারা একখানি চাদর দিয়া গাত্র আচ্ছাদন করিত; উহার নাম হিমাটিয়ন (himation)। এটাও কটিবন্ধ দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধা হইত। এই বস্ত্রখানি পরিবার রীতি সকল প্রদেশে ও সকল লোকের একপ্রকার ছিল না; রুচি ও অবস্থাভেদে এ বিষয়ে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যাইত।

এখন বেশভূষার কথা আসিয়া পড়িতেছে। কুমারীরা নানাপ্রকারে কেশ বিন্যাস করিত, কিন্তু মাথায় কিছু পরিত না। বিবাহিতা রমণীরা যত্নপূর্ব্বক চুল বাঁধিয়া ফিতা, জাল, মুকুট প্রভৃতির দ্বারা মস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিত। গ্রীক ললনাদিগের খোঁপা বাঁধিবার রীতি যেমন বিচিত্র তেমনি মনোহর ছিল। অলঙ্কারের মধ্যে আংটী, মাকড়ী, হার, চিক, বালা, অনন্ত ও মল উল্লেখযোগ্য। এই সকল অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই স্বর্ণে নির্ম্মিত হইত। গ্রীসে স্ত্রীলোকেও পাদুকা ব্যবহার করিত; উহার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি পরিপাটী ছিল। আথেন্সের ভদ্রমহিলারা বাহিরে যাইবার সময়ে সঙ্গে পাখা ও ছাতা (skiadeion, আতপত্র) লইয়া যাইতেন এবং ভ্রূ পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া দিতেন। গ্রীক সুন্দরীরা শুক্ল বসনই

ভালবাসিতেন ; তবে শিল্পে ও সাহিত্যে পীত ও অন্যান্য বর্ণের পরিচ্ছদ এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রেরও নিদর্শন আছে।

জেনফোনের "গার্হস্থ্যবিধি" পড়িয়া বোধ হয়, যে তৎকালে সম্ভ্রান্ত-কুলের মহিলারাও খুব উঁচু গোড়ালীর জুতা পছন্দ করিতেন, পরচুলা পরিতেন, চুলে কলপ দিতেন, এবং গালে লাল রং ও মুক্তাচূর্ণ মাখিতেন। এগুলি হয় তো সখী-সম্প্রদায়ের অনুকরণের ফল ; কিংবা ইহাদিগের প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে বর্ষীয়সী গৃহিণীরা দুহিতাদিগকে এইপ্রকার প্রসাধন শিক্ষা দিয়া থাকিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরুষের পরিচ্ছদ

গ্রীক ভদ্রলোকদিগের পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধা রকমের ছিল। তাহারা প্রথমে একটা পশমের খিটোন পরিত এবং উহা কটিদেশে আঁটিয়া বাঁধিত। উহাতে আস্তিন থাকিত না। তারপরে তাহারা এই জামার উপরে সর্ব্বাঙ্গে একখানি উত্তরীয় (himation) এমন করিয়া জড়াইত, যে কেবল মাথা ও ডান কাঁধ খোলা থাকিত। পরিধেয়ের মধ্যে এই বহির্বাসটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, কেন না, ইহার নীচে খিটোন বা অন্তর্বাস না থাকিলেও বরং চলিত, কিন্তু যে শুধু খিটোন পরিয়া বাহির হইত, তাহাকে তাহারা উলঙ্গ বলিয়া মনে করিত। গ্রীসে পায়জামাটা চিরকালই বিদেশী বলিয়া অশ্রদ্ধার বস্তু ছিল। গ্রীক ভদ্রলোকেরা শুভ্র বসনেরই অধিক সমাদর করিত। তবে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙ্গেরও প্রচলন ছিল। তাহারা বাঙ্গালীদিগের মত অনাবৃত মস্তকে রাজপথে বিচরণ করিত ; কিন্তু বর্ষাবাদলের মধ্যে মাথায় একটা আঁট টুপি (pilos)

পরিত। দূরস্থানে যাইবার সময়ে রৌদ্রনিবারণের উদ্দেশ্যে তাহারা খুব চওড়া কিনারাওয়ালা পশমের টুপি (petasos) ব্যবহার করিত। তাহারা ঘরে বাহিরে অনেক সময়েই নগ্নপদে থাকিত, কখনও কখনও গৃহে অতি সুন্দর চটি জুতা ও পথে খড়ম (sandalon) পায়ে দিত। কিন্তু তাহারা যখন পাদুকা পরিত, তখন নিজের বা অন্যের ঘরে ঢুকিবার সময়ে তাহা দরজায় খুলিয়া রাখিত। আথেন্সে এই নিয়ম ছিল, যে ঘরের বাহির হইতে হইলে ভদ্রলোকমাত্রকেই হাতে একখানি ছড়ি রাখিতে হইবে; ছড়ি না থাকিলে ভব্যতার লঙ্ঘন হইত। ভদ্রলোকদিগের আঙ্গুলে আংটী থাকিত; উহা দ্বারা মোহর করিবার কাজ চলিত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কেবল আস্তিনওয়ালা খিটোন পরিত, কিংবা চামড়ার দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত। গ্রীকেরা পারসীকদিগের মত দস্তানা ব্যবহার করিত না। তাহাদিগের মধ্যে ফুলের বড়ই আদর ছিল। ফুল না হইলে দেবপূজা হইত না; পানভোজনের সময়ে তাহারা মাথায় ফুলের মালা পরিত। আথীনীয়েরা ফুলের মালা পরিয়া সাজিতে এত ভালবাসিত, যে আথেন্সের ফুলের বাজার সর্ব্বদা কুসুমদামে পূর্ণ থাকিত।

আপনারা এখানে মগধরাজ জরাসন্ধের মহাপুরীর বর্ণনা স্মরণ করুন। "কৃষ্ণভীমধনঞ্জয় রাজপথে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মাল্যকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিলেন।"

[ভক্ষ্যমাল্যাপণানাং চ দদৃশুঃ শ্রিয়মুত্তমাং।
স্ফীতাং সর্ব্বগুণোপেতাং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনীং॥
তাংতু দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিং তে বীথ্যাং তস্যাং নরোত্তমাঃ।
রাজমার্গেণ গচ্ছন্তঃ কৃষ্ণভীমধনঞ্জয়াঃ॥
বলাদ্ গৃহীত্বা মাল্যানি মালাকারান্ মহাবলাঃ।

সভাপর্ব্ব।২১।২৫-২৭॥]

বাঙ্গলায় "গ্রাসাচ্ছাদন" বলিয়া একটা শব্দ আছে। আচ্ছাদনের কথা বলা হইল, এইবার গ্রাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পানাহার

ভোজ্য।

ভোজ্য সম্বন্ধে গ্রীক ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটা চমৎকার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে কালের কথা বলিতেছি, সে কালে তাহারা মোটেই মাংসের ভক্ত ছিল না; তাহারা মাংস অপেক্ষা মৎস্যের অনেক অধিক পক্ষপাতী ছিল, এবং আথীনীয়েরা বাঙ্গালীদিগেরই মত মাছ খাইতে ভালবাসিত। পর্ব্বোপলক্ষে তাহারা বলির মাংস খাইত বটে, কিন্তু অন্য সময়ে তাহাদিগের মাংস খাইতে রুচি হইত না। খসরুর (Cyrus) গ্রীক সৈন্য যখন একটা মরুময় দেশের মধ্য দিয়া বাবীলোনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন খাদ্য দ্রব্যের অভাববশতঃ তাহাদিগকে কয়েক দিন শুধু মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে হইয়াছিল। জেনফোন "আরোহণ" (Anabasis) নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটী গ্রীকদিগের দারুণ ক্লেশের নিদর্শনরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীসে গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, শশক ও নানা প্রকার পাখীর মাংস বৈধ খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তথায় ডিম খাওয়ার প্রথাটাও বেশ চলিত ছিল। গ্রীক সাহিত্যে আথেন্সের মাছের বাজার, তরকারীর বাজার ও ছানার বাজারের বহুল উল্লেখ আছে, কিন্তু কসাই ও মাংসের বাজারের প্রসঙ্গ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকেরা মাখনের পরিবর্ত্তে জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করিত।

গ্রীসে গরীব লোকেরা সাধারণতঃ যবের রুটি, জলপাই, ডুমুর, ছানা ও রসুন আহার করিত। সস্তা মদ, মাংসের ঝোল ও মাংস তাহাদের কদাচিৎ জুটিত; এগুলি তাহাদিগের পক্ষে বিলাসের সামগ্রী ছিল। সঙ্গতিশালী লোকেরা গমের রুটি, বিবিধ প্রকারের পিষ্টক, নানারকম শাকসবজী, জলপাইয়ের আচার, শুষ্ক ডুমুর, শুষ্ক আঙ্গুর ও মাছ খাইত।

আথীনীয়েরা মৎস্য জিনিসটা এতই মুখরোচক বিবেচনা করিত, যে তাহারা "ব্যঞ্জন" বলিতে কেবল মৎস্যই বুঝিত। গ্রীকেরা চিনির বদলে মধু ব্যবহার করিত; চিনি কেবল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত।

পেয়।

গ্রীকেরা চিরকাল নির্ম্মল জল ও দুগ্ধ পান করিতে ভালবাসিত; কিন্তু তাহারা গরুর দুগ্ধ পান করিতে চাহিত না; ছাগ ও মেষের দুগ্ধই তাহাদিগের অধিকতর প্রিয় ছিল; তবে সকল রকম দুধই ছানার জন্য ব্যবহৃত হইত। গ্রীসে অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই মদ্যপানের প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহারা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মত অবিমিশ্র মদ্য পান করিত না। মদে অন্ততঃ অর্দ্ধেক জল না থাকিলে তাহারা তাহা অপেয় জ্ঞান করিত। "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্" —মদ্য খাইতে নাই, কাহাকেও দিতে নাই, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিতে নাই—গ্রীকেরা এ নীতি মানিত না। বরং একজন কবি সুরার সুখ্যাতি করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "মর্ত্ত্য মানবের দুর্ব্বহ দুশ্চিন্তা বিদূরণের জন্য দেবগণ মদ্যকে সর্ব্বোত্তম সামগ্রী করিয়া সৃজন করিয়াছেন।" (*The Cypria*, 13)। তাই বলিয়া অতিরিক্ত সুরাপানের কুফল যে তাহারা বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে। প্লেটো "সংহিতা" পুস্তকে সুরার গুণ বর্ণনা করিয়াও তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে মদ্যপানের স্থানকাল সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন। (*Laws*, II.)। হীসিয়ড বলিতেছেন, "ডিয়োনীসস মানবকে কি আনন্দ ও দুঃখের নিদানই দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উদর পূরিয়া মদ্য পান করে, মদ্য তাহাতে উদ্দাম হইয়া উঠে; উহা তাহার হস্ত, পদ, রসনা ও চিত্তকে অবর্ণনীয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলে; এবং সুকোমল নিদ্রা তাহাকে আলিঙ্গন করে।" (*Catalogues of Women*, 87)।

গ্রীসে ভদ্র মহিলারা মদ্য পান করিতেন না। মিলীটস নগরে স্ত্রীলোকের পক্ষে মদ্য স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল।

গ্রীকেরা মোটের উপরে পানাহার সম্বন্ধে অমিতাচারী ছিল না।

এক্ষণে আথীনীয় পরিবারের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন কার্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা উচিত।

নবম পরিচ্ছেদ

পুরুষের দৈনন্দিন কার্য্য

গ্রীকেরা সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিন গণনা করিত। তাহাদিগের দিবা চারি ও রজনী তিন প্রহরে বিভক্ত ছিল। তাহারা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিত। গ্রীসে শারীরিক শৌচ কোন কালেই একটা প্রাধান্য লাভ করে নাই, সুতরাং তাহাদিগের প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অধিক সময় লাগিত না। পঞ্চম শতাব্দীতে আথীনীয়েরা স্পার্টান্‌দিগের মত দীর্ঘকেশ ধারণ করিত না, কিন্তু শ্মশ্রু রাখিত। আল্কিবিয়াডীসের মত সৌখীন লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র।

হাত মুখ ধুইয়া ও পোষাক পরিয়া আথীনীয়েরা স্বল্প কিঞ্চিৎ আহার করিত, ও তৎপরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইত। তারপর তাহারা পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে কিছুকাল ভ্রমণ করিত, কিংবা নগরের বাহিরে নিজ নিজ ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করিতে যাইত, এবং সেই সময়ে দেওয়ানকে যাহা বলিবার থাকিত, বলিয়া আসিত। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাটবাজার দোকানপাট লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিত, এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় উপস্থিত হইত। পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীদিগের সকলকেই বিচারকগণের সভায় বসিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত; এজন্য তাহারা প্রতিদিন তিন অবল বেতন পাইত; গরীব

আথীনীয়দিগের তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত ; তা'ছাড়া, তাহারা উৎসবোপলক্ষে সরকার হইতে রঙ্গালয়ে যাইবার প্রবেশিকা ক্রয়ের উপযোগী অর্থ পাইত ; সেটাও গরীব লোকের একটা আয়ের মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

মধ্যাহ্নে সমুদায় কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইত ; অবস্থাপন্ন আথীনীয়েরা তখন আহারের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, গরীব লোকেরা বাড়ী না যাইয়া নাপিতের দোকানে, গাড়ীবারাণ্ডায় বা অন্যত্র ঘুমাইয়া অথবা গল্পগুজব করিয়া কাল কাটাইত। ধনীদিগের মধ্যাহ্নভোজনটা বেশ একটু ভারী রকমেরই ছিল, কিন্তু তখন বেশী মদ খাওয়া একটা দোষ বলিয়া গণ্য হইত। রৌদ্র পড়িলে তাহারা ব্যায়াম এবং দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ সালাপ করিবার জন্য আবার বাহির হইত। সূর্য্যাস্তের সময়ে তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আহার করিত। ইহাই গ্রীকদিগের দিনের প্রধান আহার ছিল, এবং তাহারা বন্ধুবান্ধবদিগকে কেবল এই সময়েই নিমন্ত্রণ করিত। পড়াশুনায় খুব রুচি কিংবা হাতে অনেক সরকারী কাজ না থাকিলে তাহারা সায়ংকালটা পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চাতে কিংবা কথাবার্ত্তা বলিয়া যাপন করিত। যখন বিশেষ কিছু করিবার থাকিত না, তখন তাহারা অল্প রাত্রিতেই শয্যায় যাইত। ধনী ও পদস্থ লোকেরা অনেক সময়েই বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া বা নিমন্ত্রণ খাইয়া সারা রাত কাটাইয়া দিত। প্লেটোর "পানপর্ব্ব" (Symposium) নামক নিবন্ধে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতের মত গ্রীসে রাত্রিকালে রঙ্গালয় প্রভৃতি প্রমোদভবন খোলা থাকিত না।

ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরা খাটে বাম পার্শ্বে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় থাকিয়া টেবিলে আহার করিত।

রমণীর দৈনন্দিন কার্য্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন পরিবার সংক্রান্ত আর কয়েকটী কথা বলিয়া সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতির অবতারণা করিব।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিবারের শাসন-সংরক্ষণ—সন্তান-পালন—দায়ভাগ—পিতামাতার প্রতি ভক্তি

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কাহারও বুঝিতে বাকী নাই, যে গ্রীক পরিবারে পুরুষেরই একাধিপত্য ছিল। আথীনীয়েরা যদিও রাষ্ট্রে একনায়কত্ব সহ্য করিতে পারিত না, তথাপি তাহারা গৃহে নারী-দিগকে পদানত রাখিয়া সমুদায় ক্ষমতা আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আরিষ্টটল তাঁহার "ধর্ম্মনীতিতে" (৮।১২) লিখিয়াছেন, যে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে আমরা যোগ্যতমের শাসন (aristocracy) দেখিতে পাই; কেন না, শুধু স্বামীরই কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার আছে; আর যে যে স্থলে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত, তিনি কেবল সেখানেই কর্ত্তৃত্ব করেন, এবং স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য, তাহাতে তাঁহাকে বঞ্চিত রাখেন না।

গ্রীসে সন্তানসন্ততি পিতামাতার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত; সুতরাং শিশুদিগকে ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে কোন দণ্ড ভোগ করিতে হইত না। বিকলাঙ্গ শিশুদিগকে ফেলিয়া দিবার প্রথা গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ভবিষ্যতে ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে অনেকে কন্যাও বিসর্জ্জন করিত। পরিত্যক্ত শিশুদিগকে কেহ লালনপালন করিয়া মানুষ করিলে তাহারা আজীবন প্রতিপালকের দাসত্বে নিয়োজিত হইত। আরিষ্টটল "রাষ্ট্র-নীতিতে" (৪।১৬) লিখিয়াছেন, যে প্রত্যেক রাজ্যে এই রকম একটা আইন থাকা উচিত, যে জনকজননী পঙ্গু শিশু পোষণ করিতে পারিবে না।

এই নিষ্ঠুর প্রথা সত্ত্বেও গ্রীকদিগের যে সন্তান বাৎসল্য গভীর ছিল, এবং তাহারা যে পূর্ণাবয়ব পুত্রকন্যাদিগকে বিশেষ স্নেহ ও যত্নসহকারে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিত, তাহা অস্বীকার করিলে তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে।

আথেন্সে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রগণের সমান স্বত্ব ছিল। সম্পত্তি বিভক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনার ভাগ আগে বাছিয়া লইতে পারিত; ইহা ছাড়া তাহার আর কোন অধিকার ছিল না। পুত্রের অভাবে পৌত্র, এবং পৌত্র না থাকিলে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি তাহার দুহিতারা ও দৌহিত্রেরা পাইত। পুত্র থাকিতে কন্যা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইত না বটে, কিন্তু সে বিবাহকালে, পিতার অভাবে ভ্রাতার নিকটে যৌতুক প্রাপ্ত হইত। পুত্রকন্যা বা পৌত্রদৌহিত্র বর্তমান না থাকিলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে দায়াদগণ মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি লাভ করিত। (১) ভ্রাতারা ও তাহাদিগের সন্তানসন্ততি। (২) ভগিনীগণ ও তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি। (ভ্রাতা কিংবা ভগিনীর একই জনকের অপত্য হওয়া চাই)। (৩) পিতৃব্য ও তাঁহার সন্তানগণ; (৪) পিতৃষ্বসা ও তাহার সন্তানগণ।

উক্ত দায়াদগণের মধ্যে যদি কেহই বর্তমান না থাকিত, তবে (১) ভিন্ন পিতার ঔরসজাত সহোদর ভ্রাতা, (২) ভিন্ন পিতার ঔরসজাত সহোদরা ভগিনী, (৩) মাতুল, এবং (৪) মাতৃষ্বসা উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হইত।

আথেন্সের আইন অনুসারে উত্তরাধিকারীর তুইটী প্রধান কর্তব্য ছিল; (১) মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন; (২) তাহার বার্ষিক তর্পণ ও শ্রাদ্ধ নিয়মিতরূপে নির্বাহ করণ। তা'ছাড়া, সে উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহার ঋণের জন্যও দায়ী হইত।

শ্রাদ্ধাদি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে আথেন্সে অপুত্রক পুরুষ দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু নারীর সে অধিকার ছিল না।

আথেন্সে এই একটা বর্বর আইন ছিল, যে পিতা বৃদ্ধ হইলে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারিত, যে তিনি আপনার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম। যদি তাঁহার অক্ষমতা প্রতিপন্ন হইত, তবে সে নিজে ঐ সম্পত্তির ভার পাইত। এই আইনটার কথা ভাবিলে ও গ্রীক নাটকে বৃদ্ধগণের উক্তি পড়িলে মনে হইতে পারে, যে আথেন্সে বুঝি প্রাচীন ব্যক্তির তেমন মর্যাদা ছিল না। স্পার্টায় তাঁহারা যে সম্মান পাইতেন, আথেন্সে যে তাহা পাইতেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও আথীনীয়েরা যে গুরুজনের প্রতি বিনয়, সৌজন্য ও শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করিত, তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতিতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। তাহাদিগের সংহিতাকারেরাও এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পিতামাতা বার্দ্ধক্যে প্রপীড়িত হইলে সন্তানেরা সযত্নে তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ করিবে। কেবল একটী স্থলে ইহার প্রতিষেধ ছিল, তাহা শিক্ষাবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। প্লেটো লিখিয়াছেন, "কোন কোন দেবতাকে আমরা চর্ম্মচক্ষতে দেখিতে পাই, এবং দেখিয়া সশরীরে তাঁহাদিগের পূজা করি। কোন কোন দেবতা আমাদিগের নয়নের অগোচর ; আমরা প্রতিমা গড়িয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করি, এবং বিশ্বাস করি, যে যদিও এই প্রতিমা প্রাণহীন, তথাপি জীবন্ত দেবতা উহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং এই অর্চ্চনার জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন ও কৃতজ্ঞ হইতেছেন। এখন, যদি কাহারও গৃহে পিতামাতা কিংবা জরাজীর্ণ পিতামহ পিতামহী বা মাতামহ মাতামহী বর্ত্তমান থাকেন, তবে তিনি জানিয়া রাখুন, যে ধরাতলে এমন প্রতিমা নাই, যাহা তাঁহার গৃহাশ্রিত এই গুরুজনদিগের অপেক্ষা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অধিকতর সুক্ষম। ইঁহাদিগের সেবা করিলে ভক্ত সন্তানের সকল প্রার্থনা পূর্ণ হয়।" প্লেটো পুনশ্চ বলিতেছেন, "দেবগণ জরাতুর পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহীর প্রতিমাকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, এমন আর কাহাকেও নহে। সন্তান যখন ইঁহাদিগকে ভক্তি করে, তখন ঈশ্বর একান্ত প্রীত হন এবং পিতামাতার কল্যাণকামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, জনকজননী প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের প্রতিমা অতি আশ্চর্য্য, এবং প্রাণহীন বিগ্রহ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ; কেন না, আমরা যখন তাঁহাদিগকে ভক্তি করি, তখন তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনায় যোগ দান করেন ও অভক্তি প্রকাশ করিলে অভিশাপ দেন ; অচেতন পদার্থ এই দুইয়ের কোনটীই করিতে পারে না।" অপিচ, "সন্তানের প্রতি পিতামাতার অভিশাপ দুর্জ্জয়—দুর্জ্জয় হওয়াই উচিত ; উহা কখনও নিষ্ফল হয় না"। (*Laws*, XI.)। এই উপদেশের সহিত আপনারা নিম্নোক্ত বচনগুলি পাঠ করুন—

• "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

"পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতা প্রীত হয়েন।"

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮।২৫॥

"গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।"

সপ্তম অধ্যায়

সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ॥৪।১৩॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। শঙ্কর ইহার এই ভাষ্য করিয়াছেন। "গুণ তিনটী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। তাঁহার কর্ম্ম শম, দম, তপস্যা ইত্যাদি। ক্ষত্রিয় সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান, শৌর্য্য, তেজঃ প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্ম। বৈশ্য তমঃমিশ্রিত রজঃপ্রধান; তাহার কর্ম্ম কৃষি ইত্যাদি। শূদ্র রজঃমিশ্রিত তমঃপ্রধান, সেবাই তাহার কর্ম্ম।" গ্রীকদিগের সমাজ সংগঠনেও এতদনুরূপ চিন্তার প্রভাব দৃষ্ট হয়। দাসত্বপ্রথা গ্রীক সমাজের মূল পত্তন ছিল। আরিষ্টটল "রাষ্ট্রনীতি" পুস্তকে (Book I.) লিখিয়াছেন, 'দেহ আত্মা অপেক্ষা কিংবা পশু মনুষ্য অপেক্ষা যেমন হীন, তেমনি এক শ্রেণীর মানুষ যদি অপর এক শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষা হীন হয়, তবে ঐ হীনতর লোকেরা মহত্তর ব্যক্তিদিগের দাসত্ব করিবে, ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব ইয়ুরিপিডীস ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন—'ইহাই সমীচীন, যে গ্রীকেরা, যে সকল জাতি গ্রীক নহে, তাহাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবে।'" গ্রীক জাতি যে ভূতলে অতুল, এবং অ-গ্রীক জাতি-

মাত্রেই যে তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন যবন লেখকেরই এক অণুপরমাণু সংশয় ছিল না। শঙ্করের জাতিভেদের ভাষ্য ও আরিষ্টটলের দাসত্বপ্রথার দার্শনিক ব্যাখ্যা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দুর্নিরীক্ষ্য।

আমরা সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে আথেন্সের চারি লক্ষ দাস ছিল। ইহারা গৃহে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে ও বাণিজ্যপোতে বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভু-দিগকে জ্ঞানচর্চ্চা ও রাষ্ট্রের সেবাতে পরিপূর্ণ অবসর দিয়াছিল। ইহারা না হইলে গ্রীক সভ্যতার এমন অসাধারণ উন্নতি হইত না। এই দাসগণ এবং স্পার্টার হীলটেরা (Helot) গ্রীসের শূদ্র জাতি।

[দাস ও হীলটদিগের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল, তাহা উল্লেখ করা উচিত। দাসগণ বর্ব্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক জাতিসমূহ হইতে সংগৃহীত হইত; পক্ষান্তরে হীলটেরা গ্রীক ভাষাভাষী ও একটী বিজিত গ্রীক শাখার সন্তান ছিল।]

ইহাদিগের উপরে আর এক শ্রেণীর প্রজা ছিল, তাহারা "প্রবাসী" (Meteoci) বলিয়া অভিহিত হইত। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া ধনো-পার্জ্জনের উদ্দেশ্যে ইহারা বিদেশ হইতে আসিয়া আথেন্সে বাস করিত। প্রত্যেক প্রবাসীর এক জন আথীনীয় মুরুব্বী থাকিত, নতুবা ইহারা এই পুরীতে স্থান পাইত না। ইহাদিগের কোন রাষ্ট্রীয় স্বত্ব ছিল না, এবং ইহারা ভূসম্পত্তি কিংবা বসতবাটী ক্রয় করিতে পারিত না; কিন্তু ইহাদিগকে রাজকোষে নানা আকারে প্রচুর কর দিতে হইত। আথেন্সের বহির্বাণিজ্য এবং দোকানপাট ও কলকারখানাগুলি প্রায় সমস্তই এই শ্রেণীর হাতে ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পঁয়তাল্লিশ হাজার "প্রবাসী" আথীনীয় রাষ্ট্রে বাস করিত। ইহারা গ্রীসের বৈশ্য।

রাষ্ট্রের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা খাটি আথীনীয়েরা সমাজের উচ্চতম স্তরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রূপে বিরাজ করিত। ইহারা সংখ্যায় বোধ করি কোন কালেই বিশ হাজারের অধিক ছিল না। আথেন্সের সমাজ বলিতে

ইহাদিগকেই বুঝিতে হইবে ; এবং আমরা ইহাদিগেরই রীতিনীতি বর্ণনা করিতে যাইতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা আথেন্সের অধিবাসীদিগকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিলাম ; ইহা যে একেবারেই স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহার প্রমাণ প্লেটোর "সাধারণতন্ত্র" নামক পুস্তকখানি। উহাতে তিনি তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রের পুরবাসীদিগকে শ্রমজীবী বা ধনোৎপাদনরত, যুদ্ধব্যবসায়ী বা সৈনিক, এবং রক্ষক বা শাসনকর্ত্তা (chrematistikou, epikourikou, phylakikou genous.—*Rep.* IV. 434C). অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং এই বিভাগও গুণকর্ম্মরূপ দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উপরে দাস বা শূদ্র জাতি তো আছেই। প্লেটো বিধি দিয়াছেন, যে প্রত্যেক শ্রেণী স্ব স্ব বৈধ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, অপর শ্রেণীর কর্ম্মে কদাচ হস্তার্পণ করিবে না ;—ঠিক্ যেন গীতার ভাষায় বলিতেছেন, "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (৩।৩৫)—"সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।" (যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সহজসাধ্য অহিংসাদি অপেক্ষা দুঃখের নিদান যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শ্রীধর)।

গ্রীক সমাজ অসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীসের কোনও রাষ্ট্রেই সমগ্র অধিবাসী সমান রাষ্ট্রীয় স্বত্ব সম্ভোগ করিত না। দাসত্বপ্রথা গ্রীক সভ্যতার দুরপনেয় কলঙ্ক। আথেন্সে—এবং অন্যত্র—দাস প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত ; আইনের দৃষ্টিতে তাহার একটা অস্তিত্বই ছিল না। সে অত্যাচারে মৃতকল্প হইয়াও রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিত না। যখন অন্যের মোকদ্দমায় তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইত, তখন ধর্ম্মাধিকরণ প্রথমে তাহাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়া পরে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেন। প্রভু তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত, উত্তপ্ত লৌহ-শলাকায় দগ্ধ, এমন কি যমালয়ে প্রেরণ করিলেও দেশের বিধিতে তাহার কোনও প্রতিকারের পন্থা বিদ্যমান ছিল না। নরহত্যা করিলে অশৌচ হয়, এই ধর্ম্মভয় যদি প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধকে প্রশমিত করিতে পারিত, তবেই সে অপঘাত মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যাইত ; নতুবা তাহাকে রক্ষা

করিতে পারে, জগতে এমন অশরণের শরণ যে কুত্রাপি দেখিতে পাইত না।

এক শ্রেণীর মানুষ যদি অপর এক শ্রেণীর মানুষের উপরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়া হীনবল অবনত জনকে পশুর মত পদানত করিয়া রাখে, তবে শুধু যে ঐ হতভাগ্য অত্যাচারজীর্ণ লোকগুলিরই দুঃখের অবধি থাকে না, তাহা নহে ; ইহাতে উদ্ধত প্রবলতর পক্ষেরও দুর্গতি না ঘটিয়াই পারে না। দাসত্বপ্রথা এইরূপে চিরদিন দুষ্কৃতিকারী জাতিসমূহকে পাপের গুরুদণ্ড প্রদান করিয়াছে। গ্রীকেরাও এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ধনোৎপাদনে স্বাধীন শ্রমজীবীর স্থলে দাস নিয়োগ করিলে যে পরিণামে দারুণ অর্থহানি হয়, ইহা একটা সুপরিচিত সত্য। কিন্তু গ্রীক জাতি শুধু আর্থিক ক্ষতি বহন করিয়াই দাসত্বপ্রথাজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। নিষ্ঠুরতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা গ্রীক সভ্যতায় ঘোর কালিমা পাত করিয়াছে। দাসদিগের তো কথাই নাই, অন্তর্বিপ্লবের সময়ে গ্রীক গ্রীকের উপরে যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, থোকিডিডীসের ইতিহাসে তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। গ্রীক জাতির সুখপ্রিয়তা পূর্ব্বে ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছি। এই দুইটী মহাদোষ ও তৎপ্রসূত অধোগতির প্রধান কারণ দাসত্বপ্রথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভদ্রলোকের আয়ের উপায়

আথেন্সের পরিবার ও দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে, যে আথীনীয় ভদ্রলোকদিগকে নিজের সংসারের জন্য কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইত না ; সুতরাং তাহারা দেশের কাজে যথেষ্ট সময় পাইত। গরীব আথীনীয়েরা সরকার হইতে যে ভাতা পাইত, তাহাতেই তাহাদিগের দিন

চলিয়া যাইত ; অবস্থাবান্ ব্যক্তিদিগের ভূসম্পত্তি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট আয় হইত। আমরা সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। গ্রীকেরা স্থাবর সম্পত্তিকে দৃশ্য ও অস্থাবর সম্পত্তিকে অদৃশ্য বলিত। তালুক, খামার জমি, ঘরবাড়ী, খনি ও ব্যাঙ্কে মজুত টাকা, দৃশ্য সম্পত্তি, আর আসবাব ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী, কাপড়চোপড়, কারখানা, গৃহপালিত পশু এবং দাসদাসী অদৃশ্য সম্পত্তির অন্তর্গত। গ্রীসে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল। ধনী লোকেরা সরকার হইতে এই গুলির মকররি পাট্টা লইত। দাসেরা এই সকল খনিতে কাজ করিত, সুতরাং এগুলি আয়ের একটা প্রধান উপায় ছিল। অনেকের এই কাজে দাসদিগকে ভাড়া দিয়াও প্রচুর অর্থাগম হইত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ও কুক্কুর উল্লেখযোগ্য। গর্দ্দভ ও অশ্বতর সচরাচর কৃষিকার্য্য ও শকট বহনে ব্যবহৃত হইত; মাংস ও পশম জোগাইয়া মেষ গ্রীকদিগের দুইটী গুরুতর অভাব মোচন করিত। গ্রীসে ঘোড়ার আদর খুবই বেশী ছিল, কিন্তু উহা সুলভ ছিল না ; মহাধনবান্ ব্যক্তিও একটীর অধিক ঘোড়া রাখিতে পারিতেন না। আথেন্সে বহু লোক মধুর জন্য মধুমক্ষিকা পোষণ করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাসদাসী

আথেন্সে ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগের এই সকল দাসদাসী থাকিত— দেওয়ান, ভাণ্ডারী, বাজার সরকার, দ্বারবান্, রুটিওয়ালা, পাচক, অনুচর (প্রভু গৃহের বাহির হইলে ইহারা সঙ্গে যাইত), ধাত্রী, শিশুনায়ক, গৃহিণীর পরিচারিকা, অশ্বতরপরিচালক, ধোপা, খিদমদগার, দরজী। ইহা-দিগের মধ্যে বেতনভুক্ ভৃত্য একটীও ছিল না। একটা অনতিবৃহৎ

পরিবারের সাত জন দাসদাসী থাকিলে লোকে সে পরিবারটীকে আড়ম্বর-বিমুখ বলিয়াই বিবেচনা করিত।

এই শ্রেণীর পরিচারক ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব সংখ্যাতীত দাস ছিল। শিল্পদ্রব্যোৎপাদনে বহুল পরিমাণে দাসগণ নিয়োজিত হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিল্পকর্ম্ম ও ব্যবসায়

গ্রীকেরা শিল্পকর্ম্ম ও ব্যবসায় বড় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল, যে দৈহিক শ্রমদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা স্বাধীনতা-সেবী মানুষের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। স্পার্টানেরা যুদ্ধ ও মৃগয়া ভিন্ন আর সমস্ত কার্য্যই হেয় জ্ঞান করিত। থীবসে এই নিয়ম ছিল, যে যাহারা দশ বৎসরের মধ্যে কোনও শিল্পকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াছে, তাহারা রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত কোনও পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, শিল্পী বা শ্রমজীবীর পক্ষে ধর্ম্মানুগত জীবনযাপন অসম্ভব, তাহারা রাষ্ট্রের দাস, অতএব তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বত্ব পাইবার যোগ্য নয়। (*Polit.* III. 5)।

গ্রীসের ভদ্রলোকেরা বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাটাও হীনতার কাজ বিবেচনা করিত। ইহাতে কি ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানে প্রধান প্রধান শিল্পী ও ব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করিতেছি। তন্মধ্যে—স্থপতি, রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, আসবাবের কারিগর, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, জহুরি, অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতা। পরিধেয় বস্ত্র গৃহে নির্ম্মিত হইত, সুতরাং তাঁতীর সংখ্যা খুব অল্পই ছিল, এবং দরজী ছিল না বলিলেই হয়। তারপর, রজক, বস্ত্ররঞ্জনকারী, মুচী, চর্ম্মব্যবসায়ী, গন্ধবণিক্, ঔষধবিক্রেতা ও পাচক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোনও উৎসব উপলক্ষে গৃহে পাচকের প্রয়োজন হইলে, নিমন্ত্রণকর্ত্তা মৃণ্ময় বাসনের বাজারে

যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেন, "পাচক, ওহে পাচক, কে আছ, এস, একটা ভোজের ভার লইবে।" এই চীৎকার শুনিয়া যাহারা দৌড়িয়া আসিত, তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে মনোনীত করিয়া ও তাহার সহিত দরদস্তুর চুকাইয়া তিনি তাহাকেই জিনিসপত্র ক্রয় করিবার জন্য টাকাকড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়া দিতেন। আথেন্সে অনেক শুঁড়ি, মুদী, তরকারীর দোকানদার ও মৎস্যবিক্রেতা ছিল। আজকালকার মেছুনীদিগের মত আথেন্সের মৎস্যবিক্রেতাদিগকেও লোকে অশিষ্ট ও কটুভাষী বলিয়া ভয় করিত। তাহারা উচিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী দাম চাহিত, এবং পচা মাছ বেচিয়া খরিদ্দারকে ঠকাইতেও কসুর করিত না।

আথীনীয় সমাজের বৈশ্য ও শূদ্রের ব্যবসায় বর্ণিত হইল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়েরা তবে কি করিতেন? এক্ষণে সেই কথাই বলিতেছি। গ্রীকেরা কেবল এই সাতটা কর্ম্ম আপনাদিগের উপযুক্ত জ্ঞান করিত।

(১) রাষ্ট্রপরিচালন—মন্ত্রী, বিচারক, সেনাপতি প্রভৃতির পদ। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত গ্রীক জাতি রাজনীতিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত বলিয়া জানিত। ইহাতে গৌরব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তো ছিলই, তদুপরি অসদুপায় অবলম্বন করিলে ধনাগমের পথও কম প্রশস্ত ছিল না।

(২) যুদ্ধ—গ্রীকেরা শুধু স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিত, তাহা নহে, তাহারা অর্থের লালসায় বিদেশে বৃত্তিভোগী সৈন্যের কাজ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না।

(৩) ব্যবহারাজীবের কর্ম্ম বা ওকালতি—আথেন্সে বাদী বা বিবাদীর জন্য বক্তৃতা লিখিয়া দেওয়া একটা লাভজনক ব্যবসায় ছিল।

(৪) সাহিত্যসেবা—ইহাতে বিশেষ অর্থাগম হইত না; কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেক গ্রীক লেখক জগতে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া রহিয়াছেন।

(৫) কলাবিদ্যা—গ্রীসে স্থপতির কর্ম্মে সম্মান ও লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ভাস্কর ও চিত্রকরেরা অর্থের আশায় কাজ করিতেন না; কিন্তু এই যুগে ভাস্কর্য্যে ও চিত্রাঙ্কনে যে সকল প্রতিভাবান্ লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের তুলনা জগতে বিরল।

(৬) চিকিৎসাব্যবসায়—গ্রীক সমাজে বৈদ্যের উচ্চ স্থান ছিল; কিন্তু গ্রীসে একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যাইত। চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক যদি রোগীকে বুঝাইয়া শুনাইয়া ঔষধ খাইতে সম্মত করিতে পারিতেন, তবেই চিকিৎসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত, নতুবা তিনি মানে মানে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। তর্ক করিবার অভ্যাসটা এই জাতির এমনই অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, যে ইহারা ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়াও অজ্ঞের মত বিনা তর্কে আরোগ্য লাভ করিতে চাহিত না। রোগীকে বুঝাইবার জন্য বৈদ্যেরা কখন কখনও সুনিপুণ, মধুশ্রবাঃ বক্তা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। অনেক পুরীর সরকারী চিকিৎসক থাকিত; তাঁহারা উচ্চ বেতন পাইতেন। গ্রীসে হাতুড়ের উৎপাত বড় কম ছিল না; এবং গ্রীকেরাও মাদুলী, রক্ষাকবচ, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত, ও রোগমুক্তির জন্য দেবমন্দিরে ধর্ণা বা হত্যা দিত।

(৭) দেবসেবা—গ্রীসে পুরোহিত বলিয়া একটা জাতি ছিল না; কিন্তু বিশেষ বিশেষ মন্দিরে এক এক পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে দেবসেবা করিত। ইহাতে কাজ বড় বেশী ছিল না, কিন্তু আয় প্রচুর ছিল; এজন্য লোকে কখন কখনও সেবাইতের পদ অর্থ দিয়া ক্রয় করিত। গ্রীসে গণক, দৈবজ্ঞ প্রভৃতির সংখ্যা ছিল না; তাহারা উপার্জ্জনের জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা চরিত্রগুণে সর্ব্বত্র পূজা পাইতেন।

সকল নিয়মেরই প্রতিপ্রসব আছে; কুলাভিমানী ভদ্রব্যক্তিগণ এই কয়েকটা ব্যবসায় ছাড়া আর সকলই হীনদৃষ্টিতে দেখিত বলিয়া যে গরীব লোকেরাও কায়িক শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইত, তাহা নহে; আর হইলেই বা তাহাদিগের চলিবে কেন? আথেন্সের পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীদিগের মধ্যে দরিদ্রজনের অভাব ছিল না; তাহারা অনেকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারাই সংসার চালাইত। এই শ্রেণীর বহুলোক যে আথেন্সের জনসভায় রাষ্ট্রপরিচালনার মন্ত্রণাতে যোগ দিত, তাহার প্রমাণ সোক্রাটীসের একটী পরিহাসোক্তি। খার্মিডীস নামক এক গুণবান্

যুবক জনসভায় বক্তৃতা করিতে ভয় পাইত; তাহাকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে সোক্রাটীস বলিতেছেন, "তুমি কাহাদের নিকটে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ? ঐ ধোপা, মুচী, ছুতার, কামার, কৃষক, সমুদ্রগামী বণিক্ ও দোকানদারদিগের নিকটে?—যে দোকানদারেরা বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবিতেছে, কোন্ জিনিসটা একটু সস্তায় কিনিয়া বেশী দরে বেচিতে পারিবে?—জনসভা তো এই সকল লোক লইয়াই গঠিত হইয়াছে।" (Xen. *Mem*. III. 7)।

পঞ্চম শতাব্দীতে আথেন্সের বিখ্যাত জননায়ক ক্লেওনের (Cleon) চামড়ার কারবার ছিল; পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বাচস্পতিপ্রবর ডীমস্থেনীস দুইটী কারখানার অধিস্বামী ছিলেন, একটী তরবারীর ও অপরটী পালঙ্কের। ইঁহারা ও ইঁহাদিগের মত অন্য ধনী ব্যবসায়ীরা দাসদাসী দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ফিনিসীয় জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রদর্শক ও পরিচালক ছিল; কালক্রমে অর্ণবচারী গ্রীকেরা তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত ও সহর বন্দর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া বণিগ্-বৃত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজ জাতির ন্যায় প্রাচীন কালের গ্রীকগণ "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ," এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। অতএব, আমরা গ্রীসের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহি।

সে কালে ব্যবসাবাণিজ্য বর্ত্তমান যুগের মত এত জটিল ও বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই, এজন্য প্লেটো সহজেই বিক্রেতাদিগকে

"আত্মপণ্যবিক্রেতা" ও "পরপণ্যবিক্রেতা," এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিয়াছেন। যাহারা শুধু স্বহস্তরচিত পণ্য বিক্রয় করে, তাহারা প্রথমশ্রেণীর, এবং যাহারা অপরের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া লাভের আশায় তাহা বিক্রয় করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যাজীব। দোকানদার, ফিরিওয়ালা, এবং বণিক্ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। (*Politicus*, 260C)।

গ্রীসের অন্তর্বাণিজ্য অর্থাৎ দোকানদার, ফিরিওয়ালা, হাটবাজার ও মেলা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, এ সমুদায় ঠিক্ আমাদেরই দেশের মত ছিল। এস্থলে কেবল বহির্বাণিজ্য বর্ণিত হইতেছে।

গ্রীক জাতির বাণিজ্যের ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম যুগে কোন নগরই প্রাধান্য লাভ করে নাই, তবে পশ্চিমে করিন্থ ও পূর্ব্বে মিলাটস অপেক্ষাকৃত প্রতিপত্তিশালী ছিল। দ্বিতীয় যুগ আথীনীয় সাম্রাজ্যের কাল: এই সময়ে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। উক্ত সাম্রাজ্যের বিলোপ হইতে রোমের একাধিপত্যবিস্তার পর্য্যন্ত গ্রীক বাণিজ্যের তৃতীয় যুগ। এই যুগে রোড সদ্বীপ বাণিজ্যে গ্রীকজাতির নেতৃস্থানীয় ছিল।

আথেন্স, ঈজিনা ও করিন্থকে মধ্যবিন্দু করিয়া গ্রীক বাণিজ্যের চারিটী বর্ম্ম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) প্রথম বর্ম্ম পূর্ব্বোত্তর দিকে মাকেদন ও থ্রেসের উপকূল দিয়া কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এই পথে গ্রীকেরা শস্য, চামড়া, লবণাক্ত মৎস্য, গৃহ ও নৌকা নির্ম্মাণের কাষ্ঠ, কয়লা, আলকাতরা, শণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করিত। কৃষ্ণসাগরের উত্তরোপকূলবাসী শকগণ তৈল, মদ্য ও কাংস্য পাত্রের বিনিময়ে গ্রীকদিগকে শস্য ও গোমেষাদি পশু জোগাইত। আহার্য্যপ্রাপ্তির জন্য এই পথ গ্রীক জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল।

(২) দ্বিতীয় পথ ডীলস ও রোড্স, এই দ্বীপ দুইটীকে আশ্রয় করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপ হইয়া ফিনিসিয়ার উপকূল দিয়া মিসরে গিয়াছে।

এই পথে বাবীলোন, আরব,ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের পণ্যজাত গ্রীসে আনীত হইত। বাবীলোন হইতে গালিচা, বস্ত্র প্রভৃতি, ভারতবর্ষ হইতে মণিমুক্তা, রেশম ও গজদন্ত, এবং আরব হইতে গন্ধদ্রব্য ও বিবিধ মশল্লা আসিত। মিসর অপর্য্যাপ্ত শস্য এবং লিখিবার কাগজ, বস্ত্র, গজদন্ত ইত্যাদি প্রেরণ করিত; ফিনিসিয়া হইতে গ্রীকেরা রক্তবর্ণ বস্ত্র, সুগন্ধি কাষ্ঠ ও গন্ধদ্রব্য রাখিবার স্ফটিকময় আধার পাইত। সাইপ্রাস দ্বীপের নামেই বুঝা যাইতেছে, যে উহা চিরকালই তাম্রের জন্য বিখ্যাত ছিল।

(৩) তৃতীয় পথটী পূর্ব্বাপর করিন্থবাসীদিগের করায়ত্ত ছিল। উহা ঐ নগর হইতে তন্নামক উপসাগরের মধ্য দিয়া গ্রীসের পশ্চিম উপকূল বাহিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের উভয়তীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই পথে বণিকেরা মদ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বিনিময়ে আহার্য্যসামগ্রী ও গবাদি পশুচারণের সুবিধা লাভ করিত।

(৪) চতুর্থ বর্ত্ম টী উহা অপেক্ষা বিখ্যাত ছিল; উহা করিন্থ উপসাগর হইতে সিসিলী হইয়া ইটালীর পশ্চিম উপকূল, ফ্রান্স ও স্পেন দেশে গিয়াছে। এই পথে বহু গ্রীক উপনিবেশ অবস্থিত ছিল। বণিক্‌গণ সিসিলী হইতে শস্য ও পণির, ইটালী হইতে কাষ্ঠ, ফ্রান্স হইতে দাসদাসী ও স্পেন হইতে স্বর্ণ আহরণ করিত।

উপরে যে চারিটী বর্ত্ম উল্লিখিত হইল, তাহা গ্রীক ও বর্ব্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক জাতি সমূহের মধ্যে আদান প্রদান সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিল। গ্রীক রাষ্ট্রসমূহ যে পরস্পরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত ছিল, তাহা না বলিলেও চলে। খিয়স, ক্লিডস ও থাসসের মদ্য; করিন্থের কাংস্যময় পাত্র; আথেন্সের মৃণ্ময় বাসন, রৌপ্য, তৈল, মধু ও ফিগ্‌ফল; থেসালী ও এলিসের ঘোটক; আর্কাডিয়ার গর্দ্দভ, এবং স্পার্টার কুক্কুর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত।

বণিকেরা অনেকেই মূলধন ধার করিয়া ব্যবসা চালাইত। গ্রীসে দুই শ্রেণীর উত্তমর্ণ ছিল। যাহাদিগের নগদ টাকা ভিন্ন অন্য সম্পত্তি ছিল না, তাহারা ঐ সম্পত্তি সুদে খাটাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তমর্ণ ব্যবসাদার মহাজন।

ইহারা বর্ত্তমান কালের ব্যাঙ্কের কাজ করিত। কোন কোনও মহাজনের ঐশ্বর্য্য ও সাধুতার খ্যাতি গ্রীক জগতে সর্ব্বত্র সুবিদিত ছিল। ইহাদিগকে বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্ ও মাড়োয়ারীদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীসে শতকরা বার্ষিক বার টাকা হইতে চব্বিশ টাকা পর্য্যন্ত সুদ প্রচলিত ছিল। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় গ্রীক পুরীগুলির প্রত্যেকেই, এমন কি এক একটী গণ্ডগ্রামও স্ব স্ব মুদ্রা ব্যবহার করিত। ইহাতে গ্রীকদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের জটিলতা অযথা বাড়িয়া গিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আতিথেয়তা

গ্রীক জাতি এক কালে আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত ছিল। এদেশে একটী কথা আছে, "অতিথি গৃহদেবতা।" হোমার অডীসীর ১৭শ সর্গে ঠিক্ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"দেবতারা নানা প্রকার বিদেশী অতিথির বেশ ধারণ করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ, এবং নরগণের ঔদ্ধত্য ও সদাচার পর্য্যবেক্ষণ করেন।"

সকল দেশেই দেখা যায়, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আতি-থেয়তার প্রতি অনুরাগ কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীকেরা অতিথিসৎকারে পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা নিশ্চয়ই হীন ছিল; কিন্তু পরিবারে পরিবারে আতিথ্যের বন্ধনে যুক্ত থাকিবার প্রথা তখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রথাটী এইরূপ ছিল। মনে করুন, আথেন্সের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবার বিদেশে এক নগরে একটী বিশিষ্ট পরিবারের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন; মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ উভয়ের মধ্যে উপহার বিনিময় হইল। এখন হইতে এই দুই পরিবারের লোক পরস্পরের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, এবং এই যোগ পুরুষানুক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কালে এমন হইতে পারে, যে আথীনীয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি যখন কর্ম্মোপলক্ষে ঐ নগরে গমন করিবেন, তখন মিত্র পরিবারের কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না; এজন্য নিজের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে তিনি পূর্ব্বোক্ত উপহারের কোন একটী সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। পরিচয় হইয়া গেলেই গৃহস্বামী তাঁহার বাসের জন্য অতিথিশালা নিয়োজিত করিবেন, এবং তাঁহাকে আলো, ইন্ধন ও লবণ, আর প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজনের অন্নব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিবেন। তিনি পরেও তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিবেন, কিন্তু অতিথি যে কয়দিন থাকিবেন, এগুলি ছাড়া অন্য যাবতীয় ব্যয় তাঁহাকে স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং তাঁহার নিজের ভৃত্যেরাই তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে। আমরা এই একটী পরিবারের উদাহরণ দিয়া যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, গ্রীসের প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্বন্ধেই তাহা খাটে। পুরী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানের পাণ্ডা এবং বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামের গৃহস্থগণের মধ্যে কতকটা এইরূপ সম্বন্ধ আজিও দেখা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সামাজিক সম্মিলন ও আমোদপ্রমোদ

দশ জন মিলিত হইয়া পানভোজন, কলাভবন ও দেবমন্দির দর্শন, ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা, এবং উৎসব, সামাজিক সম্মিলন ও আমোদ-প্রমোদের অন্তর্গত।

গ্রীসে সামাজিক নিমন্ত্রণে, পানভোজনে মহিলাগণ উপস্থিত থাকিতেন না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সঙ্গে নিজ নিজ অনুচর লইয়া আসিতেন, সে আহারের সময়ে প্রভুর পরিচর্য্যা করিত, কিংবা দ্বারদেশে তাঁহার পাদুকার প্রহরী থাকিত। গ্রীসে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে হস্ত প্রক্ষালন করিবার রীতি ছিল। আহার সমাপ্ত হইলে সকলে দেবতার স্তুতি গান

করিতেন, তৎপরে অনুচরেরা টেবিল পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি তিনটী মদ্য-ভাণ্ড ও পানপাত্র রাখিত। প্রথম ভাণ্ড হইতে স্বর্গের দেবতাদিগকে, দ্বিতীয় ভাণ্ড হইতে উপরত বীরগণকে ও তৃতীয় ভাণ্ড হইতে রক্ষাকর্ত্তা জেয়ুসকে সুরা উৎসর্গ করা হইত। তারপর তাঁহারা মাথায় মালা পরিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করিতেন। পরিশেষে আলাপ ও গীতবাদ্য আরম্ভ হইত। কখন কখনও পেশাদার যাদুকর ও ভাঁড় রবাহূত হইয়া আসিয়া তামাসা দেখাইত। বিকৃতরুচি ব্যক্তিগণের ভোজনকক্ষে কদাচিৎ নর্ত্তকী ও বেণুবাদিনী আনীত হইত, কিন্তু নীতিমান্ ভদ্রলোকের গৃহে তাহারা স্থান পাইত না।

আথীনীয়দিগের নিমন্ত্রণ সভায় বিবিধ সুমিষ্ট আলাপই প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। একজন স্পার্টান্ একদা বলিয়াছিল, "আমরা স্পার্টানরা শ্রম এবং ভোজন, উভয়েই সুপটু; আথীনীয়েরা আহার করে অল্প, কিন্তু কথায় একেবারে অদ্বিতীয়; আর থীবানেরা জানে কেবল একরাশি উদরে পূরিতে।" আথেন্সের শিক্ষিত সমাজে সৎপ্রসঙ্গের প্রণালী কি আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, প্লেটোর "পানপর্ব্ব" নামক সন্দর্ভই তাহার নিদর্শন। সম্মিলনক্ষেত্রে এমনভাবে কথাবার্ত্তা হইত, যে তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিত। শুধু এক জন কথা বলিবে, এবং অপরে তাহা শুনিয়া যাইবে; কিংবা কেহ কাহারও কাণে কাণে কিছু বলিবে, বা আর সকলকে উপেক্ষা করিয়া কেবল এক জনকেই সম্বোধন করিবে;—ভদ্র সমাজে এগুলি সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত।

এই যুগের আথীনীয়েরা ভব্যতায় কত উন্নত ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে তাহারা পথে চলিবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ও দ্রুতবেগে গমন করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে করিত। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার সম্মুখে তাঁহার আসবাব ও আহার সামগ্রীর প্রশংসা করাও তাহাদিগের বিবেচনায় সুরুচিসঙ্গত ছিল না। তবে ব্যঙ্গনাটক পড়িলে বোধ হয়, যে ভোজনে বিলম্ব ঘটিলে তাহারাও আমাদিগের মত অধীর হইয়া উঠিত। সামাজিক সম্মিলনের আর একটী কৌতুক করিবার

প্রণালী উল্লেখ করিতেছি। সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে একজন মুখে মুখে এক ছত্র কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন, এবং হঠাৎ অপর এক জনকে উহার সহিত মিলাইয়া আর এক ছত্র রচনা করিতে বলিতেন। যিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিতেন, তিনি বাহবা পাইতেন, যিনি পারিতেন না, তাঁহাকে লইয়া একটা হাসির রোল উঠিত। কিছুক্ষণ এইরূপ চলিতে থাকিত। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে আথেন্সে সমস্যাপূরণের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল

বালিকা ও বয়স্কা রমণীদিগের আমোদপ্রমোদের উপকরণ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের মত সংখ্যাবহুল ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। পুতুল লইয়া খেলা করা এবং পাখী ও কুকুর পোষা বালিকাদিগের প্রধান ক্রীড়া ও সখের সামগ্রী ছিল। গ্রীসে বিড়াল আদর পাইত না; নকুল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। গ্রীক ভামিনীরা কচ্ছপ ও সর্প পুষিয়াও আনন্দ পাইতেন। এগুলি ছাড়া, গোলক (ball) খেলা ও দোলায় চড়িয়া দোল খাইবার নাম করিলেই নারীদিগের চিত্তরঞ্জনের উপায়গুলি এক রকম নিঃশেষে বলা হয়।

দেবমন্দির দর্শন ও উৎসবাদির কথা পরে বলা যাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ

জন্ম ও বিবাহের উৎসব বর্ণিত হইয়াছে; এখন প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পরলোকযাত্রীর মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে তাহার মুখ একখানি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইত। মৃত্যুর পরে একজন নিকটতম আত্মীয় ক্ষণকালের জন্য আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ ও চক্ষু নিমীলিত করিয়া দিত। তৎপরে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ধৌত করিয়া শুভ্র বসন পরাইত, এবং সুগন্ধি তৈলে

অভিষিক্ত করিয়া পুষ্পমালা দিয়া সাজাইত। পরে গৃহের প্রবেশকক্ষে পল্লবসজ্জিত শয্যাতে শব স্থাপিত হইত। উহার পার্শ্বে সুচিত্রিত মৃণ্ময় পাত্র, মধুসিক্ত পিণ্ড ও গন্ধদ্রব্য রাখা হইত; শবের পদদ্বয় দ্বারের দিকে থাকিত। পরিজনেরা দ্বারের বাহিরে সাইপ্রেস তরুর শাখা ও জল রাখিত; যাহারা গৃহ হইতে বাহিরে যাইত, তাহারা শুচী হইবার জন্য গায়ে জলের ছিটা দিত। এইভাবে শব এক দিন গৃহে রক্ষিত হইত, এবং এই সময়ে পুত্রকন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা উহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিত; কতকগুলি স্ত্রীলোক অর্থের জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিত। শবস্থাপনরূপ অনুষ্ঠানটীর নাম "প্রস্থাপন" (prothesis)।

হোমারের যুগে গ্রীসে দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; পরে গোর দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতেও ঐ প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মৃত দেহের সংকার (ekphora অর্থাৎ বহির্বহন) সম্পাদিত হইত। কতিপয় সুহৃৎ উহা একখানি পালঙ্কে রাখিয়া স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইত; কখনও বা এতদুদ্দেশ্যে শকটও ব্যবহৃত হইত। শব লইয়া সমাধির স্থানে যাইবার সময়ে আত্মীয় স্বগণের মধ্যে পুরুষেরা শবের অগ্রে ও স্ত্রীলোকেরা উহার পশ্চাতে গমন করিত। আথেন্সে অতি নিকটবর্ত্তী ও বর্ষীয়সী আত্মীয়ারাই শবের সঙ্গে যাইতে পারিত। যুবকেরা বা দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে আত্মীনীয়েরা অনূঢ়া ও নবোঢ়াদিগকে যাইতে দিতে চাহিত না। অর্থগ্রাহী বিলাপকারীর দল আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শ্মশানযাত্রীদিগের অনুগমন করিত; কতকগুলি লোক বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাইত। স্বজনেরা গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই শব একটী আধারে স্থাপন করিত। ঐ আধারেই শবের সমাধি দেওয়া হইত; এবং পূর্ব্বোক্ত মৃণ্ময় পাত্রগুলি উহার পার্শ্বে থাকিত। উপরত আত্মাকে বৈতরণী পার হইয়া প্রেতলোকে গমন করিতে হইবে, এজন্য গ্রীকেরা পাথেয়স্বরূপ শবের মুখে একটী মুদ্রা (অবল) রাখিয়া দিত। সমাধি হইয়া গেলে শ্মশানবন্ধুরা মৃতব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া

ডাকিত, ও "বিদায়," এই কথা বলিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইত। যেখানে দাহ করিবার রীতি অনুসৃত হইত, তথায় তাহারা দগ্ধ অস্থি সযত্নে একটা মৃণ্ময় বা কাংস্যময় ভৃঙ্গারে রাখিয়া দিত। তৎপরে শ্রাদ্ধাধিকারীর গৃহে নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বেরা ভোজন করিত; এবং সমাধির পরদিন প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে গোরস্থানে পিণ্ড দেওয়া হইত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর নবমদিন প্রধান বা আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। ইহার নাম "নবাহ" (enata)। কিন্তু এই উপলক্ষে বা অন্য সময়ে গ্রীকেরা যে বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া প্রার্থনা করিত, এমত নিদর্শন পাওয়া যায় না। পরলোকগত ব্যক্তির সাম্বৎসরিক জন্ম ও মৃত্যুদিনেও তাহার তর্পণ করা হইত। দুগ্ধ, মধু, জল, সুরা, জলপাই ফল এবং ফুল তর্পণের উপকরণ ছিল; কদাচিৎ এগুলির সহিত শোণিতও মিশ্রিত হইত। গ্রীকেরা শোকের চিহ্নস্বরূপ কেশ কর্ত্তন করিত ও কৃষ্ণ বসন পরিত, এবং স্পার্টানেরা বার দিন ও আথীনীয়েরা এক মাস অশৌচ পালন করিত। অশৌচকালে শোকার্ত্ত নরনারীর পক্ষে ভোজনবিলাস, দেহের প্রসাধন ও অলঙ্কার ধারণ অশোভন বলিয়া গণ্য হইত। আথীনীয়দিগের পুরীর বাহিরে রাজপথের দুই পার্শ্বে সমাধিস্থান ছিল। সমাধির উপরে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত; যাহাদিগের সামর্থ্য থাকিত, তাহারা মর্ম্মরপ্রস্তরের কারুকার্য্যখচিত সুশোভন মঠ নির্ম্মাণ করিত।

অষ্টম অধ্যায়

গ্রীক ধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

"সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃজন করিয়া কহিলেন, হে প্রজাপুঞ্জ, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক।"

প্লেটোর সর্ব্বশেষ গ্রন্থ "সংহিতার" (Laws) প্রারম্ভেই এক জন আথীনীয় স্পার্টা ও ক্রীটের দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বল দেখি, বিদেশী বন্ধুগণ, কে তোমাদিগের বিধিসমূহের প্রবর্ত্তক? ঈশ্বর, না মানব?" স্পার্টাবাসী ক্লাইনিয়াস উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর; ঈশ্বরই আমাদিগের বিধিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা খাঁটি কথা কিছুই নাই।" বস্তুতঃ হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি আর্য্য জাতির সকল শাখার সাহিত্যেই এই বিশ্বাসের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই, যে ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। অথবা শুধু আর্য্য জাতির কথাই বা বলি কেন, জগতে এমন জাতি নাই বলিলেই হয়, যাহারা আপন আপন

ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত বলিয়া বিশ্বাস না করে। এই বিশ্বাসানুসারেই এক একটা উন্নত জাতি আপনার ধর্ম্মকে ভগবৎপ্রকাশিত (revealed) ও অপর সমুদায় ধর্ম্মকে নৈসর্গিক (natural) বলিয়া আখ্যাত করিত। ১৮৫৯ সনে ডারুইনের *Origin of Species* নামক পুস্তকখানি সহসা পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের ধর্ম্মের এই শ্রেণীবিভাগজনিত আত্মতৃপ্তিতে নিদারুণ আঘাত করে। তিনি অকাট্য যুক্তিসহকারে অভিব্যক্তিবাদকে অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, যে যেমন জীবদেহে, তেমনি ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্রমবিকাশের নিয়ম অবিরাম আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে; মানবের এই পরম সুন্দর দেহ যেমন কোনও এক শুভমুহূর্ত্তে বিধাতার হস্তে রচিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, বর্ত্তমান কালের মহত্তর ধর্ম্ম সমূহও তেমনি একদা পূর্ণাবয়বরূপে জনসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। মানুষ অনেক ভয়বিভীষিকা ও অন্ধসংস্কারের জালজঞ্জাল বহিয়া, এবং অজ্ঞানতা ও সংশয়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া অতি ধীরে ধীরে বহুযুগের সাধনের ফলে সুমার্জ্জিত ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মের ইতিহাসেই অভিব্যক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন স্তরে স্তরে ভূপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া এই ধরিত্রীর জীবনকাহিনী অধ্যয়ন করিতে হয়, তেমনি কোনও ধর্ম্মের ইতিহাস বুঝিতে হইলে উহার বিভিন্ন স্তরগুলিই আমাদিগকে ঐ ধর্ম্মের জীবনধারার অনুসরণ করিতে সমর্থ করিয়া থাকে। হিন্দু ও গ্রীক, ইহুদী ও খৃষ্টীয়, সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। অভিব্যক্তিবাদ গৃহীত হওয়াতে ধর্ম্মের মহিমা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। "এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃহদারণ্যক। ৪।৪।২২)—"লোকসমূহ যাহাতে উচ্ছিন্ন না হয়, এজন্য তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন"—উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ বাণী ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে। কেন না, ধর্ম্মের অভিব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, মানব কি ক্ষুদ্রতা, কি অধমতা, কি অক্ষমতা হইতে যাত্রা করিয়া "সুদূর গগনক্রোড়ের" কোন্ ধ্রুবতারার দিকে

ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহার প্রেরণা তাহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তাহাকে এক অন্তহীন পথে অসীমের লক্ষ্যপানে উধাও হইয়া ছুটিতে শিখাইয়াছে, তিনিই ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

ডারুইনের জীবনকালে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইলেও এক্ষণে সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে নিম্নোক্ত স্তরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

আদিম মানব আপনাকে চৈতন্যময় দেখিয়া সকল পদার্থেই চৈতন্য আরোপ করিত; এবং ভাবিত, যে বৃক্ষ, প্রস্তর, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির মধ্যে কেহ বা তাহার ইষ্ট, কেহ বা তাহার অনিষ্ট করে; এইরূপে জড়পূজার উৎপত্তি হইল। আবার, সে স্বপ্নে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল, যে আত্মা দেহবিযুক্ত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে। মৃত্যুর পরে আত্মাগুলি নানা প্রাকৃতিক বস্তুতে বাস করে, এবং তাহারাও তাহার উপকার বা অপকার করিতে সমর্থ, এই ধারণা হইতে প্রেতপূজার সূত্রপাত হইল। ভয় ও ভক্তি পূজার মূল। বর্ব্বর মানুষ ভয় করে না, এমন পদার্থ নাই বলিলেই হয়; এবং অভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ বলিয়া তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এমন পদার্থেরও সংখ্যা নাই। এই ভয় ও ভক্তিই বহুদেববাদের জনক। বহুদেববাদ হইতে দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ হইতে একেশ্বরবাদ প্রসূত হইয়াছে; কিন্তু একেশ্বরবাদের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অভিপ্রায় নহে। এস্থলে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে জড়পূজা ও প্রেতপূজা, এবং বহুদেববাদ ও একেশ্বরবাদের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধ্যাপক জেভন্‌স (Dr. F. B. Jevons) বলেন, অভিব্যক্তিবাদের নবাতন সিদ্ধান্ত এই, যে মানবজাতির ধর্ম্মের জন্মক্ষেত্র; ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অন্তরে একই কালে জড়বাদ (fetishism), বহুদেববাদ (polytheism) ও একেশ্বরবাদ (monotheism) অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে, অতএব প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টী ও দ্বিতীয়টী হইতে তৃতীয়টী ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই মত অশ্রদ্ধেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্য্য জাতির আদিম ধর্ম্ম

হিন্দু ও গ্রীকদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য জাতির ধর্ম্ম কিপ্রকার ছিল, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত অটো শ্রেডার (Schrader) এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিদ্বৎসমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার ন্যায় অনেকেরই মত এই, যে আর্য্য জাতির ধর্ম্মে দুইটী স্তর পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, পিতৃপুরুষ পূজা: দ্বিতীয়, দ্যুলোকবাসী দেবগণের পূজা। উপরত পিতৃপূজা হইতেই মানুষ ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। পিতৃপূজা ও প্রেতপূজা একই কথা। এই দুইটী ধর্ম্মের বীজ বা পত্তনভূমি। তারপরে মানুষ নভোমণ্ডলস্থ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসমূহ ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দ্বারা আকৃষ্ট বা সংক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হইতেই দ্যৌপিতা, জেয়ুস ইত্যাদি দ্যুলোকবাসী দেবগণের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রীস, উভয় দেশের ধর্ম্মেই উক্ত স্তর দুইটা বর্ত্তমান না থাকিলে আমরা উহাদিগের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম না। এই সাদৃশ্যের কথা পরে বলা যাইবে।

আমরা শ্রেডারের যে মতটী উল্লেখ করিলাম, ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে উহাই এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় গ্রীক ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই উহার এই উপাদানগুলি আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে—পিতৃপূজা, প্রেতপূজা, নৈসর্গিক দেবতার পূজা; পারিবারিক ধর্ম্ম, গোত্রের ধর্ম্ম; যাদু, শোধনানুষ্ঠান, বলি, প্রার্থনা; দেবকুলরচনা, ব্যক্তিগত সাধন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই উপাদানগুলির অল্পাধিক পরিচয় প্রদত্ত হইবে। আমরা এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা (theology) ও পূজার্চ্চনা (ritual), অথবা মত ও অনুষ্ঠান, এই দুই শাখায় গ্রীক ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীক জাতির ধর্ম্মমত

গ্রীক ধর্ম্মের নামোচ্চারণ করিলেই জেয়ুস, হীরা, আথীনা, আপলো প্রভৃতি দেবগণ আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা যে আদিম যুগে গ্রীক জাতির আরাধ্য দেবতা ছিলেন না, হীরডটসের একটী উক্তিই তাহার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন (২।৫৩)- "কবে দেবগণের উদ্ভব হইল, তাঁহারা আদি ও অনাদি কি না, তাঁহাদিগের রূপ কিপ্রকার ছিল, এই সকল বিষয়ে বলিতে গেলে গ্রীকেরা অল্প দিন পূর্ব্বেও কিছুই জানিত না। কেন না, আমার মতে হোমার ও হীসিয়ড আমার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার অধিক নয়; তাঁহারাই গ্রীকদিগের জন্য দেবগণের বংশাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নাম প্রদান করিয়াছেন, কাহার কি কার্য্য ও গৌরব, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকের রূপ প্রকাশ করিয়াছেন।" হীরডটস ইহার একটু আগেই (২।৫২) লিখিয়াছেন, "আমি ডোডোনায় যাইয়া জানিয়াছি, যে প্রাচীন কালে পেলাসগস জাতি দেবতাদিগকে সকল প্রকারের বলি দিত ও তাঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিত, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোনও নামে বা উপাধিতে আহ্বান করিত না, কারণ তাহারা দেবগণের নাম কখনও শুনে নাই।** বহুকাল অন্তে মিসর হইতে দেবতাদিগের নাম গ্রীসে আনীত হয়, পেলাসগস জাতি তখন নামগুলি শিক্ষা করে।" এই শেষের উক্তিটী সত্য হউক বা না হউক, জেয়ুস প্রভৃতি দেবতারা যে অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন, হীরডটসের বাক্য হইতে তদ্বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না।

অতএব, গ্রীক ধর্ম্মের বিবরণ এই পেলাসগস জাতির আচার অনুষ্ঠান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। অজ্ঞ মানব সকল বস্তুতেই চৈতন্য আরোপ করিয়া থাকে; এই জন্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৃক্ষপ্রস্তরের পূজা

প্রচলিত আছে। গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা যে অমার্জ্জিত প্রস্তরখণ্ড, সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ ও বৃক্ষাদির পূজা করিত, ঐতিহাসিক যুগেও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পসেনিয়াস (Pausanias) নামক ভ্রমণকারী লিখিয়া গিয়াছেন, যে আথীনীয়েরা হার্মীস দেবের যে প্রতিমার পূজা করিত, তাহা একখানি সমচতুষ্কোণ প্রস্তর। সুতরাং হোমার ঐ নামে যে সুরূপ ও তরুণ দেবদূতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি আদিতে ছিলেন ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তর বা স্তম্ভ। অনেক সময়ে সমাধির স্থান চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে তথায় একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত হইত; সমাধির সন্নিকটে উপরত আত্মার আত্মীয়েরা তাহার তর্পণ করিত; অতএব প্রেতপূজার সহিত প্রস্তরপূজার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা খুবই সম্ভব। পেলাসগসেরা উপাস্য শিলাখণ্ডকে তৈলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে বলি দিত ও তাহার নিকটে প্রার্থনা করিত। তা'ছাড়া, তাহারা বিশ্বাস করিত, যে উহার নানারূপ অলৌকিক শক্তি আছে; উহার প্রভাবে রোগী আরোগ্য লাভ করে, এবং নরহত্যাদি দুষ্কর্ম্মজনিত পাপ বিধৌত হইয়া যায়।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রীসের আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার সহিত হীরডটসের ন্যায় নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের উক্তিগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে গ্রীক ধর্ম্মের এই প্রথম স্তরে প্রাচ্যদেশীয় বিশেষতঃ মিসরের প্রভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। অন্ধ স্বজাতিপ্রীতির খাতিরে বিজ্ঞ ইয়ুরোপীয়েরা যাহাই বলুন না কেন, গ্রীক জাতির অনেকগুলি উপাখ্যানই প্রতিপন্ন করিতেছে, যে তাহারা ধর্ম্মে, শিল্পে ও সভ্যতায় আসিয়া ও আফ্রিকা হইতে প্রচুর উপকরণ আহরণ করিয়াছিল। অতএব, হোমারের পূর্ব্বে, অর্থাৎ গ্রীক জাতির কাব্যে ও সাহিত্যে আমরা যে ধর্ম্মের পরিচয় পাই, তাহার শৈশবাবস্থায়, গ্রীক ধর্ম্মের এই তিনটী স্তর রচিত হইয়াছিল। প্রথম, পেলাসগসদিগের মত ও বিশ্বাস; এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; দ্বিতীয়, মিসর, লীবিয়া ও পশ্চিম আসিয়া হইতে আহরিত আচারানুষ্ঠান; তৃতীয় উত্তর হইতে সমাগত হেলেনীস জাতির প্রভাব। হোমার আপনার অনুপম

কল্পনাশক্তির দ্বারা এই বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংমিশ্রিত ও রূপান্তরিত করিয়া গ্রীক ধর্ম্মকে এক নব কায়া প্রদান করিয়াছেন।

হোমার গ্রীক দেবমণ্ডলীর (pantheon) সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবক্তা। এক অর্থে তাঁহাকে সংস্কারক বলিলেও অন্যায় হয় না। তিনি পূর্ব্বতন যুগের অনেক বীভৎস আখ্যান পরিমার্জ্জিত করিয়া স্বীয় কাব্যে স্থান দিয়াছেন; কতকগুলি বা একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তৎপরে তিনি দেবতাদিগকে এক পরিবারে সম্মিলিত করিয়া গ্রীসের কৈলাসে অর্থাৎ উত্তরে থেসালী প্রদেশস্থ অলাম্পস পর্ব্বতে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রীক জাতির বিভিন্ন শাখা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে দেবতাদিগের এই মিলন সাধিত হইতে পারিত না। সুতরাং এই মিলনে হেলেনীয় জাতির প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; কেন না, থোকিডিডাস লিখিয়াছেন, যে ঐ জাতিই সর্ব্বপ্রথম গ্রীসে জাতীয় ঐক্য-বোধকে উদ্দীপ্ত করে। হোমারের মহাকাব্যে জেয়ুস, হীরা, প্রভৃতি দেবগণের যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ও সন্ধি প্রমাণিত হইতেছে। আর একটী কথা বলিয়াই আমরা হোমারের দেবকুল সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। হোমার দেবতাদিগকে মানবের আকার প্রদান করিয়াছেন। আমরা যখন তাঁহার মহাকাব্য দুইখানি পাঠ করি, তখন মনে হয়, যেন তাঁহারা জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির মত দিব্যকান্তি, লাবণ্যময় দেহে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইতেছেন। তাঁহার অপরূপ বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়াই ফাইডিয়াস (Pheidias) প্রভৃতি অমরকীর্ত্তি ভাস্করেরা নরদেহধারী দেবমূর্ত্তি রচনা করিয়া জেয়ুসাদি দেবগণের রূপকে জগতে অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে চিত্রকরেরাও তাঁহাদিগের যোগ্য সহচর ছিলেন।

পসেনিয়াস পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, যে গ্রীসের দেবমন্দিরে বা দেবায়তনে শ্রীহীন প্রস্তরখণ্ডগুলিই প্রাচীনতম দেবতারূপে পূজিত হইত। পৃথিবীর সকল দেশেই আদি দেবমূর্ত্তি অসংস্কৃত প্রস্তর; উহা হইতে দারুময়ী প্রতিমা, দারুময়ী প্রতিমা হইতে কাংস্যময় বিগ্রহ, এবং পরিশেষে

তাহা হইতে মর্ম্মরপ্রস্তর ও সুবর্ণগজদন্তের মনোমোহিনী মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে—গ্রীক জাতির মধ্যে দেবপ্রতিমার অভিব্যক্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূজার্চ্চনা

আমরা গ্রীক ধর্ম্মের যে দুইটী স্তরের উল্লেখ করিয়াছি, পূজার্চ্চনাতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের দেবগণ স্বর্গবাসী (Olympian) ও পাতালবাসী (chthonic), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বর্গবাসী দেবতার পূজায় উপাসক যে পশু বলি দেয়, সে তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং আস্বাদন করে। এই দগ্ধ মাংস দেবতার ভোগে উৎসৃষ্ট হইল; অবশিষ্টাংশ উপস্থিত সকলে সুরাসহ ভোজন করে। বলি অগ্নিতে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায় এই, যে তাহা হইলে উহা সূক্ষ্মাকারে স্বর্গে উপাস্য দেবতার নিকটে পহুঁছিতে পারিবে। পাতালবাসী দেবতার পূজায় উপাসক বলির সমগ্রভাগই তাঁহার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেয়; সে উহার কিছুই নিজে ভোগ করে না। গ্রীসে বীরপূজারও ইহাই প্রথা ছিল। সুতরাং উপরত আত্মা বা বীর ও পাতালবাসী দেবতা একই। যদি তাহাই হয়, তবে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, বীরপূজা প্রাচীনতর পেলাসগস জাতির ও স্বর্গবাসী দেবতার পূজা পরবর্ত্তী আর্য্য জাতির দান।

স্বর্গবাসী ও পাতালবাসী দেবতার পূজা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইত। সেবা (therapeia) ও প্রসন্নতাসম্পাদন ত্রিদিবস্থ দেবপূজার উদ্দেশ্য; উহাতে ভক্তের মনোভাবটা এই প্রকার ছিল—"তুমি আমাকে (ধন) দিবে, এই আশায় আমি তোমাকে (নৈবেদ্য)

দিতেছি।" এই পূজার পারিভাষিক নাম thuein বা "যজ্ঞ"। পাতালবাসী দেবতার পূজার অভিপ্রায় ছিল নবীকরণ বা নিষ্কাশন (apotropein); চলিত কথায় উহাকে "ভূতভাড়ান" বলিলে ভুল হইবে না। এই পূজায় উপাসক যেন উপাস্যকে বলিত, "তুমি চলিয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে বলি দিতেছি।" এই পূজায় গ্রীকেরা enagizein বা "উৎসর্গ" শব্দ ব্যবহার করিত।

থীবসের রাজা বিদ্ধপাদ (Oedipous) রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া দুই কন্যাসহিত দীনহীন ভিখারীর বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে কলোনস গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তথায় তিনি অতর্কিতভাবে "করুণাময়ী" (Eumenides) নামধেয়া পাতালবাসিনী চণ্ডিকাগণের আয়তনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলে ঐ গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে যে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাতে পাতালবাসী দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি প্রাঞ্জলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সফক্লীসের একখানি নাটক হইতে কথোপকথনের আকার বর্জন করিয়া গ্রামবাসীদিগের বাক্যগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি:

"প্রথমতঃ স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণী হইতে শুদ্ধ হস্তে জল লইয়া আইস। তৎপরে সুনিপুণ শিল্পিরচিত কয়েকটী পাত্রের মুখ ও কর মেষশাবকের সদ্যঃকর্তিত লোমের মালা দ্বারা ভূষিত কর। তারপর পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ পাত্রগুলি হইতে বারি ঢালিয়া দেও; তিন বারে বারি ঢালিবে; দেখিও, শেষবারে যেন পাত্রে এক বিন্দুও অবশিষ্ট না থাকে। তৃতীয় পাত্রটী জল ও মধু দ্বারা পূর্ণ কর; উহাতে মদ্য প্রক্ষেপ করিও না; তৎপরে শস্যশ্যামলা ধরণী এই অর্ঘ্য পান করিলে, তদুপরি দুই হস্তে তিন গুণ নয় (২৭) জলপাই পল্লব রাখিয়া প্রার্থনা কর। এইরূপে প্রার্থনা করিবে— 'আমরা যেমন তাঁহাদিগকে করুণাময়ী বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকি, তাঁহারা তেমনি করুণার্দ্রহৃদয়ে ভিখারীকে গ্রহণ ও রক্ষা করুন।' তুমি স্বয়ং প্রার্থনা কর, বা অন্য কেহ তোমার হইয়া প্রার্থনা করুক, অপরের শ্রুতিগোচর না হয়, এ প্রকার অস্ফুট ও অনুচ্চ স্বরে প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিয়া চলিয়া যাও, পশ্চাদ্দিকে চাহিও না।" (*Oed. Col.* 469—490)।

গ্রীক সভ্যতার পূর্ণোদয়কালে গ্রীসের সর্ব্বত্র বীর অর্থাৎ উপরত পিতৃপুরুষের পূজা প্রচলিত ছিল। বীরগণকে অগ্রনৈবেদ্য এবং গো, মেষ, ছাগ, শূকর, এমন কি অশ্ব ও কদাচিৎ মৎস্য উৎসর্গ করা হইত। তাঁহারা আদিম যুগে নরবলি গ্রহণ করিতেন; ইলিয়াডে পাট্রক্লসের শ্রাদ্ধবিবরণ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। গৃহস্থ আহারসময়ে তাঁহাদিগকে মদ্য নিবেদন করিত; ভূপতিত আহার্য্যকণিকাও তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য ছিল। স্বগণেরা তাঁহাদিগকে সমাধিস্থলে যে পিণ্ডোদক দান করিত, তাহা সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগের কতকগুলি পর্ব্বে দ্যুস্থান ও পাতালবাসী দেবতার একত্র সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। আমরা অতঃপর ঐ যুগের ধর্ম্ম একটু বিস্তৃততররূপে আলোচনা করিব। উহাতে আমরা (১) প্রেতপুরুষের পূজা, (২) বংশপ্রতিষ্ঠাতা বৃক্ষ বা পশুর পূজা (totemism), (৩) আর্য্য জাতির আদি দেবতাগণের পূজা, এবং (৪) বৈদেশিক দেবপূজা, এই কয়টী উপাদান প্রাপ্ত হইব; আর দেখিতে পাইব, যে এই যুগে নরবলি, অসংস্কৃত প্রস্তর ও বৃক্ষপশ্বাদির আরাধনা, এবং নানা বিভৎস পৌরাণিক উপাখ্যান মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য ও বিকাশের মধ্যেও গ্রীকধর্ম্মের আদিম বর্ব্বরতার চিহ্নগুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রীক পুরাণ

১। সৃষ্টি-প্রকরণ।

ঈশ্বর, জগৎ ও মানব, এই তিন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। আদিম মানুষ এই জগতের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াই আপনার মনে এই প্রশ্ন করিয়াছে, কে এই বিশ্বকে রচনা

করিল ! সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের ঋষি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি সম্বন্ধে ধ্যান করিতে করিতে গাহিয়া উঠিলেন,

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস ॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং ॥১০।১২৯।১-৩ ॥

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না ; যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল ? কোথায় কাহার স্থান ছিল ? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল ?

"তখন মৃত্যুও ছিল না ; অমরত্বও ছিল না ; রাত্রির ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

"সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন-বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক্ জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই একবস্তু জন্মিলেন।"

এইরূপে মননসাহায্যে এই দুরবগাহ্য রহস্য ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়া যেন বিফলমানস হইয়া ঋষি বলিতে বাধ্য হইলেন,

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥১০।১২৯।৭॥

"এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনি নাও জানিতে পারেন।"

কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টৃগণ অজ্ঞেয়তাবাদের আশ্রয় লইয়া এই জটিল প্রশ্নের আলোচনা হইতে নিরস্ত হন নাই। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (১০।৯০), দশম মণ্ডলের ১৯০তম সূক্তে ও অন্য অনেক মন্ত্রে সমস্যাটীর নানাপ্রকার সমাধান উপস্থাপিত হইয়াছে। তৎপরে উপনিষদের ঋষিগণ বহুস্থলে বিচিত্রভাষায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ঐতরেয়োপনিষদের প্রথমেই যে উক্তিটী আছে, তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি প্রাঞ্জল—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১।১ ॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।১।২ ॥

"এই জগৎ পূর্ব্বে এক আত্মামাত্র ছিল। নিমেষক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুও ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, 'আমি কি লোকসকল সৃষ্টি করিব?' এরূপ আলোচনা করিয়া তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন।"

কিন্তু এক অনাদি ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে যে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত উক্তি দেখিতে পাই না। বরং তাহারা ঋগ্বেদের ঋষিদিগের ন্যায় বিশ্বাস করিত, "অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন" (১০।১২৯।৬)—"দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন।" তাহাদিগের মতে জেয়ুস প্রভৃতি যে সকল দেবতারা বর্ত্তমান কালে জগৎকে শাসন ও পরিচালন করিতেছেন, তাঁহারাও অনাদি ও জন্মরহিত নহেন। হোমার বলেন, মহাসাগর হইতে অমরগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। (*Il.* XIV. 201)। হীসিয়ড দেবকুলের যে ইতিহাস (Theogony) কবিতাকারে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহার সারভাগ এই। আদিতে "অনিয়ম" (Chaos) বিদ্যমান ছিল; পরে পৃথিবী, রসাতল (Tartarus) ও কাম (Eros) জন্মগ্রহণ করে। তমঃ (Erebus) ও নিশা (Night) অনিয়মের অপত্য, এবং নিশার সন্তান নভঃ (aether), ও দিবা। পৃথিবীর পুত্র দ্যৌঃ (Uranus বা বরুণ), পর্ব্বত ও সাগর। অতঃপর কামের ক্রিয়া

আরব্ধ হইল। দ্যাবাপৃথিবীর মিলন হইতে অসুরগণের (Titans) উৎপত্তি। কাল (Kronos) অসুরকুলে কনিষ্ঠ। জগতের আদি প্রভু বরুণ রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কায় পুত্রগণকে পৃথিবীর কুক্ষিতে লুকাইয়া রাখেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য পৃথিবীর প্ররোচনায় কাল পিতার অঙ্গচ্ছেদ করে। ধরাবক্ষে যেখানে যেখানে বরুণের রক্ত পতিত হয়, তথায় এক একটী দানব (giant) উদ্ভূত হয়; সমুদ্রে যে রক্তবিন্দু পড়ে, তাহা হইতে অন্নদত্তা (Aphrodite) জন্মগ্রহণ করেন। কাল পিতার সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনাকে নিষ্কণ্টক রাখিবার অভিপ্রায়ে একে একে পাঁচটী সন্তানকে গলাধঃকরণ করেন; ষষ্ঠ সন্তান জেয়ুসের জন্মসময়ে জননী রেয়ার কৌশলে তাঁহার দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, অধিকন্তু তিনি অপর পাঁচটাকেও উদ্গীরণ করিয়া ফেলেন। কাল এবং তাঁহার ভগিনী ও পত্নী রেয়া (Rhea), হেষ্টিয়া (Hestia), ডামীটার (Demeter), হীরা (Hera), হাডীস (Hades), পসাইডোন (Poseidon) ও জেয়ুসের (Zeus) জনকজননী; অবশিষ্ট প্রধান প্রধান দেবদেবী—যথা, আথীনা (Athena), আপলো (Apollon), আর্টেমিস (Artemis), হেফাইষ্টস (Hephaestos), আরীস (Ares), হার্মীস (Hermes) ও ডিওনীসস (Dionysos) জেয়ুসের পুত্রকন্যা। জেয়ুস ও তাঁহার সহোদরেরা একাক্ষ, শতবাহু ইত্যাদি দানবদিগের সাহায্যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরে কালপক্ষীয় অসুরগণকে পরাজিত করিয়া জগতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন।

এই আখ্যানের সহিত বৈদিক সৃষ্টি-প্রকরণের কোন কোনও অংশে ঐক্য আছে। গ্রীক পুরাণের অনিয়ম, তমঃ ও নিশা পূর্বোদ্ধৃত "তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং"—"অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ছিল," এই ঋক্ স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার পরের মন্ত্রেই ঋষি বলিতেছেন,

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

"সর্ব্বপ্রথমে মনের উপরে কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব-

প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল।" হীসিয়ডের উক্তি ইহারই প্রতিধ্বনি। তৎপরে ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবী পুনঃ পুনঃ দেব ও মানবের পিতামাতা বলিয়া আহূত ও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ং" (১।১৬৪।৩৩)—"স্বর্গ আমার পিতা (অর্থাৎ পালক) ও জনক, (পৃথিবীর) নাভি আমার বন্ধু এবং বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা;" "দ্যৌঽষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ" (৬।৫১।৫)—"হে পিতা দ্যৌঃ, মাতা পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর;" "পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ব্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসাঃ। দ্যাবাপৃথিবী"..... (১০।৬৫।৮)—"দ্যাবাপৃথিবী সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের মাতাপিতাস্বরূপ সকলের পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, উভয়েরই স্থান এক, উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন;" দ্যাবাপৃথিবী "দেবপুত্রে" (৭।৫৩।১), দেবগণের পিতামাতা।

দ্যাবাপৃথিবী প্রাণিপুঞ্জের আদি পিতামাতা, এই বিশ্বাস জগতের অনেক জাতির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়।

পরিশেষে হীসিয়ড সৃষ্টি-প্রকরণে কালকে যে স্থান দিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে অথর্ব্ববেদের কালসূক্ত দুইটী (১৯।৫৩; ৫৪) উল্লেখযোগ্য। প্রথমটীতে ভৃগু বলিতেছেন—

"কাল প্রথম দেব; কালই ঐ দ্যুলোক এবং এই পৃথিবীসমূহকে জন্ম দিয়াছেন; ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই স্থিতি করিতেছে।"

> কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ ॥২॥
> কালোঽমূম্ দিবম্ অজনয়ৎ কালঃ ইমাঃ পৃথিবীর্ উত।
> কালেন ভূতম্ ভব্যঞ্চ ইষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥৫॥

"কাল সকলের প্রভু; তিনি প্রজাপতির পিতা, তিনি প্রজাসকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

> কালো হ সর্ব্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাঽঽসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৮॥
> কালঃ প্রজাঃ অসৃজত ॥১০॥

২। মানবের উৎপত্তি।

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রীক সাহিত্যে বিসংবাদী কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। একটী আখ্যায়িকা এই। অসুর ইয়াপীটস (Iapetus) মহাসাগরের কন্যা আসিয়াকে (Asia) বিবাহ করেন। আট্‌লাস (Atlas), প্রমীথেয়ুস (Prometheus) ও এপিমীথেয়ুস (Epimetheus) ইহাদিগের সন্তান। হীসিয়ড লিখিয়াছেন, প্রমীথেয়ুসই মানবের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করেন। প্রমীথেয়ুসের পুত্র ডেয়ুকালিওন (Deucalion); যখন মহাপ্লাবনে জীবকুল ধ্বংস হয়, তখন কেবল ইনি ও ইঁহার পত্নী পীরা (Pyrrha) রক্ষা পান। মহাপ্লাবনের অবসানে ইঁহারা দুইজনে পশ্চাদ্দিকে উপলখণ্ড নিঃক্ষেপ করেন, তাহা হইতেই মানবমানবী উদ্ভূত হয়। ডেয়ুকালিওনের পুত্র হেলীন (Hellen); ইনিই হেলেনীক অর্থাৎ গ্রীক জাতির আদিপুরুষ।

মানবের উৎপত্তি বিষয়ে বৈদিক বিবরণ এতদপেক্ষা সরল। বিবস্বৎ-পুত্র মনু প্রথম মানব (ঋ, ১০।৬৩।৭); ইনি পিতা মনু নামে আখ্যাত (১।৮০।১৬); অপরাপর বৈবস্বত (১০।৫১।১) ও তাঁহার যমজ ভগিনী যমী আদি মানব-মানবী (১০।১৭।১,২)। সূর্য্য মানুষের উদ্ভবের মূল, এই মত একেবারে অবৈজ্ঞানিক নহে।

এই প্রসঙ্গে প্লেটোর সৃষ্টিতত্ত্ব উল্লেখ না করিলে এই পরিচ্ছেদটী সম্পূর্ণ হইবে না। "জগৎ অনাদি ও নিত্য, না সৃষ্ট?"—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তিনি "টিমাইয়স" নামক নিবন্ধে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটো বলিতেছেন—

বিশ্বের পিতা ও স্রষ্টা বাক্যমনের অগোচর; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড়জগৎ তাঁহাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সুন্দর ও মঙ্গলময়, অতএব তিনি সংকল্প করিলেন, যে তদ্রচিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চও সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলে পূর্ণ হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি অনিয়ম হইতে নিয়ম অভিব্যক্ত করিলেন; তাঁহার ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল; তাঁহারই বিধানে উহা

প্রাণবান্, আত্মবান্ ও জ্ঞানময় হইয়াছে। এই জীবন্ত পরিদৃশ্যমান, এক ও অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডই স্বর্গ। ইহা এক আনন্দময় আত্মা। ইহাকে আদর্শস্বরূপ করিয়া ইহার অভ্যন্তরে ঈশ্বর এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিলেন; ক্ষিত্যপ্-তেজমরুৎ, এই ভূতচতুষ্টয়ের সমবায়ে জড়জগৎ রচিত হইল। তৎপরে দেবগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। [প্লেটো এস্থলে হীসিয়ডের দেবকুলের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন।] পরিশেষে ঈশ্বর মানবাত্মা সৃষ্টি করিলেন, এবং সৃষ্ট দেবগণ তাহাকে উক্ত চতুর্ভূত-সংযোগে দেহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

"টিমাইয়সের" সৃষ্টি-প্রকরণ একান্ত রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য; আমরা উহার অতি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রধান প্রধান দেবদেবী

১। জেয়ুস।

জেয়ুস আর্য্য জাতির প্রাচীন দেবতা; তিনি দেবরাজ, স্বর্গ ও ধরণীর অধীশ্বর; বজ্র তাঁহার আয়ুধ; রামধনু ও গরুড় তাঁহার দূত; তিনি জীমূত-বাহন, উচ্চৈঃশ্রবাঃ ও মরুত্বান্।

তিনি রণে অজেয়; আশ্রিতজনকে তিনিই জয়শ্রী প্রদান করেন।

জেয়ুস জগতের প্রভু, ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ; বিশ্বের যাবতীয় বিধি তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে।

গ্রীক জাতির মধ্যে জেয়ুসের স্বরূপগুলি একদিনে অভিব্যক্ত হয় নাই। এজন্য আমরা জেয়ুস-পূজার ক্রমবিকাশ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহার বহু স্বরূপ শুধু নামমালাতেই প্রকাশিত হইবে।

গ্রীসের উত্তর-পশ্চিমস্থ ইপাইরস দেশের অন্তর্গত ডোডোনা (Dodona) ও আর্কাডিয়া প্রদেশ জেয়স পূজার আদি পীঠস্থান। ডোডোনাতে এক ওকবৃক্ষে তাঁহার মন্দির স্থাপিত ছিল, এবং তিনি বৃক্ষপত্রের মর্মর ধ্বনির সাহায্যে দৈববাণী প্রেরণ করিতেন, ইহা হইতেই "বৃক্ষবাসী" (endendros) জেয়সের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। ইহা আদিম কালের বৃক্ষপূজার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ডোডোনার জেয়স বৃষ্টি ও শিশিরের এবং ধরিত্রীর ফলশস্যপ্রসবের দেবতা ছিলেন। পেলাসগস জাতি ইহারই আরাধনা করিত। ইলিয়াডের ষোড়শ সর্গে ২৩৩-২৩৮ পংক্তি আখিলীস, "হে জেয়স, রাজন্, ডোডোনাবাসী, পেলাসগসের আরাধ্য দেবতা, দূরসংস্থ, শৈত্যময়ী ডোডোনার অধীশ্বর" বলিয়া জেয়সকে আহ্বান করিয়াছেন।

আর্কাডিয়াবাসীরা লাইকাইওন পর্বতোপরি জেয়সের যে পূজা করিত, তাহাও আদিম যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। উহাতে তাঁহার নৈসর্গিক স্বরূপই স্পষ্ট উপলক্ষিত হইত। এখানে জেয়স বর্ষণ-দেবতা; উপাসকেরা তাঁহার উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদান করিত।

জেয়স যে আদিতে নৈসর্গিক দেবতা ছিলেন, এবং তাঁহাতে জড়ীয় ভাবই প্রবল ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কয়েকটী নাম স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। "জেয়স বিবস্বান" (amarios) উজ্জ্বল দিবালোকের দেবতা; বৃষ্টি, বাত্যা ও বজ্র তাঁহার ইচ্ছাধীন, অতএব তিনি "বর্ষণকর্ত্তা" (Ombrios), "[illegible]" (Naios), "বারিবর্ষক" (Huetios), "মেঘনাদ" (Astrapaios, Bronton, Keraunios)। তাঁহার একটি উপাধি বড়ই অদ্ভুত—তিনি "মক্ষিতাড়ন" (Apomuio-)। মান্টিনীয়ার লোকেরা বহুরূপী জেয়সের পূজা করিত।

কিন্তু জেয়স জল-স্থল-গগনাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগের প্রভু নহেন; তিনি নিখিলজগৎপতি, তাঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্বরূপ মিলিত হইয়াছে। হোমার তাঁহাকে "দেব ও মানবের পিতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; তাহা হইলেও তিনি বিশ্বস্রষ্টা বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর নহেন। তিনি যদিও "পিতা জেয়স" (Zeu pater) বলিয়া

আবৃত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

জেয়ুস যে আদিম যুগে পর্ব্বত-শিখরে আরাধিত হইতেন, তাঁহার কতকগুলি উপাধি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি "শিখরবাসী" (Akraios), "উর্দ্ধপীঠস্থ" (Hypatos)। তাঁহার "অল্যাম্পিয়স" নামটী গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; উহার অর্থ "দিব্যধামবাসী"।

জেয়ুসের যে সকল নামে সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক সূচিত হইতেছে, এক্ষণে আমরা তাহাই নির্দ্দেশ করিব।

জেয়ুস পিতা, "পিতামহ" (Pratros); গ্রীকেরা অনেক নগরে তাঁহাকে বংশের আদিপুরুষরূপে পূজা করিত। দম্পতীর মিলন, শিশুর জন্ম, গৃহের পবিত্রতা, পরিবার ও গোত্রের জীবন-প্রবাহ,—তিনি এ সকলের অধিদেবতা। তিনি "অভীষ্টপূরক" (teleios) বা "মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু," ও "প্রজাপতি" (gamelios) অর্থাৎ বিবাহের অধিদেবতা। জেয়ুস গৃহদেবতা; "অঙ্গনবাসী" (Herkeios) উপাধি প্রকটন করিত, যে তিনি গৃহ ও পরিবারের রক্ষক; প্রত্যেক গৃহে আঙ্গিনার মধ্যস্থলে "অঙ্গনবাসী" জেয়ুসের বেদি স্থাপিত থাকিত। গ্রীকেরা যে পিতামাতার সহিত পুত্রকন্যার সম্বন্ধটীকে এমন পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিত, এই দেবতার নিত্য উপাসনাই তাহার কারণ। ইয়ুরিপিডীস বলিয়াছেন—"যে পিতামাতাকে ভক্তি করে, দেবতারা ইহলোকে ও পরলোকে তাহার প্রতি প্রীত থাকেন।" সন্তান-বিসর্জ্জন জেয়ুসের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল। গোত্র কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি; অতএব জেয়ুস "গোত্রপতি" (Phratrios); তিনি পরিবারের ধনরক্ষক; এই জন্য তাঁহার একটী উপাধি "লক্ষ্মীশ্বর" (Ktesios), বা "ধনেশ" (Plousios)।

জেয়ুস রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রজাগণের মধ্যে ভূমি বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার নাম "ক্ষেত্রপতি" (Klarios)। তিনি "পুরীরক্ষক" (Polieus); আথেন্সের শৈলশৃঙ্গে "পুরীরক্ষক" জেয়ুসের প্রতিমূর্ত্তি ও বেদি স্থাপিত ছিল; তাঁহার পূজায় "বৃসবধ"

নামক একটা অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠিত হইত, তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। তিনি "মন্ত্রণাদাতা" (Boulaios); আথেন্সে মন্ত্রণা-গৃহে আপলো, আথীনা ও প্রকৃতিপুঞ্জের (Demos) প্রতিমার সহিত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ নগরের সভাভূমিতে (agora) "সভাপতি" (Agoraios) জেয়ুসের মূর্ত্তি বিরাজ করিত।

উক্ত উপাধিগুলি রাষ্ট্রের শান্তিময় জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট; গ্রীসে জেয়ুস রণদেবতারূপে তত পরিচিত নহেন। আসিয়ার কারিয়া প্রদেশে তাঁহার দুইটী উপাধি ছিল, তাহাতে তাঁহার যোদ্ধবেশের ব্যঞ্জনা হইয়াছে; একটী উপাধি "সেনাপতি" (Stratios), অপরটী "স্বর্ণ-খড়্গী" (Chrysaor)। গ্রীকদিগের মতে রণদেবতা না হইলেও তিনিই যুদ্ধে জয়দাতা ও শান্তিবিধাতা; তাঁহার একটা নাম "জয়দ" বা "জয়ভৃৎ" (Nikephoros); জয়া (Nike) তাঁহার নিত্য অনুচরী। তিনি মানবের সহায়; "ত্রাতা" (Soter), "দুঃখবিমোচন" (Alexikakos), "অশুভহরণ" (Apemios) প্রভৃতি নামে এই ভাবটী প্রকাশিত হইয়াছে। নাবিকেরা আথেন্সের বন্দরে "ত্রাতা" জেয়ুসের পূজা করিত; গ্রীকেরা "ত্রাতা জেয়ুস," এই নিনাদ করিতে করিতে কুনাক্সার যুদ্ধে ধাবিত হইয়াছিল।

জেয়ুস প্রাদেশিক দেবতা নহেন, তিনি সমগ্র গ্রীক জাতির আরাধ্য, অখণ্ড গ্রীসের রক্ষাকর্ত্তা ও কল্যাণ-বিধাতা। তিনি "স্বাধীনতারক্ষক" (Eleutherios); পারস্যের আক্রমণ হইতে তিনিই গ্রীসকে উদ্ধার করেন। এজন্য প্লাটাইয়ার যুদ্ধের পরে গ্রীকেরা কৃতজ্ঞতাভরে "স্বাধীনতা-রক্ষক" জেয়ুসের অর্চনা করিয়াছিল। ফলতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের উপরে তাঁহার যেমন প্রভাব ছিল, এমন আর কোন দেবতারই ছিল না। তাঁহার পূজা কত নগরে ও কত প্রদেশের লোকের মধ্যে যে প্রচলিত ছিল, তাহার গণনা হয় না। এই সকল লোক ও নগরের নামে তাঁহার এত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে, যে এ বিষয়ে অমরকুলে তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

এক্ষণে আমরা নীতি ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে জেয়ুসের স্বরূপ আলোচনা করিব। এই অধ্যায়ের এক স্থলে "দয়ালু" বা "তর্পণীয়"

জেয়ুসের (Zeus Meilikhios) পূজা বর্ণিত হইয়াছে। ইনি খুব সম্ভব উদ্ভিদের দেবতা ছিলেন ; শীতকালে ইনি রুক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, তাই বসন্ত ঋতুর আগমন-কামনায় লোকে ইঁহার তর্পণ করিত। এই জড়ীয় ভাব হইতে ইঁহার নৈতিক স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে—যিনি তর্পণীয়, তিনি নিশ্চয়ই পাপের দণ্ডদাতা।

মানবের পাপ সম্পর্কে গ্রীকেরা জেয়ুসের দুই বিভিন্ন স্বরূপ পরিকল্পনা করিয়াছিল। তিনি "দণ্ডদাতা", "ন্যায়াধীশ" (palamnaios, timoros) ; তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষেও পাপের দণ্ড বিধান করেন। আবার তিনি "শরণাগতবৎসল", "দীনশরণ," "অনাথবন্ধু" (Zeus hikter, hikesios, phuxios) ; ভিখারী ও অপরাধী তাঁহারই আশ্রয় ভিক্ষা করে ; তিনি "পাপনুদ" (katharsios)—সকল অশুচি ও পাপ তাঁহার কৃপায় অপনোদিত হয়। নরহত্যাদি পাপ মোচন হইলে অপরাধী পুনরায় সমাজে স্থান পাইত ; সুতরাং "পাপনুদ" জেয়ুসের পূজা গ্রীক জাতির মধ্যে ক্ষমা ও মৈত্রীর ভাব বিস্তারের পক্ষে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল। তিনি শপথের অধিদেবতা ; তাঁহার নিকটে শপথভঙ্গ-কারীর নিষ্কৃতি নাই। অল্যাম্পীয়ার মন্ত্রণাকক্ষে "শপথদেব" জেয়ুসের (Zeus Horkios) একটী মূর্ত্তি ছিল, উহা (মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্॥ কঠ।৬।২॥) উভয়হস্তে উদ্যত বজ্র ধারণ করিয়া দর্শকের প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ করিত। শুধু নরহত্যা ও অঙ্গীকারভঙ্গ নয়, মানবজীবনে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, জেয়ুস যাহার দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান না করেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" (panoptes), এবং "ন্যায়দেবীর" (Dike) জনক। সলোন নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আথেন্সের বিচারকেরা "শরণাগতের দেবতা, শুদ্ধির দেবতা ও পাপমোচয়িতা" জেয়ুসের নামে শপথ করিবেন। গ্রীকেরা "শরণাগতবৎসল" (Hikesios) জেয়ুসকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত। অপরাধী, নিরপরাধ, যে কেহ অবিচার, অত্যাচারের আশঙ্কা করিত, সেই প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার বেদির আশ্রয় লইত। জেয়ুসের এই স্বরূপটী গ্রীক সমাজে ঈশ্বরের দয়ার মাহাত্ম্য মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। ইঁহার আর একটী নাম "অতিথি-বান্ধব"

(Xenios)। গ্রীকেরা যে অতিথির এত মর্য্যাদা করিত, এই স্বরূপের আরাধনা তাহার কারণ। আথেন্স ও অন্যান্য নগরে "প্রণয়দেবতা" জেয়ুসের (Zeus philios) পূজাও প্রচলিত ছিল।

জেয়ুস সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি ; কিন্তু জগতে দুঃখ ও অমঙ্গল কোথা হইতে আসিল ; এবং তিনি বড়, না নিয়তি বড়, গ্রীকেরা এই দুই সমস্যার অবিসংবাদী সমাধান করিতে পারে নাই ; কবি ও দার্শনিকেরা এক এক স্থানে ইহার এক এক উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু গ্রীসে "ভাগ্যদেবীদের" (Moirai) পূজা প্রচলিত ছিল না বলিলেই হয় ; সুতরাং "ভাগ্যবিধাতা" (Moiragetes), এই উপাধি দ্বারা জেয়ুসের প্রাধান্যই ঘোষিত হইতেছে।

ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরা বহুদেবতার পূজা করিত ; কিন্তু জেয়ুস সর্ব্বোপরি প্রভু, তিনি বিশ্বকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন, পরিবার, গোষ্ঠ ও রাষ্ট্র তাঁহারই আশ্রিত, তিনি পাপের দণ্ডদাতা, আবার তিনিই পাপীকে মার্জ্জনা করেন, তাঁহার বাণী অমোঘ—এই তত্ত্বের মধ্যে একেশ্বরবাদের বীজ নিহিত ছিল। গ্রীসে যে সকল চিন্তাশীল পণ্ডিত একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগতের অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে জেয়ুসনামে অভিহিত করিতেন। হোমার বহুদেববাদী হইলেও শুধু "ঈশ্বর" (Theos) বলিতে এক জেয়ুসকেই বুঝিতেন।

আদিম কালে, প্রতিমা বিনা, কেবল বেদি ও বলির সাহায্যে, জেয়ুসের পূজা সম্পন্ন হইত। তারপরে উপাসকেরা তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ প্রস্তরাদির পূজা করিত। হোমার তাঁহাকে মহিমোজ্জ্বল মানবাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই ফাইডিয়াস অলাম্পিয়ার স্বর্ণগজদন্তময় ভুবনবিখ্যাত জেয়ুসমূর্ত্তি রচনা করেন।

গ্রীক পুরাণে জেয়ুসের জন্ম, বাল্যকাল ও বিবাহ, এমন কি মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে ; আমরা সেগুলি এখানে উল্লেখ করিব না। তিনি বহুদার, হীরা তাঁহার প্রধানা মহিষী।

২। হীরা।

হীরা দেবরাজ জেয়ুসের বৈধ পত্নী। হীরা প্রকৃতি, জেয়ুস পুরুষ; উভয়ের মিলন হইতে জীবনপ্রবাহ উৎসরিত হইয়াছে; প্রতি বৎসর বসন্তকালে ইঁহাদিগের পবিত্র বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা জীব ও উদ্ভিদের নব জন্ম উপলক্ষিত হইতেছে। জেয়ুস পুরুষ-জীবনের অধিনায়ক; হীরা নারী-জীবনের, বিশেষতঃ বিবাহ ও প্রসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নবজাত শিশুকে তিনিই রক্ষা করেন। ময়ূর ইঁহার অনুচর।

ইলিয়াডে দেখিতে পাওয়া যায়, আর্গস, স্পার্টা ও ম্যাকেনাই (Mycenae) হীরার প্রধান পীঠস্থান। (IV. 50-53)। এই পুরীগুলি হইতে হীরার পূজা অন্যত্র ব্যাপ্ত হয়। আর্গসবাসীদিগকে শস্যবপন শিক্ষা দিয়া তিনি তাহাদিগের সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; এজন্য তথায় তাঁহার একটী নাম ছিল "বান্ধবী"। তাঁহার পূজায় শত বৃষবলি প্রদত্ত হইত। উপরে যে বিবাহানুষ্ঠান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই হীরার প্রধান উৎসব; এই উপলক্ষে অলুম্পীয়া ও অন্যান্য স্থানে বালিকাগণ দৌড় প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়ামের পরীক্ষা দিত; তাহাতে কেবল রমণীরাই উপস্থিত থাকিতে পারিত।

হীরা কোন কোনও স্থানে কুমারী, জায়া বা বিধবারূপে পূজা পাইতেন। হীরার পূজা গ্রীসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত ছিল। গ্রীক কাব্যে জেয়ুস ও হীরার দম্পতীকলহের যে সকল বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহা ইঁহাদিগের উপাসকদলের মধ্যে ঘোর বিরোধের পরিচয় দিতেছে; যদিচ একথা সকলে স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নয়; এলেয়ুসিসের জ্যামাতার পূজার প্রতি হীরার এমন বিদ্বেষ ছিল, যে আথেন্সে যখন জ্যামাতার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, তখন হীরার মন্দির বন্ধ থাকিত; আর ডিওনীসসের সহিত ইঁহার শত্রুতা এতদূর গড়াইয়াছিল, যে এই দুই দেবতার পুরোহিতেরা দৈবাৎ পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইলে কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতেন না; এবং হীরার মন্দিরে আইভি পত্র ঢুকিতে পারিত না। এ যেন ঠিক্ তুলসী-বিল্বপত্রের দ্বন্দ্ব।

হীরা আদৌ কি ছিলেন, এ বিষয়ে বিষম বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কেহ বলেন তিনি চন্দ্র; কাহারও মতে তিনি পৃথিবী; প্লেটো বলেন, তিনি মরুৎ। তিনি প্রথমে যাহাই থাকুন, গ্রীকেরা তাঁহাকে জেয়ুসের জায়া বলিয়াই জানিত। তিনি ত্রিদিবরাণী, গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের আধার, বর্ষীয়সী নারীর প্রতিরূপ। তাঁহার পূজায় সৌন্দর্য্য ও সুকুমার ভাব ছিল, উহাতে জীবনের শৃঙ্খলা ও বিধিবশ্যতা ব্যক্ত হইত, কিন্তু রাষ্ট্রের সহিত উহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, ও উহা হইতে গ্রীকেরা উচ্চতর নীতিও শিক্ষা করে নাই। গ্রীক সভ্যতার উপরে প্রভাবদ্বারা বিচার করিলে আথীনার অনেক নীচে ইঁহাকে স্থান দান করিতে হয়। গ্রীকেরা দাম্পত্য জীবনের তত সমাদর করিত না; বোধ হয় সেই জন্যই প্রৌঢ়া রমণীর আদর্শ হীরা গ্রীসে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৩। আথীনা।

প্রাচীন কালে আথীনা অনেক জনপদের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইনি তখন ফলশস্যদায়িনী, বীর্য্য ও বিজয়বিধায়িনী এবং শিল্পকলায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িত্রী বলিয়া পূজিত হইতেন। পরবর্ত্তী যুগে ইনি জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠেন। ইনি আথেন্সের রক্ষাদেবতা, সুতরাং শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে গ্রীক প্রতিভার সাক্ষাৎমূর্ত্তি। কথিত আছে, আথীনা পরিপূর্ণ বর্ম্মাস্ত্রপরিহিতা হইয়া জেয়ুসের ললাট হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। ইনি অনেক সময়ে "স্ত্রী-কুমারী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; জেয়ুস ইঁহাকে আপনার বহু কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার অংশভাগিনী করিয়াছেন। রাক্ষসী গর্গন মেডুসার শিরঃসমন্বিত বর্ম্ম ইঁহার বিশেষ লক্ষণ, এবং পেচক ইঁহার নিত্যসঙ্গী।

"আথীনার স্তোত্র"-রচয়িতা ইঁহার জন্মকথা বলিতে যাইয়া ভাবাপ্লুত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—"কীর্ত্তিমতী, দীপ্তাক্ষী, বহুমন্ত্রবিৎ, কঠিনহৃদয়া, নির্ম্মলা কুমারী, পুরীত্রায়িণী, বীর্য্যবতী, "ত্রিতজাখ্যা" (Tritogeneia) দেবী পালাস আথীনা সর্ব্বজ্ঞ জেয়ুসের মহিমোজ্জ্বল ললাট হইতে ভাস্বর সুবর্ণময়

আথীনা

১৩৬ পৃষ্ঠা

রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে অমরকুল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। কিন্তু দেবী পলকে "ঈগিস-ধর" জেয়ুসের অমর শিরঃ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ শূল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবলা, দীপ্তাক্ষী দেবীর পদভরে বিশাল ত্রিদিব (Olympus) ভয়ানক কাঁপিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকে ধরণী উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; বারিধি আন্দোলিত ও নীলতরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইল, ও সহসা উহা হইতে ফেনমালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। যাবৎ না কুমারী অমর স্কন্ধ হইতে দিব্য বর্ম্মাস্ত্র অপসারিত করিলেন, তাবৎ—দীর্ঘকাল—জ্যোতির্ম্ময় হুপারিওন-সূনু সবিতা স্বীয় দ্রুতপদ অশ্বগণকে সংযত করিয়া নিশ্চল রহিলেন। আর সর্ব্বজ্ঞ জেয়ুসের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইল।" (*Homeric Hymns*, XXVIII.)।

আথীনা আদিম যুগে কোন্ নৈসর্গিক দেবতা ছিলেন, এ প্রশ্নের আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা ঐকমত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। বায়ু, বারি, বজ্র, বসুন্ধরা, চন্দ্রমা, একে একে এ সকলই ইঁহার মৌলিকরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্ল্যণ্টীরিয়া, অস্খফরিয়া প্রভৃতি উৎসব হইতে ফার্ণেল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আথীনা আটিকা প্রদেশের কৃষিকর্ম্মের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সুতরাং জ্যামাতা অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত ইঁহার একদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আথীনীয়েরা বলিত, যে ইনিই জলপাই বৃক্ষ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে উহা দান করেন। এই জন্যই আথীনার পূজায় এই বৃক্ষের এত সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ফার্ণেলের মতে এই দেবী কোনও নৈসর্গিক পদার্থ হইতে উদ্ভূত হন নাই বলিয়াই ইঁহার পূজা এমন পবিত্র ছিল, এবং উহাতে কখনও অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। আথেন্সের নাম ও উৎপত্তি সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এক কালে পসাইডোন ও আথীনার পূজার মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দ্বন্দ্ব যে চিরস্থায়ী হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই, যে আথেন্সের উপকণ্ঠে কলোনসগ্রামে একই মন্দিরে "অশ্বী" পসাইডোন (Poseidon Hippios) ও "অশ্বিনী" আথীনার (Athena Hippia) যুগল পূজা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। বৃষ, গাভী, ছাগ, মেষ ও শূকর আথীনার বৈধ বলি বলিয়া গণ্য হইত।

আথীনা লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া তত পরিচিতা নহেন; ইনি রাষ্ট্রের দেবতা—ইঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। একা ইনি "পুরীরক্ষিকা" (Athena Polias) নামে "পুরীরক্ষক" জেয়ুসের (Zeus Polieus) সহযোগিনী ছিলেন; এবং অনেকগুলি আখ্যায় ইঁহার রাষ্ট্রীয় স্বরূপই ব্যক্ত হইয়াছে। আথেন্সে ইঁহার পূজার যেমন বহুমান ও প্রাধান্য ছিল, এমত আর কোথাও ছিল না। পসেনিয়াস লিখিয়াছেন, যে সমগ্র পুরী ও সমগ্র প্রদেশটী আথীনার পবিত্র ও ইষ্ট আয়তন ছিল। তথায় আর যে দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, ইঁহার প্রতি অধিবাসীদিগের ভক্তি কখনও একটুকুও ম্লান হয় নাই। আথেন্সের শৈল-শৃঙ্গে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, আথীনীয়েরা বলিত, যে উহার প্রতিমা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। "পুরী-রক্ষিকা" আথীনার দণ্ডায়মানা, প্রহরণধারিণী, দারুময়ী মূর্ত্তি দর্শকের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিত। গিরিশিখরে তাঁহার আর একটি বিপুল ধাতব বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি ছিল; ফাইডিয়াস উহা নির্ম্মাণ করেন; প্রবাদ আছে, নাবিকেরা সোনিয়ম অন্তরীপ হইতে উহার শিরস্ত্রাণের শিখা ও শূলের অগ্রভাগ দেখিতে পাইত। উক্ত ভাস্কররচিত "কুমারী-মন্দিরের" (Parthenon) সুবর্ণগজদন্তময়ী প্রতিমাও তৎকালে জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া গণ্য ছিল। আথীনার মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে দিবানিশি প্রদীপ জ্বলিত, তাহা দ্বারা আথেন্সের অক্ষয় পরমায়ুঃ ব্যঞ্জিত হইত। আথীনা "নেত্রী" (Archegetes) রূপে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ও উপনিবেশসমূহের পরিচালিকা ছিলেন। আথেন্সের আশা ভরসা ও পালাস আথীনার আশা ভরসা এক ও অভিন্ন ছিল। পারসীক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া আথীনীয়েরা যখন পুরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন থেমিষ্টক্লীস এই ঘোষণাপত্র লিখিয়া প্রচার করেন, যে "আথেন্সের অভিভাবিকা" আথীনার হস্তে পুরী ন্যস্ত হইল। সলোন বলিয়াছেন, "মহাবল পিতার মহাপ্রাণ দুহিতা পালাস আথীনা—কি প্রহরীই পুরীর শিরে কর প্রসারিত

করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন!" আরিষ্টফানীস উচ্ছ্বাসভরে "হে পুরীশ্বরি পালাস, কাব্যে ও সমরে ও পরাক্রমে বিশ্বজয়িনী এই পুণ্যতম ভূমির রক্ষয়িত্রি"—এই বলিয়া আথীনাকে আহ্বান করিয়াছেন। (*The Knights*, 581-585)। ইয়ুরিপিডীস গাহিয়াছেন, "রাণি, আমাদের এ দেশের মৃত্তিকা তোমারি; তোমারই এ পুরী; তুমিই ইহার মাতা, কর্ত্রী ও রক্ষয়িত্রী। তোমারি তরে সদা বহুবলি পূজা সম্পন্ন হইতেছে; কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিনে তুমি কদাচ বিস্মৃত হও না; যুবকযুবতীদিগের সঙ্গীত ও মিলিত কণ্ঠও নীরব থাকে না। বরং সুবাত গিরিশিখরে নৃত্যরতাকুমারীগণের গীতিধ্বনি ও ভূতলে পদক্ষেপের শব্দে সারারাত্রি দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া থাকে।" (*Heracl.* 770 et seq.)। আমাদের চণ্ডীতে মহাশক্তির স্তোত্রে দেশমাতৃকার উত্থানপতন, সুখদুঃখ, আশানিরাশার সহিত আরাধ্য দেবতার এই প্রকার প্রগাঢ় যোগের পরিচয় পাই কি? যুদ্ধঘোষণা, সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি গুরুতর রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য করিবার কালে আথীনীয়েরা "পুরী-রক্ষিকা" আথীনার নিকটে প্রার্থনা বা মানস করিত। যুবকেরা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে নৈবেদ্য দিত; রাষ্ট্রের অনুশাসনগুলি প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া তাঁহার মন্দিরের সান্নিধ্যে স্থাপিত থাকিত। বিশ্ববিশ্রুত কুমারীমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "পুরী-রক্ষিকা" আথীনা রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মন্ত্রণা-গৃহের পূজার ঘরে আথীনীয়েরা "মন্ত্রণাদাতা" জেয়ুস ও "মন্ত্রণাদাত্রী" (Boulaia) আথীনার নিকটে প্রার্থনা করিত। তিনি শুভবুদ্ধি প্রেরণ করেন,—তাঁহার এই স্বরূপটী "ভবিষ্যজ্ঞা" (Pronoia) নামে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পূজাদ্বারা নরহত্যা বিষয়ক দণ্ডনীতির বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। যাহারা ন্যায়তঃ বা অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ কাহাকেও বধ করিত, তাহাদিগকে জ্ঞাতিগণের প্রতিশোধ বা চণ্ডিকাদিগের দণ্ড হইতে তিনিই রক্ষা করিতেন। তাঁহার নামে অভিহিত একটী বিচারালয়ে এই শ্রেণীর অপরাধের বিচার হইত; তথায় তাঁহার এক দারুময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। বৎসরে একবার উহা সমুদ্রে যাইয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসিত।

রাষ্ট্রের অধীশ্বরী আথীনা পরিবার ও গোত্রেরও ইষ্টদেবতা। আথেন্সে পিতামাতা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে শৈলোপরি আথীনার মন্দিরে লইয়া যাইয়া তাহার কল্যাণোদ্দেশ্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার আর একটী উপাধি "মাতা"। ইহাতে তাঁহার কৌমার্য্যের অপলাপ হইতেছে না। তিনি চিরকুমারী, ইহা গ্রীক জাতির সনাতন সংস্কার।

আথীনা রাষ্ট্র ও সমাজের দেবতা, অতএব শক্তিরূপিণী রণদেবী। তাঁহার একটী উপাধি "সমরসহায়" (Alalkomene); হোমারের অতুল তুলিকায় তাঁহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি জীবন্তরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইনি সুসংযত বীর্য্য ও সমর নৈপুণ্যের আধার, ইঁহাতে সংগ্রামের দুর্জ্জয় লালসা ও উদ্দামতা নাই। জেয়ুসের ন্যায় ইঁহারও একটী অভিধা "জয়ভৃৎ" অর্থাৎ জয়ন্তী।

কিন্তু আথীনা শুধু রণরতা মহাশক্তি নহেন; ইনিই মানবকে বিচিত্র শিল্পকলা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষীবল, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, শিল্পী, —ইহারা সকলে তাঁহার কৃপায় স্ব স্ব বিদ্যা লাভ করিয়াছে। সকল শ্রেণীর কারিগরই আথীনা ও হীফাইষ্টসের আশ্রিত। কিন্তু কাব্য ও সঙ্গীত ইঁহার নিকটে বিশেষ ঋণী নহে। আথেন্সে "স্বাস্থ্যদায়িনী" আথীনার (Athena Hygieia) পূজা প্রচলিত ছিল।

গ্রীসে সাধারণতঃ দেবপূজায় পুরুষ ও দেবীপূজায় নারী পুরোহিতের কার্য্য করিতেন; এবং ইঁহাদের বলির পশুর মধ্যেও পুংস্ত্রীভেদ রক্ষিত হইত; আথীনার সেবায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ইঁহাতে পুরুষোচিত গুণই অধিক, এবং অনেক স্থলেই ইনি জেয়ুসের সহিত অচ্ছিন্ন হইতেন, ইহাই বোধ হয় ব্যতিক্রমের কারণ।

আথীনার চরিত্র উন্নত গ্রীক রাষ্ট্রের প্রতিরূপ; সংগ্রামে ও শান্তিতে রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য যোগ ছিল। জেয়ুসের ন্যায় তাঁহা হইতে গ্রীকেরা নীতি ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রাপ্ত হয় নাই; ব্যক্তিগত জীবনের পাপতাপ ও সংগ্রামের মধ্যেও লোকে তাঁহাকে তত অন্বেষণ করিত না; ইনি উপাসককে বরস্বরূপ যে গুণাবলী দিয়া কৃতার্থ করিতেন, সে সকলই রাষ্ট্রধর্ম্মী; রাষ্ট্রপরিচালিকা বুদ্ধি, সাহস, মৈত্রী,

নিয়মানুগত্য, আত্ম-সংযম—ইনি এই সমুদায় গুণের প্রেরয়িত্রী ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। আথীনীয়গণের গার্হস্থ্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আথীনার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আথেন্সে আথীনার সর্ব্বপ্রধান উৎসবের নাম "আথীনার বিশ্বোৎসব" (Panathenaea); তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

৪। আপলো।

আপলো আদিতে গ্রীকজাতির কতকগুলি শাখার প্রধান দেবতা ছিলেন। ইনি তখন যুবজনের রক্ষক, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার নায়ক, গোপাল ও মেষপালের সহায়, পথাধীশ, প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধির দেবতা এবং দৈববাণীর প্রেরয়িতা বলিয়া পূজিত হইতেন। ঐতিহাসিক যুগে ইনি জ্যোতিঃ, যৌবন ও সঙ্গীতের অধিদেবতা, এবং আদিত্য বা সূর্য্যরূপে কাব্যে ও কলায় সুপরিচিত।

আপলোর জন্ম সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ইনি ও ইঁহার সহোদরা আর্টেমিস জেয়ুস ও লীটোর অপত্য; ইঁহারা ডীলসদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হন। (*Homeric Hymns*, III.)। পূর্ব্বে এই দ্বীপ সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইত; লীটোর প্রসবের জন্য জেয়ুস ইহাকে একস্থানে অচল করিয়া বাঁধিয়া রাখেন।

কিন্তু ডীলস আপলো-পূজার আদি ও প্রধান পীঠস্থান নহে; উত্তর-কুরুগণের (Hyperboreans) কাহিনী, ও আপলোর টেম্পী হইতে ডেল্‌ফিযাত্রার ইতিহাস প্রতিপন্ন করিতেছে, যে এই দেবতা বিজেতা আর্য্য জাতির সহিত উত্তর হইতে গ্রীসে প্রবেশ করেন। আথাইয়ান, আইও-নিয়ান ও ডোরিয়ানগণ যেমন গ্রীসে, তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে, আসিয়ার পশ্চিমোপকূলে ও অন্যান্য প্রদেশে বসতি করিতে আরম্ভ করে, এই দেবের পূজাও তেমনি গ্রীক জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন আমরা আপলোর স্বরূপের অভিব্যক্তি অনুশীলন করিব।

আদিম কালে আপলো বর্ব্বর মৃগয়াজীবী লোকের উপাস্য দেবতা ছিলেন। তাঁহার আয়ুধ ধনুঃ; এবং ঐতিহাসিক যুগেও বনজঙ্গল ও

গিরিগুহা তাঁহার প্রিয় নিকেতন বলিয়া গণ্য হইত। আথেন্সে "গুহাবাসী" আপলোর পূজা প্রচলিত ছিল। এগুলি এই দেবতার প্রাচীনতম স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে।

"বৃকরূপী" আপলোর (Apollo Lukeios) পূজাও ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এই পূজায় যে কখন কখনও বৃকবলি প্রদত্ত হইত, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। এক কালে বলির পশু ও বলির দেবতার মধ্যে ভেদ ছিল না; সুতরাং বৃক নিশ্চয়ই আপলোর অবতার বা আশ্রিত অনুচর ছিল। গ্রীকেরা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বৃকাদি পশুর পূজা করিত, উক্ত উপাধিটী হয় তো তাহারই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। আথেন্সের ল্যুকেইয়ন (Lukeion) নামক সৌধ—ইংরাজী Lyceum শব্দ উহা হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—যে বৃকবলির সহিত জড়িত ছিল না, তাহাও বলা কঠিন। নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে পশ্চিম আসিয়ার ল্যুকিয়া (Lycia) প্রদেশে এই পূজার বড় আদর ছিল।

অনেক জনপদে আপলো গোমেষযূথের রক্ষকরূপে আরাধিত হইতেন। "পশুপতি" (Nomios), "শৃঙ্গীদেব" (Kereatas, স্বয়ং শৃঙ্গী বা শৃঙ্গী পশুর দেবতা), "পয়োদ" (Galaxios) প্রভৃতি নাম প্রমাণ করিতেছে, যে তিনি একদা গোপাল, মেষপাল প্রভৃতির আরাধ্য দেবতা ছিলেন।

অধিকাংশ গ্রীক দেবতার ন্যায় আপলোও প্রাচীন কালে তরুলতাফল-পুষ্প-শস্যসম্ভারের অধিদেবতারূপে পূজা পাইতেন। লরেল, প্লেন, টামারিস্ক ও আতাবৃক্ষ তাঁহার অতি প্রিয়; তাঁহার একটী উপাধি "দহনাভৃৎ" (Daphnephoros = Laurel-bearer)। "শস্যপাল" (Sitalkas), "শলভ-তারণ" (Pornopios), "ওষধিজীবন" (Eruthibios), "মূষিকারি" (Smintheus) প্রভৃতি নামে কৃষিকর্ম্মের সহিত তাঁহার যোগ ব্যক্ত হইতেছে। আপলো অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহু জনপদে কৃষির দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ডিওনীসস, অন্নদাত্রী, মাতা ও কুমারী, সেমেলী প্রভৃতি উদ্ভিদের দেবতার মত তিনি পরিণামে পাতালবাসী দেবদলে প্রবেশ করেন নাই; এবং তাঁহার পূজা হইতে মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের

রূপক কাব্যও রচিত হয় নাই। তিনি সদাপ্রসন্ন, আলোক-বিহারী, গীতবাদ্যপ্রিয়; মৃত্যু ও শোক তাঁহার নিকটে অপবিত্র।

যিনি ওষধিবনস্পতির অধিদেবতা, ফলশস্যপ্রদাতা, তিনি যে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। প্রাচীনকাল হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে, যে আপলো ও হীলিয়স (সূর্য্য) একই দেবতা। ফার্ণেল এই মত খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বিস্তর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন; তাঁহার প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না, তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারতত্ত্ব এই, যে আদিতে সূর্য্যের সহিত আপলোর কোনও সম্পর্ক ছিল না, পরবর্ত্তীকালে "আপলো-হীলিয়স (আদিত্য-সূর্য্য) নামক দেবতার রূপ কল্পিত হয়।

আপলোর উপাসকেরা যেমন সমুদ্রোপকূলে ও দ্বীপসমূহে যাইয়া গ্রাম ও নগরের পত্তন করিতে লাগিল, উপাস্যদেবতাও তেমনি অর্ণবচারী হইয়া উঠিলেন। তিনি "দ্বীপবাসী" (Nasiotas); নাবিকেরা যাত্রার প্রারম্ভে ও শেষে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে। তাঁহার "শিখরবাসী" (Aktaios) উপাধিতেও এই ভাবটী প্রকাশিত হইয়াছে। "মকরবাহন" আপলোর (Apollo Delphinios) পূজা সেকালে বিখ্যাত ছিল। আপলো উপনিবেশস্থাপনে পরম সহায় ছিলেন; এই জন্যই সাগর-দেবরূপে তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "উপনিবেশসংস্থাপক" (Oikiotes) ও "গৃহকারক" (Domatites), এই দুইটী নাম তাঁহার শেষোক্ত স্বরূপ প্রকটন করিতেছে।

আপলো পারিবারিক জীবনের আশ্রয়। বালকগণ যখন বাড়িতে থাকে, তখন তিনি তাহাদিগকে বল ও সৌন্দর্য্য প্রদান করেন; নবজাত পুত্র তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি যে গৃহের রক্ষক, তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রত্যেক গৃহের দ্বারের সম্মুখে, উন্মুক্ত স্থানে, তাঁহার একটী বিগ্রহ স্থাপিত থাকিত। এই বিগ্রহ এক সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ। গৃহস্থের গৃহ হইতে গমন ও প্রত্যাগমনের শুভাশুভ তাঁহারই ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, এই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য স্তম্ভরূপী আপলো Aguieus অর্থাৎ

"দ্বারী" নামে অভিহিত হইতেন। স্তম্ভপূজা যে অতি পুরাতন, তাহা সকলেই জানেন। গার্হস্থ্য পূজার্চ্চনার সহিত আপলোর এই স্বরূপের যা' একটু সংস্রব ছিল; কেন না, তিনি গৃহস্থের গৃহদ্বার পার হইতেন না; জেয়ুস ও বাস্তুদেবীর (Hestia) মত তাহার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডেও তিনি উপস্থিত থাকিতেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিতই তাঁহার যোগ অধিক।

সমাজ ও রাষ্ট্রের দেবতা আপলো আথেন্সে "পিতা" (Patroos) বলিয়া অভিহিত হইতেন। আথীনীয়েরা বলিত, যে তাহারা আপলোর পুত্র ইওনের (Ion) বংশধর, এই জন্যই তাহারা আইওনিয়ান (Ionian = যবন) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আথেন্সের কেরামিকস নামক পল্লীতে "পিতার" মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার সম্মুখে "বিপদ্‌বারণ" (Alexikakos) আপলোর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বংশের আদিপুরুষ কালক্রমে বিচারালয় ও রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণের অধিদেবতা হইলেন; কিন্তু তিনি যে আটিকার প্রাচীনতম স্তরের দেবতা নহেন, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে "পিতা" হইয়াও তিনি আথেন্সের শৈলোপরি জেয়ুস, আথীনা, হীফাইষ্টস ও এরেখ্‌থেয়ুসের সহিত একাসনে বসিতে পারেন নাই, তাহাকে উহার পাদমূলে একটা গুহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। "পিতা" আপলোর পূজা আইওনিক শাখার মধ্যে কেবল আটিকা প্রদেশেই প্রচলিত ছিল।

কিন্তু আপলো অধিকাংশ গ্রীকরাজ্যে রাষ্ট্রের দেবতা ছিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার মর্য্যাদা জেয়ুস ও আথীনার অপেক্ষা হীন ছিল না। অতি প্রাচীন কালে, যখন তিনি বৃকরূপে আরাধিত হইতেন, তখন হইতেই তাঁহার রাষ্ট্রীয় স্বরূপ বিকশিত হইয়াছিল। আর্গসে বৃকরূপী আপলোর মন্দিরে দিবানিশি প্রদীপ জ্বলিত; ইহার অর্থ একস্থলে বলিয়াছি। বহু জনপদে আপলোর একটা উপাধি "গণপতি" (Archegetes)। ক্ষুদ্র আসিয়ার উপকূলে ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে ঈওলিক ও ডোরিয়ান শাখার যে সকল উপনিবেশ ছিল, ইনিই তাহার রক্ষাদেবতা ছিলেন। উপকূলবর্ত্তী এক মন্দিরে "মূষিকনাচন" আপলোর একটা বিখ্যাত

মূর্ত্তি ছিল। আইওনিয়া প্রদেশেও সর্ব্বত্র তিনি বিবিধ প্রকারে অর্চ্চিত হইতেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যুদ্ধবিগ্রহ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, সুতরাং সে কালের রাষ্ট্রদেব রণমূর্ত্তি ধারণ না করিয়াই পারেন নাই। হোমারে আপলোর একটী অভিধা "সুবর্ণখড়্গী" (Chrysaoros); আটিকা ও থীবসে তিনি "ভীমরবে (রণে) ধাবমান" (Boedromios), এই নামে পূজা পাইতেন। এতদ্ব্যতীত, "সেনাপতি" (Stratagios), "বিপদ্‌বারণ" প্রভৃতি নামেও তাঁহার এই স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি স্থানে ব্যায়ামাগারেও তাঁহার অর্চ্চনা হইত। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে আপলো রণদেবতারূপে তেমন প্রত্যক্ষ ছিলেন না।

আপলো নিয়ম ও নিয়মানুগত্যের দেবতা। তাঁহার একটী উপাধি "(রাষ্ট্রীয়) স্বাধীনতাদাতা" (Eleutherios)। আথেন্সের এক বিচারালয় তাঁহার ঐ স্বরূপের উজ্জ্বল নিদর্শন। উহার নাম "মকরবাহনদেবমন্দিরের সন্নিহিত বিচারালয়" (to epi Delphinio)। যে নরহত্যার ন্যায্য কারণ বিদ্যমান, তাহার বিচার উহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। "হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা করিতে হইবে, রক্ত ভিন্ন রক্তের প্রতিদান নাই", যত দিন সমাজে এই বিধি অবশ্য-প্রতিপাল্য ছিল, তত দিন মনুষ্য বর্ব্বরতা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং হত্যার যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহার বিচারের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া আপলোদেব এক নবযুগের সূত্রপাত করেন। ইঁহার ও আথীনার নামাঙ্কিত ধর্ম্মাধিকরণ দুইটী এই জন্যই ইতিহাস আজিও ভুলিতে পারে নাই।

আর এক বিষয়ে আপলো-পূজা গ্রীসের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আমরা বলিয়াছি, দাসত্বপ্রথা গ্রীক সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে উন্নততর রাষ্ট্রের অধিবাসীরা দাসগণের প্রতি সকরুণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। ডেল্‌ফিতে আপলো স্বয়ং দাসদিগকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতেন। যে দাস স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করিত, সে উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেবতার হস্তে উহা গচ্ছিত রাখিত; তিনি রীতিমত লেখাপড়া করিয়া তাহার দাসত্ব মোচন করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ডীলস-দ্বীপ আপলোর জন্মভূমি। ঐতিহাসিক যুগে এই দ্বীপ আপলো-পূজার অন্যতম পীঠস্থান ছিল। তথায় বিস্তর ভূসম্পত্তি, ঘরবাড়ী, ও কুম্ভকারের কারখানা প্রভৃতি হইতে তাঁহার প্রভূত আয় হইত। তিনি কত লোককে ও কত রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিতেন। আথীনীয় সাম্রাজ্যের কোষাগার তাঁহারই মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব কিছুই ছিল না। ডীলসের পূর্ব্ব-গৌরব ডেল্‌ফির প্রভাবে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা হইলেও আথীনীয়েরা বর্ষে বর্ষে ডীলসে অর্ঘ্যসহ "ডীলিয়া" নামক একখানি পোত প্রেরণ করিত; উহার যাত্রা অবধি প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক এক মাস কাল আথেন্সে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল।

ডেল্‌ফি আপলোদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। গ্রীকদিগের জাতীয় জীবনে এখানকার মন্দির কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আপলো "বৈদ্য" (Iatromantis); ইনিই ভূতলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। গ্রীক ধন্বন্তরি আস্ক্‌লীপিয়স (Asklepios) ইঁহার পুত্র।

প্লেটো ও আরিষ্টটল বলিয়াছেন, যে জীবন জ্ঞানানুশীলনে ও তত্ত্বালোচনায় অতিবাহিত হয়, তাহাই ঈশ্বরের প্রিয়; তদ্দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও মানুষের মধ্যে নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হইয়া থাকে। গ্রীকেরা যে জ্ঞানচর্চ্চার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিল, ইহা তাহাদিগের এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি। গ্রীসে শুধু জ্ঞানরূপিণী বা বিদ্যাদায়িনী কোনও দেবতা নাই। বাগ্‌দেবীগণ (Muses) সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতার অধিদেবতা। আপলো ইঁহাদিগের পরিচালক; ইঁহার এক নাম "বাগ্‌দেবীনায়ক" (Mousagetes)। সুতরাং ক্রমে জ্ঞানানুশীলনের সহিত আপলোর সম্বন্ধ স্ফুটতর হইয়া উঠে। আপলোই ঘোষণা করেন, যে সোক্রাটীস সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী; এবং ইনিই ষ্টোয়িক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জীনোকে জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন অর্পণ করিতে আদেশ করেন। গ্রীক সাহিত্যে "ঋত" বা "সত্যদেবী" (Aletheia) নাম্নী আপলোর এক ধাত্রী পরিকল্পিত হইয়াছেন; ইনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতিরূপ, ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত। ডেল্‌ফির প্রভাবে ধীরে ধীরে জনসমাজে

এই ভাবটী প্রচারিত হয়, যে সত্যানুসন্ধান অতি পবিত্র, এবং উহাও এক-প্রকার পূজা।

ললিতকলার সহিত আপলোর সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর, আরও উজ্জ্বলতর। ইনি গীতবাদ্যের দেবতা, বীণা ইঁহারই আবিষ্কার। ইনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "বীণা ও বক্র ধনুঃ চিরকাল আমার প্রিয় থাকিবে, এবং আমি মানবগণের নিকটে জেয়ুসের অনতিক্রম্য অভিপ্রায় ঘোষণা করিব।" (*Homeric Hymns*, III. 131-2)। (বীণাবিষ্কারের কৃতিত্ব হার্মীস-দেবেও আরোপিত হইয়াছে।)

ইঁহার উৎসবগুলিতে গীতবাদ্য ও চারুশিল্পের প্রাধান্য ছিল। দৈব-বাণীর প্রেরয়িতা আপলো সহজেই কাব্যানুশীলনে ঐশী অনুপ্রেরণার দেবতা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। তৌর্য্যত্রিক ও গীতিকাব্যে আপলোর প্রভাব অতুলনীয়। ইঁহার পূজার সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যে উদ্দামতা ছিল না; উহা চিরকাল সংযম ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ললিতকলা কি করিয়া ধর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুশীলিত হইতে পারে, গ্রীকেরাই তাহা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছে।

আপলো শুদ্ধির দেবতা ছিলেন। রক্তপাতাদিজনিত পাপে অশুচি হইলে গ্রীকেরা ইঁহার আদেশমত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া শুদ্ধ হইত।

আপলোর পূজা প্রাকাশ্য, দিবালোকে অনুষ্ঠেয়। ইহাতে নানা গৃহপালিত পশু ও বন্য শূকর বলি প্রদত্ত হইত; তন্মধ্যে ছাগবলি প্রশস্ত ছিল। এক কালে ইনি নরশোণিতে তর্পিত হইতেন। কিন্তু ডীলসে "পিতা" আপলোর যে "পবিত্র" বেদি ছিল, তাহাতে শোণিতপাত অবৈধ ছিল বলিয়া তথায় কেবল ফলশস্যের নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইত।

গ্রীক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে আপলোর এত উৎসব প্রচলিত ছিল, যে সে সমুদায় বর্ণনা করিতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। আমরা কেবল আথেন্সের দুই একটী ও ডেল্‌ফীর উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। স্পার্টাশাসিত লাকোনিয়া প্রদেশের কার্নেইয়া (Karneia) ও হীয়াকিন্থিয়া (Hyacinthia), বিওশিয়ার

ডাফ্‌নীফরিয়া (Daphnephoria), ডেল্‌ফির ষ্টেপ্‌টারিয়া (Stepteria) ও ডীলসের ডীলিয়া পর্ব্বও প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। আপলোর উৎসব-গুলি বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সম্পাদিত হইত। আনন্দের সাক্ষাৎমূর্ত্তি এই জ্যোতির্ম্ময় দেব নিরানন্দ শীতঋতুতে উৎসবামোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতেন।

ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনে আপলো শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন নাই, তিনি গ্রীকদিগকে একেশ্বরবাদের পথেও অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন নাই; কিন্তু বিবিধ স্বরূপের সমাবেশে ইঁহার প্রকৃতি একান্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই দেবকুলে আপলোর রূপ এমন উজ্জ্বল ও এমন মনোহর। দেবোপাসনার তিরোধান পর্য্যন্ত এই পরম সুন্দর দেবতা গ্রীক জাতির চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৫। আর্টেমিস।

আর্টেমিস আদিতে জল, স্বচ্ছন্দজাত উদ্ভিদ ও বন্যপশুর দেবতা ছিলেন; "হ্রদবাসিনী" (Limnatis, Limnaia), "বারিবাসিনী" (Heleia) প্রভৃতি উপাধিতে তাহার স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাণে ইনি আপলোর যমজ ভগিনী। নানা দেবতার স্বরূপ ইঁহাতে মিশ্রিত হইয়াছে। ইনি কুমারী, বলবতী যুবতীর আদর্শ; শ্বাপদবধ ইঁহার নিত্যকর্ম্ম; ইনি চন্দ্রমা। প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রাতার পূজার সহিত ইঁহারও পূজা হইত; ইঁহার স্বতন্ত্র আরাধনাও প্রচলিত ছিল। আর্টেমিস স্বচ্ছন্দ, নির্মুক্ত স্বভাব, বিশেষতঃ শৈল, কানন, নদী ও নির্ঝরিণীর অধি-দেবতা। ইনি বন্য ও গৃহপালিত পশু, মৎস্য এবং মানবের বংশবৃদ্ধির সহায়। মৃগ, শশক, বৃক, বন্যবরাহ, ভল্লুক এবং সিংহ ইঁহার আশ্রিত। "বনবিহারিণী" বা "মৃগয়ারতা" (Agrotera) নামে এই সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। আথেন্সে "ভল্লুকীরূপিণী" আর্টেমিসের পূজা প্রচলিত ছিল; উপাধি হইতে অনুমান হয়, যে ইনি একদা ভল্লুকীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া-ছিলেন। নারীজাতি আর্টেমিসের বিশেষ অনুগ্রহভাজন; সূতিকাগারে

আর্টেমিস ১২৮ পৃষ্ঠা

ইনিই প্রসূতির রক্ষয়িত্রী ; জীবন ও মৃত্যু ইঁহারই দান। কুমারী কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে ইঁহাকে বস্ত্র উৎসর্গ করিত। ইনি দাম্পত্যসম্বন্ধের অধিদেবতা ; "কটিবন্ধমোচয়িত্রী" (Lusizonos), "প্রসবসহায়" (Lokheia) প্রভৃতি অভিধানে এই স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ইনি শিকারীদিগের ইষ্টদেবতা, এজন্য তাহারা ইঁহাকে নৈবেদ্যরূপে শিকারের ভাগ উপহার দিত। কতকগুলি উপাখ্যান পড়িলে বোধ হয়, আদিম যুগে ইঁহার নরবলিতে বিলক্ষণ রুচি ছিল।

গ্রীক ধর্ম্মের শৈশবে আর্টেমিস মাতা পৃথিবীর এক রূপ ছিলেন। উদ্ভিদ ও বন্য পশুর সহিত সম্পর্ক তাহাই প্রমাণ করিতেছে। ছাগ ইঁহার অভীষ্ট বলি। আথীনীয়েরা মারাথোন-জয়ের সাম্বাৎসরিক উৎসবে ইঁহাকে পাঁচ শত ছাগী উৎসর্গ করিত। কালে ইনি কুমারীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রীক শিল্পে ও সাহিত্যে ইনিই সতীত্বের মহিমা ও কামনামুক্ত সংযত জীবনের আদর্শ অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়াছেন। "দীপ্তমুখী" (Aithopia), "ভাতিভৃৎ" (Phosphoros), "অংশুমালিনী" (Selasphoros) প্রভৃতি নাম ইঁহাকে চন্দ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। "শিশুপালিকা" (Paidotrophos) উপাধি হইতে জানা যাইতেছে, যে ইনি পরিবারের ইষ্টদেবতা। আপলোর ভগিনী বলিয়া সামাজিক জীবনের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। "দূরনিঃক্ষেপিনী (Hekaerge), "মকরবাহিনী" (Delphinia) ও "সত্যশ্রবাঃ (Pythie) নামে ভ্রাতার নিকটে ইঁহার ঋণ স্বীকৃত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না ; যেটুকু ছিল, "মন্ত্রণাদাত্রী" উপাধি তাহা প্রদর্শন করিতেছে। আর্টেমিস রণদেবীরূপেও অর্চ্চিতা হইতেন।

আর্টেমিসের পূজায় উচ্চাঙ্গধর্ম্মসাধনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্যুবেলী (Cybele), বেণ্ডিস, ব্রিটমার্টিস প্রভৃতি নানা বৈদেশিক দেবতা আর্টেমিসের নাম গ্রহণ করিয়া জনসমাজে পূজা পাইতেন ; হেকাটী (Hekate) ইঁহাদিগের অন্যতম। ইনি পথঘাটের অধীশ্বরী, তেমাথায় ইঁহার মূর্ত্তি স্থাপিত হইত। ইনি রাত্রি, ভূতপ্রেত, যাদু ও পাতালের দেবতা, ইনিই আবার চন্দ্রমা। ক্ষুদ্র আসিয়ার অন্তর্গত এফেসস

নগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে যে বহুস্তনী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিনিও আর্টেমিস নামে পরিচিতা ছিলেন, কিন্তু তিনি বাস্তবিক জীব ও উদ্ভিদের জনন-দেবতা ও দেবজননী ক্যুবেলী; প্রহরণধারিণী, মৃগয়ারতা গ্রীক কুমারী ও তাঁহার মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান। গ্রীকেরা প্রাচ্য-ভূখণ্ডের অনেক দেবীকে আর্টেমিস নামে পূজা করিত। কাপাডোকিয়া প্রদেশের মা (Ma), পারস্যের আনাইটিস (Anaitis), সেমেটিক জাতির আষ্টার্টী (Astarte)—আমরা কেবল এই কয়জনের উল্লেখ করিলাম। ইঁহাদিগের প্রভাবে আর্টেমিসের পূজায় কোন কোনও স্থলে বিভৎস তান্ত্রিক আচার প্রবেশ করিয়াছিল।

৬। হার্মীস।

হার্মীস মায়া (Maia) দেবীর পুত্র, দেবগণের দূত, গোমেষাদি পশুপালবৃদ্ধির সহায়। ইঁহার মূর্ত্তি বহুস্থলে জননদ্যোতক লিঙ্গমাত্র। আদিম যুগে বোধ হয় আপলো ও হার্মীসের উপাসকগণের মধ্যে বিরোধ ছিল, কেন না, একটা উপাখ্যানে কল্পিত হইয়াছে, যে হার্মীস বীণা আবিষ্কার করেন, অধিকন্তু তিনি একদা আপলোর গোযূথ অপহরণ করিয়াছিলেন। "হার্মীসের স্তোত্রে" ইঁহার গুণপনা রসাল ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। "তখন মায়াদেবী বহুকৌশলবিৎ, ধূর্ত্ততায় সকলজয়ী, দস্যু, গোহরণকারী, স্বপ্নপ্রেরয়িতা, নিশাচর, দ্বারপর্য্যবেক্ষক, চোর পুত্র প্রসব করিলেন; তিনি অচিরাৎ মরণহীন দেবগণকে আপনার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইলেন। হার্মীস মাসের চতুর্থ দিনে উষাকালে ভূমিষ্ঠ হইলেন, মধ্যাহ্নে বীণা বাজাইলেন, এবং সন্ধ্যার সময়ে দূরভেদী আপলোর গোকুল চুরি করিলেন।" (*Homeric Hymns*, IV. 13-19)। ["হার্মীসের স্তোত্র" গ্রীক সাহিত্যে একটা সম্ভোগের সামগ্রী।]

অনেক স্থানেই এই দুই দেবের পূজা যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইত। ইঁহারা দুই জনই যুবকযুবতীর ইষ্টদেবতা ও মল্লভূমির অধীশ্বর; "দ্বন্দ্বেশ্বর" (Agonaios) নামে হার্মীসের এই শেষোক্ত স্বরূপ প্রকটিত হইতেছে।

হার্মীস ১৫০ পৃষ্ঠা
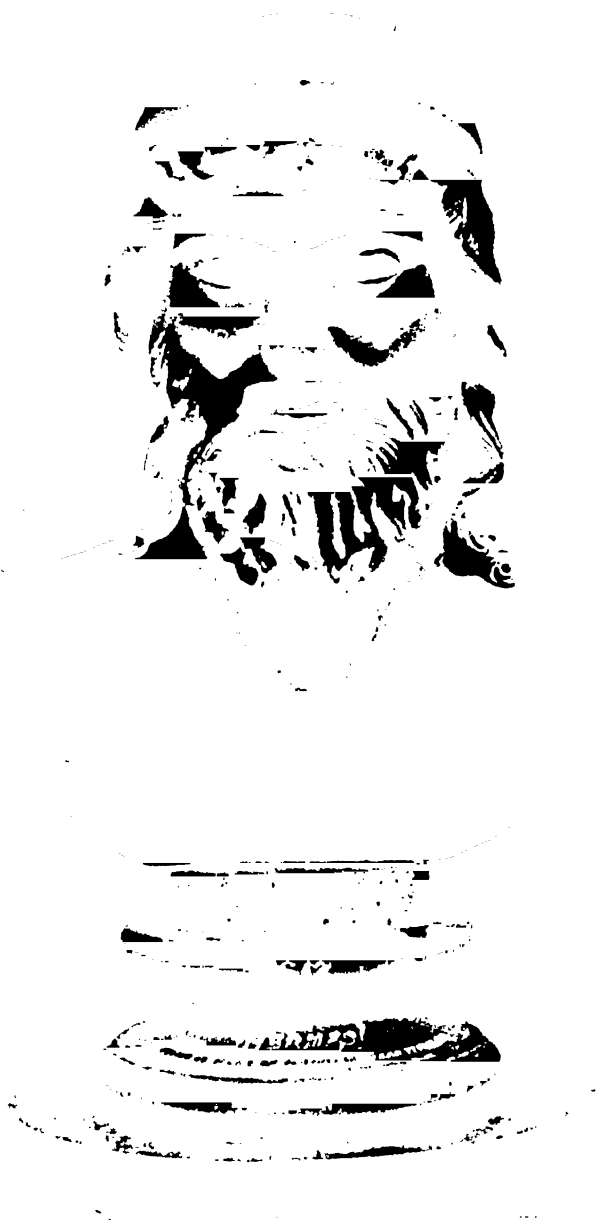
ইনি এবং আপলো, উভয়েই পশুপালের রক্ষক; আপলোর ন্যায় হার্মীসের মূর্ত্তিও রাজপথে স্থাপিত হইত। ইনি পথিকের আশ্রয়, এজন্য ইঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ অসংস্কৃত প্রস্তরখণ্ডসমূহ পথপ্রান্তে প্রোথিত থাকিত। এই প্রথা হইতেই আথেন্সে "ত্রিমুখ" (trikephalos) ও "চতুর্ম্মুখ" (tatrakephalos) হার্মীস-মূর্ত্তি অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিগুলি ক্ষেত্রের সীমানির্দ্দেশেও ব্যবহৃত হইত। ইনি বাণিজ্য এবং ধূর্ত্ততার, এমন কি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্যের দেবতা; সৌভাগ্য ও অর্থাগমও ইঁহারই প্রসন্নতার উপরে নির্ভর করে। "শ্রীমন্ত" (Kerdoas), "ভাগ্যধর" (Tukhon), "বঞ্চক" (Dolios) প্রভৃতি উপাধি এই স্বরূপগুলি প্রকাশ করিতেছে। হার্মীস দূত; সুতরাং ইনি মানবকে বাক্‌পটুতা দান করেন। তাই তাঁহার এক নাম "সভাপতি" বা "সদস্পতি" (Agoraios)। ইঁহার প্রভাবেই মানবসমাজে দূত পবিত্র ও অবধ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। পরলোকযাত্রী উপরত আত্মাকে ইনিই পাতালে লইয়া যান। অতএব ইঁহার "পাতালবাসী" (chthonios) নাম সার্থক।

দূতের দণ্ড এবং সপক্ষ পদ বা পক্ষযুক্ত উপানৎ ও শিরস্ত্রাণ হার্মীসের বিশেষ লক্ষণ।

হার্মীস ক্যালেনী নগরে "লিঙ্গী" (Phales) নামে আরাধিত হইতেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে ইনি উর্ব্বরতা ও জীবনের অধীশ্বর ছিলেন। বোধ হয় এই কারণেই অনেক স্থলে হার্মীস ও অভ্রদত্তার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইত। হরগৌরীর মত এই যুগলমূর্ত্তি পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন দ্যোতনা করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হার্মীসের আর একটী নাম "দ্বারী" (Pylaios, Propylaios, Thuraios, Pronaos)। ইনি গৃহদ্বারে, কপাটের সন্নিকটে বা মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলের গমনাগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইনি "নায়ক" (Agetor), "পরিচালক" (Hegemonios) প্রভৃতি নামেও পূজা পাইতেন।

গ্রীসের আর্কাডিয়া প্রদেশেই হার্মীস-পূজার প্রতিপত্তি অধিক ছিল।

ইনি গ্রীক জাতির প্রধান রাষ্ট্রীয় দেবগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এবং ইঁহার প্রসাদে তাহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনও বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। ফার্ণেলের মতে ইনি অগ্রে অ-গ্রীক দেবতা ছিলেন।

৭। ডিওনীসস।

ডিওনীসস আদিতে বৈদেশিক দেবতা ছিলেন; ইঁহার নামের প্রকৃত অর্থ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। এই দেবতার আবির্ভাব গ্রীক জাতির ধর্ম্ম-জীবনে যুগান্তর আনয়ন করে।

ডিওনীসস থ্রেস দেশ হইতে গ্রীসে আগমন করেন। ঐ দেশের অধিবাসীরা ইঁহাতে যে যে স্বরূপ আরোপ করিয়াছিল, গ্রীক রূপ ধারণ করিবার পরেও ইনি তাহা পরিহার করিতে পারেন নাই। ডিওনীসস শুধু মদ্যের দেবতারূপে গ্রীসে সমাদর লাভ করেন নাই। ইনি উদ্ভিদের দেবতা, ওষধিবনস্পতির জীবনীশক্তি; "দ্রুমবাসী" (Dendrites), "শ্যাম" (Phloios=বল্কল), "শাখাধারী" (Phullophoros) প্রভৃতি নাম এই স্বরূপের সাক্ষ্য দিতেছে। আইভিলতা ইঁহার বিশেষ প্রিয়। কিন্তু আঙ্গুরের দেবতারূপেই ইনি গ্রীক জাতির চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। "দ্রাক্ষাপতি" (Omphakites), "গুচ্ছেশ্বর" (Staphulites), "সুগুচ্ছ" (Eustaphulos) ইত্যাদি অসংখ্য উপাধি গ্রীক সাহিত্যে ইঁহার এই স্বরূপটীকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ঋগ্বেদে সোমশব্দ তন্নামক দেবতা ও সুরা, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মন্ত্রকারগণ সোমরসের অলৌকিক শক্তি নানা ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি বলিতেছেন,

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্। ৮।৪৮।৩॥

"হে মরণহীন সোম, আমরা তোমাকে পান করিব ও অমর হইব; আমরা দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করিব ও দেবগণকে অবগত হইব।"

গ্রীকেরাও তেমনি এক এক সময়ে মদ্য ও মদ্যের দেবতাকে অভিন্ন জ্ঞান করিত। ইয়ুরিপিডীস লিখিয়াছেন, "বাকৃথস স্বয়ং দেবতা হইয়াও

ডিওনীসস ১৫০ পৃষ্ঠ

অর্ঘ্যরূপে দেবগণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকেন।" (*Bacch.* 284)। বস্তুতঃ গ্রীকেরা যে অন্যান্য বর্ব্বরজাতির ন্যায় আদিম কালে মদ্যকে প্রাণবান্ ও অলৌকিকগুণসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তবে তাহাদিগের মধ্যে মস্থ সোমের মত কায়া পরিগ্রহ করিয়া দেবতার আসন গ্রহণ করে নাই। ডিওনীসস কৃষি-দেবতা রূপেও অর্চ্চিত হইতেন; "শস্যদ" (Karpios), "ব্রীহিদেব" (Setaneios) প্রভৃতি উপাধি তাহার প্রমাণ। শস্যের দেবতা ভূগর্ভবাসী, মৃত্তিকার রসে প্রাণরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি স্রোতস্বিনী ও বারিধারারও অধিদেবতা। ডিওনীসস উর্ব্বরাপতি, এজন্য লিঙ্গ তাঁহার প্রতিরূপ, এবং "যুবক" (Hybon) তাঁহার অন্যতম অভিধান। এই দেবতার বৃষ-ও-ছাগ-অবতার আদিম যুগ হইতেই সুবিদিত ছিল। শৃঙ্গী ও লিঙ্গমূর্ত্তি ডিওনীসস গোষ্ঠবিহারী পান-দেবের (Pan) সহিত অনেক স্থানে একত্র পূজা গ্রহণ করিতেন।

ভূদেব ডিওনীসস পাতাল ও প্রেতপুরীরও অধীশ্বর ছিলেন; এই জন্যই তাঁহাকে "জাগ্রেয়ুস" (Zagreus), "সুমন্ত্র" (Eubouleus), "কৃষ্ণদেব" (Melanthides), "কৃষ্ণছাগচর্ম্মাম্বর" (Melanaigis) ইত্যাদি নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলশস্যের দেবতা ও প্রেতগণের প্রভু, এই দুই স্বরূপের বলেই ইনি আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্বটী আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ডিওনীসস আদি বাসভূমি থ্রেস দেশে জাগ্রৎ দৈববাণী-প্রেরয়িতা ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন; গ্রীসে আগমন করিবার পরেও তাঁহার এই স্বরূপটী অব্যাহত ছিল; কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে কদাপি আপলোর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই।

ডিওনীসস স্বদেশ হইতে কি কি স্বরূপ লইয়া গ্রীসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল; গ্রীক জাতির মধ্যে তাঁহার যে সকল নব স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি।

ডিওনীসস অর্ব্বাচীন দেবতা, এজন্য গ্রীক জাতির কোন শাখাই তাঁহাকে বংশের আদিপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এক মেগারা নগরে

তিনি "পিতৃদেব" (Patroos) বলিয়া অভিহিত হইতেন, কিন্তু তাহার কারণ অপরিজ্ঞাত। আথেন্সে প্রতিবৎসর রাজা আর্খোনের পত্নীর সহিত ইঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইত; এই অনুষ্ঠান দ্বারা আথীনীয়েরা ইঁহাকে রাষ্ট্রের দেবতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইনি যে গ্রীক দেবকুলে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিপোষকরূপে এই দুইটা আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল, যে ইনি জেয়ুসের উরু হইতে ভূমিষ্ঠ হন, এবং হীরা ইঁহাকে স্তন্য দান করেন। এরূপও কথিত আছে, যে ইনি দেবরাজ জেয়ুস ও থীবসের রাজকুমারী সেমেলীর পুত্র। (সেমেলী মাতা পৃথিবী)। দেবকুলে প্রবেশলাভ করিয়া ডিওনীসস, টেয়স, নাক্সস প্রভৃতি রাজ্যে রাষ্ট্রের প্রধান দেবতা হইয়া উঠেন। "পুরবাসী" (Polites), "পরিত্রাতা" (Saoter), "জনগণবাঞ্ছিত" (Demoteles), "লোকবল্লভ" (Demosios) প্রভৃতি নামে ইঁহার রাষ্ট্রীয় স্বরূপের নিদর্শন। পাট্রাই নগরে "ন্যায়াধীশ" (Aisymnetes) নামে ইঁহার পূজা হইত। কিন্তু উচ্চাঙ্গ রাষ্ট্রধর্মের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ তেমন সুব্যক্ত হয় নাই।

ডিওনীসস আদি পীঠস্থানে বনদেবতা ছিলেন, গ্রীসে তাঁহার এই স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ডিওনীসস ললিতকলার অধিদেবতা। "বংশীধর" (Auloneus), "ভোগ্যাত্রকরন্দ্বেশ্বর" (Enagonios), "[illegible]" (Melpomenos), "নৃত্যেশ" (Choreus) ইত্যাদি কত কত উপাধি ইঁহার এই স্বরূপের স্মৃতি বহন করিতেছে। সফোক্লিসপ্রমুখ কবিগণ চারুশিল্পে ডিওনীসসের প্রভাব বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন. প্লেটোর মত দার্শনিক গম্ভীর ভাষায় ইঁহাকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। এই দেবতার উৎসব হইতেই গ্রীক নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল।

কেবল রাষ্ট্রের পূজায় ও জাতীয় উৎসবে ডিওনীসসের এই প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। আথেন্সে "ডিওনীসসের শিল্পকার" (Technitai Dionysou) নামে একটা দল ছিল, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎকর্ষসাধনকেই ইহারা জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া জানিত। ক্রমে গ্রীক জগতের সর্ব্বত্র এই দল বিস্তীর্ণ হয়। এই উৎসাহী

প্রচারকগণের প্রচেষ্টাতেই ডিওনীসসের পূজা এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। নাটকের অধিদেবতা ডিওনীসস উচ্চতর জ্ঞানবিকাশেরও সহায়, এই তত্ত্বটী জনগণের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিয়া ইহারা ইয়ুরোপীয় শিল্প ও বিদ্যাচর্চ্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ডিওনীসসের নামের অন্ত নাই; বাক্খস, ইয়াক্খস, ব্রমিয়স, সাবাজিয়স, জাগ্রেয়ুস, লেনাইয়স,—এই কয়টী উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা এতক্ষণ ডিওনীসসের স্বরূপগুলি ব্যাখ্যা করিলাম; এইবার তাঁহার পূজা ও উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

মদ্যপান, প্রমত্ত বিহার, তাণ্ডব নৃত্য, ভাবোন্মত্ততা আদিম কাল হইতেই ডিওনীসস-পূজার বিশেষ লক্ষণ ছিল; গ্রীসে এই লক্ষণগুলির ব্যত্যয় ঘটে নাই। ডেল্ফি, আথেন্স, ক্রীট, ক্ষুদ্র আসিয়া, সর্ব্বত্র কি ডিওনীসস-সম্প্রদায়ের পূজাতে, কি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় বাক্খসের (অর্থাৎ ডিওনীসসের) সেবকের নামও বাক্খস ও সেবিকার নাম বাক্খী। এতদ্দ্বারা উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে গূঢ় যোগ ব্যঞ্জিত হইতেছে। মানুষ স্বভাবতঃই দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া দেবপ্রকৃতি লাভ করিবার আকিঞ্চন করে; যতক্ষণ সে আরাধ্য দেবতার সহিত মিলিত ও একীভূত না হয়, ততক্ষণ তাহার হৃদয়ে শান্তি থাকে না। ডিওনীসসের পূজায় উপাসক যে ভাবাবেশে আত্মহারা হইত, ইহাই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য। উত্তেজক মদিরা সেবন, চক্রাকারে নৃত্য, প্রচণ্ড শিরঃকম্পন, ভৈরব নিনাদ, বংশী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, তিমির রজনীতে দীপ-সঞ্চালন, বলির শোণিত পান ও আম-মাংস ভোজন—এগুলি ভাব-সঞ্চারের সহায়রূপে গৃহীত হইয়াছিল।

ভাব-প্রধান ডিওনীসস-পূজায় যে নারীর প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে, ইহা বিচিত্র নয়। আথেন্সের একটী উৎসবে সম্ভ্রান্তকুলের কুমারীরা প্রধান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত; আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্বে চৌদ্দ জন বয়ঃপ্রবীণা রমণী "রাণী" আর্খোনের সহযোগিনী থাকিতেন, এবং "রাণী" স্বয়ং ডিওনীসসের সহিত দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। কোসদ্বীপে এই দেবতার পৌরোহিত্যে

শুধু নারীদিগেরই অধিকার ছিল; ব্রাসিয়াই নগরের একটী মন্দিরে পুরুষেরা প্রবেশ করিতে পারিত না। গ্রীসে অন্যান্য দেবগণের পৌরোহিত্যে নারীরা প্রায়শঃ বঞ্চিত ছিল, কিন্তু ডিওনীসসের পূজাপার্ব্বণে পুরুষ ও রমণীর ভেদ স্বীকৃত হইত না, বরং রমণীর সেবাই অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দেবতার সাঙ্গোপাঙ্গের নাম সাটীর (Satyrs), সেবিকাদিগের নাম মৈনাদ (Maenads)। সাটীরদিগকে শিবের অনুচর নন্দী, ভৃঙ্গী, তালবেতালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ডিওনীসসের পূজায় বৃষবলি উৎসৃষ্ট হইত, এবং উপাসকেরা বলিকে নখদন্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার শোণিত পান ও আম-মাংস ভোজন করিত। শুধু অপ্রাকাশ্য সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে নয়, কিন্তু অনেকস্থলে রাষ্ট্রীয় পূজাতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই আচারের নিগূঢ় মর্ম্ম অর্ফেয়ুস-তন্ত্র নামক পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দেবতা যে এক কালে নরবলি গ্রহণ করিতেন, তাহার সংশয়াতীত নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

বলিভোজনের অন্যতম অভিপ্রায় এই, যে ইহাতে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে যোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেন না, উপাস্য ও বলি এক। এই আচার হইতে ক্রমে এই সংস্কার উদ্ভূত হইয়াছিল, যে ডিওনীসস নির্দ্দিষ্ট কালে দেহ ত্যাগ করেন। কালান্তে এক দিন আরাধ্যদেবের মৃত্যু হয়, ইহার অর্থ কি? অর্ফেয়ুসের অনুবর্ত্তিগণ ও নব্য শাস্ত্রকারেরা ইহার উত্তরে বলিতেন, যে ক্রীটে দানবেরা জাগ্রেয়ুস অর্থাৎ ডিওনীসসকে হত্যা করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল। বৃষবধ অনুষ্ঠানটী তাহারই অনুকরণ ও স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু ফার্ণেল এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে উক্ত অনুষ্ঠান প্রথমে তিন তিন বৎসর অন্তর সম্পন্ন হইত। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে উহা এক-প্রকার যাদু; ভূমির উর্ব্বরাশক্তিবৃদ্ধি ও প্রচুর শস্যলাভ উহার উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূজকেরা এক বার বালানতার ডিওনীসসকে অর্থাৎ একটী শিশুকে ও পরে বৎস-বা-ছাগরূপী ঐ দেবকে ভক্ষণ করিত।

কিন্তু ডিওনীসস চিরকালের জন্য মরিতেন না; তিনি বসন্তসমাগমে আবার জন্মগ্রহণ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সেমেলী অর্থাৎ মাতা পৃথিবীও পুনরপি আবির্ভূতা হইতেন। উদ্ভিদ্-দেবতার এই জন্ম-মরণ-লীলার অর্থ বুঝিতে কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হইবে না। বালগোপালপ্রতিম দেবশিশু ডিওনীসসের একটী উৎসব ছিল, ইহার নাম "সূর্পযাত্রা" বা "কুলাবহন" (liknophoria); এই উপলক্ষে তিনি কুলায় বসিয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। কোন কোন স্থানে তিনি সমুদ্র হইতে পেটারায় আনীত হইতেন। এই প্রকার আরও কত অনুষ্ঠান ছিল, সকলগুলি বর্ণনা করিবার স্থান নাই; কেবল একটী উল্লিখিত হইতেছে। গ্রীকেরা বহুল ফললাভের আশায় ডিওনীসসের মূর্ত্তি বা মুখস বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিত; ইহাও একটা উদ্ভিদ্‌বিষয়ক যাদু।

আর দুই একটী ক্রিয়াও বোধ হয় যাদুরই অন্তর্গত। পার্ণাসস পর্ব্বতোপরি শীতকালে ডিওনীসসের যে পূজা সম্পন্ন হইত, দীপাবলী সঞ্চালন তাহার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল; পূজাকারিণীরা এই উপায়ে বায়ুস্থিত আপদ বিদূরিত করিত। অপর একটী অনুষ্ঠানের নাম "লিঙ্গ-যাত্রা" বা "লিঙ্গবহন" (Phallophoria); নামেই উহার প্রকৃতি প্রকাশিত হইতেছে; যাদুদ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি উহার অভিপ্রায়। এই উৎসবটী গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

ডিওনীসসের কতকগুলি উৎসব শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। ভূগর্ভ-বাসী শস্যের অধিদেবতার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। এই সকল উৎসবে তাঁহাকে "সাত্ত্বিক নৈবেদ্য" (nephalia) অর্থাৎ দুগ্ধ, মধু ও জল উৎসৃষ্ট হইত, এবং মদ্য-নিবেদন নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং ডিওনীসস যে সব সময়েই শুধু মদ্যের দেবতা বলিয়া বিদিত ছিলেন, তাহা নহে।

কিন্তু শীতান্তে, বসন্তসমাগমে ধরা যখন নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া নূতন শ্রীতে পূর্ণ হইতে থাকে, এবং শরতের সঞ্চিত মদ্য পানোপযোগী হইয়া উঠে, তখনই ডিওনীসসের প্রকৃত উৎসবের সময়। ইঁহার দুইটী প্রধান পর্ব্ব বসন্তকালে নির্ব্বাহিত হইত। শরৎকালে মদ্য প্রস্তুত

করণোপলক্ষেও কয়েকটী উৎসব প্রচলিত ছিল; একটীর নাম "দ্রাক্ষা-পল্লববহন" (Oschophoria)। "ছত্রধারিণী আথীনা" (Athena Skiras), ডিওনীসস ও আরিয়াড্‌নীর নাম এই উৎসবের সহিত গ্রথিত। পর্ব্বের দিন আথেন্সের প্রত্যেক শাখার দুই জন যুবক সগুচ্ছ দ্রাক্ষা-পল্লব হস্তে লইয়া ডিওনীসসের মন্দির হইতে ফালীরণস্থ "ছত্রধারিণী আথীনার" মন্দির পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাইত; যে যুবক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিত, সে এক কলস সুরা পুরস্কার পাইত। তৎপরে বিজয়ী বার জন যুবক দ্রাক্ষাগুচ্ছ লইয়া সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে করিতে একত্র আথেন্সে ফিরিয়া আসিত, এবং দুই জন যুবক যুবতীর বেশে তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিত। কতিপয় স্ত্রীলোক যুবকদিগকে ভোজ্য দিত ও ব্রতের কথা শুনাইত। উৎসবকারীরা পথিমধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদসূচক ধ্বনি করিত। এই পর্ব্বের মর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের মধ্যে মতভেদ আছে।

আটিকা প্রদেশে ও আথেন্সে বসন্তকালে ডিওনীসসের চারিটী প্রধান উৎসব সম্পন্ন হইত; উৎসবগুলির নাম "ডিওনীসসের গ্রামোৎসব" (ta kata agrous Dionysia), লীনাইয়া (ta Lenaia), আন্থেষ্টীরিয়া (ta Anthesteria) এবং পৌর-উৎসব বা মহোৎসব (ta en astei Dionysia বা ta megala)। শেষোক্ত দুইটী নবম ও একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয়টীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

শীত ঋতুর মধ্যভাগ গ্রামোৎসবের কাল। ইহা যে সকল গ্রামে এক দিনেই অনুষ্ঠিত হইত, তাহা নহে। উদ্ভিদ-দেবতার সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ফল, পীষ্টক, ব্যঞ্জন; লিঙ্গসহ গ্রাম পরিক্রম; হাস্যকৌতুক; সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়—উৎসবের অঙ্গস্বরূপ এইগুলি স্মরণযোগ্য।

লীনাইয়া উৎসবও শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। আদিতে আটিকার ভাবোন্মত্তা সেবিকাগণ (Maenads) ইহার অধিনায়িকা ছিল; ইহারা এই অনুষ্ঠান দ্বারা সুপ্তদেবতার উদ্বোধন বা হীনবল তরুণ দেবতাতে শক্তি

সঞ্চার করিত। ঐতিহাসিক সময়েও বোধনের ভাবটী বর্ত্তমান ছিল। এই উৎসবের প্রধান ক্রিয়া নিশাকালে সম্পাদিত হইত। ক্রিয়াটী এই। "দীপধারী" নামক পুরোহিত দীপ হস্তে লইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বলিতেন, "তোমরা দেবতাকে আহ্বান কর।" তখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিত, "হে সেমেলীসুত ইয়াক্‌খস, হে ধনদ।" দীপ ও ধ্বনি হইতে অনুমিত হইতেছে, যে নিদ্রিত উদ্ভিদ্‌-দেবতার চৈতন্য সম্পাদন ও ধরিত্রীর মৃতকল্প শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা এই ক্রিয়ার মূল অভিপ্রায় ছিল। এই উৎসবে একদল পেশাদার ভাঁড় যানে চড়িয়া পথিকদিগকে বিদ্রূপ ও গালাগালি করিতে করিতে চলিয়া যাইত। এই প্রথাও একটা যাদুবিশেষ; অমঙ্গল-বিদূরণ ও কল্যাণার্জ্জন ইহার উদ্দেশ্য। এক অর্থে ইহাকে শুদ্ধির অনুষ্ঠানও বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে উক্ত প্রথা হইতেই ব্যঙ্গনাটকের উৎপত্তি হইয়াছিল। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, "লিঙ্গবিষয়ক সঙ্গীতে ও লিঙ্গসহ নগরপরিক্রমে যাহারা নেতৃত্ব করিত, তাহারাই ব্যঙ্গনাটকের জন্মদাতা।" অতএব, ডিওনীসসের মহোৎসবের ন্যায় লীনাইয়া পর্ব্ব দ্বারাও সাহিত্যের প্রচুর উপকার সাধিত হইয়াছে।

ডিওনীসসের পর্ব্বগুলির বিবরণ পাঠ করিলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি, যে ইহার পূজা গ্রীক জাতিকে বিশ্বাস, তন্ময়তা ও আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের কি অনুপম কল্যাণই সাধন করিয়াছিল; অন্য কোনও দেবদেবী তাহাদিগের আধ্যাত্মিক সম্পদ এতটা বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাক্‌খসের পূজা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিত, এই প্রচলিত মত ভ্রান্তিমূলক। গ্রীক ধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক সুপণ্ডিত ফার্ণেল মহোদয় বিস্তৃত আলোচনান্তে বলিতেছেন, "There is no reason to accuse the Greek Bacchic worship generally of exciting to sensual or other immorality." (*Cults*, Vol. V. p. 239)। অর্ফেয়ুস ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের সাধনায় ডিওনীসসধর্ম্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব আরও কত গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নবম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। ডীমীটীর ও পার্সেফনী।

ডীমীটীর ও পার্সেফনী মহাদেবী (theai megalai) বলিয়া আখ্যাত; গ্রীসের সর্ব্বত্র ইঁহাদের পূজা প্রচলিত ছিল। পার্সেফনী অনেক সময়ে শুধু "কুমারী" বা "রাণী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইনি ডীমীটীরের কন্যা, জেয়ুস ইঁহার জনক। ইনি একদা সখীদিগের সহিত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ যম (হাডীস) ইঁহাকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া যান। মাতা দুর্নিবার কন্যাশোকে নিরবধি ক্রন্দন করিতে থাকেন, এবং পরিশেষে নিষ্ফল বিলাপের ক্রোধে অধীর হইয়া ধরণীর ফলশস্যপ্রসব রোধ করিয়া দেন। তখন দেবগণ তাঁহার সহিত এই সন্ধি করেন, যে পার্সেফনী বৎসরের একতৃতীয়াংশ কাল পাতালে ও দুই তৃতীয়াংশ কাল মাতার সহিত ভূতলে যাপন করিবেন। এখনও নানা দেশে বীজবপন ও নবান্ন, এই দুইটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; ডীমীটীর ও পার্সেফনীর পূজাও উহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। জ্যামাতা কন্যাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এলেয়ুসিসে আসিয়া "কুমারী-কূপের" সন্নিকটে পথপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন; কেলেয়ুস (Keleus) নামক এক গৃহস্থের কন্যাগণ তাঁহার দীনবেশ দেখিয়া করুণার্দ্র হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইয়া সাদরে স্থান দান করেন। এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজা ও উৎসবের ইহাই নিদান। (*Homeric Hymns*, II.)।

ডীমীটীর নামের প্রথম শব্দ ডীর (De) অর্থ কি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই; কিন্তু এই দেবী যে "জ্যা-মাতা" অথবা মাতা পৃথিবী, সে বিষয়ে সকলেই একমত। ইনি "শস্যদায়িনী" (Anesidora, Karpophoros) কৃষিদেবতা; "জ্যামাতার স্তোত্রে" ইনি "ঋতুভূৎ" ও "বরদা" বলিয়া আহুত হইয়াছেন। (৫৪ পংক্তি)। বৃষ, গাভী ও শূকর ইঁহার ইষ্টবলি; ইঁহার একটী উপাধি "বৃষভবাহিনী" (Tauropolos)। আথেন্সে "শ্যামা" (chloe) জ্যামাতার পূজা প্রচলিত ছিল; এই নামে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার রূপ প্রকাশ পাইতেছে। আথেন্স ও এলেয়ুসিসের কতকগুলি উৎসবে এবং অনেকগুলি উপাধিতে

ডিমীটার

১৬০ পৃষ্ঠা

"পূর্ব্বজা" (Protogone); কোন কোন স্থলে ইনি বৃক্ষরূপে আরাধিত হইতেন। ফার্ণেল বলেন, হোমারের পূর্ব্বে এক পৃথিবী (Gaia) দেবী হইতে ডীমীটার, পার্সেফনী ও থেমিস্‌, এই তিন দেবতার উৎপত্তি হয়; প্রথমোক্ত দুই জনই উদ্ভিদ ও পাতালের দেবতা, সুতরাং ইঁহারা অভিন্ন ছিলেন; কালক্রমে দুইটী নাম দুই বিভিন্ন দেবীতে পরিণত হইল; তখন ইঁহাদের একটা সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে ডীমীটার মাতা ও পার্সেফনী কন্যা বা কুমারী বলিয়া পরিচিতা হইলেন। নাম (nomen) হইতে দেবতার (numen) সৃষ্টির দৃষ্টান্ত গ্রীক পুরাণে অনেক আছে। "কুমারীপূজা" (Koreia), "কুমারীযাত্রা" (Koragei) প্রভৃতি উৎসব বহু প্রদেশে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ স্থলেই মাতা ও কন্যার পূজা একত্র সম্পাদিত হইত। এলেয়ুসিস ইঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান পীঠস্থান ছিল। ঐ স্থানের উৎসব পরে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফার্ণেলের মতে শস্যজননী "কুমারী" মেরা, "কুমারী" পার্সেফনীর পূর্ণতর অভিব্যক্তি।

৯। হাডীস।

হাডীস পাতালের রাজা, প্রেতগণের প্রভু। পার্সেফনীর স্বামী বলিয়াই ইঁহার যা কিছু খ্যাতি; গ্রীক পুরাণে ইঁহার স্বরূপ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।

১০। পসাইডোন।

পসাইডোন আদিতে নদী ও নির্ঝরিণীর প্রভু ছিলেন; তিনি গ্রীক জাতির প্রাচীনতম শাখার সহিত বলকান উপদ্বীপ হইতে গ্রীসে আগমন করিয়া ক্রমে বারিধিপতির সিংহাসন অধিকার করেন। "নির্ঝরিণীশ্বর" (Krenokhous), "কুমারী-নায়ক" (Nymphagetes), "জলধীশ" (Pelagios), "সাগরপতি" (Pontios) প্রভৃতি নাম এই স্বরূপের পরিচায়ক। সমুদ্রতলে এক প্রাসাদ তাঁহার রম্য নিকেতন; তিনি যখন ইচ্ছা সাগরোর্ম্মির উপরে ঘোটক বা সামুদ্রিক অশ্বচালিত রথে পত্নী আম্ফিট্রিটী ও পুত্র ট্রিটোনের সহিত নক্রাদিগ্রহে পরিবৃত হইয়া

পসাইডোন ১৬১ পৃষ্ঠা

বিচরণ করেন। হোমার তাঁহাকে "ভূধর" (ennosigaios) ও "ভূকম্পন-কারী" (enosichthon) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মেষ, বৃষ ও শূকর তাঁহার কালে পসাইডোনের ইষ্ট বলি ছিল। তাঁহার আয়ুধ ত্রিশূল; মকর তাঁহার অনুচর। ঐতিহাসিক যুগে করিন্থ-যোজক পসাইডোন পূজার প্রধান পীঠস্থান ছিল; তথায় তাঁহার উদ্দেশে যে মহোৎসব সম্পন্ন হইত, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। জেয়ুস ও পসাইডোন, উভয়েই গ্রীসের অনেক রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ছিলেন। এলেয়ুসিসে পসাইডোন "পিতা" রূপে অর্চ্চিত হইতেন। ক্ষুদ্র আসিয়ার মিলীটস, এফেসস প্রভৃতি যবন শাখার বারটী মিত্ররাজ্য "হেলিকোনবাসী" পসাইডোনকে (Poseidon Helikonoos) রাষ্ট্রপতির পদে বরণ করিয়াছিল। "বিশ্বযবন" (Pan-Ionion) নামক সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে তাঁহার আরাধনা হইত।

বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোত্রের মিলন ও ঐক্যবন্ধনে পসাইডোনের প্রভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু গ্রীসের শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চ্চার সহিত তাঁহার পূজার যোগ ছিল না। তাঁহার প্রধান পর্ব্বে কবিতার প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ও তাহাতে নারীরাও কবিত্বশক্তির পরীক্ষা দিতে পারিত বটে, কিন্তু পসাইডোন আথীনা, আপলো ও ডিওনীসসের ন্যায় গ্রীকদিগকে কলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

বারিধিপতি হইলেও পসাইডোন জলযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধের নায়করূপে অভিব্যক্ত হন নাই, এবং অর্ণবপোত নির্ম্মাণের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে পসাইডোনের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল; তিনি অশ্বারোহণ-বিদ্যা ও অশ্বশিক্ষার প্রধান দেবতা। "অশ্বী" পসাইডোনের (Poseidon Hippios) পূজা পুরাকালে বিখ্যাত ছিল। কোন কোনও স্থানে বলিস্বরূপ সমুদ্রে ঘোটক বিসর্জ্জন করা হইত। ইনি একদা অশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। স্পার্টায় "অশ্বিনীকুমার" (Hippo-kourios) পসাইডোনের পূজা প্রচলিত ছিল। অল্যুম্পীয়াতে "অশ্বী" পসাইডোন ও "অশ্বিনী" (Hippia) হীরার অর্চ্চনা এক আয়তনে, একত্র

সম্পাদিত হইত। কেহ কেহ বলেন, উত্তাল সাগরোর্ম্মি দেখিতে ঠিক্ অশ্বের মত, এইজন্য সাগরপতি পসাইডোন "অশ্বী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ফার্ণেল অনুমান করেন, পসাইডোন থেসালীর আদিম অধিবাসীদিগের প্রধান উপাস্য ছিলেন, এবং ঐ প্রদেশ অশ্বারোহণ-বিদ্যার উৎপত্তিস্থান; এই কারণে ইনি ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আটিকা প্রদেশে পসাইডোন অর্ব্বাচীন দেবতা ছিলেন। আথীনীয়েরা তাঁহার পূজায় অনুরক্ত হইবার পরে এই উপাখ্যান রচনা করিয়াছিল, যে এই দেবতা ও তাহাদিগের আদিপুরুষ এরেখ্থেয়ুস (Erechtheus) এক, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন।

১১। অভ্রদত্তা (আফ্রডিটী)।

অভ্রদত্তার পূজা ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী সকল দেশেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তিনি আদিতে বৈদেশিক দেবতা ছিলেন; প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে তাঁহার পূজা গ্রীক জাতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করে; কিন্তু গ্রীকেরা তাঁহাকে এমনই আপনার করিয়া লইয়া ছিল, যে পরবর্ত্তীকালে এই দেবীকে আর বিদেশিনী বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। তিনি প্রেম ও কামের দেবতা। কাম বলিতে মহোচ্চ ও মলিনতম, এই দুই ভাবই বুঝিতে হইবে। তাঁহার ও তাঁহার সহচর কামদেবের পূজা বিবাহানুষ্ঠানকে বৈধ করিয়া পূর্ণতা দান করিত; উহার প্রশ্রয়ে নরনারী জঘন্য ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যায় লিপ্ত হইত; আবার উহাকে অবলম্বন করিয়াই সূক্ষ্মবুদ্ধি দার্শনিকেরা প্রণয় ও মিলনের সুবিমল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইতেন।

অভ্রদত্তার জন্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিসংবাদী অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে; একটী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হোমারের মতে তিনি জেয়ুস ও ডিওনীর (Dione) কন্যা। হীসিয়ডের বর্ণনা অনুসারে গ্রীকেরা মনে করিত, আফ্রডিটী নামের অর্থ ফেনজা বা উর্ম্মিলা। এক মতে ইনি দেবসেনাপতি আরীসের পত্নী; অপর মতে ইনি হীফাইষ্টসের সখী। অভ্রদত্তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক দেবতার স্বরূপ মিশ্রিত হওয়াতে ইঁহার প্রকৃত তত্ত্ব খুব জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

অলদতা ১৬৪ পৃষ্ঠা

পুরাকালে গ্রীকেরা প্রাচ্যদেশাগত অভ্রদত্তাকে কোন্ রূপে পূজা করিত, এবং তিনি কি কি লক্ষণাক্রান্তা ছিলেন, তাহা একটু আলোচনা করিতেছি। এক দেবী প্রাচ্য ভূভাগের নানা দেশে নানা নামে আরাধিতা হইতেন। আসীরিয়া, কানান, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষায় ইঁহার নাম ছিল ইষ্টার (Ishtar), আট্টার (Attar), আটারগাটিস-ডার্কেটো (Atargatis-Derketo) ও আষ্টার্টী (Astarte)। বাবীলোনিয়ার বেলিট (Belit, গ্রীক Mylitta) ও পারসীক আনাইটিস ও আরবের আল্লাট (Allat)—ইঁহারাও ঐ একই দেবতা। ইষ্টার উদ্ভিদ্-দেবতা; ডার্কেটো, কোন স্থানে নদী-নির্ঝরিণীর অধীশ্বরী, কোন স্থানে পুররক্ষিকা, কোন স্থানে প্রেম ও কামের দেবতা; বাবীলোনে বেশ্যাবৃত্তি ইঁহার পূজার অঙ্গ ছিল। আল্লাট প্রহরণধারিণী। অভ্রদত্তা ইঁহাদের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত।

অভ্রদত্তা যে প্রাচ্যদেশীয়া, "দ্যুলোকবাসিনী" (Ourania), এই বিশেষণ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। উহা সেমেটিক Melekat Aschamaim অর্থাৎ 'ত্রিদিবরাণী' উপাধির অনুবাদ। আথেন্সে "দ্যুলোকবাসিনী" অভ্রদত্তার পূজা প্রচলিত ছিল। ইনি বাণিজ্যসূত্রে পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রার সহিত ইঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অনেক বন্দর ও অন্তরীপ ইঁহাকে উপাধি দান করিয়াছে, বা ইঁহার নামে অভিহিত হইয়াছে। ইনি নাবিকদিগকে অনুকূল বায়ু প্রেরণ করেন। ইঁহার এক নাম "অধোদর্শিনী" (Katascopia); অর্থাৎ ইনি গিরিসানুতে দণ্ডায়মান থাকিয়া অর্ণবপোতের গমনাগমন পর্য্যবেক্ষণ করেন। "শ্বেতদেবী" (Leukothea) অভিধানেও এই স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

অভ্রদত্তা তরুলতাফলপুষ্পের জীবন-বিকাশের সহায়। ইঁহার এক উপাধি "পুষ্পদেবী" (Anthea)। পক্ষীর মধ্যে তিতির ও রাজহংস তাঁহাকে বলি দেওয়া হইত, চড়ুই ও ঘুঘু তাঁহার আশ্রিত ছিল। শূকর, মেষ, ছাগ ও বৃষও তাঁহার ইষ্টবলি বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং যে প্রাচ্য-দেবী সাইপ্রাস দ্বীপের পথ দিয়া গ্রীসে আগমন করেন, তিনি আদিতে ডীমীটীরের মত পৃথিবীর প্রতিরূপ ছিলেন।

প্রাচ্যদেবী আস্কালন নগরে রণদেবতা ছিলেন ; আমরা অভ্রদত্তাকেও গ্রীসে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। আর্গসে তাঁহার এক উপাধি "জয়ন্তী" (Nikephoros)।

অভ্রদত্তা বিবাহ ও প্রসবের অধিদেবতা, শিশুগণের রক্ষয়িত্রী। সাইপ্রাসে ইঁহার এক অভিধা ছিল "শিশুপালিকা" (Kourotrophos) ; তথায় বিবাহের পূর্ব্বে ইঁহাকে ছাগবলি প্রদত্ত হইত।

অভ্রদত্তা গ্রীসের অনেক জনপদে "বিশ্বেশ্বরী" বা "সর্ব্বারাধ্যা" (Pandemos) নামে পূজিতা হইতেন। এই পূজা তাঁহার রাষ্ট্রীয় স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে।

অভ্রদত্তা প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা ; মানবের, বিশেষতঃ রমণী-কুলের রূপলাবণ্য তাঁহারই দান। গ্রীক কাব্যে এই স্বরূপটী উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইনি কোন কোনও স্থানে "প্ররোচনা" দেবী (Peitho) নামে অর্চ্চিতা হইতেন।

গ্রীসে সাধারণতঃ অভ্রদত্তার পূজা অনিন্দ্য ছিল ; তাঁহার সেবিকা-দিগকে কখন কখনও কৌমার্য্যব্রত পালন করিতে হইত। কিন্তু করিন্থ প্রভৃতি নগরে "ত্রিদিববাসিনী" অভ্রদত্তার পূজায় ঘোর তামসিক আচার প্রবেশ করিয়াছিল। সমাজে সখীসম্প্রদায়ের প্রভাব যত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, অনাচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিল। পরিশেষে গ্রীকদিগের শোচনীয় অধঃপতন এতদূরে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল, যে তাহারা অভ্রদত্তার নামে রাজ-মহিষী ও রাজরক্ষিতাগণকে মন্দির ও বেদি উৎসর্গ করিতে লজ্জা বোধ করিত না। আবীডস-দ্বীপে "কুলটা" অভ্রদত্তা (Aphrodite Porne) এবং আথেন্সে ও এফেসসে "সখী" অভ্রদত্তার (Aphrodite Hetaira) উপাসনা প্রচলিত ছিল।

অভ্রদত্তার পূজাদ্বারা গ্রীসের নীতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু প্লেটোপ্রমুখ দার্শনিকেরা "ত্রিদিববাসিনী" অভ্রদত্তাকে রূপকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। যে প্রেম দেহ নিরপেক্ষ, অতীন্দ্রিয়, স্বর্গীয় ; যাহা মানুষকে জ্ঞানে পুণ্যে বিভূষিত করে ; যাহা জীব ও উদ্ভিদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ;

এবং যে বিশ্বশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, অভ্রদত্তা সেই সুনির্ম্মল অশরীরী প্রেমকে কায়া প্রদান করিয়া গ্রীক জাতির চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

১২। হীফাইষ্টস।

হীফাইষ্টস অগ্নির দেবতা এবং জেয়ুস ও হীরার পুত্র। ইঁহার পিতা কিংবা মাতা ইঁহাকে স্বর্গ হইতে ভূতলে নিঃক্ষেপ করেন; ইনি সাগরে বা লেম্‌নসদ্বীপে পতিত হন। ঐ পতনের ফলে ইনি পঙ্গু হইয়া যান; অথবা পঙ্গু হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাকে এই লাঞ্ছনা সহিতে হয়। অগ্নিশিখার মৃদু ও তরঙ্গায়িত সঞ্চলন দেখিয়া যে এই দেবতার পঙ্গুত্ব পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

ইঁহার স্ত্রীর নাম ইলিয়াডে খারিস, অডীসীতে অভ্রদত্তা, হীসিয়ডে আগ্লাইয়া। ইনি বিশ্বকর্ম্মা, কর্ম্মকার ও শিল্পীদিগের ইষ্টদেবতা। "হীফাইষ্টসের স্তোত্রে" বর্ণিত হইয়াছে, যে ইনিই পশুবৎ গুহাবাসী মানবকে বিবিধ কৌশলময় কর্ম্ম (aglaa erga) শিক্ষা দিয়া বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার আলোকে আনয়ন করিয়াছেন। (*Homeric Hymns*, XX.)।

আথেন্সে বিশেষ বিশেষ উৎসবে ইঁহার পূজা হইত; একটী উৎসবের নাম "তৈজস" উৎসব (Khalkeia)। দীপহস্তে দৌড় (lampadephoria) ইহার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। লেম্‌নস এই দেবতার পূজার পীঠস্থান। এখানে প্রতিবৎসর একটী প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত, তদুপলক্ষে নয় দিন ধরিয়া এই দ্বীপের সমুদায় অগ্নি নির্ব্বাপিত থাকিত; দশম দিনে ডীলসদ্বীপ হইতে নব অগ্নি আহরণ করিয়া আবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত। গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে ইট্‌না নামক আগ্নেয়গিরিতে ইঁহার কারখানা আছে। ইহার অর্থ এই, যে রন্ধনশালার ও কর্ম্মকারের অগ্নির মত আগ্নেয়গিরির অগ্নির সহিতও এই দেবতার সম্পর্ক ছিল।

১৩। আরীস।

আরীস দেবসেনাপতি, অভ্রদত্তার স্বামী। থ্রেসদেশেই তাঁহার পূজা অধিক প্রচলিত ছিল; গ্রীকেরা তাঁহাকে বর্ব্বর বিবেচনা করিত, এবং

দেবকুলে তাঁহার মান বড় বেশী ছিল না। রণ-দেবতা হইলেও উন্নত সংগ্রাম-নীতির অভিব্যক্তিতে তাঁহার কোনও প্রভাব দৃষ্ট হয় না, এবং জ্ঞানানুগত বীর্য্যের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক নাই; তিনি শুধু উদ্দণ্ড পাশবিক সাহসের প্রেরয়িতা। লাকোনিয়া প্রদেশে আরীস-পূজায় কুক্কুরবলি প্রদত্ত হইত। টেগীয়া নগরে ইঁহার পূজায় কেবল নারীদিগেরই অধিকার ছিল, আবার কোন কোনও স্থানে শুধু পুরুষেরাই ইঁহার অর্চ্চনা করিতে পারিত। বর্ম্মাস্ত্রসজ্জিত বীররূপে আরীসের মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল। শূল ও দীপ তাঁহার বিশেষ লক্ষণ।

১৪। বাস্তুদেবী (হেষ্টিয়া)।

হেষ্টিয়া জেয়ুসের ভগিনী, (মতান্তরে কন্যা), চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী। তিনি গৃহের ও পুরীর অগ্নিকুণ্ডের দেবতা; প্রত্যেক উৎসবে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বশেষে তাঁহাকে নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ব্যাপারে গৃহস্থ বাস্তুদেবীর বেদি পুষ্পমাল্যে সাজাইত, কিংবা তদুপরি গন্ধদ্রব্য আহুতি দিত। অগ্নিকুণ্ড বা উনুন তাঁহার প্রতিরূপ। হেষ্টিয়ার নৈবেদ্য হইতে কিছুই রাখিবার বা দান করিবার বিধি ছিল না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত ইঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল; "মন্ত্রণাদাত্রী" নামে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

আর্য্যজাতি অগ্নিকে কি পবিত্র বিবেচনা করিত, ঋগ্বেদের অগ্নির স্তোত্রগুলিই তাহার অন্যতম প্রমাণ। গ্রীসের বহু দেবমন্দিরে ও মন্ত্রণাগারে চিরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। অগ্নির সমাদর হইতে বাস্তুদেবীর পূজা অভিব্যক্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ এই প্রকার অনুমান করেন। ফার্ণেল বলেন, আদিম যুগের আর্য্যগণ চুল্লিকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিত, ইহা হইতেই বাস্তুদেবীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইনি চিরকাল চুল্লিরূপেই অর্চ্চিত হইয়াছেন। জেয়ুস, আথীনাপ্রমুখ দেবদেবীর ন্যায় ইনি কোন কালেই পরিপূর্ণ মানবীয় আকারে ফুটিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রীসে বাস্তুদেবীর প্রতিমূর্ত্তি একান্ত বিরল ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপদেবতা

গ্রীসে উপদেবতার সংখ্যা ছিল না, সুতরাং সকলের নাম করা অসম্ভব; এস্থলে কেবল একটা শ্রেণীবিভাগ দেওয়া যাইতেছে।

১। দ্যুলোকবাসী উপদেবতা।

দেবগণের দূত ও অনুচরেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত; কয়েক জনের উল্লেখ করিতেছি। ইরিস (রামধনু), নিকী (জয়া, জয়ের দেবতা), হীবী ("যুবতী" = হীরাক্লীসের পত্নী), গান্যমীডীস (জেয়ুসের তাম্বুলকরঙ্কবাহী), খারিটীস (অপ্সরাগণ) ইত্যাদি।

২। ধরাবাসী উপদেবতা।

কুমারীগণ (Nymphs), সাটীর প্রভৃতি ডিওনীসসের অনুচরবৃন্দ, পান (Pan), প্রিয়াপস (Priapus) ইত্যাদি ধরাবাসী উপদেবতা। পান (পবন) গ্রাম-দেবতা ও যূথরক্ষক; তিনি বংশী আবিষ্কার করেন। আথীনীয়েরা বলিত, যে মারাথোনের যুদ্ধে ইনি পারসীক বাহিনীর মধ্যে সহসা ভীতির সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে জয় লাভ করিতে সমর্থ করিয়াছিলেন; এই বিশ্বাস হইতেই আথেন্সে ইঁহার পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। তথায় শৈলতলে একটী গুহাতে এই দেবতার পূজা হইত। প্রিয়াপস উদ্ভিদ ও উদ্যানের দেবতা; ইঁহার লিঙ্গরূপী মূর্ত্তি প্রকৃতির প্রজননীশক্তি ব্যঞ্জনা করিত। বাগ্‌দেবী বা মানসীদেবীগণও (Mousai) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা ললিতকলার দেবতা।

৩। বারিবাসী উপদেবতা।

জলধিপতি পসাইডোন, তাঁহার পত্নী ও সন্তানসন্ততি এবং অনুচরেরা বারিবাসী দেবতা ও উপদেবতা; আরও কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইতেছে। মহাসাগর (Oceanos) ও তাঁহার পত্নী টীথীস (Tethys);

ইঁহারা রূপকমাত্র। নীরীয়ুস (Nereus); ইঁহার পঞ্চাশটী কন্যা; তাঁহাদিগের মধ্যে পসাইডোনের পত্নী আম্ফিট্রিটী ও আখিলীসের জননী থেটিস (Thetis) সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয়। প্রটেয়ুস (Proteus); ইনি যেমন ইচ্ছা রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। ট্রিটোন (Triton); ইনি "সাগরবৃদ্ধ" বা "সাগরের বুড়ামানুষ" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর কত নাম করিব? প্রত্যেক নদীর একটী করিয়া অধিদেবতা বিদ্যমান, ইঁহাদিগের মধ্যে আখেলোয়স (Akheloos) সর্ব্বপ্রধান। গ্রীসে নদীনির্ঝরিণীর পূজা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল।

৪। নৈসর্গিক উপদেবতা।

হীলিয়স (সূর্য্য); পুরাণে হীলিয়স ও আপলো প্রায় অভিন্ন। রোড্স্ দ্বীপ হীলিয়স-পূজার প্রধান স্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রীসের অধিবাসীরা সূর্য্যের আরাধনা করিত; ঐতিহাসিক কালেও তাহারা সূর্য্যকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে অবহেলা করিত না। সেলীনী (Selene), চন্দ্র; ইঁহার স্বরূপও তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। ঈওস (Eos) বা ঊষা; ঊষার মূর্ত্তি খুব উজ্জ্বল; টিথোনসের (Tithonos) সহিত তাঁহার মিলনের কাহিনী শিক্ষিতসমাজে সুবিদিত। তারা, মরুৎ প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থও দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে। আইঅলস (Aiolos) মরুদ্গণের পিতা।

৫। রূপক উপদেবতা।

গ্রীসে ধর্ম্মদেবী (Themis), দণ্ডদেবী (Nemesis), চণ্ডিকাগণ (Erinyes) প্রভৃতির পূজাও প্রচলিত ছিল। তা' ছাড়া, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা, নিয়তি, দৈব ইত্যাদিও দেবতা বা অপদেবতা (Ker) রূপে কল্পিত হইয়াছে।

৬। বৈদেশিক দেবদেবী।

কতিপয় বৈদেশিক দেবদেবীর নাম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। ফ্রিজিয়া দেশের অদিতি বা দেবমাতা রেয়া ক্যবেলী (Rhea Cybele),

মিসরের দেব অসিরিস (Osiris) ও তাঁহার পত্নী দেবী ইসিস (Isis), দেব সেরাপিস (Serapis) ও অন্যান্য দেবতাগণ; এবং পারস্তের মিথ্র (মিত্র) প্রভৃতি প্রাচ্য দেবতা গ্রীক জাতির নিকটে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

৭। বীরপূজা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে উপরত আত্মার অর্চ্চনা গ্রীক ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ, এবং প্রেতপুরুষের তর্পণ হইতেই বীরপূজার উৎপত্তি হইয়াছে। বীরবৃন্দের মধ্যে হেলেনার যমজ ভ্রাতা দ্যৌকুমারদ্বয় (Dioskouroi) এবং হীরাক্লীস অগ্রগণ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মকর্ম্ম

ধর্ম্মকর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্যকর্ম্মের সংস্রবে পুরোহিত, মন্দির, পূজাপদ্ধতি ও পূজার কাল, এই চারিটী বিষয় বিবেচ্য। উৎসব ও দৈবাদেশপ্রাপ্তি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত।

১। পুরোহিত।

গ্রীসে নিত্য দেবপূজায় পুরোহিত নামক এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ছিল না। তথায় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে গৃহকর্ত্তা স্বয়ং পুরোহিতের কর্ম্ম করিতেন; রাষ্ট্রীয় পূজায় একজন প্রধান রাজপুরুষ জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে পৌরোহিত্যে বৃত হইতেন। গৃহস্থের ধর্ম্মকর্ম্মে গৃহের ও পৌর ধর্ম্মকর্ম্মে পুরীর অগ্নিকুণ্ড দেবার্চ্চনার স্থান ছিল। পৌরপূজায়

নরবাসীরাই উপস্থিত থাকিতে পারিত, বৈদেশিকেরা উহা দেখিবার অধিকারী ছিল না।

কিন্তু গৃহস্থের ও রাষ্ট্রের এমত কতকগুলি অনুষ্ঠান ছিল, যাহাতে সমধিক বিদ্যা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইত, যে-সে ব্যক্তি সে সকল অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিতে পারিত না; সুতরাং এই উপলক্ষে বিশেষ দক্ষ ও ব্যুৎপন্ন পুরোহিত না হইলে চলিত না। আবার কতকগুলি পূজাপদ্ধতির জ্ঞান কেবল বিশেষ বিশেষ পরিবারে আবদ্ধ থাকিত, অথবা শুধু কতিপয় গুণান্বিত ব্যক্তিরাই উহাতে পারদর্শিতা লাভ করিতেন। দৈবাদেশ-শ্রবণ, গুপ্তপূজা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আথেন্সে কেবল একটী পবিত্র পরিবারের নারী আথীনাদেবীর প্রধান পুরোহিতের কর্ম্ম করিতে পারিতেন; এরেখ্থেয়ুসের বড় পূজারীও এই পরিবারের লোক ছিলেন। কোন কোনও বংশ বা গোত্র বিশেষ বিশেষ দেবতার অর্চ্চনা করিত; রাষ্ট্রের অন্যান্য লোকে তাহাতে যোগ না দিলেও তাহা বৈধ পূজা বলিয়াই গণ্য হইত। ঈশার অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে গ্রীক জাতির মধ্যে নানা প্রকারের ধর্ম্মমণ্ডলী উদ্ভূত হইয়াছিল।

গ্রীসে প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত বলিয়া একটা জাতি ছিল না বটে, কিন্তু অনেকস্থলেই পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কালক্রমে কতকগুলি পরিবার যেমন কুলধর্ম্মরূপে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিল, তেমনই আবার বহু মন্দিরের পুরোহিতের পদ নির্ব্বাচন বা স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তীকালে ঐ পদ প্রকাশ্যে বিক্রীত হইত। কেন না, ইহাতে অর্থ ও মান, কোনটারই অভাব ছিল না। যে সকল মন্দিরে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইত, তথায় সেবাইতের লাভও প্রচুর ছিল; তিনি প্রত্যেক বলির একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইতেন; উৎসৃষ্ট পশুর চর্ম্ম তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। তা' ছাড়া, ফল, পিষ্টক, পণির প্রভৃতি সাত্ত্বিক নৈবেদ্য তিনিই ভোগ করিতেন। দেশের আইন তাঁহার আয়ের পরিমাণ সাব্যস্ত করিয়া দিত। বলি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া মন্দিরের যথেষ্ট অর্থাগম হইত; কোন কোন স্থলে এই অর্থ রাজকোষে যাইত। পৌরোহিত্য-বিক্রয় রাষ্ট্রের একটা লাভের ব্যাপার ছিল। কেহ

কোনও দেবতার নামে একটী মন্দির উৎসর্গ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ উহা দান করিলে তিনি উহার কতকগুলি অধিকার নিজের হাতে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু এরূপস্থলেও উহার উৎসর্গে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিত। আথেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে জনসাধারণের অনুমোদন বিনা কোন বৈদেশিক দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না।

গ্রীসে পুরোহিতগণের পক্ষে নিম্নলিখিত গুণগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; (১) তিনি রাষ্ট্রীয় স্বত্ববান্, (২) পূর্ণাবয়ব, এবং (৩) সচ্চরিত্র।

(১) পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসী না হইলে কেহই পুরোহিতের পদ লাভ করিত না। যেখানে কোন বিদেশী পূজা দর্শনেরই অধিকারী ছিল না, সেখানে সে পৌরোহিত্যে বৃত হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। আর বৈদেশিক বলিতে শুধু অ-গ্রীক বুঝিলে চলিবে না। এক রাষ্ট্রের আথীনার বা আপলোর পুরোহিত অন্য রাষ্ট্রে ঐ দেবতার মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। শুধু পৌরোহিত্যের কথাই বা বলি কেন? এমত কত মন্দির ছিল, যাহাতে ভিন্ন রাষ্ট্রের বা শাখার লোক প্রবেশ করিতেই পারিত না। যেমন, আথেন্সের "পুরী-রক্ষিকা" আথীনার মন্দির ডোরিয়ানদিগের পক্ষে চিরকাল অর্গলবদ্ধ ছিল।

(২) গ্রীক দেবদেবী পূর্ণাঙ্গ না হইলে বলি গ্রহণ করিতেন না। পৌরোহিত্যপ্রার্থীও তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলে পূজকের পদে বঞ্চিত থাকিতেন। জ্ঞান ও ভক্তিতে আদর্শস্থানীয় হইলেও তাঁহার দৈহিক ত্রুটি বা অঙ্গহীনতা মার্জ্জিত হইত না।

(৩) পুরোহিতের চরিত্র নির্ম্মল ও প্রতিপত্তি অপরিম্লান হইবে, ইহাই সকলে আশা করিত। যাহার সুনাম নাই, তাহার পক্ষে দেবসেবার গৌরবলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ধৃষ্টতামাত্র।

কোন কোনও দেবতার পূজায় রূপ দেখিয়া পুরোহিত নির্ব্বাচিত করা হইত। অনেক স্থলেই কুলমর্য্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পৌরোহিত্য-প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিত।

সংযম ও মিতাচার বাঞ্ছনীয় গুণ হইলেও পুরোহিতের পক্ষে চিরকৌমার্য্য অবশ্যপালনীয় বলিয়া গণ্য হইত না। তবে ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। অনেক নগরে শুধু কুমারীরাই আথীনা ও আর্টেমিসের মন্দিরে পূজাকারিণীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিত, কোথাও বা বালিকা ও বর্ষীয়সী রমণী পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। কোন কোনও পর্ব্বোপলক্ষে, বিশেষতঃ ড্যামাতা ও ডিওনীসসের উৎসবে, পূজারীদিগকে নৈমিত্তিক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইত।

গ্রীসে পৌরোহিত্যের কাল অবধারিত ছিল না। বার্ষিক নির্ব্বাচন, নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মনোনয়ন, নির্ব্বাচনান্তে আমরণ পৌরোহিত্যপদভোগ —তথায় এই ত্রিবিধ ব্যবস্থাই বর্ত্তমান ছিল।

প্রত্যেক মন্দিরে পুরোহিত বা পুরোহিতাকে এই কয়টী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত। (১) তিনি দেবতার নিত্যনৈমিত্তিক পূজা সম্পাদন করিতেন। (২) পূজার্থী ও শরণাগত জন যাহাতে মন্দিরে আসিয়া ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিতে পারে, তৎপক্ষে তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। বড় বড় মন্দিরে প্রতিদিনই গৃহস্থেরা বিবাহাদি শুভকর্ম্মোপলক্ষে কিংবা অশুভনিবারণের কামনায় নৈবেদ্য ও বলি লইয়া আসিত। (৩) পরিশেষে, মন্দিরসংক্রান্ত লিখিত, অলিখিত যাবতীয় বিধিব্যবস্থা যাহাতে অব্যাহত থাকে, পুরোহিত সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মন্দির ও বিগ্রহের সংস্কার ও সজ্জা, উৎসৃষ্ট সামগ্রীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা, পর্ব্ব ও যাত্রার তত্ত্বাবধারণ, এবং মন্দিরের সম্পত্তি, স্বত্ব ও সুখ্যাতি রক্ষা—এগুলি এই তৃতীয় কর্ত্তব্যেরই অন্তর্ভূত ছিল।

সৌন্দর্য্যপ্রিয় গ্রীক জাতি পুরোহিতগণকে শুধু সুরূপ ও শুদ্ধস্বভাব দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইত না; তাহারা চাহিত, যে তাঁহাদিগের বেশভূষাও যেন স্বীয় পবিত্র পদের উপযোগী হয়। পুরোহিতেরা দীর্ঘ কেশ রাখিতেন, বিপুলায়তন, ভূমিস্পর্শী, প্রসৃতাঞ্চল শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, মস্তকে ও বাহুতে ইষ্টদেবতাবাঞ্ছিত ফলপুষ্পপল্লবের মাল্য পরিয়া দিব্য আভরণে ভূষিত হইতেন। "রাজা আর্গোন" দেহের দৈর্ঘ্য ও গৌরব

বাড়াইবার জন্য বিশিষ্ট পাদুকা পরিতেন, অনেকে দণ্ড ধারণ করিতেন; পুরোহিতারা চূর্ণকুন্তল প্রসূনমালায় বিজড়িত করিয়া পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত করিয়া দিতেন; কখনও বা মহাপর্ব্বে সেবকসেবিকা আরাধ্য দেবতার বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেন।

প্রত্যেক প্রসিদ্ধ মন্দিরের তিন শ্রেণীর পরিচারক থাকিত। প্রথম, পুরোহিত বা পুরোহিতা। দ্বিতীয়, ইঁহাদিগের সহায়স্বরূপ বিষয়কর্ম্মলিপ্ত পুরুষরমণী; ইহারা পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ বিশেষ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত। "আথীনার বিশ্বোৎসব" প্রভৃতি পর্ব্বে আমরা এই শ্রেণীর সেবকসেবিকা অনেক দেখিতে পাইব। ইহাতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, সকল বয়সের লোকই আহৃত হইত। সদ্বংশে জন্ম, চরিত্রের সংযম ও অনিন্দ্য রূপ এক্ষেত্রেও একান্ত সমাদর লাভ করিত। তৃতীয় শ্রেণীর পরিচারকেরা মন্দিরসংস্পৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিত। ইহাদিগের সংখ্যা করা দুরূহ। যাত্রীদিগের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, দেবগৃহ ও দেবায়তন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, পশু বলি দেওয়া, মদ্য উৎসর্গ করা, কাষ্ঠবহন, শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা প্রদান, ইত্যাদি কত প্রকার কার্য্যে এই ভৃত্যেরা নিয়োজিত থাকিত। তৎপরে দূত, গায়ক, বাদক প্রভৃতি আরও কত কত অনুচর মন্দিরের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

২। পূজার স্থান।

দেবতার অর্চ্চনা সকল স্থানেই হইতে পারে; তাহা হইলেও প্রাচীনতম যুগ হইতে বিশেষ বিশেষ স্থান দেবপূজার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক, এই ত্রিবিধ কারণ এই সমাদরের মূলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষ যখন বিশ্বাসের যে স্তরে বাস করে, তখন সেই স্তরের উপযোগী পূজার স্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থায় লোকে ভাবে, উচ্চবৃক্ষ, নদী, নির্ঝরিণী, সমুদ্র প্রভৃতি দেবগণের অধিষ্ঠান, সুতরাং তখন তাহারা এই সকল স্থানে তাঁহাদিগের প্রসন্নতা সম্পাদনে প্রয়াস

পায়। উপাসক যখন বিশ্বাস করে, যে দেবতারা ঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন, তখন সে যে দেবায়তনের অনেকটা সন্নিহিত বলিয়া গিরি-শিখরকেই অর্চ্চনার জন্য নির্ব্বাচন করিবে, তাহা অতি স্বাভাবিক। গ্রীসে অনেকগুলি পূজার স্থান এই প্রকার প্রাকৃতিক কারণে মনোনীত হইয়াছিল।

তৎপরে প্রত্যেক পরিবার ও রাষ্ট্রের একটা নির্দ্দিষ্ট পূজার স্থান চাই। এই প্রয়োজনটী সামাজিক কারণ বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে গ্রীসে প্রত্যেক গৃহে দেবার্চ্চনার জন্য একটী অগ্নিকুণ্ড থাকিত ও আঙ্গিনায় জেয়ুসের বেদি স্থাপিত হইত ; তা'ছাড়া, রাষ্ট্রের একটী সাধারণ অগ্নিকুণ্ড না থাকিলেই চলিত না। আথেন্সে আগরা বা সভাভূমিতে এই কুণ্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং উহাতে "সভাভূমির দেবগণের" পূজার জন্য কতকগুলি মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নগরের নানাস্থানে, শৈলোপরি বা উচ্চভূমিতে আরও কত কত মন্দির পুরার শোভা বর্দ্ধন করিত। মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে সোক্রাটীসের একটী উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন (Xen. *Mem.* III. 8. 10)—"মন্দির ও বেদি এমন স্থানে নির্ম্মাণ করা উচিত, যে তথায় উহা দূর হইতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; এবং তাহা পথিকগণের পদধূলিতে নিয়ত মলিন হইয়া না যায়। লোকে মন্দির ও বেদি দেখিয়াই প্রার্থনা করিবে, এবং শুদ্ধ থাকিয়া উহার সন্নিহিত হইবে, ইহাই অতীব মধুর।"

পূজার স্থান নির্ব্বাচনে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। গৌরবোজ্জ্বল বিজয়মণ্ডিত বীরগণের সমাধি ও রণক্ষেত্র দেবপূজার অনুকূল স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। তবে শেষোক্ত স্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থাও প্রায়শঃই দৃষ্ট হইত, সে ব্যবস্থাটী এই। গ্রীকেরা কোনও যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাভূত করিলে, সমরস্থলে বিজয়ের নিদর্শন (trophy) স্থাপন করিত; কিন্তু যে দেবতার কৃপায় তাহারা শত্রু দলন করিতে সমর্থ হইত, অন্যত্র তাঁহারই মন্দিরে জয়চিহ্ন রাখিয়া দিত। এই নিয়মানুসারে, মারাথোন, সালামিস ও প্লাটাইয়ার আহবে পারসীক পরাভবের অক্ষয় স্মৃতিলিপি আথেন্স, অলীম্পীয়া ও ডেল্‌ফির দেবমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল।

দেবায়তন, বেদি ও মন্দির।

গ্রীসে পূজার্চ্চনার জন্য প্রাচীরবেষ্টিত একটী আয়তন পরিচ্ছিন্ন হইত। উহাতে একটীমাত্র দ্বার থাকিত। যাত্রীদিগকে আয়তনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে শুচি হইতে হইবে, এজন্য দ্বারদেশে ভৃঙ্গারে জল রাখা হইত। সিংহদ্বারে কখনও বা উৎসর্গকারীরা আপনাদিগের নাম ও মন্দিরসংক্রান্ত নিয়মাবলী খোদিত করিয়া রাখিত। দেবায়তনের এই কয়টী অঙ্গ— (১) নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করিবার বেদি; (২) আঙ্গিনা; এবং (৩) মন্দির। মন্দিরে প্রতিমা স্থাপিত হইত, এবং উপাসকেরা উহাই দেবতার আবাস বলিয়া বিশ্বাস করিত। এই তিনটীর মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী অপরিহার্য্য; মন্দির থাকিলে ভাল, না থাকিলেও হানি নাই। মন্দির উপাসকগণের মিলনস্থান ছিল না, তাহারা আঙ্গিনায় সমবেত হইত। আর সকল মন্দিরেই যে প্রতিমা থাকিত তাহাও নহে; ডেল্‌ফির ভুবনবিখ্যাত মন্দিরে নিত্যপূজার জন্য আপলোর কোনও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উহাতে দুই নিয়তিদেবীর পার্শ্বে, তৃতীয় দেবীর শূন্য স্থান পূরণের উদ্দেশ্যে, "নিয়তি-নায়ক" জেয়ুস্ ও "নিয়তি-নায়ক" আপলোর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু মন্দিরের শোভা-সম্পাদন বই তাহার অন্য কোনও প্রয়োজন ছিল না। (Pausanias, X. 24)। সচরাচর মন্দিরের সম্মুখে যে বেদি রচিত হইত, তাহাতেই পূজক নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করিত; কখন কখনও মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্রতর বেদি থাকিত, ভক্তেরা তাহার নাভিতে গন্ধদ্রব্য ও সাত্ত্বিক নৈবেদ্য রাখিত। ঐতিহাসিক যুগে গ্রীকেরা প্রস্তরের সুদৃশ্য বেদি নির্ম্মাণ করিত, কিন্তু অলীম্পীয়াতে মন্দির-চত্বরে পুঞ্জীভূত বলিভস্মে এক বিশাল দ্বিস্তর বেদি গড়িয়া উঠিয়াছিল; ভূপৃষ্ঠে উহার পরিধি চৌরাশী হাত ও উচ্চতা ষোল হাত ছিল। (Pausanias, V. 13)। কাষ্ঠের ও পশুশৃঙ্গের বেদিও অপ্রচলিত ছিল না। বেদির চারি কোণে চারিটী শৃঙ্গ থাকিত; যাত্রীরা উহা ধরিয়া শপথ করিত; মাল্যাদি দ্বারা বেদি সজ্জিত

করিবার উদ্দেশ্যেও উহা কাজে লাগিত। জনতা দূরে রাখিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টক (রেলিং) থাকিত। ক্রমে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আরও কত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত। এক একটী মন্দির বিবিধ সম্পত্তির অধিকারী ছিল। উৎসৃষ্ট দ্রব্য, নগদ টাকাকড়ি, গচ্ছিত অর্থ, দাসদাসী, বসতবাটী এবং ভূসম্পত্তি, এই সমুদায় মন্দিরের বিত্ত। রাষ্ট্রনিয়োজিত কর্ম্মচারীরা এই সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব পরীক্ষা করিতেন। কর্ম্মচারীদিগের বেতন, মন্দিরাদির সংস্কার ও রক্ষা, এবং নিত্যপূজা ও নৈমিত্তিক উৎসবের ব্যয় এই সম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহ হইত। কতকগুলি মন্দিরের এই একটী বিশেষ অধিকার ছিল, যে উহা শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিত। আর্ত্তজন শুধু মন্দিরে নয়, মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে প্রবেশ করিলেই নিরাপদ হইত। দাসেরা প্রভুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক সময়ে এই উপায়েই যমযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইত। টেগীয়া-নগরস্থ আথীনাদেবীর মন্দির রাষ্ট্রীয় অপরাধীর পক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

উপাসক সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া আয়তনে প্রবেশ করিলে পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের এই কয়েকটী অংশ ক্রমশঃ দেখিতে পাইত ; (১) অগ্রপ্রকোষ্ঠ (pronaos) ; (২) অন্তঃপ্রকোষ্ঠ (naos) ; (৩) পৃষ্ঠকক্ষ (opisthodomos)। অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বিগ্রহ স্থাপিত হইত ; অতএব ইহারই গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, যদিচ অনেক স্থলেই এই বিগ্রহ প্রস্তরখণ্ড বা উল্কাপিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পঞ্চম ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে ফাইডিয়াস, প্রাক্সিটেলীস (Praxiteles) প্রভৃতি ভাস্করের অপরূপ দেব-প্রতিমা এ গুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া গূঢ়কক্ষে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে, কিন্তু তখনও উপাসকেরা এই প্রাচীনতর বিগ্রহকেই সমধিক ভক্তি করিত। প্রতিমার সম্মুখে যে বেদি থাকিত, তাহাতে প্রতিদিন ফুল, ফল প্রভৃতি শোণিত-সংস্রবশূন্য নৈবেদ্য স্থাপিত হইত। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভখচিত বারান্দা থাকিত ; এজন্য উহা দেখিতে পরম সুন্দর হইত ; উহার অভ্যন্তরও স্তম্ভ-সমাবেশে বিচিত্ররূপ ধারণ করিত।

অনেক সময়ে মন্দিরের "গূঢ়কক্ষ" (adyton) বলিয়া একটী প্রকোষ্ঠ থাকিত, তাহাতে পুরোহিত ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন কোন মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠই গূঢ়কক্ষে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং যাত্রীরা বিগ্রহের সন্নিকটে যাইতে পারিত না; কোথাও বা সমগ্র মন্দিরটীই একটী গূঢ়কক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য উহার দ্বার সারাবৎসর রুদ্ধ থাকিত; নির্দ্দিষ্ট দিনে কেবল পুরোহিতেরা উহার অভ্যন্তরে গমন করিতেন। গূঢ়কক্ষে ইতরজনের দর্শনাযোগ্য গুহ্য সামগ্রীসমূহ রক্ষিত হইত। পসেনিয়াস ডেল্‌ফির গূঢ়কক্ষে আপলোর একটী স্বর্ণপ্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

মন্দিরের মুখ পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে থাকিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম ছিল।

মন্দিরনির্ম্মাণে ও তাহার শোভাসম্পাদনে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি গ্রীকদিগের সমতুল্য প্রতিভা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

৩। পূজা-পদ্ধতি।

ক। বলি।

বলি পূজার প্রধান অঙ্গ; প্রার্থনা, স্তব, অভিশাপ, সঙ্কল্প ও শোধন —বলি ভিন্ন এগুলির কোনটী হইতে পারে না। বলি চারি প্রকার; ইষ্ট-দেবতার তৃপ্তিসাধনদ্বারা কাম্যবস্তুলাভ, কাম্যবস্তুপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ, ক্রুদ্ধ দেবতার প্রসন্নতাসম্পাদন এবং প্রায়শ্চিত্ত—বলির মূলে এই চারিটী অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

উপাসক যখন বিশ্বাস করে, যে তাহার যেমন অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন, উপাস্যদেবতারও তেমনি ঐ সকল বস্তু না হইলে চলে না, তখন সে তাঁহার অভাব বিমোচন করিয়া তদীয় তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করে, এবং তিনি যাহা ভালবাসেন, তাঁহাকে তাহা নিবেদন করিয়া স্বীয় কাম্যবিষয়

লাভ করিতে চাহে; ইহাই প্রথম প্রকারের বলি। দেবতা প্রার্থনা পূরণ করিলে উপাসক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য প্রদান করে; এই বলি দ্বিতীয় শ্রেণীর। উপাস্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর হইয়া উপাসক বলি প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াসী হয়; ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর বলি। পরিশেষে, কেহ পাপাচরণ করিয়া অপরাধী হইলে উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেবতাকে যে বলি উৎসর্গ করে, তাহা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই চারিপ্রকার বলিরই অন্তর্নিহিত ভাব এই—উপাসক যেন আরাধ্য দেবতাকে বলিতেছে, "do ut des," "দেহি মে, দদামি তে," "তুমি আমাকে (ইষ্টবস্তু) দিবে, এই আশায় আমি তোমাকে (নৈবেদ্য) দিতেছি।" পাঠকগণ প্লেটোর এয়ুথ্যুফ্রোণে দেখিতে পাইবেন, যে সোক্রাটীসের সময়ে জনসমাজের ধর্ম্ম এই রকম একটা আদানপ্রদানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্লেটোরই একটী উক্তিতে আমরা বলি সম্বন্ধে মহত্তমভাব দেখিতে পাই। তিনি "সংহিতায়" লিখিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চাহে, তাঁহাকে যথাসম্ভব তাঁহার প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে; সমস্বভাব না হইলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। এজন্য সংযত পুরুষ ঈশ্বরের প্রিয়, কেন না, তিনি ঈশ্বরের অনুরূপ; অসংযত পুরুষ তাঁহার অনুরূপ নহে; সে ভিন্নপ্রকৃতি ও অন্যায়াচারী। অতএব, সাধুলোক যখন দেবগণকে নৈবেদ্য উপহার দেন, এবং প্রার্থনা, বলি ও সর্ব্বপ্রকার সেবার সাহায্যে তাঁহাদিগের সহিত যোগ স্থাপন করেন, তখন তাহাই মহত্তম ও কল্যাণতম; তাহাই সঙ্গত ও বিধেয়, তাহাতেই জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইয়া থাকে। অসৎ লোকের পক্ষে সকলই বিপরীত, কারণ, তাহার আত্মা অপবিত্র, পক্ষান্তরে সাধু পুরুষের আত্মা পবিত্র। যে জন পাপে কলঙ্কিত, তাহার উপহার সাধুপুরুষ বা ঈশ্বর, কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং পাপাসক্ত লোকে যে বহু সেবা করিয়া দেবগণকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পায়, তাহা একেবারেই বৃথা; সেই সেবাই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি করিলে তাঁহারা সদা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।" (*Laws*, III. 716)।

বলিদানের প্রণালী।

বলি উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে একটা প্রারম্ভিক প্রস্তুতি আছে। প্রথমেই পুরোহিতেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, "আপনারা সকলে স্বস্তি বলুন" (euphemeite)। তৎপরে তাঁহারা স্বয়ং মস্তকে পুষ্পমাল্য ধারণ করিবেন, এবং বেদি ও বলিকেও ফুলের মালা দ্বারা সাজাইবেন। উৎসৃজ্যমাণ পশুর শৃঙ্গ কখন কখনও সোনা দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইত। তৎপরে পশুটী বেদির নিকটে লইয়া যাইতে হইবে। সে যদি স্বচ্ছন্দে যাইতে না চাহে, তবে তাহা কুলক্ষণ, যদি সে মস্তক অবনত বা কম্পিত করে, তবে তাহা সুলক্ষণ। তারপর পুরোহিত বেদি হইতে একটী দীপ আনিয়া একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে উহা নিমজ্জিত করিয়া ঐ জল শুদ্ধ করিবেন, এবং এই পবিত্র বারি বিন্দু বিন্দু নিঃক্ষেপ করিয়া বেদি ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে শোধন করিয়া লইবেন। অতঃপর সকলে কিয়ৎকাল নীরব থাকিবে, এবং এই পরিপুর্ণ নিঃস্তব্ধতার মধ্যে দেবতার চরণে প্রার্থনা উত্থিত হইবে। প্রার্থনান্তে, একখানি ডালায় করিয়া যবের দানা আনয়ন করিয়া দানাগুলি বলির উপরে ও চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এতক্ষণে বলি উৎসর্গ করিবার কাল উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে পশুর কয়েকগাছি কেশ ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবে; তারপরে একখানি কুঠারী বা একটা গদাদ্বারা আঘাত করিয়া পশুটীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে হইবে; এবং এই অবস্থায় একজন উহার শিরশ্ছেদন করিবে। বলির শোণিত একটা পাত্রে ধরিয়া বেদির উপরে ঢালিয়া দিবে; প্রায়শ্চিত্তমূলক বলি হইলে ঐ শোণিত উপাসকগণের গাত্রে ছিটাইবে। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর উলুধ্বনি চলিতে থাকিবে। পরবর্ত্তীকালে উলুধ্বনির পরিবর্ত্তে বংশীরব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরিশেষে পূজারীরা চাম্‌ড়া ছাড়াইয়া বলিটী টুক্‌রা টুকুরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, এবং ভবিষ্যদ্গণনার জন্য উহার অন্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবে। দেবতার ভাগ বেদির উপরে দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট মাংস শিকের উপরে আগুনে সেকিয়া উপস্থিত সকলে আহার করিলেই

অনুষ্ঠানটী যথাযোগ্য সম্পাদিত হইল। সচরাচর জানুর অস্থি, মেদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সন্ধিস্থল ও লাঙ্গুল দেবতার ভাগ বলিয়া গণ্য হইত।

বৈদিক পশুযাগে আহুতির দ্রব্য পশুর বপা ও পশুর মাংস। পশুর সকল অঙ্গ আহুতিযোগ্য ছিল না। হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, পার্শ্ব, যকৃৎ প্রভৃতি এগারটী অঙ্গ আহুতিযোগ্য। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩য় কাণ্ড, ৮ম অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ)। পশুর লোম, চর্ম্ম, রক্ত, অন্ত্রগত তৃণাদি, খুর ও শৃঙ্গদ্বয় আহুতি দেওয়া হইত না। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড)।

গ্রীকেরা প্রায়শঃ দেবপূজায় পুংপশু ও দেবীপূজায় স্ত্রীপশু উৎসর্গ করিত। দেবতার মর্য্যাদা ও স্বরূপ অনুসারে বলির বয়সেরও তারতম্য দৃষ্ট হইত। যথা, পূর্ণবয়স্ক বৃষ জেয়ুসের এবং তরুণী গাভী আর্টেমিসের প্রশস্ত বলি ছিল। বলির বর্ণসম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে দ্যুস্থান দেবতাদিগকে শ্বেত এবং পাতালবাসী দেবকুল ও বীরগণকে কৃষ্ণবর্ণের পশু বলি দিতে হইবে।

খ। প্রার্থনা।

বলির সহিত যে প্রার্থনা উচ্চারিত হইত, তাহা মন্ত্রের আকারে গ্রথিত থাকিত, পুরোহিত তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। তবে আবশ্যক মত বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা করিবার বিধিও প্রচলিত ছিল। উপাসক দণ্ডায়মান হইয়া হাত দুখানি ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া ও উন্মুক্ত করপুট স্বর্গের অভিমুখে রাখিয়া প্রার্থনা করিত। পাতালবাসী দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করিবার সময়ে তাহার হস্তদ্বয় নীচের দিকে প্রসারিত থাকিত, এবং সে দেবতাকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকায় পদাঘাত, অথবা নতজানু হইয়া বাহুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিত। সচরাচর প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইত; সমুচিত কারণ বিদ্যমান থাকিলে তাহা সঙ্গোপন থাকিত। প্রার্থনাগুলি যে সকাম ছিল, তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না। আমরা একটীমাত্র উদাহরণ দিলাম। "অভ্রদন্তার স্তোত্রে" আখিলীস প্রার্থনা করিতেছেন—"তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর দাও, আমি যেন ট্রয়ের অধিবাসীদিগের

মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইতে পারি; আমাকে ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ সন্তান প্রদান কর; আমি নিজে যেন সুখময় দীর্ঘজীবন লাভ করি ও দীর্ঘকাল সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাই; এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে সৌভাগ্যে দিনপাত করিয়া জরার দ্বারে উপনীত হই।" (*Homeric Hymns*, V. 102-6.)।

গ্রীক ভাষায় সংকল্প, শপথ, অভিশাপ ও প্রার্থনা, সকল অর্থেই এক "এয়ুখী" (eukhe) শব্দ ব্যবহৃত হইত।

গ। অভিশাপ।

অভিশাপও একপ্রকার প্রার্থনা; সাধারণতঃ তাহা পাতালবাসী দেবগণের চরণে নিবেদিত হইত। উপাসক অভিশাপগুলি প্রায়শঃ এক-খণ্ড ফলকে লিখিয়া প্রতিমার গায়ে জুড়িয়া দিত, অথবা মন্দিরের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে রাখিত। প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা ও অহিতনিবারণ অভিশাপের উদ্দেশ্য; এগুলি প্রায়ই সমাধির উপরে লিখিত হইত। আথেন্সে জেয়ুসের এক দল পুরোহিত, যাহারা বিদেশীকে পথ বলিয়া দেয় নাই, অগ্নি জ্বালিতে সাহায্য করে নাই, নির্ম্মল বারি কলুষিত করিয়াছে, ক্ষেত্র কর্ষণের বলীবর্দ্দ বধ করিয়াছে, কিংবা শব অসমাহিত দেখিয়াও অবহেলাভরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে অভিশাপ-মন্ত্র জপ করিত। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এখানে একটী ধর্ম্ম-পরিষদের অভিশাপ উদ্ধৃত করিতেছি। "যে ব্যক্তি, যে পুরী বা যে জাতি আমাদিগের এই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, সে বা তাহা আপলো, আর্টেমিস, লীটো ও ভবিষ্যজ্ঞা আথীনার নামে অভিশপ্ত হউক। তাহাদিগের ভূমিতে যেন ফলশস্য উৎপন্ন না হয়; তাহাদিগের পত্নীগণ যেন জনকজননীর ন্যায় সন্তান প্রসব না করে; প্রত্যুত তাহাদিগের গর্ভে যেন রাক্ষস জন্মে; তাহাদিগের গবাদি গৃহপালিত পশুও যেন বন্ধ্যা হয়। তাহারা যুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থায় ও বাণিজ্যে যেন হতবল হইতে থাকে, এবং গৃহপরিবারসহ তাহারা যেন সবংশে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তাহারা

যেন কদাপি আপলো, আর্টেমিস, লাটো বা ভবিষ্যদ্বক্তা আথীনার সমীপে অভীষ্ট নৈবেদ্য লইয়া আসিতে না পারে; অপিচ দেবতারা যেন তাহাদিগের উপহার প্রত্যাখ্যান করেন।”

ঘ। সংকল্প বা শপথ।

সংকল্প বা শপথ ভগ্ন করিলে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে, এই বিশ্বাসই উহার প্রাণ; এই জন্যই বলির সহিত সংকল্প গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সংকল্পকারী বলি, বেদি বা প্রতিমা স্পর্শ করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিত। সন্ধিস্থাপন করিবার সময়ে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এই রীতিতে শপথ করিতে হইত। স্পার্টায় রাজা ও “পর্য্যবেক্ষক” (ephors) প্রতি মাসে রাষ্ট্রবিধি পালন করিবার অঙ্গীকার করিয়া শপথ গ্রহণ করিতেন। গ্রীসের সর্ব্বত্র এই নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যে রাজপুরুষেরা রাষ্ট্রপরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শপথ করিয়া বিধির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করিবেন। বিচারালয়ে বাদী, বিবাদী, সাক্ষী; মহোৎসবে ব্যায়ামের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ—শপথ গ্রহণ না করিয়া কাহারও নিস্তার ছিল না। এমন কি, হোমার বলেন, যে দেবতারাও পাতালের “ঘৃণার্হ” নদীর (Styx) নামে শপথ করিতেন। “শপথদেব” জেয়ুস শপথের অধিদেবতা ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রেই দেবদেবীগণের এমন একটা নির্দ্দিষ্ট তালিকা থাকিত, যাঁহাদিগের নামে শপথ করিলে তাহা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কতকগুলি মন্দিরের এই খ্যাতি ছিল, যে সেখানে শপথ করিলে তাহা ভঙ্গ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

৪। পূজার কাল।

গ্রীসে গৃহস্থের ঘরে দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনও কর্ম্ম ছিল না, যাহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ; ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্যাহরণ; ভোজন, পর্য্যটন, সমুদ্রযাত্রা—সংসারের ছোটবড় সকল ব্যাপারেই দেবারাধনা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যের স্থান অধিকার

করিয়াছিল। গৃহে দিবানিশি যে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিত, তাহাতে অগ্রে আহুতি না দিয়া গৃহস্থ এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিত না; তাহার সমীপে প্রার্থনা না করিয়া এক পদ ঘরের বাহিরে যাইত না, কিংবা গৃহে প্রত্যাগমনান্তর স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হইত না।

শুধু গার্হস্থ্য ক্রিয়ার কথাই বা বলি কেন? গ্রীক জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে পরস্পর বিজড়িত ছিল। এমত রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ছিল না, যাহাতে দেবতারা উপস্থিত না থাকিতেন। আথেন্সে জনসভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পুরোহিতেরা তুইটী শূকর উৎসর্গ করিতেন; তৎপরে তাঁহারা পবিত্র বারি নিঃক্ষেপ করিয়া একটা চক্র রচনা করিলে ও বলির শোণিতবিন্দুতে আসনগুলি শোধন করিয়া লইলে তবে সভ্যগণ উহার অভ্যন্তরে স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিত। বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠিয়া আগে প্রার্থনা করিতেন। দৈবলক্ষণ অশুভ হইলে, (যেমন গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়িলে), তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ হইত। মন্ত্রণাগৃহে বেদি ও চিরজ্বলন্ত পবিত্রাগ্নি স্থাপিত ছিল; পুণ্যক্রিয়া সমাপনান্তে উহার কার্য্য আরম্ভ হইত। প্রত্যেক সভ্য গৃহে প্রবেশ করিয়াই বেদির নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন। বিচারালয়, হাটবাজার, ব্যায়ামশালা—প্রত্যেকেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। সেনাদল দেবপ্রতিমা, পবিত্র অগ্নিকুণ্ড ও গণক সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিত। প্লাটাইয়ার যুদ্ধ গ্রীক জাতির বিশেষতঃ স্পার্টানদিগের অমিত শৌর্য্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন; কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দৈবলক্ষণ অশুভ ছিল বলিয়া স্পার্টানেরা পারসীক-দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিল; শত্রুনিঃক্ষিপ্ত তীরের মুখে কত জনের প্রাণ গেল, তাহারা আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না। পরিশেষে, বলির লক্ষণ অনুকূল দেখিয়া যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যে দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তাহারা তুর্নিবারবেগে ধাব-মান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। (Herod. IX.)।

আথেন্সে কেহ রাজপুরুষের পদে নিযুক্ত হইলে মন্ত্রণাসভা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, যে তিনি অঙ্গহীন কি না; তাঁহার গৃহে পারিবারিক বিগ্রহ আছে কি না; তাঁহার পিতৃকুল চিরকাল নিষ্ঠাপূর্ব্বক ঐ বিগ্রহের

পূজা করিয়াছেন কি না; তিনি স্বয়ং যথারীতি পিতৃতর্পণ করিয়া আসিতেছেন কি না। (Arist. *Const. of Athens*, 55)। আর্থোনগণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শৈলোপরি যাইয়া পুর-স্বামী দেবগণের অর্চ্চনা করিতেন। রাজকর্ম্মচারীমাত্রকেই যথাবিধি শপথ গ্রহণ করিতে হইত; বলি উৎসর্গ না করিয়া কোনও গুরুতর রাষ্ট্রকার্য্য সম্পাদিত হইত না। যদি কেহ রাষ্ট্রের উৎসবে যোগ না দিত, তবে সে রাষ্ট্রীয় স্বত্বে বঞ্চিত হইত।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে গ্রীসে নিত্য দেবপূজার কোনও অবধারিত কাল ছিল না, অথবা এজন্য সকল কালই প্রশস্ত ছিল।

প্লেটো "সংহিতা" পুস্তকে পূজার এই ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"গৃহস্থ সর্ব্বপ্রথমে দ্যুলোকবাসী ও রাষ্ট্রাধিপতি দেবগণ; দ্বিতীয়তঃ পাতালবাসী দেবতাসমূহ; তৃতীয়তঃ উপদেবতাবৃন্দ (demons); চতুর্থতঃ বীরগণ; তৎপরে উপরত পিতৃগণ; এবং পরিশেষে ইহলোকস্থ পিতা-মাতার অর্চ্চনা করিবেন।" (Book IV.)।

নবম পরিচ্ছেদ

অন্ধসংস্কার—শাকুনবিদ্যা

গ্রীকদিগের ধর্ম্মানুগত্য কখন কখনও জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। তাহারা কোনও নগর অবরোধ করিলে আগে উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে স্বদলে আনিতে প্রয়াস পাইত। তাহারা মন্ত্রবলে বিশ্বাস করিত; সুতরাং শত্রুপুরীর দেবতা কোন্ মন্ত্রে বশীভূত, তাহা জানিতে পারিলে তাহার সাহায্যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাহারা প্রার্থনা করিত, যে তিনি যেন তাহাদিগকে অবরুদ্ধ নগর অধিকার করিতে দেন। আবার, পুরপ্রহরী পাছে বিপক্ষের প্ররোচনায় পুরী ছাড়িয়া

চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় তাহারা কোন কোনও বিগ্রহকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। (Paus. III. 15)। অনেক সময়ে গ্রীকেরা প্রতিপক্ষের দেবপ্রতিমা চুরি করাই প্রকৃষ্টতর পন্থা বিবেচনা করিত। পাঠকগণ হীরডটসবিরচিত ইতিহাসের পঞ্চমভাগে প্রতিমা-পহরণের চুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। সীরাক্যুসনগরী জয় করিতে যাইয়া আথীনীয় সেনাপতি নিকিয়াস চন্দ্রগ্রহণের কুফল আশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বদেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, থৌকিডিডীসের ইতিহাসে সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আজিও নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়। আথেন্সে অশুভ দিনের সংখ্যা বড় কম ছিল না।

বাল্যকালে রামায়ণে পড়িয়াছিলাম,

বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥

এখন দেখিতেছি, গ্রীকেরাও এগুলি কম মানিত না। আরিষ্টটলের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী থেয়ফ্রাষ্টস (Theophrastos) কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "যদি একটা নকুল তাহার সম্মুখ দিয়া পথের এক দিক্ হইতে অপর দিকে চলিয়া যায়, তবে যতক্ষণ অপর কেহ ঐ পথ অতিক্রম না করে, ততক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কিংবা উহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে তিন টুকরা পাথর ছুঁড়িয়া তবে আবার যাত্রা আরম্ভ করিবে। সে যদি গৃহে একটা লাল সাপ দেখিতে পায়, তবে সাবাজিয়সের শরণ লইবে; পবিত্র সর্প হইলে সে সেই স্থানে একটা মন্দির বা বেদি নির্ম্মাণ করিবে। ইঁছুরে তাহার ময়দার থলিয়া কাটিয়া ফেলিলে সে ব্যবস্থাদাতাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এখন কি করা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন দেখিলে সে স্বপ্নব্যাখ্যাতা কি শাকুনবিদের নিকটে পরামর্শের জন্ত দৌড়াইয়া যাইবে।" দার্শনিক থেয়ফ্রাষ্টস সংস্কারান্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, বলিতে গেলে তাহা গ্রীসে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। সহসা একটা জানোয়ারের সহিত সাক্ষাৎ, অকস্মাৎ অমঙ্গলসূচক বাণী শ্রবণ, দ্বারদেশে হুঁছট থাইয়া পড়িয়া যাওয়া—ইহাতে

সংকল্পিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইত না, এমন গ্রীক ছিল না বলিলেই হয়। বস্তুতঃ গ্রীক জাতিও ভারতবাসীরই মত "হাঁচি টিকটিকীতে" বিশ্বাস করিত। পীনেলপী পুরাতন ভৃত্য এয়ুমাইয়সের (Eumaeus) সহিত কথোপকথন কালে পতির প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিয়াছেন, এমন সময়ে পুত্র টীলেমাখস সহসা এমন জোরে হাঁচি দিলেন, যে তাহাতে রাজপ্রাসাদ নিনাদিত হইয়া উঠিল; ইহাতে আনন্দিত হইয়া পীনেলপী হাসিয়া বলিলেন, "যাও, শীঘ্র অতিথিকে এখানে লইয়া আইস; দেখিতেছ না, যে আমার পুত্র হাঁচি দ্বারা আমার বাক্যকে কেমন মঙ্গলমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে? পরিণয়ার্থীরা সকলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইবে।" (*Od.* XVII. 538-46)। ইহা কাব্যের কথা। কিন্তু জেনফোন লিখিয়াছেন, যে পারসীক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে "দশসহস্র" নামখ্যাত গ্রীক বাহিনীর ঘোর বিপদের দিনে তিনি যখন তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতে করিতে আশারবাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন এক জন হাঁচি দিল। এই ধ্বনি শুনিয়া সৈনিকগণ সকলে একসঙ্গে ইহাকে "ত্রাতা জেয়ুসের" আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া দক্ষিণকর চুম্বন করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করিল। (*Anabasis*, III. 2.9)। আরিষ্টফানীস এই জন্যই "বিহঙ্গম" নাটকে বিদ্রূপ করিয়া পক্ষীদিগের মুখে বলিতেছেন—"তোমরা মানুষের বিবাহই বল, কি জিনিসপত্র ক্রয়ই বল, কি জীবনের আর যে কাজই বল না কেন, একটা কিছু করিতে গেলেই আগে শকুনের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক। ভবিতব্য জানিবার উপায়কে তোমরা নামই দিয়াছ শাকুন। তোমাদের কাছে একটা শব্দ শাকুন, তোমরা একটা হাঁচিকে বল শাকুন, হঠাৎ কাহারও সাক্ষাৎকার শাকুন, ভৃত্য শাকুন, রব শাকুন, গাধা শাকুন।" (*The Birds*, 717-21)।

আমরা পূর্ব্বে দৈবাদেশ শ্রবণ ও ভবিষ্যদ্গণনার প্রথা উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীসে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শাকুনবিদ্যার সমধিক প্রচলন ছিল। অনাগত-গণনায় গরুড় ও দাঁড়কাক বিহঙ্গকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর পাইত। গণকের দক্ষিণ দিকে অভীষ্ট পক্ষী দর্শন দিলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। শাকুনবিদ্যা ছাড়া বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি, স্বপ্ন,

বলির অস্ত্র প্রভৃতি আরও কত উপায়ের সাহায্যে গ্রীকেরা ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিতে চেষ্টা করিত। হোমার ইলিয়াডের এক ছত্রে যে গভীর তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। পল্যুডামাস ট্রয়ের রাজকুমার মহাবীর হেক্টোরকে অলক্ষণ শাকুনের ভয় দেখাইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলে তিনি এই কাপুরুষকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "শকুন দক্ষিণ পার্শ্বে আলোকদীপ্ত সূর্য্যোদয়ের দিকে, কি বাম পার্শ্বে তিমিরমগ্ন পশ্চিমমুখে উড়িয়া গেল, আমি তাহা এক তিলও গ্রাহ্য করি না; আমরা দেব ও মানবের প্রভু মহাবল জেয়ুসের অভিপ্রায় মানিয়া চলিব। জন্ম ভূমির জন্য সংগ্রাম করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ শাকুন।" (*Il.* XII. 238-44)।

দশম পরিচ্ছেদ

মানস ও উৎসর্গ

গ্রীক জাতির অন্ধসংস্কার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিলাম; এখন তাহাদের বিশ্বাস ও ভক্তির আর একটা দিক্ উদ্ঘাটন করিতেছি। আমরা এই অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে চারি প্রকারের বলি ব্যাখ্যা করিয়াছি। উহাই আবার মানস ও উৎসর্গরূপে একটু বিশদতর প্রণালীতে আলোচনা করিতে হইবে; কেন না, ধর্ম্মবুদ্ধির এই বহিঃপ্রকাশে গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে খুবই ঐক্য আছে।

গ্রীকেরা রোগে পীড়িত বা বিপদে কাতর হইয়া আপদশান্তির জন্য দেবতার চরণে মানস করিত, এবং আধিব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সংকল্পানুরূপ সামগ্রী উপহার দিত। এতদ্ব্যতীত, যুদ্ধ বা মৃগয়ায় কৃতকার্য্য হইয়া, দৈবাৎ ধনলাভ করিয়া, রাজকর্ম্মে নিয়োগ পাইয়া, বিবাহাদি মাঙ্গল্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া, সুখসম্পদে কৃতজ্ঞতাভরে অবনত থাকিয়া তাহারা যে ইষ্টদেবতাকে বাঞ্ছিত বস্তু উৎসর্গ করিবে, তাহা অতি

স্বাভাবিক। মানবসমাজে ব্যবহার্য্য এমন পদার্থ নাই, যাহা উৎসৃষ্ট না হইত। নৈবেদ্যগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম, প্রয়োজনীয়, ব্যবহার্য্য ও মূল্যবান্ পদার্থ; দ্বিতীয় রূপক বা ভাবপ্রকাশক পদার্থ।

(১) উপাসক অনুগ্রহ পাইয়া বা অনুগ্রহ পাইবার আশায় উপাস্যকে প্রয়োজনীয় পদার্থ দিয়া তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে চাহে। এই শ্রেণীর নৈবেদ্য তিন পর্য্যায়ে আলোচিত হইতেছে।

(ক) আরাধ্য দেবতার মানুষেরই মত বিবিধ সামগ্রীর প্রয়োজন আছে; ভক্ত তাঁহাকে সেই সকল বস্তু নিবেদন করিয়া তৃপ্তি সম্ভোগ করে। আয়তন, বেদি, মন্দির, গৃহসজ্জা ও আসবাব এই পর্য্যায়-ভুক্ত।

(খ) গ্রীসে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উৎপন্ন ধনের এক-দশমাংশ ও অগ্রনৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শস্য, আঙ্গুর, তৈল, দাসদাসী, বন্দী; স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহাদি খনিজপদার্থ; ত্রিপদ, কটাহ, কুঠার, চক্র, ঢাল, পানপাত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য; আংটী, বালা, মণিমাণিক্য ইত্যাদি অলঙ্কার; এবং মুদ্রা—উপাসকেরা কত বিচিত্র প্রকারের সামগ্রীই উপাস্যকে উপহার দিত।

(গ) গ্রীকেরা দুর্লভ, অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিকগুণসম্পন্ন পদার্থ দেবগণকে উৎসর্গ করিত। ক্রনস জেয়ুসভ্রমে যে প্রস্তরখণ্ড উদরসাৎ করিয়াছিলেন, ডেল্‌ফির মন্দিরে তাহা রক্ষিত হইয়াছিল। হীফাইষ্টস-রচিত জেয়ুসের রাজদণ্ড, হেলেনার স্বর্ণ-পাদপীঠ, আখিলীসের বর্শা, ডাইডালসের পক্ষ, রাজা আরিমীষ্টসের সিংহাসন, দানবগণের ও অতিকায় জীবের অস্থি, বজ্র, উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি আদিম যুগের এত স্মৃতিচিহ্ন গ্রীসের নানা মন্দিরে দেবতার অর্ঘ্যরূপে স্থান পাইয়াছিল, যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

(২) এক্ষণে রূপক বা ভাবব্যঞ্জক নৈবেদ্যের কথা। আমরা রূপক-পদার্থগুলি পাঁচ পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতেছি। এগুলি নিজের একটা মূল্য আছে বলিয়া উৎসর্গীকৃত হইত না; এই শ্রেণীর নৈবেদ্য উপাসককে দেবতার কৃপা সদা স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাহার অন্তরকে কৃতজ্ঞতা ও

আনুগত্যে পূর্ণ করিয়া রাখিত ; দর্শকেরাও ইহাতে তাহার ভক্তির পরিচয় পাইত।

(ক) ভাবব্যঞ্জক নৈবেদ্যের মধ্যে ইষ্ট দেবতার প্রতিমা সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। গ্রীসে এই জাতীয় উৎসৃষ্ট সামগ্রী যে কত ছিল, তাহা গণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

(খ) যে সকল প্রতিমা বা উদ্‌গতমূর্ত্তি (relief) দেবতার বিশেষ শক্তি কিংবা ক্রিয়া প্রকাশ করিত, তাহা আমরা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রাখিতেছি। ভিষগ্‌দেব আস্ক্‌লীপিয়স রোগী দেখিতেছেন, ধাত্রীদেবী নবজাত শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন—দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুইটী মূর্ত্তি উল্লিখিত হইল।

(গ) উপাসকের যে কর্ম্ম বা সাধন ইষ্টদেবতার কৃপায় সফল হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পর্য্যায়ের নৈবেদ্য উপহৃত হইত। যেমন, একজন মল্ল জয়লাভ করিয়া মূর্ত্তিমণ্ডলী উৎসর্গ করিল; উহাতে হীরাক্লীস ও আপলো ত্রিপদ ধরিয়া লড়াই করিতেছেন। মারাথোনের যুদ্ধের পরে আথীনীয়েরা যে প্রতিমাসমূহ উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাতে দেবকুল, বীর পূর্ব্বপুরুষগণ এবং বিজয়ী সেনাপতি, সকলের মূর্ত্তিই বর্ত্তমান ছিল। রথী রথধাবনে বিজয়ী হইয়া দেবতাকে সরথ মূর্ত্তি নিবেদন করিত। দরিদ্র পিতার সন্তান অশ্বারোহিদলে প্রবেশ করিয়াছে ; এই সৌভাগ্যের স্মারকলিপিস্বরূপ এক অশ্বারোহী যুবকের প্রতিমা আক্রপলিস শৈলোপরি স্থাপিত হইয়াছিল। নাবিক দাঁড় টানিতেছে, লেখক ফলক হাতে করিয়া বসিয়া আছে, জননী শিশুকে আদর করিতেছেন, গর্ভিণীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে—এই জাতীয় অসংখ্য উৎসৃষ্ট মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নৃত্য, প্রার্থনা, বলি, তর্পণ, ভোজ প্রভৃতি পূজা-প্রকাশক নৈবেদ্যও গ্রীক জগতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(ঘ) তৎপরে, গ্রীকেরা জয়লব্ধ ধন ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিত। অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধার্জ্জিত বস্তু এই প্রথার আদি দৃষ্টান্ত, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হেমময় ঢাল, রজত-নৌকা, ঘোটক ও বন্দীদিগের মূর্ত্তি প্রভৃতি ইহার পূর্ণতর অভিব্যক্তি। ব্যায়াম বা গীতবাদ্যের প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত

হইয়া বিজয়ী দেবতাকে যে ত্রিপদ, মুকুট প্রভৃতি উৎসর্গ করিত, তাহাও এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

গ্রীসের শিল্পী প্রথমোপার্জ্জিত অর্থের এক ভাগ অগ্রনৈবেদ্যস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিত। এই নৈবেদ্য ছিল অনেক সময়ে তাহার স্বহস্তরচিত একটী সামগ্রী। চতুর্থ শতাব্দীতে যে গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ, ও কবি তাঁহার কবিতা ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিতেন, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। কারিগর কারুকার্য্যের ছবি বা প্রতিকৃতিও নিবেদন করিত। সুবিখ্যাত ভিষক্ হিপক্রাটীস দেবতাকে অস্থিপঞ্জরের আদর্শ উপহার দিয়াছিলেন। কৃষক ভাগ্যক্রমে প্রচুর শস্যলাভ করিলে শস্যের প্রতিকৃতি উৎসর্গ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত। এই জন্যই ডেল্‌ফি ও আথেন্সে সুবর্ণের শস্যগুচ্ছ দৃষ্ট হইত।

(ঙ) পরিশেষে আমরা পঞ্চম পর্য্যায়ের উপহার উল্লেখ করিতেছি; তাহা ব্যবহৃত ও সিদ্ধপ্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদি। যোদ্ধা যে বর্ম্মাস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে; শিকারী যে অস্ত্র দ্বারা শিকারে সফলকাম হইয়াছে; উৎসবে প্রতিদ্বন্দ্বী যে রথ, চক্র বা প্রস্তর-খণ্ড সাহায্যে জয়মাল্য পাইয়াছে; আর্ত্তজন বিপৎকালে যে বস্ত্র বা অলঙ্কার পরিয়া পরিত্রাণের জন্য দেবতার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে—গ্রীসে এই প্রকার বহু বিচিত্র নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইত। যুবক যুবতীর কেশোৎসর্গও এই পর্য্যায়ে স্থান পাইতে পারে।

এখন আমরা আর এক শ্রেণীর উৎসর্গের নাম করিয়া রূপক নৈবেদ্যের বিবরণ পরিসমাপ্ত করিতেছি। গ্রীসে সৌভাগ্য বা লক্ষ্মী, মৈত্রী, প্রতিহিংসা, পুষ্টি, বৃদ্ধি, সুস্থতা প্রভৃতি অনেক দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এগুলির রূপক অর্থ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

গ্রীক জাতির অধঃপতনের কালে উৎসর্গ-ব্যাপারে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল। তখন অনেক মূঢ় ব্যক্তি জয়গর্ব্বে অন্ধ হইয়া আপনার মূর্ত্তি উৎসর্গ করিত; কিন্তু সে কথা আমাদের বক্তব্যের বিষয়ীভূত নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিষক্-দেব আস্ক্লীপিয়স

মানস ও উৎসর্গের প্রসঙ্গেই রোগমুক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে চাই, কেন না বিষয়টী খুব কৌতুকাবহ।

ভারতবর্ষে চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত, অর্থাৎ উহা ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত নহে; যেহেতু "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্" (চরকসংহিতা, শ্লোকস্থান। ১।১৪)—আরোগ্য বা স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের প্রধান কারণ। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ব্ববেদের অঙ্গ। (সূত্রস্থান।১।৫)। ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ-প্রবক্তা; তাঁহার নিকটে প্রজাপতি (দক্ষ) উহা শিক্ষা করেন; প্রজাপতির নিকট হইতে অশ্বিদ্বয়, এবং অশ্বিদ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণের অনুরোধে ভরদ্বাজ ইন্দ্রসমীপে যাইয়া আয়ুর্বেদকে ভূতলে লইয়া আইসেন; ভরদ্বাজ হইতে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে উহা মানবসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকেরা চরকসংহিতার প্রারম্ভেই আয়ুর্বেদ-প্রচারের এই ঐতিহ্য দেখিতে পাইবেন।

> দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
> ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥
> ব্রহ্মণা হি যথাপ্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ।
> জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ॥
> অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্।
> ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজ স্তস্মাচ্ছক্রমুপাগমৎ॥
>
> চরকসংহিতা। শ্লোকস্থান। ১ম অধ্যায়। ১-৩॥

সুশ্রুত-সংহিতাতেও আয়ুর্বেদোৎপত্তির ঠিক্ এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; কেবল ধন্বন্তরি ভরদ্বাজের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, এইটুকু পার্থক্য। (সূত্রস্থান।১।১৯)।

গ্রীকেরাও যে ভৈষজ্যতত্ত্বকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে নাই, তাহার প্রমাণ-রূপেই আমরা এই পরিচ্ছেদটীর অবতারণা করিয়াছি। তাহারা বিশ্বাস করিত, যে আপলো আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তক, এবং ভিষক্-দেব আস্ক্লীপিয়স্ তাঁহারই পুত্র। ঐতিহাসিক যুগেও গ্রীসে বিশ্বাসমূলক ও বিজ্ঞানসম্মত, এই দুই প্রকার চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলিত ছিল। বিশ্বাসমূলক চিকিৎসার জন্য ব্যাধিপীড়িত নরনারী প্রধানতঃ আস্ক্-লীপিয়সের মন্দিরে গমন করিত। পঞ্চম ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইঁহার প্রভাব গ্রীকজগতে এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, যে এই দেবতার মহিমার কথা না বলিলে গ্রীক সভ্যতার একটা বিশিষ্ট স্বরূপ তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।

আস্ক্লীপিয়স কিন্তু আদিতে দেবতা ছিলেন না; হোমার তাঁহাকে নর বলিয়াই জানিতেন। তিনি ইলিয়াডে তাঁহাকে "অনবদ্য বৈদ্য" (amumon ieter), এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (iv. 193), এবং লিখিয়াছেন, যে মাখাওন (Makhaon) ও পাডালাইরস (Padaleiros) নামক তাঁহার দুই পুত্র চিকিৎসকরূপে সৈন্যসামন্তসহ গ্রীকবাহিনীর সহিত ট্রয়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। (ii. 729-33)। থেসালীপ্রদেশ আস্ক্-লীপিয়সের জন্মভূমি; ক্রমে তাঁহার পূজা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৪২০ সনে আথেন্সে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এপিডাউরস (Epidauros) নগরে ইঁহার আর একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল; নূতন মন্দির স্থাপন কালে পুরোহিতেরা উহার একটী পবিত্র সর্প অশ্বতরচালিত শকটে পাঠাইয়া দিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে আস্ক্লীপিয়স নাগ-রূপ ধারণ করিয়া নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিতেন।

আথেন্সের মন্দিরটী আক্রপলিস শৈলের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী আরামে অবস্থিত ছিল; অবস্থানের গুণে উহা মনোরম ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া সমাদৃত হইত। যে সকল রোগী দেবতার কৃপা-ভিখারী হইয়া মন্দিরে আগমন করিত, তাহাদিগের রাত্রি যাপনের জন্য উহার সন্নিকটে কতক-গুলি গৃহ ও স্তম্ভখচিত বারাণ্ডা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবায়তনে একটী নির্ঝরিণী উৎসারিত হইত। পরবর্ত্তীকালে উহাতে বিস্তর বেদি, এবং

জ্যামাতা ও কুমারী, আথীনা, অন্‌রব্তা, হার্মীস ইত্যাদি দেবতার মূর্ত্তি উৎসৃষ্ট হইয়া স্থানটীর গাম্ভীর্য্য ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে আস্ক্‌লীপিয়সের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিত; উহার পার্শে শুদ্ধ শয্যা ও টেবিল এবং কতকগুলি ত্রিপদ, বেদি ও নৈবেদ্য রাখিবার মেজ থাকিত।

এপিডাউরসের মন্দিরের সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য ইহা অপেক্ষাও অধিক ছিল; উহাতে রোগী ও দর্শকগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না। এই মন্দিরে আস্ক্‌লীপিয়সের সিংহাসনে সমাসীন সুবর্ণগজদন্তের একটী মূর্ত্তি প্রাতিষ্ঠিত ছিল। আরোগ্যপ্রার্থীদিগের শয়নগৃহসমূহ ছাড়া একটি বিচিত্র গোলঘর (tholos), উপবন, দৌড়ের মাঠ ও নাট্যশালা উহার বিপুল ধনবলের পরিচয় দিত। নাট্যশালাটী নগরবাসিগণের গর্ব্বের বিষয় ছিল, কারণ গ্রীসে ইহা অপেক্ষা বড় রঙ্গালয় দুই একটী ছিল বটে, কিন্তু গঠন-সৌষ্ঠবে তৎকালে জগতে ইহার উপমা মিলিত না। (Pausanias, II. 17)। রোমক সাম্রাজ্যের সময় পর্য্যন্ত এই মন্দিরের খ্যাতির প্রভা প্রদীপ্ত ছিল। আস্ক্‌লীপিয়স জন্মমৃত্যুর অশৌচ সহিতে পারিতেন না; সুতরাং ইঁহার ভৃত্যগণের মধ্যে গর্ভিণী-দিগকে প্রসবকালে ও পরলোক-যাত্রিগণকে অন্তিম দশায় উন্মুক্ত আকাশ-তলে কাল যাপন করিতে হইত; ইহাদিগের ক্লেশ অপনোদনের উদ্দেশ্যে সম্রাট্ আণ্টোনীনস আয়তনের বাহিরে প্রসূতিদিগের জন্য একটী সূতিকাগার এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের জন্য একটা কক্ষ নির্ম্মাণ করেন।

একজন পুরোহিত আথীনায় মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত হইতেন। কতিপয় রাজপুরুষ (hieropoioi) একযোগে পূজা ও বলিতে অধিনায়কের কর্ম্ম করিতেন। মন্দিরসংসৃষ্ট সেবক-সেবিকার মধ্যে "ভাণ্ডারী" (kleidoukhos) ও "বহ্নিবাহক" (pyrpho-ros), এবং "ডালাবাহিনী" (kanephoros) ও "পবিত্রসামগ্রী-বাহিনী" (arrephoros) নাম্নী দুই রমণীর উল্লেখ আছে। কোন কোনও ভৃত্য "বৈদ্য" বলিয়া অভিহিত হইতেন; পুরোহিত ও তাঁহার সহকারীও (zacoros) সময়ে সময়ে এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। অতীত বর্ষের

উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি পরিদর্শন ও তালিকাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ বৎসর বৎসর কয়েকজন পুরুষকে মনোনীত করিত। আথেন্সে আস্ক্লী-পিয়সের দুইটী পর্ব্ব ছিল, একটীর নাম এপিডাউরিয়া (Epidauria), দ্বিতীয়টীর নাম আস্কলীপিএইয়া (Asklepieia)। এই দেবতা যে এলে-যুসিসে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথমটী তাহারই স্মৃতিরক্ষার্থ অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত প্রেততর্পণরূপে (Heroa) আর একটী অপ্রসিদ্ধ উৎসব ছিল, উহাতে উপাসকেরা বৃষ বা বলীবর্দ্দ বলি দিত, এবং আয়তন মধ্যে উহা নিঃশেষে দগ্ধ ও আহার করিত।

উপাসক বা রোগী আয়তনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শুদ্ধ হইয়া আসিত। গ্রীসে জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচকালে কেহ দেব-মন্দিরের সান্নিধ্যে যাইতে পারিত না। আরোগ্যকামী প্রবেশিকা স্বরূপ কয়েকটী মুদ্রা দান করিয়া পবিত্র বারিতে যথারীতি শুচি হইয়া প্রারম্ভিক পূজা সম্পাদন করিত, এবং বেদিতে কয়েকখানি পিষ্টক রাখিয়া দিয়া রাত্রির প্রতীক্ষায় থাকিত।

নিশাকালে আয়তনে নিদ্রা যাওয়া এই অনুষ্ঠানটীর প্রধান অঙ্গ ছিল; উহার নাম "স্বপ্ন" বা "নিদ্রাগমন" (enkoimesis)। প্রথমে ব্যাধিক্লিষ্ট পুরুষরমণী মন্দিরেই শয়ন করিত; আথেন্সে ও এপিডাউরসে যে এজন্য স্তম্ভখচিত বারাণ্ডা ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা আশা করিত, যে যামিনীযোগে দেবতা আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের চিকিৎসা করিবেন, কিংবা নিরাময় হইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিবেন। আরিষ্ট-ফানীস "ধনেশ" (Plutus) নামক নাটকে এক দাসের মুখে অমর বৈদ্যের মন্দিরে অন্ধদেব ধনেশের দৃষ্টি লাভ বর্ণনা করিতে যাইয়া "নিশা-যাপন" ব্যাপারটীর যে রসাল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

দাস কারিওন প্রভুপত্নীকে বলিতেছে, "সেখানে নানা ব্যাধিগ্রস্ত লোক ছিল। দণ্ডধার (Propolos বা বড় সেবাইত) আসিয়া প্রদীপগুলি নিবাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমরা এখন ঘুমাও; আর দেখ, যদি কোন শব্দ

শুনিতে পাও, চুপ করিয়া থাকিও।' আমরা নীরবে ঘুমাইবার উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু আমার তো কিছুতেই ঘুম আসিল না; কারণ এক বুড়ীর মাথার পেছনে এক হাঁড়ি মটর কলাই ছিল; আমি তাহাই দেখিয়া ফেলিয়াছিলাম; হামাগুড়ি দিয়া ওটার নিকটে যাইতে আমার যে কি ভয়ানক ইচ্ছা হইতেছিল, তা' আর কি বলিব। তার পরে উপর দিকে তাকাইয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম, যে পুরোহিত দেবতার পবিত্র মেজ হইতে পিষ্টক ও ফলগুলি তাড়াতাড়ি সরাইতেছে। সে ঘুরিতে ঘুরিতে সব কয়টা বেদির নিকটে গেল, এবং দুই একটা পিষ্টক যেখানে যা' অবশিষ্ট ছিল, একটা থলিয়ায় উৎসর্গ করিল। আমি সভয়ে কাণ্ডটা দেখিলাম, এবং এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মটরের হাঁড়ি আনিতে গেলাম।"

শ্রোত্রী বলিল, "ওরে হতভাগা, তোর কি দেবতারও ভয় হয় নাই?"

"ভয়? হইয়াছিল বই কি। আমার ভয় হইয়াছিল, যে মুকুটধারী দেবতা বা আমার আগেই হাঁড়িটার কাছে যাইয়া পড়েন। আমি মনে মনে বলিলাম, 'যেমন দেবতা, তেমন পুরোহিত।' এখন, আমি যেটুকু নড়িবার চড়িবার শব্দ করিলাম, তাহা শুনিয়াই বুড়ী হাত বাড়াইয়া হাঁড়িটা ধরিয়া ফেলিয়া ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি তখন মন্দিরের একটা ফণাধারী সাপের মত ফোঁস করিয়া তাহাকে কামড়াইয়া দিলাম।"

দাস অতঃপর যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই, যে আস্ক্লীপিয়স আরোগ্যদা (Iaso) ও সর্ব্বৌষধি (Panaceia) নাম্নী দুই কন্যা লইয়া রোগীদিগের নিকটে যাইয়া প্রত্যেকের রোগ পরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে তিনি ধনেশের নিকটে আসিয়া শয্যায় তাঁহার শিয়রে বসিয়া এক পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন; সর্ব্বৌষধি রক্তবসনে তাঁহার মুখ ও মস্তক আচ্ছাদন করিলেন। বৈদ্যদেব তখন শীস দিলেন; অমনি দুই প্রকাণ্ড সর্প অন্তঃপ্রকোষ্ঠ হইতে ছুটিয়া আসিল; তাহারা আস্তে আস্তে রক্তবসনের নীচে যাইয়া রোগীর চক্ষুর পাতা লেহন করিতে লাগিল; অন্ধ ধনেশ দৃষ্টি লাভ করিলেন।

এই প্রহসনের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, অগণন উৎসৃষ্ট সামগ্রী ও "এপিডাউরসের আরোগ্য-সম্পাদন" নামক শিলালিপিগুলিই তাহার প্রমাণ। কোস প্রভৃতি অনেক স্থানে এই প্রকার লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এপিডাউরসের লিপি হইতে জানা যাইতেছে, যে রোগী নাট্য-বর্ণিত প্রণালীতে মন্দিরে শয়ন করিত। সে দৈবশক্তিতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই রোগমুক্তির কামনায় মন্দিরে আসিত; সুতরাং সে যে ভাবাবেশে অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শন করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। পুরোহিত ও তাঁহার অনুচরেরা যে দেবতা এবং তাঁহার পুত্রকন্যার অভিনয় করিতেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এজন্য উৎসৃষ্ট মূর্ত্তিগুলিতে আমরা দেখিতে পাই, যে দেবতা রুগ্ন প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। ধন্বন্তরি পীড়িত চক্ষুতে অঞ্জন দিতেছেন, উদর, মস্তক বা দেহ মর্দ্দন করিতেছেন, ফোড়া কাটিতেছেন, রোগী রোগমুক্ত হইয়া কি পারিতোষিক দিবে, তাহা জানিতে চাহিতেছেন, কেশহীন মুণ্ড নিবিড় কুন্তলে আচ্ছাদিত করিবার উদ্দেশ্যে ঔষধ দিতেছেন—শিলালিপিতে ইত্যাকার বিস্তর বর্ণনা বিদ্যমান আছে। উহাতে গৃহপালিত সর্প ও কুকুরও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি রোগীর ক্ষত লেহন করিত।

এই বর্ণনার মধ্যে যে বুজরুকি মোটেই ছিল না, এমত বলা যায় না। বৈদ্যদেব ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া লাগাইলেন; এক দুরন্ত বালক গাছে উঠিয়া রোগীদিগের শয়ন কক্ষে উঁকি মারিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গিয়া অন্ধ হইল; এক অন্ধ চক্ষু পাইয়া প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া আবার দৃষ্টিশক্তি হারাইল, এবং যাবৎ দেবতার প্রাপ্য না কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিল, তাবৎ দৃষ্টিহীন রহিল; এই প্রকার অনেক অদ্ভুত কাহিনী শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে, পুরোহিতেরা যে ভৈষজ্য ও অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আধুনিক সুসভ্য দেশে এই জাতীয় বৈদ্য এখনও অনেক আছে। রোগতপ্ত নরনারী মন্দিরে ধর্ণা দিয়া যদি কিছুই উপকার না পাইত, এবং নিশাযাপন, দেবদর্শন, সর্প, কুকুর, ইত্যাদি যদি

সর্ব্বাংশে অলীক হইত, তবে "আরোগ্য-সম্পাদনের" বর্ণনা আরোগ্যান্বেষী যাত্রীদিগের শুধু হাস্তরসেরই উদ্রেক করিত।

রোগী চিকিৎসার গুণেই হউক, আর বিশ্বাস-বলেই হউক, নিরাময় হইল; এখন পুরস্কার প্রদানের সময় উপস্থিত। ধনী ভিন্ন কোনও ব্যক্তি বৃষ বা শূকর উৎসর্গ করিতে পারিত না; সচরাচর লোকে কুক্কুট নিবেদন করিত। পাঠকগণ "ফাইডোনে" সোক্রাটীসের সর্ব্বশেষ উক্তিতে ইহার আভাস পাইবেন। হীরোডাস নামক তৃতীয় শতাব্দীর এক গ্রন্থকারের গ্রন্থে রোগিণী ফিলী দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "এস, হে দেবগণ, আমরা যে কুক্কুট-বলি আনিয়াছি, তাহা পাইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও; এবং এই ফল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ কর। আমরা দরিদ্র, তোমাদিগকে নিবেদন করিবার মত আমাদিগের অধিক কিছুই নাই; যদি থাকিত, তবে তুমি যে সুকোমল করে স্পর্শ করিয়া আমাদিগের রোগ দূর করিয়া দিয়াছ, সেই আরোগ্য-সাধনের পুরস্কার-স্বরূপ আমরা কুক্কুটের পরিবর্ত্তে তোমাকে বৃষ কিংবা মেদময়ী শূকরী উৎসর্গ করিতাম।" বলির কিয়দংশ দেবতার ভোগে যাইত, অবশিষ্টভাগ উপাসক স্বগণসহ ভোজন করিত। এপিডাউরসে এই নিয়ম ছিল, যে বলিটী দেবায়তনে নিঃশেষ করিতে হইবে।

বিওশিয়া প্রদেশে আম্ফিআরাউস্ (Amphiaraus) নামক বীরের এক মন্দির ছিল; রোগীরা তাহাতেও হত্যা দিত। তথায় আরোগ্যার্থী শুচি হইয়া মেষ উৎসর্গ করিত, এবং তাহার চর্ম্মোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত।

আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি, যে গ্রীকারে বিপদে পড়িয়া পরিত্রাণার্থী হইয়া জেয়ুসপ্রমুখ প্রধান প্রধান দেবতার শরণ লইত; কিন্তু রোগমুক্তির জন্য তাহারা ধন্বন্তরি আস্ক্লীপিয়সকেই সকলের উপরে স্থান দিয়াছিল।

গ্রীকেরা ব্যাধিমুক্ত হইয়া দেবগণকে যে যে সামগ্রী উৎসর্গ করিত, সেগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) আরোগ্যদাতার প্রতিমূর্ত্তি; (২) আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি; (৩) চিকিৎসার

প্রতিরূপ; (৪) বিবিধ। এই সমুদায়ের বহুল বর্ণনার আবশ্যক নাই; আমরা কেবল একটা অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করিতেছি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোগীরা রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ দেবতাকে ব্যাধিপীড়িত প্রত্যঙ্গের প্রতিকৃতি নিবেদন করিত। মস্তক, হস্ত, পদ, মুখ, আঙ্গুল, স্তন, জানু, হৃৎপিণ্ড—কিছুই অদেয় ছিল না। এগুলি প্রায়ই স্বর্ণে বা রৌপ্যে নির্ম্মিত হইত।

বিশ্বাসমূলক চিকিৎসার কথা যথেষ্ট বলা হইল; এখন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যগণের প্রসঙ্গ করিয়া এই পরিচ্ছেদটী সমাপন করিব। গ্রীসে ঐতিহাসিক কালে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-প্রণালীর বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কোসদ্বীপের ভৈষজ্যবিদ্যালয় গ্রীকজগতে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; হিপক্রাটীস (Hippocrates) (৪৬০-৩৫৭ সন) উহার প্রধান আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, যে সে কালের চিকিৎসকগণ পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধানের উপরে অবিচলিত আস্থা রাখিতেন। অনেকগুলি পুস্তকে রোগের নিদান এবং চিকিৎসা ও চিকিৎসার ফল বর্ণিত আছে। বিজ্ঞান-পন্থী চিকিৎসকেরা গ্রীসে কি সমাদর পাইতেন, সপ্তম অধ্যায়ে তাহা আমরা বলিয়াছি। ইঁহারা আস্ক্লীপিয়সের সেবকদল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কদাপি বিরোধ দৃষ্ট হয় নাই।

গ্রীসে বৈদ্য-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রবেশার্থীকে একটী শপথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা এই—

"আমি ভিষক্ আপলো, আস্ক্লীপিয়স, তাঁহার কন্যা সুস্থতা (Hygieia) ও সর্ব্বৌষধি (Panaceia) এবং সমস্ত দেবদেবীর নামে শপথ করিতেছি, যে আমি যথাশক্তি ও যথাজ্ঞান এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা পালন করিব; ইঁহারা সকলে এই সঙ্কল্পের সাক্ষী থাকুন। আমি আমার ভৈষজ্যবিদ্যাদাতা গুরুকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি করিব, এবং আমার উপার্জ্জিত অর্থ দিয়া তাঁহার অভাব মোচনে যত্নবান্ থাকিব। আমি তাঁহার পুত্রগণকে আমার সহোদরতুল্য জ্ঞান করিব, এবং তাহারা এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিলে

বিনা বেতনে কোনও সর্ত্ত না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিব। আমার ও আমার আচার্য্যের পুত্রগণ, এবং যে সকল ছাত্র বৈদ্যকুলের শপথ গ্রহণপূর্ব্বক এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে,—আমি কেবল এই সমুদায় ছাত্রকেই বক্তৃতা দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে শিক্ষা দান করিব; অপর কাহাকেও করিব না; আমি যথাশক্তি ও যথাজ্ঞান রোগীদিগকে হিতকর পথ্যাদির ব্যবস্থা দিব, এবং তাহাদিগকে অহিত ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিব; আমি কাহাকেও তাহার অনুরোধে বিষ প্রদান করিব না, অথবা বিষ প্রদানের পরামর্শ দিব না; এবং আমি স্ত্রীলোককে কোনও অপকারী ঔষধ প্রয়োগ করিব না। আমি আমার জীবন ও ব্যবসায় সুস্থ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিব। আমি পাথুরি রোগে অস্ত্র-চিকিৎসা করিব না; কিন্তু যাহারা এই কর্ম্মে লিপ্ত আছে, তাহাদিগের জন্য উহা রাখিয়া দিব। আমি যখন যে গৃহে যাইব, রোগীর কল্যাণের জন্যই যাইব; আমি সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছাকৃত অহিত ও অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত থাকিব; আমি কদাচ গৃহস্থিত স্বাধীন বা পরাধীন পুরুষ বা রমণীর প্রতি সকাম দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিব না। আমি ব্যবসায়োপলক্ষে কিংবা অন্য সময়ে যখন যে কথা শুনিব, অপরের দ্বারা বাহিরে প্রচারিত না হইলে, তাহা সঙ্গোপন রাখিব; এবং চিকিৎসা-কর্ম্মে আমার এই জাতীয় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইবে, তাহা আমি গুহ্য বলিয়া মনে করিব। যদি আমি এই শপথ পবিত্র জ্ঞান করিয়া পালন করি, তবে যেন আমি আমার জীবনে ও ব্যবসায়ে সিদ্ধকাম হই, এবং চিরকাল নরনারীর নিকটে আমার সুযশঃ যেন অম্লান থাকে; আর যদি আমি এই শপথ লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যাপরাধে অপরাধী হই, তবে যেন আমার পক্ষে সমস্তই বিপরীত ঘটে।"

এই শপথে চিকিৎসকের যে আদর্শ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা যে উচ্চ ও বিশুদ্ধ, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আপনারা এক্ষণে এই আদর্শের পার্শ্বে ভারতীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া উভয়ের সাম্য ও বৈষম্য অনুধাবন করুন। চরকসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

তস্মান্নভিষজা যুক্তং যুক্তিবাহ্যেন ভেষজম্।
ধীমতা কিঞ্চিদাদেয়ং জীবিতারোগ্যকাঙ্ক্ষিণা ॥

কুর্য্যান্নিপতিতো মূর্দ্ধ্নি সশেষং বাসবাশনিঃ।
সশেষমাতুরং কুর্য্যান্নত্বজ্ঞমতমৌষধম্॥
দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥
ত্যক্তধর্ম্মস্য পাপস্য মৃত্যুভূতস্য দুর্ম্মতেঃ।
নরো নরকপাতী স্যাত্তস্য সম্ভাষণাদপি॥
বরমাশীবিষবিষং কথিতং তাম্রমেব বা।
পীতমত্যগ্নিসন্তপ্তা ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়া॥
নতু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানম্বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
ভিষগ্‌বুভূষু র্ম্মতিমানতঃ স্বগুণসম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্‌যথানৃণাম্॥

শ্লোকস্থান। ১ম অধ্যায়। ১২৯-১৩৫॥

(বুঝিয়া শুনিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে ঔষধও বিষে পরিণত হয়), "অতএব যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জীবন ও আরোগ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি কদাপি যুক্তিহীন ভিষকের ঔষধ গ্রহণ করিবেন না। ইন্দ্রের বজ্র মস্তকে পতিত হইলে বরং (প্রাণের) কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু অজ্ঞ বৈদ্যের ঔষধ সেবন করিলে রোগীর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যে চিকিৎসক আপনাকে প্রাজ্ঞ মনে করিয়া দুঃখমগ্ন, শয্যাশায়ী, শ্রদ্ধাবান্ রোগীকে না বুঝিয়া ঔষধ দেয়, সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপী, যমরূপী দুর্ম্মতির সম্ভাষণেও নর নরকে পতিত হয়। বৈদ্য বরং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সর্পের বিষ, কিংবা তাম্রের ক্বাথ পান করিবে, ক্ষুধিত হইয়া বরং অগ্নিতপ্ত লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করিবে, তথাপি পণ্ডিতের বেশ ধারণ করিয়া কখনও শরণাগত রোগপীড়িত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পানীয় বা অর্থ গ্রহণ করিবে না। অতএব, যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ ভিষক্ হইতে চাহেন, তিনি যাহাতে নরগণের প্রাণ দান করিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে স্বীয় কর্ম্মোপযোগী গুণ উপার্জ্জনে একান্ত যত্নবান্ থাকিবেন।"

কি প্রকার বৈদ্য চিকিৎসাকর্ম্মের অধিকারী, এবং তিনি কোন্ বেশে গৃহ হইতে যাত্রা করিবেন, তদ্বিষয়ে সুশ্রুত বলিতেছেন,

অধিগততন্ত্রেণোপাসিততদর্থেন দৃষ্টকর্ম্মণা কৃতযোগ্যেন শাস্ত্রার্থং নিগদতা রাজ্ঞানুজ্ঞাতেন নীচনখরোম্না শুচিনা শুক্লবস্ত্রপরিহিতেন ছত্রবত দণ্ডহস্তেন সোপানৎকেনানুদ্ধতবেশেন সুমনসা কল্যাণাভিব্যাহারেণাকুহকেন বন্ধুভূতেন ভূতানাং সুসহায়বতা বৈদ্যেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা॥ সূত্রস্থান।। ১০ম অধ্যায়।১॥

"শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে, চিকিৎসাকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া দক্ষতা লাভ করিলে, এবং অন্যের নিকটে শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার সামর্থ্য জন্মিলে, রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অল্প নখ ও রোম রাখিয়া, পবিত্রদেহে শুক্ল বস্ত্র, ছত্র, দণ্ড ও পাদুকা পরিধান করিয়া, সাধু-জনোচিত বেশে, বিশুদ্ধ মনে, অকপট হৃদয়ে, সকলকে কল্যাণবাক্যে সম্ভাষণ করিতে করিতে, সকল প্রাণীর মিত্রস্বরূপ হইয়া ও উত্তম সহায় লইয়া বৈদ্য চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত রাজপথে বহির্গত হইবেন।"

চরকসংহিতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিকিৎসা-গ্রন্থ; হিপক্রাটীস উহার রচনাকালের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ভৈষজ্যবিদ্যায় গ্রীক ও হিন্দুর মধ্যে কে অধমর্ণ, কে উত্তমর্ণ, তাহা একটা কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু আমরা কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব আমরা পর্ব্বোৎসবের বৃত্তান্ত লিখিয়া এই দীর্ঘ অধ্যায়টীর উপসংহার করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বোৎসব

প্রথম কণ্ডিকা

আটিকার পঞ্জিকা।

আথেন্সে—শুধু আথেন্সের কথাই বা বলি কেন, গ্রীসের নগরে নগরে —"বার মাসে তের পার্ব্বণ" প্রচলিত ছিল। পর্ব্বোপলক্ষে গ্রীকেরা বিশ্রাম সম্ভোগ করিত। প্লেটো বলিতেছেন, "মানুষকে দুরন্ত শ্রম করিতে হয়; এজন্য কৃপা করিয়া দেবতারা উৎসবগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এই উপায়ে লোকে শ্রমসাধ্য কর্ম্মের পরে আরাম ভোগ করিতে পারে।" (*Laws*, II.)। গ্রীসে বৎসরে সত্তরটী "বিশ্রামবার" ছিল।

গ্রীসের জাতীয় মহোৎসব তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে আথেন্সের প্রধান প্রধান পর্ব্বের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তৎপূর্ব্বে পাঠকদিগকে আটিকার পঞ্জিকা উপহার দিতেছি।

আটিকার বৎসর বার চান্দ্র মাসে বিভক্ত ছিল। কোন মাসে ২৯দিন, কোন মাসে ৩০দিন ধরিয়া মোট ৩৬৪দিনে এক বৎসর পূর্ণ হইত। শুক্ল প্রতিপদ মাসের ও কর্কটক্রান্তি বৎসরের প্রথম দিন। সৌর ও চান্দ্র বৎসরের ব্যবধানবশতঃ উৎসবগুলি যাহাতে বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন ঋতুতে না পড়ে, এজন্য প্রতি দ্বিতীয় বৎসর বষ্ঠমাসের পরেই ঐ নামে ত্রিশ দিনের একটী মলমাস পঞ্জিকায় স্থান পাইত। নিম্নে মাসগুলির নাম ও প্রত্যেক মাসের উৎসবের নাম দেওয়া যাইতেছে।

মাসের নাম	মোটামুটী বাঙ্গলা মাস	পর্ব্বোৎসব
১। হেকাটম্বাইওন (Hecatombaion)	শ্রাবণ	ক্রনিয়া; "আটিকার একীকরণোৎসব"; আথীনার বিশ্বোৎসব।

মাসের নাম	মোটামুটী বাঙ্গলা মাস	পর্ব্বোৎসব
২। মেটাগাইট্নিওন (Metageitnion)	ভাদ্র	মেটাগাইট্নিয়া।
৩। বঈড্রমিওন (Boedromion)	আশ্বিন	এলেয়ুসিসের মহোৎসব, ও তাহার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান; মারাথোন ও প্লাটাইয়া বিজয়ের উৎসব; "পিতৃপুরুষতর্পণ"।
৪। প্যুয়ানেপ্সিওন (Pyanepsion)	কার্ত্তিক	থেস্মফরিয়া; প্যুয়ানেপ্সিয়া; অস্খফরিয়া; থীসেয়ুসের পর্ব্ব; আপাটৌরিয়া; "তৈজসোৎসব"।
৫। মাইমাক্টীরিওন (Maimakterion)	অগ্রহায়ণ	জেয়ুসের দুইটী উৎসব।
৬। পসাইডেওন (Poseideon)	পৌষ	হালোয়া; ডিওনীসসের গ্রাম্যোৎসব।
৭। গামীলিওন (Gamelion)	মাঘ	ডিওনীসসের লীনাইয়া উৎসব; গামীলিয়া বা "পরিণয়-পর্ব্ব"।
৮। আন্থেষ্টীরিওন (Anthesterion)	ফাল্গুন	আন্থেষ্টীরিয়া; ডিয়াসিয়া; এলেয়ুসিসের ক্ষুদ্রোৎসব।
৯। এলাফীবলিওন (Elaphebolion)	চৈত্র	ডিওনীসসের মহোৎসব; জেয়ুসের "পাণ্ডিয়া" পর্ব্ব।
১০। ম্যুন্যুখিওন (Munychion)	বৈশাখ	আপলো ও আর্টেমিসের "ডেল্ফিনিয়া" উৎসব; আর্টেমিসের "ম্যুন্যুখিয়া" পর্ব্ব; ব্রাউরোনিয়া বা "ভল্লূকী" আর্টেমিসের উৎসব।

মাসের নাম	মোটামুটী বাঙ্গলা মাস	পর্ব্বোৎসব
১১। থার্গীলিওন (Thargelion)	জ্যৈষ্ঠ	থার্গীলিয়া ; বেণ্ডিসের উৎসব ; কাল্যুণ্টীরিয়া ও প্ল্যুণ্টীরিয়া।
১২। স্কিরফরিওন (Skirophorion)	আষাঢ়	স্কিরফরিয়া বা "ছত্রোৎসব"; আরীফরিয়া ; "পুরীরক্ষক" জেয়ুসের "ডিপলিয়া" পর্ব্ব ; বৃষবধ পর্ব্ব।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

কতকগুলি পর্ব্ব

ডিয়াসিয়া (Diasia)।

বসন্তকালে আথীনীয়েরা ডিয়াসিয়া পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিত। "দয়ালু" জেয়ুস (Zeus Meilichios) ইহার অধিদেবতা ছিলেন ; কিন্তু হোমারের মহাকাব্যে সুরলোকবাসী জেয়ুসের পূজার যে বর্ণনা আছে, তাহা এই পর্ব্বের পূজা-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে "দেব ও মানবের পিতা" জেয়ুস এই পর্ব্বে নাগ-মূর্ত্তিতে পূজিত হইতেন। নিশাকালে পূজা সম্পাদিত হইত ; উহাতে পূজকেরা শূকর বলি দিত, এবং বলির সমগ্র ভাগ অগ্নিতে দগ্ধ করিত। এই পর্ব্বের কাল তমসাচ্ছন্ন ও বিষাদময় বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে এই পূজার ইষ্টদেবতা মাইলিখিয়স এক প্রেতাত্মা। তিনি নরহত্যার দণ্ডদাতা ছিলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অশুচি হইতে মুক্তি পাইবার অভিপ্রায়ে আথীনীয়েরা নাগরূপে তাঁহার পূজা করিত। এই পর্ব্বে তাঁহাকে পশম নিবেদিত হইত, উহা অশুচিমোচন ও বীর-পূজার উপকরণ ছিল। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, আদিতে এই পর্ব্বের সহিত স্বর্গবাসী জেয়ুসের কোনও সম্পর্ক ছিল না ; তিনি জোর করিয়া পাতালের এক দেবতার পূজা অধিকার করিয়াছিলেন।

আন্থেষ্টীরিয়া (Anthesteria)।

আথেন্সের আন্থেষ্টীরিওন মাসে অর্থাৎ বসন্তঋতুতে ডিওনীসস দেবের উদ্দেশ্যে তিন দিন ধরিয়া এই উৎসব সম্পাদিত হইত। এই উৎসবের তিনটী অঙ্গ ছিল; প্রথম দিনের উৎসবের নাম পিথইগিয়া (Pithoigia) অর্থাৎ কলস-উন্মোচন; দ্বিতীয় দিনের উৎসবের নাম খএস (Choes) অর্থাৎ পান-পাত্র; এবং তৃতীয়টীর নাম খ্যুট্রই (Chytroi) বা উখা।

প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, যে প্রথম দিনে অর্থাৎ আন্থেষ্টীরিওন মাসের ১১ই তারিখে আথেন্সের লোকেরা কলস হইতে নূতন মদ বাহির করিত, এবং ডিওনীসস দেবকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া এই প্রার্থনা করিত, যে এই মদ যেন তাহাদিগের পক্ষে অনপকারী ও হিতকর হয়। এই বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, যে এই অনুষ্ঠানটী অনেকটা বৈদিক আগ্রয়ণেষ্টি ও বর্ত্তমান কালের নবান্নের মত। মদের ভাণ্ড উন্মোচিত হইলে উৎসবকারীরা আমোদপ্রমোদে নিমগ্ন হইত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন অবিচ্ছেদে পানভোজন ও আনন্দোল্লাসের লহরী বহিয়া যাইত। দাস ও ভৃত্যগণও প্রভুপরিবারের সহিত উহাতে যোগ দিত। "পানপাত্র" পর্ব্বের দিন আথীনীয়েরা দেবায়তনে সমবেত হইয়া মদ্যপূর্ণ পানপাত্র হস্তে লইয়া বসিয়া থাকিত; এবং শিঙ্গাধ্বনি হইবামাত্র এক চুমুকে সমস্তটা মদ পান করিত। যে সর্ব্বাগ্রে মদ্য নিঃশেষ করিতে পারিত, রাজা আর্খোন তাহাকে এক দৃতি সুরা পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করিতেন। এই দিন "বৃষমন্দিরে" (Boukolion) রাজা আর্খোনের পত্নীর সহিত ডিওনীসসের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইত। মন্দিরের নামের সহিত বৃষাবতার ডিওনীসসের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। রাণী বিবাহকালে কুমারী ছিলেন, এবং তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই, এই নিয়ম অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। অধ্যাপক ফার্ণেল বলেন, এই বিবাহ শস্যোৎপাদনের যাদু। পুরীর বাহিরে পম্বল মধ্যে ডিওনীসসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একটী মন্দির ছিল; তাহার দ্বার একদিন কেবল এই বিবাহোপলক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইত।

এই পর্য্যন্ত পড়িলে মনে হইবে, যে এই পর্ব্বটী প্রথম হইতেই একটী আনন্দের উৎসব ছিল, এবং ডিওনীসস উহার অধিদেবতা ছিলেন। কিন্তু

ইহার কয়েকটী আচার আলোচনা করিলে চিত্তে এই সন্দেহের উদয় হইবে, যে হয় তো আদিতে ইহার প্রকৃতি ও লক্ষ্য একেবারে অন্যরূপ ছিল।

গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে এই পর্ব্বের মধ্যে প্রেতাত্মারা নগরে বিচরণ করে, এজন্য তৃতীয় দিনে উহাদিগের পূজা অনুষ্ঠিত হইত। এই উপলক্ষে তাহারা একটা হাঁড়িতে শস্যের দানা ও ফলের বীজ রাঁধিয়া পাতালবাসী হার্মীসকে নিবেদন করিত; কোনও মানুষ এই ভোগের এক কণিকাও স্পর্শ করিত না। সুতরাং এটা যে স্বর্গবাসী কোনও দেবতার পূজা নহে, তাহা অক্লেশেই বুঝা যাইতেছে। তৎপরে, উৎসব সমাপ্ত হইলে, পূজকেরা "প্রেতগণ, চলিয়া যাও, আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্ব শেষ হইয়াছে," এই বলিয়া প্রেতাত্মাদিগকে বিদায় দিত। শুধু তাহাই নহে। যদিচ "পানপাত্র" নামক উৎসবের দিনে পাত্রগুলি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইত, উৎসবকারিগণের মধ্যে মদ্যপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, এবং ডিওনীসস মহাসমারোহে স্বীয় পরিণয় সম্পাদন করিতেন, তথাপি দিনটী অশুভ বলিয়া গণ্য ছিল, কেন না, আথীনীয়েরা বলিত, যে এই দিনে উপরত আত্মা সমাধি হইতে বাহির হইয়া আইসে। এজন্য তাহারা প্রত্যুষকাল হইতে বাড়ীর দরজায় আলকাতরা লাগাইত ও একরকম লতা (buckthorn) চিবাইত। ঐ লতার রেচক গুণ ছিল। ইহাতে মনে হয়, যেন তাহারা ভাবিত, যে ঐ ভৈষজ্যের গুণে অপদেবতা তাহাদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিংবা প্রবেশ করিয়া থাকিলেও নিষ্কাশিত হইয়া যাইবে। সুতরাং "পানপাত্র" উৎসবটী নিশ্চয়ই প্রেতপুরুষের উৎসব ছিল। কুমারী জেন এলেন হারিসন বলেন, যে খুট্রই শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বোধ হয়, যে উহাও একটা প্রেতপর্ব্ব। এখন পিথইগিয়ার কথা। কুমারী হারিসনের সিদ্ধান্ত এই, যে এই উৎসবে পিথস অর্থাৎ মদের কলসীর ব্যবহার দেখা যায় বটে, কিন্তু আদিতে যে কলসীতে মৃতদেহ সমাহিত হইত, তাহা হইতেই উৎসবটীর সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দিনের পর্ব্বটীও প্রেতগণের উদ্দেশেই নির্ব্বাহিত হইত। ফার্নেল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

প্রাচীন ভাষ্যকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন, যে বসন্তকালে তরুলতা পুষ্পিত হয়, এজন্য এই পর্ব্বটীর নাম "আন্থেষ্টীরিয়া" অর্থাৎ পুষ্পোৎসব। কুমারী হারিসন এই ব্যুৎপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন "প্রেত-তর্পণ।" ফার্ণেলের মতে ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, "যাহা পুষ্পিত করায়," অর্থাৎ "যে উৎসবের ফলে তরুলতা পুষ্পিত হয়।" কুমারী হারিসন বলেন, যে আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্বটী প্রথমে প্রেতাত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হইত; অনেক কাল পরে দেব ডিওনীসস বিদেশ হইতে আসিয়া উহাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ফার্ণেল লিখিয়াছেন, উহা আদিতে আনন্দোৎসবরূপে ডিওনীসসের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইত, "উখা-পর্ব্বের" সহিত উহার কোনও সংস্রব ছিল না; উভয়ের কাল পরস্পরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ক্রমশঃ দুইটী মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

থার্গীলিয়া (Thargelia)।

গ্রীষ্মকালে আথীনীয়েরা থার্গীলিয়া, কাল্যুণ্টীরিয়া ও প্ল্যুণ্টীরিয়া নামক তিনটী পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিত, এগুলিও আগ্রয়ণেষ্টি এবং আম্রোৎসর্গ ও নবান্নের অনুরূপ। শস্য গৃহে আনীত হইলে তাহা হইতে প্রথম যে রুটিখানি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম থার্গীলস (thargelos)। ইহা অবিকল আগ্রয়ণেষ্টির নব ব্রীহি ও যবের পুরোডাশের মত। (শতপথ ব্রাহ্মণ ।২।৪।৩)। থার্গীলস হইতে এই পর্ব্বের নাম থার্গীলিয়া হইয়াছে। নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আরও নানা মত প্রচলিত আছে। থার্গীলিওন মাসের ষষ্ঠ দিবসে এই উৎসব সম্পন্ন হইত। ইহা একটী স্মরণীয় দিন, কারণ সোক্রাটীস ঐ দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। আপলো ও তাঁহার ভগিনী আর্টেমিস ইহার অধিদেবতা ছিলেন, কিন্তু ইহা যে প্রাচীনতর স্তরের একটী অনুষ্ঠান, তাহার বিস্তর নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই উৎসবের একটী অঙ্গ এই। জলপাই বৃক্ষের একটী শাখাতে পশম জড়াইয়া তাহা হইতে বিবিধ ফল ঝুলাইয়া দেওয়া হইত,

এবং যাহার পিতামাতা উভয়েই জীবিত, এইরূপ একটী বালক উহা বহন করিয়া লইয়া আপলো দেবের মন্দিরের দ্বারদেশে রাখিয়া দিত। এই শাখাটীর নাম "আইরেসিওনী" (Eiresione); উহা বহিয়া লইয়া যাইবার সময় উক্ত বালক ও তাহার সহচরেরা এই গান গাহিত—

"আইরেসিওনী আমাদিগকে যাবতীয় কাম্যবস্তু প্রদান করেন; তাঁহার কৃপায় আমরা স্বাদু ফল, বড় বড় পিষ্টক, স্নিগ্ধ তৈল ও মিষ্ট মধু খাইতে পাই; এবং তিনি আমাদিগকে, কাণায় কাণায় ভরিয়া প্রকাণ্ড পাত্রে মদ বিলাইয়া থাকেন, এই জন্য, যে তিনিও যেন উহা পান করিয়া ঘুমাইতে পারেন।"

আথীনীয়েরা আপন আপন গৃহদ্বারেও আইরেসিওনী স্থাপন করিত; উহা পূর্ণ এক বৎসর কাল দরজায় বাঁধা থাকিত; আবার উৎসব সমাগত হইলে, নূতন শাখা স্থাপন করিবার কালে পুরাতন শাখা ফেলিয়া দেওয়া হইত। তাহারা বিশ্বাস করিত, যে আইরেসিওনী থাকিলে গৃহে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করিতে পারিবে না। গৃহস্থেরা যাহার যেমন আর্থিক অবস্থা সে সেই প্রকারে উহা সাজাইত। নানা বর্ণের পশম, বিবিধ ফল, পিষ্টক, ধরিত্রী যাহা কিছু দান করে, সে সকলই এই সজ্জায় ব্যবহৃত হইত।

এই পর্ব্বের আর একটী আচার অতি অদ্ভুত; উহা গ্রীক জাতির প্রাচীন বর্ব্বর অবস্থার মত ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে। এই আচারটীর নাম "ফার্মাকস" (Pharmakos) বা "আপদ-বিদায়।" পুরীর অশুচি-বিমোচন ও শুদ্ধিসাধন এই অনুষ্ঠানটীর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আথীনীয়েরা দুই জন কদাকার ও অকর্ম্মণ্য লোক বাছিয়া লইত; ইহাদিগের একজন পুরুষগণের ও অপর ব্যক্তি নারীদিগের প্রতিভূ। তৎপরে তাহারা তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া যবের পিষ্টক, ফল ও পণির খাইতে দিত; এবং পরিশেষে এই হতভাগ্যদিগকে রসুন, বন্য ফল ও লতাদ্বারা প্রহার করিতে করিতে নগরের বাহিরে লইয়া যাইত। ইহার পরে আদিম যুগে ইহাদিগকে নিশ্চয়ই বধ করা হইত। সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সের অধিবাসীরা যে

অতদূর যাইত না, ইহা দৃঢ়তা সহকারেই বলা যাইতে পারে; এবং তাহারা হয় তো এই আচারের জন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীই চিহ্নিত করিয়া রাখিত। ফার্মাকসের দেহ হইতে অপদেবতা ও অমঙ্গল তাড়াইয়া দেওয়াই, তাহাকে প্রহার করিবার অভিপ্রায় ছিল, এবং তাহাকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উহাকে অপদেবতার উপদ্রব ও আধিব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত রাখা যাইবে, আথীনীয়েরা এই বিশ্বাস পোষণ করিত। অথবা সে ওষধি-দেবতার অবতার; তাহাকে ফলবতী শাখাদ্বারা প্রহার করিলে ক্ষেত্রে প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হইবে, এ ভাবটীও হয় তো এই আচারের মধ্যে অনুস্যূত ছিল। সোক্রাটীসের জীবনকালেও গ্রীকেরা অনেকেই পাপ, অকল্যাণ প্রভৃতি জড়ীয় বলিয়া জ্ঞান করিত, সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা যে শুচি হইবার ও শুভ লাভ করিবার কামনা করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

থার্গীলিয়ার অনুরূপ আর একটী উৎসব আপলোর উদ্দেশে শরৎকালে অনুষ্ঠিত হইত, উহার নাম প্যুয়ানেপ্‌সিয়া (Pyanepsia)। একটা হাঁড়িতে নানাপ্রকার ডাল বা বীচি পাক করা ইহার একটী অঙ্গ ছিল; ইহাকে প্যুয়ানস বলিত, তাই উৎসবটীর এই নামকরণ হইয়াছে।

কাল্যুণ্টীরিয়া ও প্ল্যুণ্টীরিয়া। (Kallynteria, Plynteria)।

এই দুইটী পর্ব্ব পরস্পর যুক্ত ছিল; প্রথমটী থার্গীলিওন মাসের ১৯এ ও দ্বিতীয়টী ২৮এ সম্পাদিত হইত। প্ল্যুণ্টীরিয়া পর্ব্বে আথীনীয়েরা পালাস আথীনার প্রতিমা যথারীতি সমারোহ-সহকারে সমুদ্রতীরে লইয়া যাইয়া তাহার বস্ত্রালঙ্কার উন্মোচন করিত; এই কালে উহা লোকচক্ষুর অন্তরালে বস্ত্রাবরণে রক্ষিত হইত; তৎপরে তাহারা প্রতিমাটীকে সাগরের জলে ধৌত করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিত; এবং তথায় আবার নব বস্ত্রা-লঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিগ্রহটী প্রতিষ্ঠা করিত। দেবীর প্রত্যাগমনের

পূর্ব্বে মন্দিরটী ঝাঁট দিয়া পরিমার্জ্জিত ও যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইত, এজন্য শেষোক্ত ক্রিয়াটী পরে অনুষ্ঠিত হইলেও উৎসবটীর নাম কাল্যুণ্টীরিয়া বা "সম্মার্জ্জনী পর্ব্ব" হইয়াছে। এই দুইটী পর্ব্ব জগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রার অনুরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। প্ল্যুণ্টীরিয়া পর্ব্বে দেবী সমুদ্রতীরে গমন বা তথা হইতে প্রত্যাগমনের কালে কতকগুলি ডুমুর ফল বা তাহার পিষ্টক সঙ্গে লইয়া যাইতেন; এজন্য কুমারী হারিসন বিবেচনা করেন, যে ইহা একটী নবশস্যাহরণের উৎসব।

আপাটৌরিয়া (Apatouria)।

যবন (Ionian) শাখার প্রায় সমুদায় গ্রীকেরা প্যুয়ানেপ্‌সিওন মাসে তিন দিন ধরিয়া এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিত। ইহা একটা রাষ্ট্রীয় উৎসব; এই উপলক্ষে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বগণ, সকলের সুমধুর সম্মিলনে প্রতি গৃহ আনন্দকলরবে মুখরিত হইয়া উঠিত; সুতরাং বাঙ্গালার শারদীয় উৎসব ইহার সর্ব্বোত্তম উপমা। আপনারা চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠ করিয়াছেন, যে আথেন্সের অধিবাসীমাত্রকেই কোন না কোনও মণ্ডলীর অন্তর্ভূ‌ত হইতে হইত। আপাটৌরিয়া পর্ব্বে মণ্ডলীকে যোগসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রবাসী সমুদায় পুরুষ আপনাদিগকে পরস্পরের সহিত রাষ্ট্রীয় বন্ধনে যুক্ত বলিয়া অনুভব করিত। পর্ব্বের তৃতীয় দিন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এই দিনে, সম্বৎসর কাল মধ্যে প্রত্যেক মণ্ডলীভুক্ত পরিবারসমূহে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদিগের পিতা বা পিতার প্রতিনিধি সমবেত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত করিতেন। এক একটী শিশুর জন্য এক একটী মেষ বা ছাগ বলি প্রদত্ত হইত। পিতাকে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রমাণ করিতে হইত, যে শিশু স্বাধীন ও পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসী জনক-জননীর সন্তান। বলিদানের পরে মণ্ডলীর সভ্যগণ "মণ্ডলীশ্বর" বা "গোত্রপতি" জেয়ুসের (Zeus Phratrios)

বেদি হইতে উপলখণ্ড লইয়া, সন্তান মণ্ডলীতে গৃহীত হইবে কি না, তদ্বিষয়ে মত জ্ঞাপন করিত। অধিকাংশের মত গ্রহণের বিপক্ষে ব্যক্ত হইলে আথেন্সের এক বিচারালয়ে বিষয়টীর বিচার হইত; আর উহা শিশুর অনুকূল হইলে তাহার ও তাহার পিতার নাম মণ্ডলীর তালিকায় লিখিত থাকিত, এবং যাহারা শিশুকে বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, তাহারা দণ্ড ভোগ করিত।

একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠান।

বৃষবধ পর্ব্ব (Bouphonia)।

আথেন্সে স্কিরফরিওন মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে "পুরীশ্বর" জেয়ুসের উদ্দেশ্যে একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত, উহার নাম "বৃষবধ পর্ব্ব"। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। আথেন্সের আক্রপলিস নামক শৈল-শিখরে দেবরাজ জেয়ুসের বেদির উপরে যব ও গম বা তাহার পিষ্টক রাখা হইত, এবং উৎসবকারীরা বেদির চারিদিকে এক পাল বৃষ তাড়া করিয়া লইয়া যাইত। যে বৃষটী নৈবেদ্য খাইত, তাহাকে তাহারা বলি দিত। যে কুঠার ও ছুরী দ্বারা তাহারা বৃষকে বধ করিত, পূর্ব্বেই তাহা শুদ্ধ বারিতে ধৌত করিয়া রাখা হইত। "বারিবাহিকা" নাম্নী কুমারীরা এই বারি বহন করিয়া আনিত। শুদ্ধ করিয়া লইবার পরে অস্ত্রে ধার দেওয়া হইত, তৎপরে পূজারীরা অস্ত্র দুইখানি দুই জন কসাইয়ের হাতে দিত। এক জন কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া পশুটাকে ভূমিসাৎ করিত, অপর ব্যক্তি ছুরী দ্বারা উহার কণ্ঠ কাটিয়া ফেলিত। প্রথম ব্যক্তি বৃষকে ভূমিসাৎ করিয়াই পলায়ন করিত, তাহার সহচরও উহার কণ্ঠ ছেদন করিবামাত্র পলাইয়া যাইত। তখন বলির চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া উপস্থিত সকলে উহার মাংস ভোজন করিত। তৎপরে ঐ চর্ম্মের মধ্যে তুঁষ, খড় প্রভৃতি ভরিয়া উহাকে বৃষের আকারে পদোপরি দণ্ডায়মান করাইয়া কাঁধে জোয়াল দিয়া যেন

কর্ষণের জন্য লাঙ্গলে জুড়িয়া দেওয়া হইত। তৎপরে এক প্রাচীন বিচারালয়ে রাজা আর্খোন বৃষহত্যার বিচারে বসিয়া যাইতেন। কে বৃষটীকে হত্যা করিয়াছে, ইহাই বিচারের বিষয়। "বারি-বাহিকা" কুমারীরা বলিত, যাহারা অস্ত্রে ধার দিয়াছে, দোষ তাহাদিগেরই। যাহারা অস্ত্রে ধার দিয়াছে, তাহারা বলিত, যাহারা কসাইদিগের হস্তে অস্ত্র দিয়াছে, তাহারাই অপরাধী; ইহারা আবার বলিত, অপরাধ কসাই দুই জনের; কসাইয়েরা বলিত, যত দোষ অস্ত্র দুখানির। অতএব এত গবেষণার পরে সাব্যস্থ হইল, যে কুঠার ও ছুরী অপরাধী; বিচারপতি তাহাদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিলেন, তাহার ফলে অস্ত্র দুইখানি সমুদ্রে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

পঞ্চম শতাব্দীর অত্যুন্নত আথীনীয়েরা যে এপ্রকার একটা অর্থহীন ব্রত পালনে কুণ্ঠা বোধ করিত না, ইহা অনেকের নিকটেই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। আদিম যুগে ইহার মূলে হয় তো একটা সার্থক ভাব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সে তত্ত্বের অনুসন্ধান এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এখানে পাঠকগণকে আমরা শুধু বলিয়া রাখিতে চাই, যে আথেন্সে অপরাধী অচেতন পদার্থ ও জীবজন্তুর বিচারের সুব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ডীমস্থেনীস একটী বক্তৃতায় বলিতেছেন, "যদি এক খণ্ড প্রস্তর, কি কাষ্ঠ, বা লৌহ, অথবা এই প্রকার অপর কোন পদার্থ কোনও মানুষের উপরে পতিত হইয়া তাহাকে আঘাত করে, কিন্তু কে উহা নিঃক্ষেপ করিল, তাহা যদি কেহ জানিতে না পারে, অপিচ যে বস্তুর আঘাতে ঐ ব্যক্তি হত হইল, লোকে তাহা জানিতে ও ধরিতে সমর্থ হয়, তবে উহা বিচারার্থ প্র্যটানেইঅন নামক আদালতে আনীত হইবে।" (XXIII. 76)। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, "যে ইতর প্রাণী কোন মানুষের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে এবং যে অচেতন পদার্থ কাহারও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, প্র্যটানেইঅনে তাহাদিগের হত্যাপরাধের বিচার হইত।" (*Const. of Athens*, 57)।

তৃতীয় কণ্ডিকা

স্ত্রীলোকের পূজা-পার্ব্বণ

থেস্‌মফরিয়া, আরীফরিয়া, স্কিরফরিয়া, ষ্টীনিয়া ও হালোয়া।

থেস্‌মফরিয়া (Thesmophoria)।

উপরে যে কয়টী পর্ব্বের নাম উল্লিখিত হইল, তাহা কেবল নারীদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত, পুরুষেরা সেগুলিতে যোগ দিতে পারিত না। থেস্‌মফরিয়া একটী শারদীয় বীজবপনোৎসব; প্যুয়ানেসিওন মাসের ১১ই, ১২ই ও ১৩ই, এই তিন দিন (কোন কোনও মতে চারি দিন) ইহার কাল। প্রথম দিনের নাম "অবরোহণ" (Kathodos) ও "আরোহণ" (Anodos); দ্বিতীয় দিনের নাম "উপবাস" (Nesteia); এবং তৃতীয় দিনের নাম "সুজাতা", "সুপ্রসূ" বা "সুজন্ম" (Kalligeneia)। থেস্‌মফরিয়া নামের অর্থ সম্বন্ধে মত-বৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলেন, যে ডীমীটীর থেস্‌মফরস (Demeter Thesmophoros) অর্থাৎ "বিধি-দায়িনী জ্যামাতা" এই উৎসবের অধিদেবতা ছিলেন, এজন্য উহার এই নামকরণ হইয়াছে। অপর মতে, এই পর্ব্বে রমণীরা থেস্‌মস্ (thesmos) অর্থাৎ "পবিত্র সামগ্রী" বা বিগ্রহ বহিয়া লইয়া যাইত, ইহাতেই উৎসবটী থেস্‌মফরিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ল্যুকিয়ান (Lukian) নামক গ্রীক কবির এক ভাষ্যকার উৎসবটীর নিম্নোক্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। "থেস্‌মফরিয়া গ্রীক জাতির একটী পর্ব্ব; উহাতে কতকগুলি গুপ্ত আচার অনুষ্ঠিত হইত; সেগুলির নাম স্কিরফরিয়া (Skirrophoria)। উৎসবটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা এই। কুমারী (Kore অর্থাৎ ডীমীটীরের কন্যা পার্সেফণী) পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাতালেশ প্লোটোন (Plouton) অকস্মাৎ তাঁহাকে অপহরণ করেন। সেই সময়ে তথায় এয়ুবোলেয়ুস (Eubouleus) (সুমন্ত্র) নামক একজন শূকরপালক শূকর

চরাইতেছিল; যে গহ্বরে কুমারী অন্তর্হিত হন, তাহা শূকরগুলির সহিত ঐ শূকরপালকে গ্রাস করে। এই জন্যই এয়ুবৌলেয়ুসকে অর্ঘ্য দিবার উদ্দেশ্যে জ্যামাতা ও কুমারীর গহ্বরে শূকর নিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কয়েকটী রমণী গহ্বরে নামিয়া গহ্বরনিঃক্ষিপ্ত শূকরের গলিত মাংস আনয়ন করে; ইহাদিগের আখ্যা "উত্তোলনকারিণী" (antlytriai); উৎসবের পূর্ব্বে তিন দিন ইহাদিগকে সংযতা ও শুদ্ধাচারিণী থাকিতে হয়। তাহারা গহ্বরস্থ মন্দিরেও প্রবেশ করে, এবং গলিত মাংসগুলি উপরে আনিয়া বেদিতে রাখিয়া দেয়। তাহাদিগের বিশ্বাস, বীজের সহিত এই মাংস মিশাইলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে। তাহারা ইহাও বলে, যে ঐ গহ্বরে ও তাহার সন্নিকটে অনেক সর্প আছে। উহারা নিঃক্ষিপ্ত সামগ্রীগুলির প্রায় সমস্তই ভোজন করে। এই সর্পগুলি গহ্বরের রক্ষক। স্ত্রীলোকেরা গলিত মাংস আনয়ন করিবার ও তৎস্থানে ঐ পুত্তলিকাসমূহ রাখিবার অভিপ্রায়ে যখন গহ্বরে গমন করে, তখন সর্পগুলি যাহাতে চলিয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা করতালি দ্বারা একটা তুমুল রব উৎপাদন করিতে থাকে।

"এই পূজার আর এক নাম আরীটফরিয়া (Arretophoria); ইহার অর্থ "অনুচ্চার্য্য সামগ্রীবহন;" শস্য-ও-সন্তানবৃদ্ধি ইহারও উদ্দেশ্য। এ পূজাতেও পূজকেরা যব বা গমের ছাতুদ্বারা নির্ম্মিত পবিত্র সামগ্রীসমূহ বহন করিয়া লইয়া যায়; ইহাদিগের নাম মুখে উচ্চারণ করা যায় না; এই দ্রব্যগুলি কৃত্রিম সর্প ও কৃত্রিম নর (অর্থাৎ লিঙ্গ)। সরলদ্রুম (fir) বহুফল প্রসব করে, এজন্য উহার শীর্ষও এই আচারে নিয়োজিত হয়। এই সমুদায় দ্রব্য তাহারা "গহ্বর" (megara) নামক মন্দিরে নিঃক্ষেপ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এই উপলক্ষে শূকরও নিঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শূকরী বহুসন্তানবতী, শূকরনিঃক্ষেপের ইহাই হেতু। ডীমীটারের কৃপায় ফলশস্য-ও-বংশবৃদ্ধি হয়, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে তাহারা এই কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করে; কেন না, তিনিই তাঁহার নামে অভিহিত ডীমীট্রিয়স নামক শস্য প্রদান করিয়া মানবজাতিকে সভ্যতা-পদবীতে আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমে এই পর্ব্বের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,

তাহা উপাখ্যানমূলক ; বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে।”

ভাষ্যকার এই পর্ব্বটীর বেশ একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে উপাখ্যানটী হইতে এই পূজার উৎপত্তি হয় নাই ; পূজার একটা হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্যই উপাখ্যানটী রচিত হইয়াছে।

থেস্‌মফরিয়া কেবল বিবাহিতা নারীদিগের উৎসব। ফার্ণেল মহোদয়ের মত এই, যে উহা চারি দিনে সম্পন্ন হইত। প্রথম দিনে ব্রতকারিণীগণ পবিত্র সামগ্রীসমূহ (thesmoi) লইয়া আথেন্স হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রতীরে হালিমস (Halimos) গ্রামে রাত্রি যাপন করিত। তথায় ডীমীটার থেস্‌মফরসের একটী মন্দির ছিল ; তাহারই অনতিদূরে কলিয়াস (Kolias) নামক স্থানে তাহারা নৃত্য করিত। এই নৃত্য কুমারী পাসেফনী-হরণের একটা অভিনয়। তৎপরে তাহারা সমুদ্রোপকূল ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দিন আথেন্সে উপনীত হইত। আমরা উপরে বলিয়াছি, যে এই দিনের নাম “আরোহণ ও অবরোহণ”। এই দুইটী নামের অর্থ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত ; আমরা সেই পল্লবিত বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিব না। আর একটা গুরুতর প্রশ্নও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে ; কোথায় এবং উৎসবের কোন্ দিন বলিরূপে গহ্বরে শূকর নিঃক্ষিপ্ত হইত, তাহা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে, শূকরের মাংস ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, এই বিশ্বাসের মূল যে বর্ব্বর যুগের একটা যাদু বা ঐন্দ্রজালিক আচার, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই।

পর্ব্বের তৃতীয় দিন সম্বন্ধে বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। এই দিনের নাম “উপবাস” ; এই দিনে ব্রতাচারিণীরা উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনে নিরত হইত। তাহারা ভূমিতে বসিয়া সারাদিন অনশনে যাপন করিত, এবং এই উপলক্ষে পুরীর যাবতীয় কাজ কর্ম্ম বন্ধ থাকিত। তাহারা অনশনব্রতের এই কারণ প্রদর্শন করিত, যে ডীমীটার কন্যাশোকে অধীর হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিয়া উপবাস করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বের কয়দিন আথীনীয় রমণীগণ দাড়িম্ব ভোজন করিত না। রোমক কবি

অভিড লিখিয়াছেন, যে উপবাসাদি ব্যতিরিক্ত তাহারা এই উপলক্ষে নয় দিন স্বামী হইতে স্বতন্ত্র থাকিত।

পর্ব্বের চতুর্থ ও শেষ দিনের নাম "সুজাতা বা সুপ্রসূ অথবা সুসন্তানদা"। এই দিনে নারীরা সুপুত্র ও সুকন্যার জন্য প্রার্থনা করিত।

এই পর্ব্বোপলক্ষে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা কারাগার হইতে মুক্তি পাইত।

অনেকে বলেন, যে ডীমীটারের পূজায় সুরা অমেধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

থেস্‌মফরিয়া পর্ব্বটী অতি প্রাচীন; উহা গ্রীকজগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, যে আর্য্যজাতির মধ্যে যখন একপত্নীক বিবাহের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে উহার মর্য্যাদা ঘোষণা করিবার জন্য এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। অপর অনেকে মনে করেন, আদিম যুগে যে পরিবারে মাতার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছিল, এই পর্ব্বটী তাহারই নিদর্শন। ফার্ণেল এই দুই মতের কোনটীই গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে ক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও নারীকে বহুপ্রসবিনী করাই এই পর্ব্বের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই পর্ব্বে যে স্ত্রীলোকেরা দীপ হস্তে লইয়া শস্য-ক্ষেত্রে গম্ভীরভাবে পর্য্যটন করিত, তাহার অভিপ্রায় এই ছিল, যে উহাতে বসুন্ধরার উৎপাদিনী শক্তি উদ্বোধিত হইবে। পশু বলি দেওয়া, ক্ষেত্রে শূকর-মাংস ছড়ান, সংযমপালন, এ সকলই বীজ-বপনের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই পর্ব্বের আরাধ্যাদেবী রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রী বা বিবাহের অধিদেবতাও নহেন। তিনি ফলশস্য-প্রদায়িনী এবং পাতালবাসিনী। শেষোক্ত কথার প্রমাণ এই, যে এই উৎসবের অধিকাংশ অনুষ্ঠান রাত্রিতে সম্পাদিত হইত; এবং উহার অন্ততঃ এক দিন অশুভ বলিয়া গণ্য ছিল, সুতরাং ঐ দিন কোনও রাজকীয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না। বোধ হয়, এই কারণেই উৎসব-কর্ত্রীরা পুষ্পমাল্য পরিত না; এবং এই জন্যই সীরাক্যুস নগরে পূজার সময়ে পুরোহিত রক্তবস্ত্র পরিধান করিতেন।

আরীফরিয়া (Arrephoria)।

আরীফরিয়া কুমারী কন্যাগণের থেস্‌মফরিয়া পর্ব্ব; স্কিরফরিওন মাসে বা বর্ষার প্রারম্ভে ইহা অনুষ্ঠিত হইত। পসেনিয়াস এই পর্ব্বের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইতেছে।

"'পুরীশ্বরী' আথীনার মন্দিরের সন্নিকটে দুই কুমারী বাস করে, আথীনীয়েরা তাহাদিগকে 'আরীফরই' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা কিয়ৎকাল দেবীর সহিত বাস করে, কিন্তু পর্ব্ব উপস্থিত হইলে তাহারা নিশাকালে যে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করে, তাহা এই। আথীনার পুরোহিত তাহাদিগকে যাহা দেন, তাহারা তাহাই মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু তিনি কি যে দিলেন, তাহা ঐ নারীও জানেন না, কুমারীরাও জানে না। আথেন্সে অভ্রদত্তার মন্দিরের অদূরে একটা প্রাচীর বেষ্টিত স্থান আছে; মন্দিরটীর নাম "উদ্যানস্থা অভ্রদত্তা"। ঐ স্থানে ভূগর্ভে অবতরণ করিবার একটা প্রকৃতিরচিত পথ আছে; এই পথে কুমারীগণ নামিয়া যায়। গম্যস্থানে উপনীত হইয়া তাহারা মাথা হইতে বাহিত সামগ্রী নামাইয়া রাখে, এবং বস্ত্রাবৃত যে সামগ্রী তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়, তাহা লইয়া যায়। অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইলেই ইহারা বিদায় পায়, এবং ইহাদিগের স্থলে অন্য কুমারীরা নিযুক্ত হয়।" (I. XXVII.)।

অন্যান্য প্রাচীন লেখকের গ্রন্থে পর্ব্বটীর সম্বন্ধে আরও দুই একটী বিষয় জানা যায়। চারি জন কুমারী অনুষ্ঠানটী সম্পাদন করিত; তাহারা সদ্বংশজাতা, এবং তাহাদিগের বয়স সাত হইতে এগারর মধ্যে হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল; রাজা আর্খোন তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতেন; তাহারা শুভ্র বসন ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিত। আথীনা দেবীর উৎসবে তাঁহাকে যে বস্ত্র উৎসর্গ করা হইত, এই কুমারীগণের মধ্যে দুই জনকে তাহার বয়ন আরম্ভ করিবার ভার অর্পিত হইত। পর্ব্বোপলক্ষে কুমারীচতুষ্টয় একপ্রকার পিষ্টক পাইত; কিন্তু তাহারা তাহা আহার করিত, না বহিয়া লইয়া যাইত, নিশ্চিত বলা যায় না। দেবী আথীনা ও

ও দেবী পাণ্ড্রসস (Pandrosos, সর্ব্বরস) এই পর্ব্বের অধিদেবতা ছিলেন। পবিত্র সামগ্রী-বা-বিগ্রহবহন ইহার মুখ্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

স্কিরফরিয়া (Scirophoria)।

স্কিরফরিয়া পর্ব্বের উৎপত্তি ও ইহার নামের অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই বিসংবাদী মত চলিয়া আসিতেছে। ইহার অধিদেবতা আথীনা, না ডীমীটীর ও তাঁহার কুমারী (Kore), সে সমস্যারও সমাধান হয় নাই। ইহা থেস্মফরিয়ার অনুরূপ একটা গ্রীষ্মোৎসব, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।

ষ্টীনিয়া (Stenia)।

থেস্মফরিয়ার দুই দিন পূর্ব্বে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইত। এই উপলক্ষে আথেন্সের স্ত্রীলোকেরা পরস্পরকে গালাগালি দিত, ও অশ্লীল ভাষায় পরিহাস করিত। ইহা বোধ করি ঐ পর্ব্বেরই একটা অঙ্গ ছিল। এই প্রকার একটা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি, বলা কঠিন; তবে আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, যে পূর্ব্ববাঙ্গালার কোন কোন গ্রামে দুর্গোৎসবের নবমী পূজার দিন অপরাহ্ণে ইতর লোকেরা পূজার বাটীতে এইরূপ একটা আচার রক্ষা করিত।

হালোয়া (Haloa)।

ল্যুকিয়ান নামক কবির এক ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "হালোয়া আথেন্সের একটী পর্ব্ব; দ্রাক্ষালতা কর্ত্তন ও নূতন মদ্যপানের উপলক্ষে, ডীমীটীর, কুমারী ও ডিওনীসসের উদ্দেশে এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়।"

ডীমীটারের অন্যান্য উৎসব হইতে ইহার বিশেষত্ব এই, যে ইহাতে মদ্য ব্যবহৃত হইত, এবং পুরুষের সহযোগিতা একেবারে বর্জ্জিত হইত না।

হার্পক্রাটিওন (Harpocration) বলেন, "আথীনীয়েরা পসাইডেওন মাসে (অর্থাৎ শীতকালে) শস্য মাড়াইবার আঙ্গিনায় উৎসব ও আমোদ প্রমোদ করে, এই জন্য পর্ব্বটী হালোয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।" গ্রীসে শীতকাল শস্য মাড়াইবার সময় নয়; তবে অকালে এই উৎসব করিবার অর্থ কি? কুমারী হারিসনের সিদ্ধান্ত এই, যে হালোয়া আদিতে শুধু ডীমীটারের উৎসব ছিল। বৈদেশিক দেবতা ডিওনীসস গ্রীসে আসিয়া আস্তে আস্তে পর্ব্বটী অধিকার করিয়া বসেন; কাজেই শরৎকালের ক্রিয়া শীতকালে সম্পন্ন হইত।

অদ্বিতীয় বাগ্মী ডীমস্থেনীসের একটী উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, যে এই উৎসবে নারীর অধিনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ও ইহাতে পশু-বলি প্রদত্ত হইত না।

পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যকার উৎসবটীর নিম্নোক্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। "ইকারিয়স (Ikarios) আটিকাপ্রদেশে দ্রাক্ষা আনয়ন করেন; তাঁহার স্মরণার্থ এই পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছামত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে উৎসবটী কেবল তাহারা সম্পাদন করে। ইহাতে তাহারা পবিত্র (কৃত্রিম) লিঙ্গ ও যোনি স্পর্শ করে। পুরোহিতেরা উপস্থিত রমণীগণের কর্ণে অস্ফুটস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন; সে সকল মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলা যায় না; এবং রমণীরাও যত রকমের অশ্লীল ব্যঙ্গ পরিহাসে নিমগ্ন হয়।" থেস্মফরিয়া পর্ব্বেও পূজারীরা এই পবিত্র বিগ্রহগুলি স্পর্শ করে। পূজাস্থলে যে অতি সন্তর্পণে শীলতা রক্ষিত হইত, তাহার প্রমাণ, পুরুষেরা সেখানে যাইতে পারিত না। ভূরি পান ভোজনে উৎসবের পরিসমাপ্তি হইত। "আহারস্থলে প্রচুর মদ্য আনীত হইত; এবং জলে স্থলে যত আহার্য্য মিলে, সে সমস্তই সেখানে পুঞ্জীকৃত দেখা যাইত। কেবল ডালিম, আতা, গৃহ-পালিত পাখী, ডিম, হাঙ্গর ও কোন কোনও সামুদ্রিক মৎস্য নিষিদ্ধ খাদ্য বলিয়া গণ্য ছিল। আর্খোনেরা আহার্য্য জোগাইয়া ও রমণীদিগকে

গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া বাহিরে যাইয়া অবস্থান করিতেন, এবং দর্শক-দিগকে যথাবিধি প্রকাশ্যে বলিতেন, যে তাঁহারা 'প্রশস্ত ভোজ্য (himerous trophas) আবিষ্কার করিয়া মানবজাতির সহিত তাহা ভোগ করিয়াছেন।' ভোজনস্থলে যোনি-ও-লিঙ্গাকৃতি পিষ্টক রাখিয়া দেওয়া হয়। ডিওনীসসের ফলের নামানুসারে উৎসবটী হালোয়া নামে অভিহিত হইয়াছে, কেন না, লোকে দ্রাক্ষার পরিপুষ্টিকে 'হালোয়া' কহে।"

এই উৎসবে মাংসের প্রচলন ছিল না; এজন্য মনে হয়, মাংসভোজী আর্য্যগণের গ্রীসে আগমনের পূর্ব্বে পেলাস্‌গস জাতি এই পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত করে।

আথেন্সের অনেক উৎসবেই রমণীগণের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল; কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া সকলকেই উহাতে কিছু না কিছু করিতে হইত। আরিষ্টফানীসের একখানি নাটকে এক নারী বলিতেছেন, "কুমারী-জীবনে এই পুরী মুক্তহস্তে আমাকে কি শ্লাঘ্য গৌরবই না অর্পণ করিয়াছেন? সাত বৎসর বয়সে আমি পবিত্র ভাজন বহন করিয়াছি; দশ বৎসর বয়সে আথীনার বেদির জন্য যবের শক্তু চূর্ণ করিবার ভার পাইয়াছি; তৎপরে পীতবর্ণ রেশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ব্রাউরোনিয়া পর্ব্বে আর্টেমিসের তৃপ্ত্যর্থে ক্ষুদ্র ভল্লূকী সাজিয়াছি; এবং পরে উন্নতকায়া, রূপবতী যুবতীমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়া গলায় শুষ্ক ফলের মালা পরিয়া ডালা-বাহিনীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছি।" (*Lysistrata*)।

চতুর্থ কণ্ডিকা

ডিওনীসসের মহোৎসব।

বসন্তকালে, এলাফীবলিওন মাসের অষ্টম ও অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে এই উৎসব সম্পন্ন হইত। কোন কোন দিকে ইহার সমারোহ অতুলনীয় ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে যে প্রণালীতে এই পর্ব্ব উদ্‌যাপিত হইত, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রাগুক্ত মাসের অষ্টম দিনে—এই দিনটীর

নাম "পুণ্যবাসর"—প্রথমে দেব আস্ক্লীপিয়স অর্চ্চিত হইতেন, এবং তৎপরে উৎসবের নাট্যাভিনয়ে যাহারা গুণপনা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা প্রারম্ভিক পরীক্ষায় পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত হইত। ডিওনীসসের যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎসবটীর আরম্ভ। আক্রপলিসের দক্ষিণে, নাট্যশালার পার্শ্বে, "এলেয়ুথেরাইবাসী ডীওনীসসের" (D. Eleuthereus) যে মন্দির ছিল, তথা হইতে যাত্রীরা ইঁহার দারুময়ী মূর্ত্তি নগরোপান্তে, এলেয়ুথেরাই ও আথেন্সের মধ্যবর্ত্তী রাজপথের সন্নিকটে, উপবনস্থ ক্ষুদ্র দেবায়তনে লইয়া যাইত। যাত্রাসংসৃষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া "বাক্থসবংশীয়" লোকেরা (Bacchiadai) নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু সমগ্র পর্ব্বটীর তত্বাবধানের ভার আর্খোনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই যাত্রায় আথেন্সের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুমারী কন্যারা মস্তকে নৈবেদ্যপূর্ণ সুবর্ণভাজন লইয়া প্রতিমার অনুগমন করিত; "প্রবাসী"দিগের কন্যাগণ তাহাদিগের পশ্চাতে ছত্র ও কাষ্ঠাসন লইয়া যাইত। যে পথে প্রতিমা গমন করিত, তৎসন্নিহিত এক পল্লীতে ধনবান্ লোকেরা পুরবাসী ও বৈদেশিক অভ্যাগতদিগকে বিবিধ ভোজ্য-সহকারে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। উপবনে উপনীত হইলে দারুপ্রতিমা অনুচ্চ নিম্নতল বেদিতে স্থাপিত হইত; একদল বালক তখন দেবতার স্তুতি কীর্ত্তন করিত। সম্ভবতঃ এই স্থানেই যুবকগণ, "রাজা" এবং আর্খোন, আথেন্সের মন্ত্রণাসভা ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাস্থ্য ও স্বস্তি কামনায় এবং ফলশস্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে যুবকেরা প্রতিমা বহিয়া লইয়া যাইত; পথিমধ্যে অনর্গল হাস্য-পরিহাস চলিত; যুবকগণ দীপাবলি সহ যাত্রা করিয়া নাট্যশালায় প্রতিমা স্থাপন করিত; তথায় দেবতা পরে নাট্যাভিনয় ও গীতবাদ্যের প্রতি-যোগিতা দর্শন করিতেন।

এ সকলই সুরুচিসঙ্গত এবং উন্নত জ্ঞান ও সভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু "লিঙ্গবহন" এই উৎসবেরও একটী অঙ্গ ছিল।

"এলেয়ুথেরাইবাসী" ডিওনীসস এই মহোৎসবের অধিদেবতা। তাঁহার মন্দিরের সান্নিধ্যে নাট্যশালা অবস্থিত ছিল; তাঁহার প্রতিমা নাট্যাভিনয়ে

অধিনায়কের পদে বৃত হইত; তাঁহার পুরোহিত অভিনয়কালে সম্মানার্হ আসন পাইতেন। এই দেবতার যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তন হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে ইঁহার প্রতিমা বিওশিয়া প্রদেশের ক্ষুদ্র নগর এলেয়ুথেরাই হইতে আথেন্সে আনীত হইয়াছিল। উক্ত নগরের অধিবাসীরা প্রতিমা প্রদানকালে হয় তো আথীনীয়দিগকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিল, যে তাহাদিগকে ডিওনীসসের জন্য একটী স্বতন্ত্র উৎসব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উৎসবটী এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পাইসিষ্ট্রাটস (Peisistratos) আথেন্সের গৌরব বৃদ্ধির আশায় পরিপূর্ণ বসন্তে উহা সম্পাদন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ফার্ণেল বলেন, আথীনীয়েরা কেন যে এক বসন্ত ঋতুতেই ডিওনীসসের উদ্দেশে দুইটী বিপুল পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিত, এ সমস্যা সমাধানের সঙ্কেত কেবল এখানেই পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রীক নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস এই মহোৎসবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সে ইতিহাস একাদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম কণ্ডিকা

আথীনার বিশ্বোৎসব।

আথেন্সে যত পর্ব্ব প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে "আথীনার বিশ্বোৎসব" সর্ব্বপ্রধান। আটিকা প্রদেশে একতন্ত্র স্থাপিত হইলে উহার ঐক্যবন্ধনের স্মৃতি ও সহায়স্বরূপ এই উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। "শতবলি" (Hekatombaeon) নামক আথীনীয় বৎসরের প্রথম মাসে, গ্রীষ্মকালের শেষভাগে উহা সম্পাদিত হইত; সমগ্র পর্ব্বটী নির্ব্বাহ করিতে চারি দিন বা তাহারও অধিক কাল লাগিত; ঐ মাসের অষ্টাবিংশ দিবস উৎসবের প্রধান দিন ছিল। প্রতি চারি বৎসর অন্তর উৎসবটী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত; এই পঞ্চবার্ষিক উৎসবের নাম "মহোৎসব" (megala panathenaea); প্রতি বৎসরের সাধারণ উৎসবের নাম "ক্ষুদ্র বা অপ্রধান (mikra) উৎসব"।

শৈলোপরি আথীনার মন্দিরে যাত্রা ও তথায় তাঁহার অর্চ্চনা এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। যাত্রীরা এক রজনী আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিত, তৎপরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হইত। "পুণ্য-ক্রিয়াকর্ত্তা" (hieropoei) নামক কর্ম্মচারীরা সমুদায় ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন; বার্ষিক উৎসবের ভার ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল; পঞ্চবার্ষিক উৎসবের যে যে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, "ব্যায়াম-ব্যবস্থাপক" (athlothetae) অভিধেয় রাজপুরুষেরা সে সমুদায়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আটিকার যাবতীয় অধিবাসী আপন আপন গোত্রপতির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া উৎসবে যোগ দিত; একদা তাহারা ঢাল ও বর্শা লইয়া সৈনিকের বেশে উৎসব করিতে আসিত। সুদক্ষ অশ্বারোহিগণ অশ্বপৃষ্ঠে মন্থর গতিতে বলির গাভীগুলির অনুগমন করিত; এক দল বয়োবৃদ্ধ গম্ভীরভাবে দেবীর চরণে প্রার্থনার প্রতিরূপ জলপাইপল্লব হস্তে লইয়া তাহাদিগের সঙ্গে যাইত; যুবকগণ উৎসর্গার্থ সুরাপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্র স্কন্ধে বহন করিত; কেহ বা বলির মাংস গ্রহণের জন্য বড় বড় থালা লইয়া আসিত; কুমারী কন্যারা পূজায় ব্যবহার্য্য ভৃঙ্গারাদি পবিত্র ভাজন বহিয়া লইয়া যাত্রায় যোগ দিত; আবার অনেকে নৈবেদ্যের জন্য শস্য বা শক্তুর ডালি মাথায় করিয়া লইয়া যাইত; কত সশস্ত্র সৈনিক রথে আরোহণ করিয়া যাত্রিদলে উপস্থিত থাকিত; বীণা-ও-বংশীবাদকেরা সঙ্গে থাকিয়া সুললিত স্বরলহরীতে যাত্রাটীকে মধুময় করিয়া তুলিত। যাহারা এই সমুদায় কর্ম্মের ভার পাইত, তাহারা সকলেই প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত।

যাত্রীরা আথেন্সের উপকণ্ঠস্থিত কেরামিকস নামক পল্লী হইতে প্রথমে জ্যামাতার আয়তনে যাইত, এবং তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া আক্রপলিস শৈলোপরি উপনীত হইত। দেবী আথীনাকে একখানি বস্ত্র (peplos) উৎসর্গ করা উৎসবের একটী কুলক্রমাগত ক্রিয়া ছিল। এক দল নারী বস্ত্রখানি বয়ন ও কারুকার্য্যখচিত করিবার ভার পাইতেন; আথীনার সেবিকা আরীফরই (Arrephoroi) নাম্নী কুমারীরা এই দলভুক্ত ছিল। এই কার্য্যটী এত গুরুতর বলিয়া গণ্য ছিল, যে উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন

করিলে বয়নকারিণীরা প্রকাশ্যে ধন্যবাদ পাইতেন। সংযাত্রার মধ্যে বস্ত্রখানি একটা যানের উপরে নৌকার পালের মত প্রসারিত থাকিত। আথীনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে যানটী অর্ণবপোতের আকারে নির্ম্মিত হইত। যাত্রীরা পোতখানিকে চক্রের সাহায্যে টানিয়া লইয়া যাইত; পুরোহিত ও পুরোহিতারা স্বর্ণমুকুট ও পুষ্পমাল্য পরিয়া নাবিকরূপে উহাতে উপস্থিত থাকিতেন; এবং যাত্রা শেষে উহাকে আপলোর মন্দিরের সন্নিকটে বাঁধিয়া রাখা হইত। এরেথ্থিয়ম নামক মন্দিরে "পুরীরক্ষিকা" আথীনার প্রতিমাকে সাজাইবার জন্য যাত্রীরা ঐ পবিত্র বস্ত্র এত আড়ম্বর করিয়া লইয়া যাইত। উহাতে সীবনকারিণীরা নিপুণ-হস্তে দেবদানবের যুদ্ধ ও তাহাতে আথীনার শৌর্য্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ফলাইয়া তুলিতেন। দেবীর পূজায় শত গাভী বলি প্রদত্ত হইত; গাভীগুলি ক্রয় করিবার জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী নিয়োজিত থাকিতেন। আথেন্সের প্রত্যেক উপনিবেশ একটী করিয়া বলীবর্দ্দ প্রেরণ করিত। এই সময়ে "স্বাস্থ্যদায়িনী" আথীনা ও "জয়ন্তী" আথীনাও অর্চ্চিতা হইতেন; "জয়ন্তীকে" যে বলি উৎসৃষ্ট হইত, সেই গাভীটী দেখিতে অতীব সুশ্রী হইবে, ইহাই সনাতন প্রথা ছিল। পূজান্তে পুরোহিতেরা আটিকার সমগ্র অধিবাসীর কল্যাণকল্পে প্রার্থনা করিতেন। বলির মাংস সেবাইত ও যাত্রীগণের মধ্যে বিভক্ত হইত। এক এক শাখার যাত্রীরা এক এক পাড়ায় একত্র আহার করিত।

এই উৎসবে নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ললিতকলার পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের অনুকরণে নৃত্য (pyrrhic), রথ হইতে বেগে অবতীর্ণ সশস্ত্র সৈনিকপুরুষের দ্বন্দ্ব, প্রদীপধারীদিগের দৌড়, ব্যায়ামের মধ্যে এই-গুলি উল্লেখযোগ্য। তৎপরে, ভাটেরা পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় হোমারের কবিতা আবৃত্তি করিত; কলাকুশল ব্যক্তিগণ বীণা-ও-বংশীবাদনে পরস্পরকে পরাস্ত করিবার প্রয়াস পাইত; সুমধুর ঐকতান সঙ্গীত শ্রোতৃবর্গকে অপার্থিব আনন্দ প্রদান করিত। যাহারা জয় লাভ করিত, তাহারা গীতবাদ্যে স্বর্ণমুকুট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় জলপাই-পল্লবের কিরিট প্রাপ্ত হইত। বিশ্বোৎসবের আগাগোড়া একটা সুন্দর, সংযত,

শুদ্ধ ও প্রসন্ন ভাব বিদ্যমান ছিল। ইহার কোন অঙ্গই কুশ্রী বা মলিন হইতে পারিত না। বলির পশুগুলি নিখুঁত হইবে; পুরুষ ও রমণী, যুবক ও প্রৌঢ়, যাহারা পূজা সম্পাদন করিবে, বা পূজার উপকরণ বহিয়া লইয়া যাইবে, তাহারা রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় হইবে; কুমার কুমারীদিগের পিতামাতা উভয়েই জীবিত থাকিবে—উৎসবের যাবতীয় আমোদ ও আকর্ষণের মধ্যে আর্থীনীয়েরা এই নিয়মগুলি কখনই লঙ্ঘন করিত না। যাহারা উহা দেখিত বা উহাতে যোগ দিত, তাহারা এই শিক্ষা পাইত, যে ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা তাহাদিগের জীবনের পুণ্যতম, কল্যাণতম কর্ত্তব্য। ফলতঃ দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বিবিধপ্রকারের ক্রীড়ামোদ মিলিত হইয়া এই উৎসবটীকে শৌর্য্য ও জ্ঞানগৌরবে অতুলনীয় দীপ্তশ্রী আথেন্স-নগরীর অন্তর্নিহিত স্বরূপের জাজ্বল্যমান অভিব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছিল।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

শুদ্ধি-সাধন

ডেল্‌ফির ষ্টেপ্‌টীরিয়ন পর্ব্ব।

আথেন্সের প্রধান প্রধান উৎসব বর্ণিত হইল; এখন আমরা ডেল্‌ফির একটী পর্ব্ব বর্ণনা করিতে চাই; কারণ, পাঠকগণ ইহাতে গ্রীক ধর্ম্মের একটা নূতন তত্ত্বের পরিচয় পাইবেন।

গ্রীকেরা আদিম কাল হইতেই বিশ্বাস করিত, যে জীবহত্যা করিলে দেব ও মানব সকলেরই পাতক হয়। এই পাতক-ক্ষালনের জন্য শুদ্ধিসাধন আবশ্যক। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে দেবতাদিগেরও নিষ্কৃতি নাই, মানুষ তো তুচ্ছ কথা, এই সত্যটী জনগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই ডেল্‌ফির ষ্টেপটীরিয়ন পর্ব্ব বা "মুকুটোৎসব" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আপলোদেব

পীথোন (Python) নামক অজগরকে বধ করিয়া অশুচি হইয়াছিলেন, তিনি পরে একটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া রক্তপাতজনিত অশৌচ হইতে মুক্তিলাভ করেন। "মুকুটোৎসব" এই উভয় ব্যাপারের স্মৃতি বহন করিত। প্রতি অষ্টম বর্ষে উহা অনুষ্ঠিত হইত। প্লুটার্কের দুইটী প্রবন্ধে উহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই।

"পীথোনের সহিত আপলোর যুদ্ধ এবং তৎপরে তাঁহার পলায়ন ও টেম্পী পর্য্যন্ত (তাহার) পশ্চাদ্ধাবন—মুকুটোৎসব ইহারই অভিনয়। কেহ কেহ বলেন, যে যুদ্ধান্তে আপলো শুচি হইবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু অপর অনেকে বলেন, যে পীথোন আহত হইয়া অধুনা "পুণ্যপথ" নামে অভিহিত বর্ত্ম দিয়া পলায়ন করে, এবং আপলো পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তন্নিকটে উপস্থিত হন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, যে অজগর ক্ষতকলেবরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং 'ছাগ' নামক এক বালক তাহাকে সমাধি দিয়াছে।" (*Qaest. Graec.* 12)। অষ্টম বর্ষ সমাগত হইলে 'শস্য মাড়াইবার আঙ্গিনায়' একখানি চালাঘর নির্ম্মিত হইত। উহা অজগরের বিবররূপে পরিকল্পিত হইলেও সাজসজ্জায় ঐশ্বর্য্যময় রাজপ্রাসাদের অনুরূপ ছিল। এক দল লোক দীপিকা হস্তে লইয়া যথারীতি অজগরের বাসগৃহ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইত; যাহার পিতামাতা উভয়েই জীবিত আছে, এমন একটী বালককে তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইত। বালকটী সম্ভবতঃ আপলোর স্থলাভিষিক্ত ছিল। অজগর যেন গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া সে তৎপ্রতি তীর নিঃক্ষেপ করিত, এবং দীপিকাধারী পুরুষেরা গৃহে আগুন লাগাইয়া ও মেজ ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া যাইত; পলায়নকালে তাহারা পশ্চাদ্দিকে চাহিত না। পরিশেষে আপলোরূপী বালক পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ও দাসত্বে নিয়োজিত হইয়া টেম্পীতে যাইয়া শুদ্ধি লাভ করিত। (*De defect. oracl.* 15)। আইলিয়ান (Aelian) নামক গ্রন্থকারের একখানি পুস্তকে (*Var. Hist.* III. 1) এই উৎসবের আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। "থেসালীবাসীরা বলিয়া থাকে, যে 'পীথোঘাতী' (Pythian) আপলো অজগরকে শরাঘাতে হত করিয়া জেয়ুসের আদেশে আপনার

শুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। যৎকালে ডেল্‌ফির দৈববাণী দেবী পৃথিবীর আয়ত্ত ছিল, তখন এই অজগর প্রহরী থাকিয়া উক্ত স্থান রক্ষা করিত। পিতার আদেশানুসারে আপলো টেম্পীর একটী লরেল তরুর পত্রদ্বারা আপনার জন্য মুকুট রচনা করিলেন, এবং দক্ষিণহস্তে ঐ তরুর এক শাখা ধারণ করিয়া ডেল্‌ফিতে আসিয়া দৈববাণীর ভার লইলেন। যে স্থানে দেবতা মুকুট রচনা ও শাখা ভগ্ন করিয়াছিলেন, তথায় একটী বেদি বর্ত্তমান আছে। আজিও, অষ্টমবর্ষ সমাগত হইলে, ডেল্‌ফির অধিবাসিগণ সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বালকবৃন্দের এক যাত্রা প্রেরণ করে; একজন বালক তাহাদিগের অধিনায়কত্বে বৃত থাকে। তাহারা টেম্পীতে আগমন করে; এবং প্রভূত বলি উৎসর্গ করিয়া, এবং তৎপরে যে বৃক্ষের পত্রদ্বারা আপলো প্রাগুক্ত স্মরণীয় দিনে স্বীয় শিরঃশোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পল্লবদ্বারা কিরিট নির্ম্মাণ করিয়া আবার ফিরিয়া যায়। যাত্রিগণ 'পীথিয়ান' নামক পথে থেসালী, পেলাসগিয়া প্রভৃতি প্রদেশের মধ্যদিয়া ভ্রমণ করে। যাহারা উত্তরকুরুগণের দেশ হইতে আপলোর মেধ্য অর্ঘ্য বহিয়া আনে, তাহারা যেমন ভক্তি ও সম্মান প্রাপ্ত হয়, এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরাও তদ্রূপ ভক্তি ও সম্মানসহকারে যাত্রীদিগের অনুগমন করিয়া থাকে। পীথিয়ান উৎসবে বিজয়ীরা যে মুকুট লাভ করে, তাহা এই লরেল-পত্রে নির্ম্মিত হয়।" যে বালক লরেলবৃক্ষের শাখা বহন করে, সে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ডিপ্‌নিয়াসগ্রামে আহারার্থ কিয়ৎক্ষণ অবসর পায়; কেন না, কথিত আছে, যে আপলো অশৌচ-মোচনান্তে টেম্পী হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে এই স্থানে উপবাসের পারণ করিয়াছিলেন। (Frazer's *Pausanias*, Vol. III. pp. 53-54)।

বিশেষ বিশেষ ইতর প্রাণী বধ করিলে হত্যাকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়, এই বিশ্বাস অনেক অসভ্য জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ষ্টেপ্‌টীরিয়ন পর্ব্বটী গ্রীক জাতির আদিম বর্ব্বরতার নিদর্শন। ইহাতে রক্তপাতবিষয়ে যে ভাবটী অনুস্যূত আছে, আইস্খ্‌ৃলসের আগামেম্‌নোন্-প্রমুখ নাটকত্রিতয়ে তাহা অত্যাশ্চর্য্য গভীরতা ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

গ্রীক ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন

আমরা এতক্ষণ গ্রীসের রাষ্ট্রানুমোদিত, লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনা করিলাম; কিন্তু উহার পরিণতি বুঝিতে হইলে অন্তরঙ্গ সাধন অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক। কোন ধর্ম্মেরই মহত্তম ও নিগূঢ় ভাব জনসমাজে যত্রতত্র প্রকাশিত থাকে না; গ্রীক ধর্ম্মেরও প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধন অনধিকারীর অগোচরে অনুষ্ঠিত হইত। এই সাধন ইতিহাসে "গুপ্ত-পূজা" (mysteries) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। দুইটী নিগূঢ় সাধন বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য; প্রথম, এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজা; দ্বিতীয় অর্ফেয়ুস-তন্ত্র। একটী রাষ্ট্রানুমোদিত, ও রাষ্ট্রাচরিত, অপরটীর সহিত রাষ্ট্রের কোনও সংস্রব ছিল না। গ্রীকজগতে এই দুইটীর কি মাহাত্ম্য ছিল, প্লেটোর একটী উক্তি পড়িলেই তাহা সম্যক্ বোধগম্য হইবে। ফাইডোনের ১৩শ অধ্যায়ে সোক্রাটীস বন্ধুবর সিমিয়াসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমার মনে হয়, যে যাঁহারা আমাদিগের গুপ্তপূজাগুলি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছিল; বাস্তবিক তাঁহারা এতকাল রূপকচ্ছলে আমাদিগকে বলিয়া আসিতেছেন, যে যাহারা অদীক্ষিত ও অপবিত্র হইয়া পরলোকে গমন করে, তাহারা পঙ্কে নিপতিত থাকিবে; আর যে দীক্ষিত ও শুদ্ধ হইয়া পরলোকে যায়, সে দেবগণের সহবাসে কালযাপন করিবে।"

হোমার-বর্ণিত দেবপূজা ও গুপ্তপূজার মধ্যে তিন বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহা প্রণিধান করা উচিত। প্রথমতঃ, গুপ্তপূজার উপাস্য দেবতা মর্ত্ত্য; জাগ্রেয়ুসের উপাখ্যান ইহার প্রমাণ। হোমারের দেবগণ অমর।

দ্বিতীয়তঃ, এই পূজার উপাসক উপাস্যের সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং সে অমৃতত্বের অধিকারী হয়। তৃতীয়তঃ, গুপ্তপূজায় সংযম, উপবাস, মদ্যমাংসবর্জ্জন প্রভৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত; জেয়ুস-আদি দেবগণের আরাধনায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজা (The Eleusinian Mysteries)।

আটিকা প্রদেশে যে রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার পূর্ণ পরিণতি এলেয়ুসিস গ্রামের গুপ্তপূজায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহার খ্যাতি ও প্রভাব গ্রীকজগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ডেল্‌ফির দৈববাণী যখন নীরব হইল, জেয়ুসপ্রমুখ দেবতার আরাধনা যখন উঠিয়া গেল, তখনও উহার প্রতিপত্তি ম্লান হয় নাই; তখনও উহা জীবন্ত ও শক্তিশালী থাকিয়া সাকারোপাসনার অন্তিমদশায় খৃষ্টধর্ম্মের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। এই সংগ্রামে ঈশাপন্থীদিগের জয় হইল বটে, কিন্তু তাহারা পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে যে নব ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সে ঋণ ইতিহাস আজিও স্বীকার করিতেছে। এই পূজায় উদ্দাম ভাবাবেশ ছিল না; ইহা স্বমতপ্রিয় ও পরমতবিদ্বেষী হইয়া অনুবর্ত্তীদিগের স্বাধীন চিন্তাতে হস্তার্পণ করিত না; ইহাতে যে দৃশ্য প্রদর্শিত হইত, তাহা দর্শকগণের চিত্তকে মুগ্ধ করিত; এবং বিষাদ ও আশা যুগপৎ মিলিত হইয়া ইহাকে পরম মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। যে পূজায় গ্রীক জাতির গভীরতম ধর্ম্মভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ও যাহাতে আমরা গ্রীকপ্রকৃতির মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের এমন উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই, তাহার বিবৃতি একটু বিশদ ও বিস্তৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমরা এলেয়ুসিসের দেবার্চ্চনাকে গুপ্তপূজা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি। গ্রীক ভাষায় উহার নাম ম্যুষ্টীরিয়ন (Mysterion), ইংরাজী

Mystery ও Mystic শব্দ উহা হইতেই ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত কথাটীর তাৎপর্য্য কি, এবং দেশপ্রচলিত সাধারণ পূজার সহিত উহার পার্থক্য কোন্‌খানে, তাহা না বলিলে প্রস্তাবটী অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যাইবে। শব্দটীর মূলে "গুহ্য", এই ভাব নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং উহার মৌলিক অর্থ "গুপ্তপূজা"। যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, কেবল তাহারাই উহাতে উপস্থিত থাকিতে পারে; সর্ব্বসাধারণের পূজার মন্দিরে যাইবার অধিকার নাই। দীক্ষার পূর্ব্বে দীক্ষার্থীর পক্ষে যথাবিধি শুচি হওয়া আবশ্যক। গুপ্তপূজাপদ্ধতিটী এমন জটিল, গুরুতর ও বিপদ্‌সঙ্কুল, যে প্রধান পুরোহিতের সাহায্য ভিন্ন দীক্ষিত ব্যক্তি কিছুতেই উহার সকল অঙ্গ পরিশুদ্ধরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের ঘনিষ্ঠযোগ প্রতিষ্ঠিত করাই দীক্ষা ও পূজার উদ্দেশ্য। গ্রীসে রাষ্ট্রের পক্ষে যে পূজা সম্পাদিত হইত, অশুচি ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলেই তাহাতে যোগ দিতে পারিত; এবং গৃহস্থেরা যখন ইচ্ছা অভীষ্টপ্রাপ্তির কামনায় নিজ নিজ দেবালয়েও এই পূজার অনুষ্ঠান করিত। সাধারণ ও গুপ্ত, উভয়বিধ পূজাতেই বলিদান একটী অপরিহার্য্য ক্রিয়া বলিয়া গণ্য ছিল; কিন্তু প্রথমটীর প্রধান অঙ্গ বলি ও প্রার্থনা; দ্বিতীয়টীর মূলতত্ত্ব বলিতে নিবদ্ধ ছিল না; উহাতে পূজারীরা দীক্ষিতজনকে যাহা প্রদর্শন করিত, ও উহাতে যে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হইত, তাহাতেই উহার মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং এই তন্ত্র একপ্রকার গুহ্যনাটক (Drama Mystikon); বাস্তবিকও গ্রীসের গুপ্তপূজায় এক অর্থে একটা নাটক অভিনীত হইত। ইহাও খুব সম্ভব, যে এই অনুষ্ঠানে দীক্ষিত ব্যক্তি-দিগকে নিগূঢ় মন্ত্র ও উপদেশ দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। আমরা পরে এই প্রসঙ্গে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

একজন প্রাচীন লেখক (Theon Smyrnaeus) এই তন্ত্রের পাঁচটী অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) শৌচ-সম্পাদন বা দীক্ষা (katharmos); (২) মন্ত্র ও উপদেশ (teletes paradosis); (৩) দর্শন (epopteia); (কয়েকটী পবিত্র সামগ্রী দর্শন করাই এই পূজার মূল ও সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া); (৪) মাল্য-ধারণ (stemmaton epithesis); (যাহারা দীক্ষান্তে পূজার

যোগ দিবার অধিকার পাইল, তাহারা এখন হইতে তাহার নিদর্শনরূপে মস্তকে মালা পরিবে) ; এবং (৫) ঈশ্বরের সহিত সখ্য-ও-যোগজনিত আত্যন্তিক সুখ। এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এলেয়ুসিসের তন্ত্রমতে দীক্ষার ফলে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হইত বটে, কিন্তু দীক্ষিত নরনারীরা সকলে মিলিয়া একটা মণ্ডলী গঠন করিত না, এবং তাহারা যে সমসাধকরূপে পরস্পরকে নিকটতম আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিত, এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

গ্রীসে যত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার অধিকাংশই প্রকাশ্যে, সর্ব্বসাধারণের নয়নসমক্ষে নির্ব্বাহিত হইত ; তবে কতকগুলি পূজা যে গোপনে সম্পন্ন হইত, তাহার কারণ কি ? ফার্ণেল এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, যে কোন কোন দেবতার পূজা একান্ত কঠিন ও ভয়াবহ ছিল, এবং কোন কোন দেবায়তনের বিগ্রহ এমন জাগ্রত ছিলেন, যে যে-সে-লোকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা নিরাপদ ছিল না ; যেমন পেলেনীনগরে দেবী আর্টেমিসের প্রতিমা এমন পবিত্র ও মহিমাময়ী ছিল, যে যে ব্যক্তি উহা দর্শন করিত, সেই অন্ধ হইয়া যাইত। এই সকল স্থলে পূজকের অণুমাত্র অসতর্কতা বা অজ্ঞতাও উন্মত্ততাদি মহা অনর্থ ঘটাইত ; কাজেই এই সকল পূজা গুপ্ততন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। পাতালবাসী দেবগণের অর্চ্চনাতেই ভয় ও বিপদের আশঙ্কা অধিক ছিল ; এজন্য প্রায় সমস্ত গুপ্তপূজার অধিদেবতাই পাতালবাসী দেবদেবী ও উপরত বীর বা বীরললনা। গ্রীকজগতে ডীমীটারের গুপ্তপূজাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল ; জ্যা (Ge), আগ্লাউরস, হেকাটী প্রভৃতি দেবতার গুপ্ত-পূজার নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই মাতা পৃথিবীর অবতার বা তাঁহা হইতে হইতে উদ্ভূত। ডিওনীসস, ক্রীটের জাগ্রেয়ুস, লেবাডীয়ার ট্রফনিয়স প্রভৃতি দেবগণের যে গুপ্তপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার মূলেও ঐ ভয়বিভীষিকা নিহিত ছিল। আবার, কোন কোনও স্থলে, উপাস্য দেবতা যে পাতালবাসী, সে ভাবটা তেমন পরিস্ফুট নহে ; সেখানে উপাসক ঐশী শক্তি লাভ করিতে চাহে ; সে আরাধ্য দেবতার

সহিত মিলন প্রার্থনা করে; তাহার আকাঙ্ক্ষা অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও পূর্ণ হইবে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই সে মন্দিরদ্বারে সমাগত হইয়াছে। এই মুক্তিপ্রদ পূজার অধিকারী হইবার জন্য তাহার পক্ষে যে সাধন আবশ্যক, তাহা নিগূঢ় না হইয়াই পারে না; দীক্ষা, গুপ্তাচার ও গুহ্য পূজার সহায়তা ব্যতীত সে কোন্ সাহসে ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করিবে?

এলেয়ুসিসের পূজা-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয় কয়টার আলোচনা করিতে হইবে। (১) কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে এই পূজা সম্পাদিত হইত? (২) কখন ইহা আথেন্সের করায়ত্ত হইল, ও কবে সমগ্র গ্রীক জাতি ইহাতে যোগ দিবার অধিকার পাইল; এবং পূজা-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য আথেন্স কি কি বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল? (৩) ইহাতে কি কি গুপ্তাচার অনুষ্ঠিত হইত? অথবা গ্রীকেরা এই পূজার প্রতি যে এমন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, তাহার কারণ কি? (৪) ইহার নৈতিক প্রভাব কি ছিল? কিংবা আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে গ্রীক জাতির যে বিশ্বাস ছিল, ইহা তাহাতে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল?

(১) পূজার দেবতা।

এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজার প্রধান দেবতা ডীমীটার ও তাঁহার কন্যা কুমারী (Kore); ইঁহারা "যুগলদেবী" এবং "প্রাচীনা ও নবীনা" বলিয়াও অভিহিত হইতেন। এলেয়ুসিসের কুমারীপূজায় সুপরিচিত "পার্সেফনী" নাম ব্যবহৃত হইত না। গ্রীকেরা পাতালবাসী দেবতার আরাধনায়, বিশেষতঃ গুপ্তপূজায়, উপাস্যকে তাঁহার নামে আহ্বান করিতে শঙ্কাবোধ করিত; এইজন্য তাহারা পার্সেফনীকে "কর্ত্রী" (Despoinia), "পুণ্যবতী" (Hagne), "তারা" (Soteira), ও "মহাশক্তি" (Pasikrateia); এবং হাডীসকে "ধনেশ" (Plouton), "বিশ্বাতিথ্যপর" (poludegmon) ও "সুমন্ত্র" নাম দিয়াছিল। পাতালপতি ধনেশ এই পূজার অংশভাক্ ছিলেন। ইনি কুমারীকে হরণ করিয়াছিলেন; বোধ হয় এই কাহিনী পূজার অঙ্গরূপে অভিনয়ে প্রদর্শিত হইত।

এই তিন দেবতা ছাড়া এয়ুবৌলেয়ুস, ট্রিপ্টলেমস (Triptolemos), ইয়াক্‌খস (Iakkhos) ও ডিওনীসস, এই দেবগণের পূজাও আনুষঙ্গিকরূপে অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমোক্তনামা শূকরপালের আখ্যায়িকা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ফার্ণেল অনুমান করেন, যে আখ্যায়িকাটীর ভিত্তি কিছুই নাই, নামটী বাস্তবিক পাতালেশ হাডীসের ; একদা তিনি দৈববাণী প্রেরণের দেবতারূপে বিখ্যাত ছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে "সুমন্ত্র", এই অভিধান প্রদত্ত হইয়াছিল। ট্রিপ্টলেমস এলেয়ুসিসের প্রাচীন কৃষি-দেবতা ; তিনি হলধর, শস্যদ ; আটিকাপ্রদেশে একতন্ত্র স্থাপিত হইবার পরে আথেন্সে তাঁহার অর্চ্চনা প্রচলিত হয়। তথায় ডীমীটারের মন্দিরের সন্নিকটে তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ; গুপ্তপূজার প্রাথমিক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলি প্রদত্ত হইত, এবং মিত্ররাজ্যসমূহ এলেয়ুসিসে যে নৈবেদ্য প্রেরণ করিত, তিনি তাহারও ভাগ পাইতেন। ঐ পূজার দেশব্যাপী গৌরবনিবন্ধন তাঁহার আরাধনা ক্রমে সমগ্র গ্রীক জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইয়াক্‌খস কোন্ দেবতা ? প্রশ্নটী একটু জটিল। আথেন্সে তাঁহার নামাঙ্কিত একটী আয়তন ছিল। ডীমীটারের মন্দিরে দেখা যাইত, যে তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি মাতা ও কন্যার সমক্ষে প্রদীপ ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শরৎকালে, বঈড্রমিওন মাসের ঊনবিংশ দিবসের সায়ংকালে ও বিংশ দিবসে—এই দিনটী তাঁহার পর্ব্বদিন বলিয়া "ইয়াক্‌খস' নামে অভিহিত হইত—পূজার্থীরা সশস্ত্র যুবকগণের (epheboi) দ্বারা পরিবৃত হইয়া "পুণ্যপথ" দিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত একজন পুরুষকে এলেয়ুসিসে লইয়া যাইত। পথিমধ্যে "ইয়াক্‌খস-নায়ক" (Iakkhagogos) নামক একজন কর্ম্মচারী যাইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন, এবং তৎপরে তিনি যথারীতি এলেয়ুসিসে অভ্যর্থিত হইতেন। এই অনুষ্ঠানটী হইতে বুঝা যাইতেছে, যে ঐ গ্রামে ইঁহার কোনও স্থায়ী বাসগৃহ ছিল না ; তথায় যে তাঁহার মন্দির বা বেদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোথাও এমন প্রসঙ্গ দেখা যায় না ; তিনি বিদেশী ও অতিথিরূপে তথায় আগমন করিতেন, এবং পূজান্তে আবার চলিয়া যাইতেন। অতএব, ইনি

নিশ্চয়ই আথেন্সের এক দেবতা; আর তিনি যে সামান্য দেবতা নহেন, তাহার প্রমাণ এই, যে সফক্লীস, আরিষ্টফানীস-আদি আথীনীয় মহাকবিগণ তাঁহার স্তুতি গাহিয়াছেন। ইনি তবে কে? ইনি সেমেলীর অপত্য, ধনদ, ওষধিবনস্পতির দেবতা ডিওনীসস। পরবর্ত্তীকালে জেয়ুস ও পার্সে-ফণীর তনয় অপর এক ডিওনীসস কল্পিত হইয়াছিলেন। ইয়াকৃখস-প্রথিত ডিওনীসস যে প্রতিবৎসর একবার মহাসমারোহে এলেয়ুসিসে যাত্রা করিতেন, এবং তিনি যে গুপ্তপূজার যাত্রীদিগের "অধিনায়ক" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আটিকাপ্রদেশে তাঁহার পূজার প্রভাব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাঁহার পূজাতে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইত; উহাতে দীক্ষা, ও উপাস্যের সহিত যোগ, এই দুইটী তত্ত্ব নিহিত ছিল; এবং উহা উপাসকের চিত্তে অনন্তজীবনের আশার সঞ্চার করিত; এই সকল কারণে এলেয়ুসিসের পূজা ও ডিওনীসস-পূজার মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গ্রীসের ধর্ম্মমণ্ডলীসমূহের মধ্যে একমাত্র ইঁহার উপাসকেরাই বাহিরের লোককে দীক্ষা দিয়া স্বদলে গ্রহণ করিত। গুপ্তপূজার বিভিন্ন অঙ্গে ইঁহার শ্লাঘ্য স্থান ছিল, কিন্তু ইনি কস্মিন্‌কালেও "যুগলদেবীকে" অপসৃত করিয়া তাহাতে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

(২) ইতিহাস—বিধিব্যবস্থা।

এলেয়ুসিস আথেন্স হইতে সাত আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আদিতে কেবল ঐ গ্রামের অধিবাসীরাই পূজার অধিকারী ছিল, অপরে উহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিত না। গ্রামটী যখন আটিকা-রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া আথেন্সের আশ্রয়ে আসিল, তখন হইতে উহার বর্জ্জন-রীতি পরিত্যক্ত হইল। পঞ্চম শতাব্দীতে পূজার দ্বার গ্রীকজগতের আপামর সাধারণের নিকটে উন্মুক্ত হয়। এটী গ্রীক ধর্ম্মের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। এই উদার নীতি গ্রীক জাতির ঐক্যবোধটাকে জাগ্রত রাখিবার পক্ষে খুব সহায়তা করিয়াছিল। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সম্পর্কে ও

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ডেল্‌ফির প্রভাব অতুলনীয় ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও অন্তরঙ্গ সাধনে গ্রীকেরা এলেয়ুসিসকেই পীঠস্থান বলিয়া বিবেচনা করিত। জন্মমাত্রই কেহ এই সাধনের অধিকারী হইত না ; যে উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিত, তাহাকে স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পূজার অধিকার লাভ করিতে হইত। স্ত্রীলোক ও দাসও এই অধিকারে বঞ্চিত ছিল না। আথীনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালে পূজার সমারোহ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত একটী অনুশাসন লিপিতে এই আদেশ প্রচারিত হয়, যে দীক্ষিত, পূজক ও তাহাদিগের অনুগামীরা যাহাতে পূজার সময়ে নির্ব্বিঘ্নে এলেয়ুসিসে গমন ও তথা হইতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিন মাস কাল যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত থাকিবে। ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত আর একটী অনুশাসনে অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে আদেশ ও অন্য রাজ্যসমূহকে সসম্ভ্রমে অনুরোধ করা হইতেছে, যে তাঁহারা যেন অর্ঘ্যস্বরূপ শস্য প্রেরণ করেন ; এই আদেশ ও অনুরোধ পালন করিলে দেবতারা তাঁহাদিগের কল্যাণ করিবেন। আথেন্সের প্রভুত্ব ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই যে অনু-শাসনের অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আথীনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেও পূজোপলক্ষে এলেয়ুসিসে গ্রীসের নানাস্থান হইতে দলে দলে যাত্রী সমাগত হইত। চতুর্থ শতাব্দীর একটী লিপিতে আমরা দেখিতে পাই, যে মিলীটস নগরের যাত্রীরা "আথীনীয় জনগণ ও তাহা-দিগের পুত্র কলত্রের স্বাস্থ্য ও কুশল" কামনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পূজাসংক্রান্ত যাবতীয় বিধিব্যবস্থার ভার আথেন্স আপনার হস্তে রাখিয়াছিল। রাজা আর্খোন্ সাধারণভাবে সমস্ত ব্যাপার পর্য্য-বেক্ষণ করিতেন ; তিনি, তাঁহার একজন সহযোগী ও চারিজন তত্ত্বা-বধায়ক, এই ছয়জনকে লইয়া পর্য্যবেক্ষণ সমিতি গঠিত হইত। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের দুই জনকে জন-সভা নিয়োগ করিত। পূজার সংস্রবে কোনও গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইলে মন্ত্রণা-সভা ও জন-সভা তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না, যে গ্রীসে ধর্ম্মের

উপরে রাষ্ট্রের ষোল আনা কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু আথেন্স বহির্বিষয়ে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিলেও পূজাপদ্ধতিতে বা তাহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হস্তার্পণ করিত না; এ বিষয়ে এলেয়ুসিসের প্রাধান্ত ও গৌরব পূর্ব্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল। দুইটী পুরোহিত-পরিবার পূজা সম্পাদন করিতেন ও দীক্ষা দিতেন; এই দুইটী পরিবার এয়ুমল্‌পস (Eumolpos) অর্থাৎ "সুকণ্ঠ" ও কীরুক্স্ (Kerux) অর্থাৎ "ঘোষয়িতৃ" বংশ বলিয়া খ্যাত। প্রথম বংশের আদিস্থান এলেয়ুসিস। এই বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে গুপ্তপূজার পাণ্ডার কার্য্য করিতেন। এই পরিবারের এক পুরুষ সমগ্র ক্রিয়াকলাপের অধিনায়ক ছিলেন, এবং রাষ্ট্র তাঁহাকেই ঐ বংশের প্রতিনিধি বলিয়া জানিত। তাঁহার উপাধি "পবিত্র(বিগ্রহ)প্রদর্শক" (Heirophantes); উপাধি হইতেই তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি গুহ্য অনুষ্ঠানগুলি পূজার্থীর নয়নগোচর করিতেন, ও তাহাকে গোপনীয় সামগ্রী দেখাইতেন। একা তিনিই মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার অধিকারী ছিলেন; তথা হইতে, গুপ্তপূজার পরম গাম্ভীর্য্যময় মুহূর্ত্তে, সহসা তাঁহার মূর্ত্তি বিস্মিত, মন্ত্রমুগ্ধ দীক্ষিতগণের সমক্ষে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া দৈবদ্যুতিতে প্রকাশিত হইত। পূজার নিগূঢ়তম অঙ্গে দীক্ষিত করিবার অধিকার এক তাঁহারই ছিল; কেন না, তিনি পবিত্র বিগ্রহ না দেখাইলে দীক্ষা পূর্ণ হইত না; অনুপযুক্ত বিবেচনা করিলে তিনি দীক্ষার্থীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। তিনি আমরণ অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, এবং পদগৌরব-সূচক বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তাঁহার বিরাট্, গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলেই লোকের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হইত; এবং তাঁহার দেহ ও দৈনন্দিন জীবন, উভয়ই এমন পবিত্র ছিল, যে কেহই তাঁহাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হইত না। কেহ কেহ বলেন, যে তাঁহাকে চিরকৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইত। প্রাচীনা ও নবীনা দেবীর পরিচারিকা দুই নারী তাঁহার সহকারিণী (hierophantides) ছিলেন। তাঁহারা বোধ করি শিক্ষার্থিনীদিগকে দীক্ষা দিতেন; কিন্তু তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূজায়

উপস্থিত থাকিতেন, এবং পুরুষদিগের দীক্ষাতেও কোন কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। এলেয়ুসিসে ডীমীটার ও কুমারীর পুরোহিত ছিলেন এক রমণী; ইনিও আজীবন পৌরোহিত্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা তিনজনই এয়ুমল্‌পস বংশের দুহিতা ছিলেন। "পূর্ণপুণ্যবতী" (panages) নামিকা আরও একজন পুরোহিতের প্রসঙ্গ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই সকল কর্ম্মচারী ছাড়া পর্য্যবেক্ষণ সমিতির একজন সভ্য ও "প্রবক্তা" বা "ব্যাখ্যাতা" (Exegetes) নামক এক ব্যক্তিও ঐ পরিবার হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। শেষোক্ত রাজপুরুষ রাষ্ট্রের নিকটে পূজার বিধিসমূহ ব্যাখ্যা করিতেন। আথেন্সের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার পরেও সুদীর্ঘকাল এয়ুমল্‌পস বংশের পৌরোহিত্যের মর্য্যাদার লাঘব ঘটে নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, যে তাঁহার সময়েও ঐ বংশের লোকেই গ্রীকদিগকে দীক্ষা দান করিতেন। এই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি পূজার বলি ও নৈবেদ্যের ভাগ পাইতেন।

আর একটী পরিবার "সুকণ্ঠগণের" সহিত প্রায় তুল্য অধিকার ও মর্য্যাদা ভোগ করিত; উহার নাম ঘোষয়িতৃ বংশ। গুপ্তপূজার মহিমা যাহাতে খর্ব্ব না হয়, তাহা দেখিবার শুনিবার ভার এই পরিবারের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঘোষয়িতৃ বংশীয় প্রধান রাজপুরুষের নাম "প্রদীপ-ধারী"; (Dadaukhos); তিনিও আজীবন স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, এবং চাকচিক্যময় রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; তাঁহার তনু ও জীবনও পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত; তাঁহাকেও লোকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চক্ষুতে দর্শন করিত; এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করাও গর্হিত কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। দীক্ষার্থীদিগকে প্রারম্ভিক উপদেশ দেওয়া, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে তিনি "বিগ্রহ-প্রদর্শকের" সহযোগী ছিলেন। তাঁহার দীক্ষা দিবারও অধিকার ছিল, কিন্তু উহার গুহ্যতম অঙ্গ যে পবিত্রবিগ্রহ প্রদর্শন, তাহার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, এবং তিনি মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তিনি পূজার বিভিন্ন অঙ্গে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত

থাকিতেন, এবং "প্রদীপ ধরিতেন"; নামেই তাঁহার কর্ত্তব্য সূচিত হইতেছে।

বিগ্রহপ্রদর্শকের ন্যায় ইঁহারও একজন সহযোগিনী ছিলেন; তাঁহার নাম "প্রদীপ-ধারিণী" (Dadoukhousia)। যে পূজায় নারীর প্রবেশাধিকার ছিল ও দেবীগণ যাহার অধিদেবতা ছিলেন, তাহাতে রমণীর সহযোগিতা অতি শোভন বলিতে হইবে। ঘোষয়িতৃ বংশের আরও দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন, ইঁহারাও আমরণ কর্ম্ম করিতেন; একজনের আখ্যা "বেদিসন্নিহিত পুরোহিত," (hierus epi bomo); অপরের নাম "পুণ্যঘোষয়িতৃ" (hierokeruse)।

আর এক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে সাহচর্য্য করিত; তাহার অভিধান "অগ্নিকুণ্ডাগত বালক" (pais ho aph'hestias)। আথেন্সের অতি সম্রান্ত বংশের একটী বালক স্ফূর্ত্তির দ্বারা নির্ব্বাচিত, ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-রূপে জনসভাস্থ রাজকীয় অগ্নিকুণ্ড সমীপে দীক্ষিত হইয়া পূজোপলক্ষে এলেয়ুসিসে প্রেরিত হইত; সে আথীনীয় রাষ্ট্রের ভাবী আশার জীবন্ত-মূর্ত্তি ছিল।

(৩) পূজার বিভিন্ন অঙ্গ।

এলেয়ুসিসের ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহিত হইতে কয়েক দিন লাগিত। গুপ্ত আচার (ta mysteria) ইহার একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল। প্রতি বৎসরই এই পূজা সম্পাদিত হইত, কিন্তু চারি বৎসর পরে পরে উহাতে যে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য দেখা যাইত, তাহার বর্ণনা অসম্ভব; এই পঞ্চ-বার্ষিকী পূজার নাম "এলেয়ুসিসের মহাপূজা"। শরৎকালে বঈড্রমিওন মাসের ত্রয়োদশ দিবসে আথেন্সের যুবকদল এলেয়ুসিসে যাত্রা করিত, এবং পরদিন তথা হইতে "পবিত্র সামগ্রীসমূহ" লইয়া আসিত। যুগলদেবীর মূর্ত্তি বোধ হয় এই সামগ্রীগুলির অন্তর্ভূত ছিল। একজন কর্ম্মচারী বিগ্রহ দুইটীকে ধৌত ও মার্জ্জিত করিবার ভার প্রাপ্ত হইতেন; এবং তিনি যাইয়া আথীনার পুরোহিতকে জানাইতেন, যে "পবিত্র সামগ্রী-

সমূহ পুরীতে আগমন করিয়াছে।” এখন হইতে অনুষ্ঠানটী আরম্ভ হইল। উহার প্রথম দিনে—সম্ভবতঃ ঐ মাসের ষোড়শ দিবসে দীক্ষার্থীরা সকলে “চিত্রিত বারাণ্ডায়” (stoa poikile) সমবেত হইত, এবং “বিগ্রহ-প্রদর্শক” ও “প্রদীপধারীর” অভিভাষণ শুনিত। এই দিনের নাম “সঙ্ঘ-বাসর” (agurmos)। অভিভাষণে অধিনায়কেরা এই ঘোষণা করিতেন, যে যাহারা দীক্ষার অনুপযুক্ত, তাহারা যেন চলিয়া যায়। ইহা ছাড়া, তাঁহারা যে বিশেষ কোন উপদেশ দিতেন, এমত বোধ হয় না। তাঁহারা যে গ্রীক ভিন্ন অপর সকলকে, এবং নরঘাতীদিগকে দীক্ষা-ক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দিতেন, সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিতেছে। আথেন্সে দীক্ষার পূর্ব্বে কাহাকেও আপনার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে হইত না; কিন্তু দীক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার কোনও উপায় ছিল কি? যাহারা নরহত্যাদি গুরুতর পাপে কলঙ্কিত হইত, তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পূজার অধিকারে বঞ্চিত ছিল। দুর্দ্দান্ত রোমক সম্রাট্ নীরো এই জন্যই দেবায়তনে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে গ্রীকদিগের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা জড়ীয় ছিল, তবে তাহারা আত্মার শুদ্ধতার তত্ত্ব একেবারে অবগত ছিল না, এমন নহে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, যে দীক্ষাকালে আচার্য্যগণ মোটামুটি দীক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহারা নিম্নোক্ত নিয়মগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। দীক্ষার্থী গ্রীক; সে কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়া অশুচি হয় নাই; সে যদি আথীনীয় হয়, তবে সে কোনও দণ্ড ভোগ করিতেছে না; সে সংযম ও উপবাস করিয়াছে। দীক্ষার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট কাল তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে হইত, এবং সীম প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্য তাহার পক্ষে অবৈধ ছিল। দীক্ষার্থীর উপবাসটা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না; সে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিত।

সংঘের পরদিন, “দীক্ষার্থিগণ, সাগরতীরে (গমন কর)”, এই ঘোষণা প্রচারিত হইত। প্রত্যেক যাত্রী বলিদানের জন্য সঙ্গে একটী

শূকর লইয়া যাইত, এবং পশুটীর সহিত সাগরবারিতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাতালবাসী দেবপূজায় শূকরই বৈধ বলি ছিল, এবং উহার শোণিত রক্তপাতাদিজনিত পাপক্ষালনে ব্যবহৃত হইত। দীক্ষার্থীরা উৎসবের মধ্যেই এক সময়ে বলির মাংস ভোজন করিত। দীক্ষার পূর্ব্বে দীক্ষার্থীদিগকে আর একটী নিয়ম পালন করিতে হইত; তাহা এই, যে এলেয়ুসিসে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহারা আগ্রাই গ্রামের অপ্রধান পূজায় (lesser mysteries) দীক্ষা গ্রহণ করিত; উহা পরবর্ত্তী দীক্ষার সোপান-স্বরূপ ছিল। এই পূজা বসন্তকালে, আন্থেষ্টীরিওন মাসের মধ্যভাগে সম্পন্ন হইত; মাতা ও কুমারী ইহারও আরাধ্য দেবতা ছিলেন। কোন কোনও সময়ে, দীক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হইলে, উহা বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠিত হইত। সাগরতীরে গমনের দিনটীর নাম "দূরীকরণ" বা "নির্ব্বাসন" (elasis)। কুমারী হারিসনের মতে, ইহাও পাপ ও অমঙ্গল বিদায় করিবার একটা অনুষ্ঠান।

দীক্ষার্থীরা স্নানান্তে পবিত্র হইয়া সমুদ্রতীর হইতে নগরে ফিরিয়া আসিলে প্রাগুক্ত মাসের অষ্টাদশ দিবসে, যুগলদেবীর তৃপ্ত্যর্থে শূকর বলি প্রদত্ত হইত। উহার পর দিন (ঊনবিংশ দিবসে), পূজার্থী যাত্রিগণ ইয়াকৃথস দেবকে লইয়া মহাসমারোহে এলেয়ুসিসে যাত্রা করিত। পথে তাহাদিগকে অনেক মন্দির দর্শন ও অনেক মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইত, এজন্য তাহারা রাত্রিকালে যাত্রা সমাপ্ত করিত। কেফিসস নদীর সেতু পার হইবার সময় যাত্রীরা পরস্পরকে ব্যঙ্গ পরিহাস করিত ও অভিশাপ দিত; ইহাতে তাহারা অতি মান্যগণ্য পুরবাসীদিগকেও ছাড়িত না। এই বিচিত্র প্রথাটীর দুজ্ঞের্য় অভিপ্রায় বোধ হয় এই, যে অভিশপ্ত ব্যক্তিদিগকে আপদবিপদ স্পর্শ করিতে পারিবে না। এইরূপে অমঙ্গল হইতে সুরক্ষিত হইয়া শুদ্ধ, উপবাসী, ধর্ম্মোৎসাহে পরিপূর্ণ যাত্রিদল নিশাকালে এলেয়ুসিসে উপনীত হইত; তখন তাহারা পথশ্রমে এত কাতর থাকিত, যে সে দিন আর তাহাদিগের পানভোজনের আনন্দে মাতিতে রুচি হইত না। ভোজন-পর্ব্ব তাহার পররাত্রিতে ও একাধিক-বার নির্ব্বাহিত হইত।

যাত্রিগণের এলেয়ুসিসে উপস্থিত হইবার পর হইতে গুপ্তপূজার বিভিন্ন অঙ্গগুলির কোন্‌টী কখন সম্পন্ন হইত, তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, যে মূল পূজা দুই রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হইত; কেন না, নবদীক্ষিতেরা একবারেই পূর্ণ দীক্ষার অধিকারী হইত না; এক বৎসর অপেক্ষা করিবার পরে তাহারা এই অধিকার পাইত; সুতরাং যাহারা "দর্শনপ্রার্থী" হইয়া মন্দিরে আসিত, তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। দর্শকের দীক্ষানুষ্ঠানটীর নাম "সূর্পধারণ" (Liknophoria)। দীক্ষার্থী একখানি অনুচ্চ আসনে বসিত, তাহার মুখ বস্ত্রাবৃত ও দক্ষিণপদ একটা মেষমুণ্ডের উপরে স্থাপিত থাকিত; এবং একজন পুরোহিত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার মাথার উপর একখানি কুলা ধরিতেন। কুমারী হারিসনের মতে ইহাই দীক্ষার প্রণালী ছিল। গুপ্তপূজার সমুদায় অঙ্গ যথাবিধি সম্পন্ন হইলে পাতালবাসী দেবগণের উদ্দেশে মদ্য উৎসর্গ করিয়া উৎসবটী পরিসমাপ্ত করা হইত। শেষ দিনটীর নাম "প্লীমখআই" (plemokhoai) অর্থাৎ "পাত্র"। এই দিনে একজন পুরোহিত একটা পাত্র হইতে পূর্ব্ব দিকে ও আর একটা পাত্র হইতে পশ্চিম দিকে মদ ঢালিয়া দিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন।

মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে কোন্ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত? এক্ষণে এই প্রশ্নটীর আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে নিশ্চয়ই এমন একখানি আধ্যাত্মিক নাটক অভিনীত হইত, যাহা শিক্ষিত গ্রীক-দিগের চিত্তকে একান্ত আকৃষ্ট ও বিমোহিত করিত। কুমারী-হরণ, কন্যার জন্য মাতার শোক ও বিলাপ, কন্যার প্রত্যাগমন এবং মাতার সহিত পুনর্ম্মিলন—ইহাই নাটকের বিষয় ছিল। বিষয়টী যে দর্শকগণের হৃদয়কে প্রেম ও করুণায় বিগলিত করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতা ও কুমারীর মনোহর আখ্যায়িকার কিয়দংশ মন্দিরের অভ্যন্তরে দীক্ষার্থীদিগের সম্মুখে অভিনীত হইত; মন্দিরের বাহিরে নৃত্য, নিশীথে দীপহস্তে পরিভ্রমণ, "সুক্ষেত্র" নামক কূপ (Kallikhoron) ও "হাস্যহীন শৈল" দর্শন—এগুলিও ঐ আখ্যায়িকার নানা ঘটনা ব্যঞ্জনা করিত।

ফার্ণেল অনুমান করেন, যে এই উৎসবে একটী "পবিত্র বিবাহ"ও সম্পন্ন হইত; "বিগ্রহ-প্রদর্শক" কিম্বা "প্রদীপধারী" উহাতে বরের অভিনয় করিতেন। অনেকের মতে এটী জেয়ুস ও জ্যামাতার পরিণয়ের রূপক। এই পুণ্যক্রিয়ার নিগূঢ় মর্ম্ম বোধ হয় ইহাই ছিল, যে এতদ্দারা দীক্ষিত উপাসকেরা উপাস্য দেবতার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত হইবে। কোন কোন খৃষ্টীয় লেখক, যেমন আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াবাসী ক্লীমেণ্ট, (*Exhortation to the Greeks*, II.) উদ্বাহ ক্রিয়াটীকে কদর্য্য ও অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে যে দুর্নীতির ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহার লেশমাত্র প্রমাণ নাই।

এলেয়ুসিসের আধ্যাত্মিক নাটকে ইয়াক্‌খস বা অন্য কোন দেবশিশুর জন্ম রূপকচ্ছলে অভিনীত হইত কি না? একজন প্রাচীন লেখক লিখিয়াছেন, যে গুপ্তপূজার কোনও এক মুহূর্ত্তে পুরোহিতগণের অধিনায়ক উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, "দেবী ব্রিমো (Brimo) দেবকুমার ব্রিমসকে প্রসব করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলেন, ব্রিমো মহাশক্তি, ভৈরবী, পাতালবাসিনী দেবী; কিন্তু এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সকলে একমত নহেন, অতএব আমরা ইহার বিচারে অগ্রসর হইব না।

গুপ্তপূজার নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আরও একটী প্রশ্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। উহাতে দৃশ্যপটাদির সাহায্যে দীক্ষিতদিগের সমক্ষে স্বর্গ ও নরকের চিত্র এমন জীবন্ত ও উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হইত কি না, যাহাতে উহা চিত্তে অনপনেয়রূপে মুদ্রিত হইয়া তাহাদিগের বিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত ও সুদৃঢ় করিত? এ প্রশ্নটীরও এযাবৎ সুমীমাংসা হয় নাই। তবে যতটুকু নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আমরা তাহাই বিবৃত করিতেছি। দীক্ষার্থীরা যখন মন্দিরের বহিরঙ্গন হইতে স্তম্ভখচিত বিশাল কক্ষে প্রবেশ করিত, তখন তাহারা সহসা অন্ধকার হইতে বিচিত্র আলোকে যাইয়া উপনীত হইত; তৎপরে অধিনায়ক কেমন অকস্মাৎ দিব্যালোকে মণ্ডিত হইয়া উপাসকগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। আলোক ও অন্ধকারের এই অপরূপ খেলা প্রগাঢ় কৌতূহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপবাসখিন্ন যাত্রীদিগকে নিশ্চয়ই

ভাবে বিভোর করিয়া তুলিত। দীক্ষার পরে তাহারা মাথায় মুকুট পরিয়া "পবিত্র বিগ্রহ" ও পুরোহিতগণের অনুগমন করিত। সপাট্রস (Sopatros) নামক একজন দীক্ষিত লেখক বলিতেছেন, "আমি যখন অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম, এবং দীক্ষান্তে বিগ্রহপ্রদর্শক ও প্রদীপধারীর দর্শন পাইলাম, তখন আমি এক অব্যক্তভাবে মুহ্যমান হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।" প্রধান পুরোহিতাদি সেবক ও সেবিকাগণ নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মাতা ও কুমারীর মনোমোহিনী কাহিনীর যে অভিনয় করিতেন, তাহাতেই দীক্ষিত যাত্রিগণের প্রাণ গলিয়া যাইত। অভিনয়ের একাংশে তাহারাও সেবাইতদিগের সহিত তালে তালে পা' ফেলিয়া প্রদীপ দোলাইতে দোলাইতে কুমারীর অন্বেষণে বাহির হইত। অভিনয়-সাহায্যে দর্শকগণের মনে অধ্যাত্মিক তত্ত্ব মুদ্রিত করিবার জন্য ইহার অধিক আর কোনও আয়োজন ছিল না।

পূজার আর একটী অঙ্গ অতি গুরুতর; ভাববহুল নাট্যাভিনয় অপেক্ষা উহা এক তিলও হীন নহে। এই অঙ্গটীর নাম "দর্শন"। "বিগ্রহ-প্রদর্শক" "পবিত্র বিগ্রহ" দেখাইলে তবে দীক্ষিতগণের কামনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। কোন কোনও বিগ্রহ নব দীক্ষিতেরা দেখিতে পাইত; অপর কতকগুলি বিগ্রহ দেখিবার জন্য তাহাদিগকে এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিতে হইত। "নব দীক্ষিত" (mystes) ও "দর্শক" বা "পূর্ণ দীক্ষিতের" (epoptes) মধ্যে ইহাই পার্থক্য। পবিত্র বিগ্রহগুলি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যে উহা দেব-দেবীর বিগ্রহ। এই বিগ্রহগুলি বোধ হয় অতি প্রাচীন কিংবা অলৌকিক-বিভূতিসম্পন্ন ছিল; সেগুলির দর্শনে যেমন বিপদ ছিল, তেমনি উহা একটা সৌভাগ্য বলিয়াও গণ্য হইত; সুতরাং যে ঐ বিগ্রহ দেখিত, সে তদবধি দেবতার সহিত নিগূঢ়তর যোগ অনুভব করিত। এগুলি ছাড়া হয় তো পুরাণ-বর্ণিত শিলাদি নানা পদার্থও প্রদর্শিত হইত। একজন খৃষ্টীয় লেখক পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন, "আথীনীয়েরা এলেয়ুসিসে দীক্ষার্থীদিগকে দীক্ষা দিয়া নীরবে, গম্ভীরভাবে একটা মহা অপূর্ব্ব-সামগ্রী দেখাইত—উহা একটী শস্যের শীষ।" কথাটা সত্য, যদিচ ইহাতে

উপহাস করিবার কিছুই নাই। শস্য জ্যামাতার দান, এবং ইহা জন্ম ও মরণের প্রতিরূপ; অতএব জ্যামাতার পূজার শস্যশীর্ষ প্রদর্শনের নিশ্চয়ই একটা সার্থকতা ছিল।

উৎসবের ক্রিয়া (ta dromena) বর্ণিত হইল; এখন আমরা পূজার মন্ত্র ও অধিনায়কের উপদেশ আলোচনা করিব। প্রক্লস নামক লেখক (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) লিখিয়াছেন, "এলেয়ুসিসের পূজায় উপাসকেরা আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত, 'বর্ষণ কর' (hue) এবং ধরণীর দিকে চাহিয়া বলিত 'শস্যপ্রসবিনী হও' (kue)।" প্রার্থনাটী অতি পুরাতন, সন্দেহ নাই। ক্লীমেণ্ট (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) লিখিয়াছেন, এলেয়ুসিসে নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম জ্ঞাপন করিত—"আমি উপবাস করিয়াছি, আমি যবের মদ (kykeon) পান করিয়াছি, আমি পেটারা (kiste) হইতে (পবিত্র সামগ্রী) বাহির করিয়াছি, এবং উহা (আস্বাদন করিয়া) ডালিতে (kalathos) রাখিয়াছি; ডালি হইতে উহা পুনরায় পেটারায় রাখিয়া দিয়াছি।" (*Exhortation to the Greeks, II.*)। জ্যামাতা কন্যাশোকে অধীর হইয়া ক্রমাগত নয় দিন অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন; দীর্ঘ উপবাসের পারণ করিবার কালে তিনি যবের মদ পান করেন; তিনি যে পাত্রে পান করিয়াছিলেন, দীক্ষিত উপাসককেও সেই পাত্রে পেয় প্রদত্ত হইত। উপরে যে পবিত্র সামগ্রী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় ফলশস্য। ক্লীমেণ্ট পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, এগুলি তিলের ও অন্যান্য পদার্থের নানা আকারের পিষ্টক, লবণের গোলা, ফল, পাতা ইত্যাদি। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটীকে অনেকটা খৃষ্টীয় সমাজের পানভোজন ক্রিয়া অর্থাৎ খৃষ্ট-যজ্ঞের (Communion Service) মত বলা যাইতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় প্রণিধান করিবার আছে। এলেয়ুসিসের উপাসক "আমি অমুক অমুক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি," এইকথা বলিয়া নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিত; সে কি কি মত সত্য বলিয়া স্বীকার করে, বা শাস্ত্রের কোন্ কোন্ উক্তিতে আস্থা রাখে, তাহা মোটেই বলিত না। ইহা গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব। গুপ্তপূজায় যে আর কোনও

মন্ত্র উচ্চারিত হইত না, এমন বলা যায় না ; যদিও সাহিত্যে তাহার কোন পরিষ্কার উল্লেখ নাই। ফার্ণেল অনুমান করেন, খুব সম্ভব উপাসকেরা আথীনীয় বিবাহ-পদ্ধতির এই মন্ত্রটীও আবৃত্তি করিত—"আমি অমঙ্গল পরিহার করিয়াছি, আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছি"। বিজয়লাভ গুপ্তপূজার সংকল্প ছিল।

(৪) নৈতিক প্রভাব।

এখন উপদেশের প্রসঙ্গ উঠিতেছে। খৃষ্টীয় ভজনালয়ে আচার্য্য যেমন উপদেশ দেন, এলেয়ুসিসের উৎসবে সে প্রকার উপদেশ দিবার রীতি ছিল না বটে, কিন্তু অধিনায়ক মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে দীক্ষিত উপাসকগণের নিকটে এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পূজার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, যে তাহারা তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। তিনি কোন্ দুর্বোধ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন ? জেনক্রাটীস (Xenocrates) নামক একজন প্রাচীন লেখক বলেন, যে এলেয়ুসিসে এই উপদেশ দেওয়া হইত— "পিতামাতাকে ভক্তি কর ; দেবতাদিগকে বাঞ্ছিত নৈবেদ্যরূপে ফল উপহার দেও ; জীবহত্যা করিও না।" যুগলদেবীর পূজায় অন্তঃপ্রকোষ্ঠে পশুবলি দেওয়া বৈধ ছিল না, কিন্তু বহিরঙ্গনে বলি দেওয়া হইত, এবং শুদ্ধিক্রিয়াতেও জীবশোণিত না হইলে চলিত না। এই ও অন্যান্য কারণে ফার্ণেলের মতে জেনক্রাটীসের এখানে ভুল হইয়াছে ; উক্ত উপদেশটী অর্ফেয়ুসপন্থীদিগের উদ্দেশে রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি লিখিয়াছেন, যে অধিনায়ক জ্যামাতার মহিমা বর্ণনা করিতেন ; মানবজাতি তাঁহার কৃপায় কত অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতেন ; এবং "পবিত্র সামগ্রীর" মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি যে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এমত বোধ হয় না ; কেন না, গুপ্তপূজাতেই ঐ তত্ত্বটী অনুস্যূত ছিল। অধিকন্তু, গ্রীকদিগের পক্ষে এরূপ উপদেশের তেমন প্রয়োজনও ছিল না ; কেন না, পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে তাহারা পিতৃতর্পণের এমন পক্ষপাতী হইত না। উক্ত তন্ত্রে দীক্ষিত হইলে পারলৌকিক

সুখ লাভ হইবে, এই আশাতে মুগ্ধ হইয়াই উপাসকেরা দীক্ষা গ্রহণ করিত। পূজার বিভিন্ন অঙ্গগুলি যেরূপ নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন হইত, তাহাতে তাহাদিগের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠিত এবং চিত্তে চিরদিনের জন্য অটল হইয়া থাকিত। তা'ছাড়া, আচার্য্য নিজেও উপাসকদিগের নিকটে তাহাদিগের ভাবী জীবনের সুখ ও আনন্দের চিত্র অঙ্কিত করিতেন, এবং তাহাদিগকে অনিন্দ্য, পবিত্র জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন; তিনি যে ইহা অপেক্ষা গভীরতর তত্ত্ব শিখাইতেন, আমরা তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই না। তাহা হইলেও, লোকে আশা করিত, যে দীক্ষিত ব্যক্তি ইতর জন অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও ধর্ম্মানুগত জীবনের অধিকারী হইবে। আরিষ্টফানীসের "ভেকদল" নামক নাটকের একটী সঙ্গীতে দীক্ষিতের পারত্রিক সৌভাগ্য সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে—"আমরা দীক্ষিত হইয়াছি এবং নিষ্ঠার সহিত যথাবিধি আত্মীয়, পর, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি; মৃত্যুর পরে শুধু আমাদেরই তরে সূর্য্য ও আনন্দময় আলোক বিদ্যমান।" (৪৫৫-৪৫৯ পংক্তি)। অতএব গুপ্তপূজার নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে উহার মধ্য দিয়া গ্রীকদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্তর ভাব, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পবিত্রতার তত্ত্ব, ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। উপদেশে বা বক্তৃতায় ঐ তত্ত্বটী বিবৃত হইত না; কিন্তু উপাসকেরা সংযম, উপবাস ও শৌচের নিয়ম পালন করিয়া এবং দীর্ঘকালব্যাপী সমারোহপূর্ণ গম্ভীর মহাপূজায় যোগ দিয়া উহা শিক্ষা করিত। উহাতে তাহারা যাহা দেখিত ও করিত, তাহাই তাহাদিগের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগের জীবন-গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিত। স্বয়ং আরিষ্টটল ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, "যাহারা এলেয়ুসিসে দীক্ষিত হয়, তাহারা তেমন কিছু শিক্ষা করে না, কিন্তু তাহারা ভাবে আবিষ্ট হইয়া কিছু সম্ভোগ করে, ও তাহাদিগের মনে বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটে।"

খ্যাতির কারণ।

এলেয়ুসিসের উৎসব আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। উহা কোন্ গুণে গ্রীক জাতির অকৃত্রিম ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল? "জ্যামাতার স্তোত্র"-কার গাহিয়াছেন, "যে জন এই ক্রিয়াসমূহ দর্শন করিয়াছে, ধরাবাসী মানবকুলে সেই ভাগ্যবান্; কিন্তু যে দীক্ষিত হয় নাই ও এই পবিত্র অনুষ্ঠান দেখিতে পায় নাই, সে মরণান্তে তমোময় অন্ধকারে প্রবেশ করিবে, সে কদাপি এতৎসমতুল্য নিয়তি লাভ করিতে পারে না।" (*Homeric Hymns*, II. 480-2)। পিণ্ডার লিখিয়াছেন, "ধরণীর গর্ত্তে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে ঐ ক্রিয়াগুলি দেখিয়াছে, সে ধন্য; সে (মর্ত্ত্য) জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দেবদত্ত (নব জীবনের) আদি অবগত হইয়াছে।" (*Fragment*, 137)। শুধু ইঁহাদিগের নামই বা করি কেন? আইশ্খ্যলস, সফক্লীস, ইয়ুরিপিডীস, আরিষ্টফানীস ইত্যাদি শ্রুতকীর্ত্তি কবিগণের মধ্যে কে না গুপ্তপূজার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন? এই গৌরবের মূল কোথায়, তাহা বুঝিতে হইলে এলেয়ুসিসের মুক্তিতত্ত্ব অনুসন্ধান করা আবশ্যক। গুপ্তপূজার বিভিন্ন অঙ্গ উপাসকের অন্তরে কি ভাবের সঞ্চার করিত, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; এবং উহার সাহায্যে সে যে উপাস্য দেবতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিত, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। দেবতা প্রসন্ন থাকিলে আশ্রিতের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ এলেয়ুসিসের প্রধান উপাস্য মাতা, কুমারী ও ধনেশ, তিন জনই পাতালের অর্থাৎ পরলোকের দেবতা। অতএব গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ইঁহাদিগের সখ্য ও প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে পারিলে শুধু ইহলোকের নয়, কিন্তু পারলৌকিক শুভও নিশ্চয়ই হইবে। এই বিশ্বাস হইতে তাহারা যে আশ্বাস ও শান্তি পাইত, তাহার মূল্য বড় কম নহে। এই জন্যই এলেয়ুসিসের উৎসব গ্রীক জাতির এমন শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রী ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্ফেয়ুস (Orpheus)।

অর্ফেয়ুস সম্বন্ধে এত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, যে সেই সকলের মধ্যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা একান্ত দুরূহ। কনোন নামক একজন লেখকের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) একটী আখ্যায়িকার সারাংশ উদ্ধৃত হইতেছে। অর্ফেয়ুস গীতবাদ্য দ্বারা থ্রেস ও মাকেদনের অধিবাসীদিগের চিত্ত অধিকার করেন। তাঁহার সঙ্গীতে বৃক্ষ, প্রস্তর ও বন্য পশু মুগ্ধ হইত ; এমন কি তিনি পাতালরাণী দেবী কুমারীর মন মোহিত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্ফেয়ুস রমণীদিগের নিকটে স্বীয় গুপ্ত সাধন প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন, কারণ, পত্নীবিয়োগাবধি তিনি নারী-জাতিকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। [অর্ফেয়ুস পত্নী ইয়ুরিডি[illegible]কে যমালয় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পাতালে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রার্থনাও পূর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু একটা ভুলের জন্য তিনি স্ত্রীকে ধরাতলে লইয়া আসিতে পারেন নাই।] একদা এই দুই দেশের পুরুষেরা তাণ্ডব-নৃত্যাঙ্গ একটা পূজা উপলক্ষে এক গৃহে সমবেত হয়। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পূজায় যাইত, ও সেগুলি দ্বারে রাখিয়া দিত। এবার এই সুযোগে স্ত্রীলোকেরা প্রহরণসমূহ অধিকার করিয়া পুরুষদিগকে বধ করে, এবং অর্ফেয়ুসকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সমুদ্রে বিসর্জ্জন দেয়। এই পাপে দেশে মহামারী আরম্ভ হইল ; দৈববাণী আদেশ করিলেন, অর্ফেয়ুসের মস্তক সমাধি দিতে হইবে, নতুবা উহার উপশম হইবে না। কিয়ৎকাল অন্বেষণের পরে এক ধীবর মেলীস নদীর মুখে মুণ্ডটী পাইল ; "উহা তখনও সঙ্গীত করিতেছে ; সমুদ্রজলে উহা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; উহাতে মৃত্যুজনিত কোন বিকারের চিহ্নই বিদ্যমান নাই ; উহা তখনও লাবণ্যময় ; এত কাল পরেও উহা হইতে সদ্যঃশোণিত ক্ষরিত হইতেছে।"

এই আখ্যায়িকার নিবিড় তিমিরের অন্তরালে পণ্ডিতেরা যে খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা এই যে, অর্ফেয়ুস সত্য সত্যই এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। থ্রেস দেশ তাঁহার জন্মভূমি, তিনি অলৌকিকপ্রতিভাসম্পন্ন গায়ক, ঋষি ও আচার্য্য ছিলেন। আমরা একস্থলে বলিয়াছি, যে দেব ডিওনীসস থ্রেস দেশ হইতে যাইয়া গ্রীসে স্বীয় পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পূজাতে যে তাণ্ডব নৃত্য, উন্মত্ত ভাবাবেশ ও অপরিমিত মদ্য পান প্রচলিত ছিল, অর্ফেয়ুস তাহা শৃঙ্খলিত করিয়া উহার সংস্কার সাধন করেন, এবং ইহাতেই তাঁহার প্রাণ যায়। অর্ফেয়ুসকে ভুলিলে ডিওনীসস-পূজার উচ্চাঙ্গ কিছুই বুঝা যায় না ; আবার, এই পূজা ছাড়া অর্ফেয়ুস-তন্ত্রও অর্থহীন। পরবর্ত্তীযুগে অর্ফেয়ুসকে দেবতার দলে উন্নীত করিবার প্রয়াস না হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু তিনি "দেবাংশ" অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার মানবীয় ভাব এখনও আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তিনি প্রতিবাদকারী ও সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহার নীতিজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া লোকে যুগপৎ মুগ্ধ হইত, এবং বিরাগভরে দূরে সরিয়া যাইত। অর্ফেয়ুস ভাব-প্রধান অথচ শান্তপ্রকৃতি ও স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে অর্ফেয়ুস-তন্ত্র আথেন্সে প্রবেশ করে। কাহার চেষ্টায় কিরূপে অর্ফেয়ুসের কবিতা, মত ও বিশ্বাস এবং আচার ধীরে ধীরে আথীনীয় সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহা বলা কঠিন। এই তন্ত্র আথেন্সে রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে নাই ; কিন্তু তথায় উহা নরনারীর সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই উহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ত্তমান আছে।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের মূল মত।

ডিওনীসসের উপাসকেরা বিশ্বাস করিত, যে তাহাদিগের দেহে দেবতা আবির্ভূত হন, তাহারা দেবতার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পরে সহজেই তাহাদিগের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইত, যে তাহারা দেবতা হইয়া যায় ; অর্থাৎ ডিওনীসসের উপাসক নিজেই ডিওনীসস হয়। এই

বিশ্বাসের মূলে একটী গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। আমাদিগের উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে, "স যো হ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥" মুণ্ডক। ৩।২।৯॥—"যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন।" কিন্তু ডিওনীসস-সেবকেরা মদ্যপান ও নৃত্যাদির সাহায্যে যে ভাবটী উদ্দীপ্ত করিত, অর্ফেয়ুস তাহাকে সুমার্জ্জিত করিয়া একটী নির্ম্মল আধ্যাত্মিক সাধনে পরিণত করেন। আত্মানন্দ এই সাধনের লক্ষ্য, কিন্তু ইহার উপায় সংযম ও শুদ্ধি, মদ্যপান নহে।

জেয়ুস-আদি স্বর্গবাসী দেবগণের পূজায় এই ভাবটী নাই। জেয়ুসের উপাসক কদাপি কল্পনা করিতে পারে না, যে সে স্বয়ং জেয়ুস হইবে। গ্রীসে রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্ম্মে দেবতা হইবার আকাঙ্ক্ষা "আস্পর্দ্ধা" বা "দর্প" বলিয়া গণ্য ছিল; দেব ও মানবের দৃষ্টিতে উহা অপেক্ষা ঘোরতর পাপ আর নাই। পিণ্ডার তাই বলিয়াছেন, "দেবতা হইবার প্রয়াস পাইও না।" (*Ol.* V. 24)। অর্ফেয়ুস এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, যে মানুষ দেবত্বের অধিকারী, দেবজীবন লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তাঁহার শিষ্যেরাও ডিওনীসস-পূজকদিগের ন্যায় মানবাত্মাকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে; কিন্তু তাহারা একথা বলে না, যে অমরত্বই দেবজীবন-লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য; তাহাদিগের মত এই, অগ্রে দেবত্ব লাভ কর; ইহলোকে থাকিয়াই দেবজীবনের অধিকারী হও; তাহা হইলে পরলোকে অক্ষয় স্থিতির জন্য আর ভাবিতে হইবে না। অর্ফেয়ুস শিক্ষা দিয়াছেন, যে পূর্ণ পবিত্রতাই দেবজীবন-লাভের একমাত্র উপায়।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের মত ও বিশ্বাস

এবং গুপ্ত-আচার।

ইয়ুরিপিডীস-প্রণীত "ক্রীটবাসী" নামীয় বিলুপ্ত নাটকের এক অংশ পর্ফীরীর (Porphyrios) (খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী) "আমিষবর্জ্জন" নামক এক খানি পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে অর্ফেয়ুস-পন্থীদিগের মত, বিশ্বাস

ও আচারের আভাস পাওয়া যায়। ক্রীটের উপাসকেরা রাজা মিনোসের প্রাসাদে আসিয়া নেতার মুখ দিয়া বাক্‌খসদেবকে বলিতেছে—

"ইয়ুরোপা-প্রসূতবংশের প্রভু, জেয়ুসতনয়, ক্রীটের শতপুরীর অধীশ্বর, আমি তোমাকে সেই অনালোকিত মন্দির হইতে আহ্বান করিতেছি,

"যাহার ছাদের সজীব ও তক্ষিত দারুময় দণ্ড সাইপ্রেস কাষ্ঠের সহিত লৌহ ও বন্য বৃষের শোণিতযোগে নিপুণভাবে দৃঢ়রূপে গ্রথিত হইয়াছে। তথায়

"আমার স্বচ্ছ জীবনপ্রবাহ অবিচ্ছেদে বহিয়া গিয়াছে; আমি ইডা-শৈলবাসী জেয়ুসের দীক্ষিত সেবক হইয়াছি; নিশীথকালে জাগ্রেয়ুস যথায় পরিভ্রমণ করেন, আমিও তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকি; আমি তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছি;

"আমি আমমাংস-ভোজনের ব্রত পালন করিয়াছি; আমি শিখর-বাসিনী মাতার তৃপ্ত্যর্থে প্রদীপ ধরিয়াছি; এবং আমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রহরণ-সজ্জিত উপাসকগণের "বাক্‌খস" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

"আমি শুভ্রবসন পরিধান করিয়া মর্ত্ত্যগণের জন্ম ও সমাধির সংস্রব হইতে দূরে থাকিতেছি; যাহার প্রাণ আছে, এমত পদার্থ আমি কদাপি ভোজন করি না।"

এই কবিতাটীতে যে মত ও আচার ব্যক্ত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

(১) উপাসক প্রথমেই স্বীকার করিতেছেন,

"আমি ইডা-শৈলবাসী জেয়ুসের দীক্ষিত সেবক (mystes) হইয়াছি।"

তিনি একটু পরেই আবার বলিতেছেন, "আমি বাক্‌খস হইয়াছি।" তবে যে তিনি আপনাকে জেয়ুসের সেবক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই, যে এস্থলে জেয়ুস ও জাগ্রেয়ুস একই দেবতা, এবং জাগ্রেয়ুস ডিওনীসসেরই রূপ। অর্ফেয়ুস-পন্থীরা একেশ্বর-বাদের পক্ষপাতী ছিল; তাহারা জাগ্রেয়ুস নামে এক ঈশ্বরের পূজা করিত, এবং প্রাচীন বর্ব্বর আচার রক্ষা করিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

(২) উপাসক সর্ব্বাগ্রে যে প্রাচীন আচারটীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহা এই—

"আমি আমমাংস ভোজনের ব্রত পালন করিয়াছি।"

জাগ্রেয়ুস-পূজায় বৃষবলি প্রদত্ত হইত। উপাসকেরা বলির পশুটীকে নখদন্তে বিদীর্ণ করিয়া উহার মাংস ভোজন ও রক্ত পান করিত। এই রাক্ষসোচিত প্রথার মূলে হয় তো আদিমকালে নরবলি বিদ্যমান ছিল। অজ্ঞ মানব বলি ও দেবতা, উভয়কে অভিন্ন বলিয়া ভাবে; সুতরাং জাগ্রেয়ুসের উপাসকেরা যে বিশ্বাস করিবে, বলির বৃষই জাগ্রেয়ুস বা ডিওনীসস, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? তাহারা মনে করিত, বৃষের আম-মাংস ভোজন করিলে দেবতাকেই সদ্যঃ সদ্যঃ ভোজন করা হইবে, এবং তাহাতে তাহারাও দেবতা হইয়া যাইবে। উপাসক পরেই বলিতেছেন, "আমি বাক্‌খস হইয়াছি।"

(৩) উপাসক তৎপরে অঙ্গীকার করিতেছেন, "আমি শিখরবাসিনী মাতার তৃপ্ত্যর্থে প্রদীপ ধরিয়াছি।"

"শিখরবাসিনী মাতা" কে? ইনি জাগ্রেয়ুস ও অন্যান্য দেবগণের জননী, গ্রীক পুরাণে রেয়া বা ক্যুবেলী নামে পরিচিতা। ক্রীট-বাসীরা তাঁহাকে "মাতা পার্ব্বতী" (mater oreia) বলিয়া ডাকিত। ঐ দ্বীপে ইঁহার একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, এই দেবী বিশালকায়া ও উরুস্তনী; ফলপুষ্প ইঁহার লক্ষণ, সিংহ ইঁহার অনুচর, সর্প ইঁহার আশ্রিত; আবার ইনি আয়ুধ-সজ্জিতা রণচণ্ডী; ইঁহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ এবং হস্তে শূল ও ধনুঃ। দুর্গার সহিত ইঁহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। জাগ্রেয়ুসের পূজায় ইঁহার বিশেষ স্থান ছিল, কেন না, তখন পর্য্যন্ত ইঁহার মাতৃত্বের গৌরব লুপ্ত হয় নাই। উপাসক ইঁহার পূজায় প্রদীপ ধরিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, কেন না, অগ্নি পাবক, অর্থাৎ ইহা পাপ দগ্ধ করে। শুদ্ধ হইয়া ইনি বাক্‌খস হইয়াছেন। বাক্‌খসের উপাসকেরা কৌরীটেস (Kouretes) বা "কুমার-সেবক" বলিয়া খ্যাত। তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া "কুমার" অথবা বাক্‌খসের পূজায় নৃত্য করিত।

উপাসক পূজায় দীক্ষিত হইয়া সংযমময় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সংযমই সাধনের চরম উদ্দেশ্য নহে। সংযম, আমমাংস ভোজন,প্রদীপ ধারণ, এ সমস্তই দেবত্বপ্রাপ্তির সোপান। সাধক দেব-জীবন লাভ করিয়া তাহার পরিচয়স্বরূপ উপবাস, শ্বেত বস্ত্র পরিধান, জন্ম মৃত্যুর অশৌচ হইতে দূরে অবস্থান ও মাংস বর্জ্জন করেন।

অর্ফেয়ুস-প্রোক্ত সাধনে মন্তের উল্লেখ নাই। বাক্‌খস আদিতে বৃষরূপী দেবতা ও তরুলতার প্রাণদাতা ছিলেন; তাঁহার কিংবা তাঁহার মাতার সুরার সহিত সম্পর্ক ছিল না।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের আরও কয়েকটী আচার।

(১) সূর্প-ধারণ (Liknophoria)।

অর্ফেয়ুসের মতাবলম্বী উপাসকদিগের দীক্ষার সময়ে আচার্য্য তাহাদিগের মাথার উপরে একখানি কুলা ধরিতেন। তাহারা বোধ হয় বিশ্বাস করিত, যে কুলা দ্বারা লোকে যেমন ধান্য হইতে তুষ প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত করে, তেমনি দীক্ষার কালে কুলার গুণে পাপ বিদূরিত হয়।

(২) পবিত্র বিবাহ।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের পীঠস্থান ফ্লীয়াগ্রামে মহামাতার মন্দিরে একটী কক্ষ ছিল, উহার নাম "বাসর ঘর" (pastos); উহাতে পবিত্র বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। আথেন্সেও এরূপ একটী কক্ষ ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পবিত্র বিবাহের অভিনয় অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ একটী সাধন।

(৩) দেবশিশুর জন্ম।

ক্রীটে জাগ্রেয়ুসের পূজাতে উপাসকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নবজাত শিশুর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিত। পূর্ব্বোক্ত বিবাহ ও দেবশিশুর জন্ম, এই দুইটী যে পর পর সম্পন্ন হইত, এমত প্রমাণ নাই; কিন্তু

অর্ফেয়ুস-পন্থীদিগের সাধনে এই দুইয়ের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য যোগ থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অর্ফেয়ুস-পন্থীদিগের মত ও আচার সম্বন্ধে আলোচনা।

ইটালীর দক্ষিণভাগে সমাধির মধ্যে স্বর্ণপাত্রে খোদিত কতকগুলি লিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে অর্ফেয়ুস-প্রবর্ত্তিত সাধন-প্রণালী বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। আমরা নিম্নে দুইটার অনুবাদ দিতেছি।

(১) কোম্পানো লিপি (ক)—

"পাতালবাসিগণের পুণ্যবতী রাণী, সুকীর্ত্তি, সুমন্ত্র ও অন্যান্য দেববৃন্দ, আমি পবিত্রকুলে উদ্ভূত হইয়াছি। কেন না, আমি তোমাদিগেরই আনন্দময় কুল হইতে আসিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্ট, অমর দেবগণ ও...... নক্ষত্রলোকনিঃক্ষিপ্ত বজ্র আমাকে পরাভূত করিয়াছে। আমি কর্ম্মশ্রান্ত বহুদুঃখপূর্ণ চক্রের বাহিরে প্রস্থান করিয়াছি; আমি দ্রুতপদে বাঞ্ছিত চক্রের মধ্যে গমন করিয়াছি। আমি পাতাল-রাণী কর্ত্রীর (Despoina) বক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। আমি দ্রুতপদে বাঞ্ছিত চক্র হইতে বহির্গত হইয়াছি। হে সুখী ও ধন্য জন, তুমি মর্ত্ত্য না হইয়া দেবতা হইবে। ছাগশাবক আমি দুগ্ধে পতিত হইয়াছি।"

(২) কোম্পানো লিপি (খ)—

"পাতালস্থ পবিত্র ব্যক্তিসমূহের পুণ্যবতী রাণী, সুকীর্ত্তি, সুমন্ত্র এবং অন্যান্য দেববৃন্দ ও প্রেতপুরুষগণ, আমি পবিত্র কুলে উদ্ভূত হইয়াছি। কেন না, আমি তোমাদিগেরই আনন্দময় কুল হইতে আসিয়াছি। আমাকে অদৃষ্ট......বা নক্ষত্রলোকনিঃক্ষিপ্ত বজ্র, যাহাই পরাভূত করিয়া থাকুক

না কেন, আমি পাপ কর্ম্মের দণ্ডভোগ করিয়াছি। আমি এখন ভিখারী হইয়া শুদ্ধা পাসেফর্ণীর নিকটে আসিয়াছি; তিনি আমাকে কৃপা করিয়া পুণ্যবান্‌দিগের নিকেতনে গ্রহণ করুন।”

উক্ত লিপি দুইটীতে উপরত আত্মা দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে। পাসেফর্ণী বা কর্ত্রী যমের পত্নী; সুকীর্ত্তি (Eucles) ও সুমন্ত্র হাডীস অর্থাৎ যমের অভিধান। আমরা উপরে বলিয়াছি, যে অর্ফেয়ুস-পন্থীরা একেশ্বরবাদী; তাহারা হাডীস, জাগ্রেয়ুস, ভানু (Phanes), ডিওনীসস প্রভৃতি নামে একই দেবতার আরাধনা করিত। প্রেতপুরুষ বা প্রেতাত্মাদিগের (daemones) আহ্বানে আদিম কালের যাদু বা মন্ত্রতন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

এই দুইটী লিপি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে উহাতে ধর্ম্মের এমন কয়েকটী তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা দেশপ্রচলিত পূজাপদ্ধতিতে তেমন স্থান পায় নাই। পাপ-বোধ পাপ-মোচনের আকিঞ্চন, দেবতার নররূপগ্রহণ ও দুঃখভোগ, আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে শুদ্ধতার্জ্জন এবং মোক্ষলাভ—এই সমুদায় অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের সার কথা।

অর্ফেয়ুসের শিষ্য দিব্যধামে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে; কোন্ সুকৃতির জোরে সে এই অধিকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহা একে একে বর্ণিত হইতেছে।

সে পুণ্যজন্মা, দেবতনয়, “কারণ আমি তোমাদিগেরই আনন্দময় কুল হইতে আসিয়াছি।”

ইহার অর্থ এই, যে তাহাতে দেবাংশ বর্ত্তমান। তাহার পূর্ব্বপুরুষ অসুরেরা বালক জাগ্রেয়ুসকে প্রলোভন দেখাইয়া নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহারা জেয়ুসের বজ্রে ভস্মসাৎ হয়। আথীনা দেবশিশুর হৃৎপিণ্ড রক্ষা করেন। পরে খড়িমাটির একটী দেহ নির্ম্মিত হইলে তাহার অভ্যন্তরে ঐ হৃৎপিণ্ড স্থাপিত হয়; জাগ্রেয়ুস তখন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। সে তাহাদিগের

ভস্মাবশেষ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের পাপ তাহাকে নিরাশ করিতে পারিতেছে না, কেন না,

"আমি পবিত্র কুলে উদ্ভূত হইয়াছি।" অর্থাৎ "আমি তন্ত্রোক্ত আচার পালন করিয়া শুদ্ধ হইয়াছি।" এই জন্যই সে আশা করিতেছে, যে দেবতা তাহাকে বলিবেন,

"হে সুখী ও ধন্যজন, তুমি মর্ত্ত্য না হইয়া অমর হইবে।"

অর্ফেয়ুস-পন্থী যে যে আচার পালন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, এখন সেগুলি পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

(১) "আমি কর্ম্মশ্রান্ত বহুদুঃখপূর্ণ চক্রের বাহিরে প্রস্থান করিয়াছি।"

শাক্যসিংহ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভ করিয়া যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এ যেন তাহারই প্রতিধ্বনি—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি;
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং,
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।

ধম্মপদ। ১৫৩, ১৫৪॥

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ;
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহ-কারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

(শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)।

ভারতীয় সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ চক্রের সহিত উপমিত হইয়াছে; পুনর্জ্জন্মবাদ হিন্দু ও বৌদ্ধের অস্থিমজ্জাগত; অপুনরাবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য।

মিসরবাসীরাও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিত। প্লেটো ফাইডোনে (২৫শ অধ্যায়) লিখিয়াছেন, "আমাদের একটা প্রাচীন মত মনে পড়িতেছে; এই মতে মানবাত্মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে বর্ত্তমান থাকে, এবং পরলোক হইতে আবার ইহলোকে আইসে ও মৃত হইতে জন্মগ্রহণ করে।" অর্ফেয়ুস-পন্থীরাও পুনর্জন্মবাদী, তাই সাধক বলিতেছে, সে পূজার্চ্চনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অপুনরাবৃত্তির অধিকারী হইয়াছে। (অর্ফেয়ুসের শিষ্যেরা চক্রের সাহায্যে কোন্ ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, বলা যায় না।)

(২) উপরত আত্মার দ্বিতীয় উক্তি এই—"আমি দ্রুতপদে বাঞ্ছিত চক্র হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

উক্তি দুইটী পরস্পর বিরোধী নয়। দীক্ষার্থী বোধ হয় একটা মন্ত্রপূত চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিত, ও আবার তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু আচারটী সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কিছুই জানি না। সাধকের মনের ভাব এই, যে সে আচারানুগত জীবন যাপন করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছে।

(৩) আত্মা আবার বলিতেছে,

"আমি পাতালরাণী 'কর্ত্রীর' বক্ষে প্রবেশ করিয়াছি।"

এই উক্তিতে দ্বিজত্বলাভের পরিচায়ক একটা অনুষ্ঠানের আভাস পাওয়া যাইতেছে। সাধক বলিতেছে, সে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছে। চক্রে প্রবেশ, চক্রের মধ্যে দীক্ষা-গ্রহণ ও দীক্ষান্তে চক্র হইতে নিষ্ক্রমণ—ইহাই অনুষ্ঠানটীর ক্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। [অনেকস্থলে দীক্ষিত ব্যক্তি নবজন্মের চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্বনাম বর্জ্জন করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিত। এদেশে বৈষ্ণবাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের ইহাই নিয়ম।]

(৪) অর্ফেয়ুস-পন্থীর শেষ উক্তি—

"ছাগশাবক আমি দুগ্ধে পতিত হইয়াছি।"

দীক্ষিত ব্যক্তি নবজীবন পাইয়া আপনাকে দেবাশ্রিত ছাগশাবক অথবা দেবতার অবতার বলিয়া ভাবিতেছে। সে ছাগশাবক, অতএব সে দুগ্ধে পতিত হইয়াছে। দুগ্ধ দেবদত্ত পানীয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই,

যে দীক্ষার্থী কি দুগ্ধে স্নান করিত? স্নান করিবার রীতি থাকিলে এটীকে একপ্রকার বাপ্তিস্ম বা অভিষেক বলা যাইতে পারে; কিন্তু প্রশ্নটীর সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

আমরা যে লিপিদ্বয়ের আলোচনা করিলাম, কুমারী হ্যারিসনের মতে তাহা অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের মত ও আচারের নিদর্শন। তবে, পণ্ডিতদিগের মধ্যে এ বিষয়ে যে ঐকমত্য থাকিবে, এমন আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা এক্ষণে ঐ তন্ত্রের মত ও বিশ্বাস ধারাবাহিকরূপে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের সারনিষ্কর্ষ।

বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ন্যায় অর্ফেয়ুস-তন্ত্রও মোক্ষান্বেষী ধর্ম্ম। দুঃখ-নিরোধের পন্থা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; মানবকে পরিত্রাণের মন্ত্র শিখাইবার জন্য মহর্ষি ঈশা ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আত্মার মুক্তি (lysis) অর্ফেয়ুস-পন্থী-দিগেরও সাধনের লক্ষ্য ছিল। তাহারা বলিত, মানুষের আত্মা পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফলে দেহ-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখের যাহাতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সে যাহাতে জন্মমরণের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ভবকারাগার হইতে শাশ্বতী মুক্তি লাভ করিতে পারে, প্রত্যেক সাধকের ইহাই সাধ্য। সেণ্ট পল তীব্র মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "কে আমাকে এই মৃত্যুময় দেহ হইতে উদ্ধার করিবে?" এই আকুল ক্রন্দনধ্বনিতে অর্ফেয়ুস-পন্থীর প্রাণের আকিঞ্চনও অবিকল ব্যক্ত হইয়াছে।

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের সারতত্ত্ব তিনটী জিজ্ঞাসার আলোচনা ও সমাধান হইতে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রশ্ন তিনটী এই—

(১) শরীরপরিগ্রহের পূর্ব্বে আত্মা কোন্ অবস্থায় থাকে?

(২) আত্মা কি উপায়ে দেহ-কারাগার হইতে পরামুক্তি লাভ করিতে পারে?

(৩) কারাবাস মোচনের পরে আত্মা কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়?

(১) আত্মার প্রাক্তন অবস্থা ও শরীরপরিগ্রহ।

আমরা উপরে উপরত আত্মার প্রার্থনায় দেখিয়াছি, যে অর্ফেয়ুস-পন্থীর মতে মানবাত্মা স্বর্গীয়, ভগবদংশ, দেবতনয়, স্বয়ং দেবতা; উহার দেহ মৃণ্ময় বটে, কিন্তু উহা নিজে সূক্ষ্মমরুদ্‌রূপী। দেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আত্মা অমরধামে দেবগণের সঙ্গে বিহার করিত। আমরা বলিয়াছি, যে দেহধারণের মূল পাপ। ভবকারাবাস পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এক জন্মে এই প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় না; কেন না, আত্মা যেই একবার দেহকারাগারে প্রবেশ করিল, অমনি সে "অনেকজাতিসংসারং," জন্মজন্মান্তররূপ চক্রের মধ্যে পড়িয়া গেল; উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে তাহাকে "দুঃখাজাতি-পুনপ্ৰ্নং"—বহু-জন্মমরণের অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অর্ফেয়ুস-মতাবলম্বী এম্পেডক্লীস (পঞ্চম শতাব্দী) এক কবিতায় বলিতেছেন, "পাপপঙ্কিল আত্মা আনন্দময় দেবনিকেতন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ত্রিশ সহস্র বৎসর নানা জীব-যোনি পরিভ্রমণ করে, এবং জন্ম-জন্মান্তরে জীবনপথে কতই দুঃখ পায়। কারণ, প্রভঞ্জন তাহাকে উড়াইয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলে; সমুদ্র তাহাকে স্থলে উদ্গীরণ করে; ধরণী দ্বারা সে প্রদীপ্ত রবিকিরণে উৎক্ষিপ্ত হয়; সূর্য্য তাহাকে ঘূর্ণবায়ুর আবর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। একে অন্যের নিকট হইতে তাহাকে গ্রহণ করে, কিন্তু সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র। আমিও ইহাদিগেরই একজন; আমিও দেবগণের সঙ্গ হারাইয়া ও উন্মত্ত বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া (জন্ম জন্ম) ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি ইতঃপূর্ব্বে কুমার, কুমারী, গুল্ম, পক্ষী এবং সমুদ্রের শল্কাচ্ছাদিত মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" আসুন, আমরা শেষোক্ত বাক্যটী গীতার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলি, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" (৪।৫)—"হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে।"

(২) মুক্তির উপায়।

আত্মার এই পতনদশা, এই ভবকারগার হইতে মুক্তির উপায় কি? উপায় শুদ্ধতা। দেহধারণ যদি পাপের ফল হয়, তবে যাবৎ পাপ না

একেবারে বিধৌত হইয়া যাইবে, তাবৎ মোক্ষের আশা নাই। পুণ্যজীবন মোক্ষপ্রাপ্তির সোপান। অর্ফিকতন্ত্রের পুণ্য বা শুদ্ধতা অভৌম নহে। পবিত্রতা (hosiotes) মানুষকে দেবজীবনে লইয়া যায়। আত্মার পরিপূর্ণ পবিত্রতা-সাধনই অর্ফেয়ুস-প্রোক্ত পূজার্চ্চনার লক্ষ্য।

পবিত্রতা লাভের সহায়রূপে অর্ফেয়ুস-পন্থী বিশেষ বিশেষ ব্রত পালন করিয়া থাকে। সে পূর্ব্বোল্লিখিত "আমমাংস-ভোজনের পর্ব্ব" ভিন্ন অন্য সময়ে আমিষ আহার করে না। অর্ফেয়ুসের শিষ্যেরা যে নিরামিষাশী ছিল, তাহার অন্যতম প্রমাণ প্লেটোর একটী উক্তি। (*Laws*, VI. 782)। এম্পেডক্লীস জীবহত্যা মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; তাঁহার মতে উহা এক দেশে বৈধ, অপর দেশে অবৈধ, তাহা নহে; "কিন্তু এই বিশ্বজনীন নিয়ম সর্ব্বশক্তিমান্ দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণা পৃথিবী, সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" (Arist. *Rhetoric*, I. 13)। তিনি মাংসভক্ষণের নিন্দাচ্ছলে বলিতেছেন, "তোমরা কি ঘৃণ্য প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না? তোমরা কি চিত্তমোহে অন্ধ হইয়া দেখিতে পাইতেছ না, যে তোমরা আপনাদিগকেই পরস্পর ভোজন করিতেছ?" অর্ফিকতন্ত্রে শিম ও ডিম্ব ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল। হীরডটস লিখিয়াছেন (২।৮১), অর্ফেয়ুস-পন্থীরা পশমের বস্ত্র পরাইয়া শবের সমাধি দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিত।

সাত্ত্বিক জীবন যাপন আত্মাকে শুদ্ধ রাখিবার একটী উপায়; কিন্তু এতদর্থে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপও একান্ত আবশ্যক। পরলোকগামী আত্মার বাক্যে ইহার ইঙ্গিত আছে। প্লেটোর একটী উক্তি পড়িয়া বোধ হয়, যে তৎকালে অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের আচার অনুষ্ঠান খুব প্রাবৃট্ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি "সাধারণ তন্ত্রে" লিখিয়াছেন (Book II. 364), "ভণ্ড পুরোহিত ও দৈবজ্ঞেরা ধনীদিগের দ্বারে যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, যে কোন ব্যক্তি কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষ যে পাপই করুক না কেন, তাহারা দেবগণের নিকট হইতে যজ্ঞ ও মন্ত্রবলে আমোদপ্রমোদ ও ভোজনবিলাসের মধ্যেই তাহা ক্ষালন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে।.........তাহারা একরাশি পুস্তক উপস্থিত করিয়া বলে, যে এগুলি চন্দ্র (Selene) ও বাগ্‌দেবীগণের অপত্য

ম্যুসাএয়স (Musaeus) ও অর্ফেয়ুস দ্বারা লিখিত। এই গ্রন্থগুলি তাহাদিগের 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'—এইগুলির সাহায্যেই তাহারা পূজার্চ্চনা সম্পাদন করে, এবং শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, কিন্তু কত কত পুরীরও এই প্রত্যয় জন্মায়, যে ইহজীবনে ও মরণান্তে, যজ্ঞ ও সুখকর প্রক্রিয়ায় সাহায্যে, পাপমোচন ও পাপজনিত কলঙ্কক্ষালনের উপায় বর্ত্তমান আছে; এই প্রক্রিয়াসমূহকে তাহারা বলে 'গুপ্ত-আচার'; উহা আমাদিগকে পরলোকের দুঃখ হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকে; পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে নাই, তাহাদিগের জন্য ভীষণ নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা করিতেছে।"

(৩) আত্মার গতি।

শুদ্ধি-সাধনের উপায় বর্ণিত হইল; এখন মরণান্তে আত্মা কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিবৃত করিব। দেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা যুগযুগ-ব্যাপী দণ্ড-ও-পুরস্কাররূপ চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে। প্লেটো "সাধারণ তন্ত্র" ও "ফাইডোনে" উপরত আত্মার দশা সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার পরলোকতত্ত্ব আগাগোড়া অর্ফিকতন্ত্রের ভাবে অনুপ্রাণিত। দশম অধ্যায়ে বিষয়টী ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। অর্ফেয়ুস-পন্থীরা বিশ্বাস করিত, আত্মা কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। আমরা উপরে তাহার আভাস পাইয়াছি। তাহাদিগের এই মতটী ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকে সুব্যক্ত হইয়াছে—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৪।১৮॥

"সত্ত্বগুণশীল ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে দেবলোকে গমন করে; রজোগুণসম্পন্ন লোক মধ্যে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আইসে; আর জঘন্য তামসিকগুণাশ্রিত মানুষ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

এম্পেডক্লীস এক কবিতায় লিখিয়াছেন; "যাহাদিগের মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহারা ভূতলে মনুষ্যসমাজে ভবিষ্যদ্বক্তা, সঙ্গীতকার, বৈদ্য ও লোকনায়ক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তদবস্থা হইতে তাহারা বহুমানের আধার হইয়া দেবতারূপে ঊর্দ্ধলোকে উপনীত হয়; তাহারা অপর দেবগণের সহিত একগৃহে, একাসনে বাস ও পানভোজন করে, এবং মানবের দুঃখ ও নিয়তি হইতে নিষ্কৃতি পায়।"

পাপের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মা যে সুখ-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছিল, জন্মমরণরূপ চক্রের পরাবর্ত্তন ক্ষান্ত হইলে সে আবার তাহা লাভ করিল। উপরত আত্মার তৃতীয় বাক্যটী তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। "কর্ত্রী" পার্সেফণীর পার্শ্বদগণ তাহাকে বলিতেছেন, "এস, এস, তোমার দুঃখের অবসান হইয়াছে; তুমি মানবত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়াছ; স্বাগত; তুমি দক্ষিণ দিকে পবিত্র ক্ষেত্র ও পার্সেফণীর উপবনের মধ্য দিয়া গমন কর।" এই সাদর আহ্বানে এমত ভাব প্রকাশিত হয় নাই, যে আত্মা মোক্ষ লাভ করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইল। অর্ফিকতন্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু উহাতে নির্ব্বাণ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। উহাও গীতার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছে—পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ "গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ" (৫।১৭)—"জ্ঞানদ্বারা পাপ বিধৌত করিয়া অপুনরাবৃত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।" কিন্তু গ্রীসের কোন সম্প্রদায়ের সাধকই ভারতীয় লয়বাদ স্বীকার করেন নাই—

> যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
> হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
> তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
> পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ মুণ্ডক। ৩।২।৮॥

"যেমন প্রবহমান নদীসকল নাম ও রূপ পরিহার করিয়া সমুদ্রে লীন হয়, তেমনি জ্ঞানী নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া (সেই) পরাৎপর

দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন।" অর্ফেয়ুস-পন্থীর নিকটে উপনিষদের এই তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য।

এই সম্প্রদায়ের সাহিত্যে স্বর্গসুখের মনোহর বিবরণ পাওয়া যায়। "পুণ্যাত্মা যে লোকে গমন করেন, তথায় চিরবসন্ত বিরাজমান, সেথানে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই; তাহা মৃদু সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত, সে দেশে নদীর জল নির্ম্মল, ক্ষেত্রসমূহ কুসুমসম্ভারে নয়নরঞ্জন, তরুরাজি সদা ফল ভরে অবনত। সে দেশের অধিবাসীরা নিয়ত তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, নাট্যাভিনয় দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ ও সুসংযত পান-ভোজনের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে; অপিচ ইহলোকের ন্যায় স্বর্গধামেও তাহাদিগের ভজনপূজন অবিচ্ছেদে নির্ব্বাহিত হইতেছে।"

কিন্তু স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নহে। পরবর্ত্তীকালের ষ্টোয়িকদিগের ন্যায় অর্ফেয়ুস-পন্থীরা কল্পে কল্পে ব্রহ্মাণ্ডের নূতন সৃষ্টি স্বীকার করিত; সুতরাং তাহারা বলিত, যে কল্পান্তে আত্মা পুনরায় জন্মমরণের চক্রে প্রবেশ করে।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

আরিষ্টফানীস-রচিত "বিহঙ্গম" নামক বিদ্রূপাত্মক নাটকে বিশ্ব-সৃষ্টির যে বিবরণ আছে, তাহা অর্ফেয়ুসবাদ দ্বারা অনুরঞ্জিত। উহার অনুবাদ দিতেছি

"আদিতে শুধু অনিয়ম, তমস্বিনী, অন্ধতমিস্র ও বিস্তীর্ণ রসাতল বিদ্যমান ছিল; তখন পৃথিবী ছিল না, বায়ু ও ব্যোমও ছিল না। প্রথমে কৃষ্ণপক্ষ তমস্বিনী, তমিস্রের অতলস্পর্শ বক্ষে বাত্যাজাত একটী ডিম্ব প্রসব করিল; কালপূর্ণ হইলে ঐ ডিম্ব হইতে বিশ্ববাঞ্ছিত, স্বর্ণ-পতত্রে সমুজ্জ্বল-দেহ, ঝঞ্ঝাবর্ত্ততুল্য ক্ষিপ্রগতি কাম উদ্ভূত হইলেন। তিনি বিস্তীর্ণ রসাতলে তমোময় ঘনান্ধকার অনিয়মের সংসর্গে বিহঙ্গজাতিকে উৎপন্ন করিলেন, এবং তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে আলোকরাজ্যে লইয়া আসিলেন। অগ্রে, কাম ভূতসমূহকে সংমিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে, অমরকুল বর্ত্তমান ছিলেন না; তিনি এক উপাদানের সহিত অন্য উপাদান সংমিশ্রিত করিলেন

বলিয়াই নভোমণ্ডল, মহাসাগর, পৃথিবী ও সদানন্দ, মরণহীন দেববৃন্দের উৎপত্তি হইল।" (৫৯৩-৬০২ পং)।

একটী ডিম্ব হইতে এই বিশ্ব প্রসূত হইয়াছে, হোমার এমন কথা কুত্রাপি বলেন নাই। মানুষ কোথা হইতে আসিল, সুখদুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের হেতু কি, তাঁহার কাব্যে এপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিতই হয় নাই। ভারতীয় সাহিত্যে ডিম্ববাদ সুপরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, আদিতে জল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তপস্যানিরত জল হইতে একটী হিরণ্ময় ডিম্ব উৎপন্ন হইল; সংবৎসর পরে ঐ ডিম্ব হইতে প্রজাপতি উদ্ভূত হইলেন। [আপোঃহ বাঃ ইদমগ্রে সলিলমেবাস। ......তাসু তপ্যমানাসু হিরণ্ময়মাণ্ডং সম্বভূব। ততঃ সংবৎসরে পুরুষঃ সমভবৎ। স প্রজাপতিঃ। (১১।১।৬।১-২)।] মনুসংহিতার প্রথম সর্গে সৃষ্টি-বিবরণের প্রারম্ভেই যে শ্লোকটী আছে, তাহা ইহারই রূপান্তর—

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ॥ ৯ ॥

"স্বয়ম্ভুবিসৃষ্ট বীজ সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল।" গ্রীকেরা একবাক্যে স্বীকার করিত, যে অর্ফেয়ুস ঐ মত গ্রীসে প্রচার করেন।

প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডে ডিম্ব অশৌচ বিমোচনে ও প্রেতপুরুষের পিণ্ডার্থে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অর্ফেয়ুসের অনুগামীরা উহা দ্বারা কোন্ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত, আমরা বলিতে পারি না।

গ্রীক পুরাণে কামদেব অভ্রদত্তার পুত্র। অর্ফিকতন্ত্রমতে তিনি প্রাণশক্তি, পক্ষবান্ আত্মা (ker)। ইয়ুরিপিডীস প্রভৃতি কবিরা তাঁহাকে পরমসুন্দর, বিশ্ববিজয়ী, জীবনমরণের প্রভু, যুবাপুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদে (৯।২) কামের একটী প্রসিদ্ধ স্তুতি আছে, তাহার শেষভাগে স্তোতা বলিতেছেন,

"কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবাঃ আপুঃ পিতরো ন মর্ত্ত্যাঃ।
ততস্ত্বম্ অসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নমঃ ইৎ কৃণোমি ॥

"কাম প্রথম জন্মিলেন; দেবগণ, পিতৃগণ, মর্ত্ত্য মানব তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন নাই। তুমি ইঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং চিরকাল মহান্; হে কাম, আমি তোমাকেই নমস্কার করি।"

ইহার পরের পাঁচ শ্লোকের মর্ম্ম এই, যে দ্যাবাপৃথিবী যত বিস্তীর্ণ হউক, বারিরাশি যত বিশাল হউক, অগ্নি যত প্রচণ্ড হউক, দিক্‌প্রদিক্-সমূহ যত পরিব্যাপ্ত হউক, আকাশ যত অন্তহীন হউক, ভৃঙ্গ, কুরুরব, বধ, বৃক্ষসর্প যত অসংখ্য হউক, হে কাম, তুমি এ সমুদায় অপেক্ষা, তুমি চেতন অচেতন, সমুদ্র বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব "আমি তোমাকেই নমস্কার করি।"

অর্ফেয়ুস-পন্থীদিগের পূজাতে কন্দর্পের প্রাধান্য ছিল না। তাহাদিগের গুপ্ত সাধনে উপাস্যের নাম "পূর্ব্বজ" (Protogonos); তিনি অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ নারী, কাম ও অভ্রদত্তা, "হরগৌরী"। অর্ফেয়ুসের নামে কতকগুলি স্তোত্র প্রচলিত আছে; তাহাতে দেবতা "মন্ত্রণা" (Metis), "ভানু" (Phanes), "প্রাণদ" (Erikapaios), এই সকল নামে আহূত হইয়াছেন। কিন্তু অর্ফেয়ুসের শিষ্যেরা জানিত, নাম বিভিন্ন হইলেও উপাস্য দেবতা এক—

"এক জেয়ুস, এক হাডীস, এক হীলিয়স, এক ডিওনীসস, সর্ব্বভূতে একই ঈশ্বর (বর্ত্তমান); আমি কেন তোমাকে নানা নামে সম্বোধন করিতেছি?" ঋগ্বেদের ঋষিও কি ঠিক্ এতদনুরূপ কথাই বলেন নাই?

> ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ
> অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
> একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
> অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥১।১৬৪।৪৬॥

"ইঁহাকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দরগমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে

তাঁহারা বহু বলিয়া বর্ণনা করেন। ইঁহাকে লোকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

অর্ফেয়ুস-পন্থীরা বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী। এই সম্প্রদায়ের এক কবিতাংশে উক্ত হইয়াছে, "সৌদামিনীধারী জেয়ুস প্রথম সম্ভূত হইলেন; তিনি অন্ত, তিনি শীর্ষ, তিনি মধ্য; চরাচর তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।"

অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের নবভাব।

অর্ফেয়ুস বাক্‌খস ও এরস (কাম), এই দুই দেবতার উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন; পূজার্চ্চনায় বাক্‌খসের ও গুহ্য ধর্ম্মমতে এরসের প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই দুই দেবের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গ্রীক ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পাতালবাসী দেবতা ও ভূতপ্রেতের পূজার লক্ষ্য বর্জ্জন বা নিষ্কাশন; স্বর্গবাসী দেবগণের আরাধনার উদ্দেশ্য সেবা অথবা প্রসন্নতা-সম্পাদন, অর্থাৎ কিছু পাইবার প্রত্যাশায় অর্ঘ্য নিবেদন। অর্ফেয়ুস-প্রবর্ত্তিত সাধনে উপাসক এই দুই স্তর অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে; সে মানবাকার দেবতার ভজনা ছাড়িয়া দিয়া নিগূঢ় বিশ্বশক্তির পূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, মানবজীবনে দুইটী তত্ত্ব অতীব সত্য; এক, উপাস্তের সহিত যোগজনিত আত্যন্তিক সুখ; দ্বিতীয়, প্রেম। অর্ফেয়ুস-তন্ত্রে এই দুইটীর সাধনই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। উহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ও কুৎসিত আচার প্রবেশ করিয়াছিল; এবং উহার সাধকদলে বহু ভণ্ড সন্ন্যাসী নানাপ্রকার যাদুবুজরুকি দেখাইয়া, পরলোকের ভয় প্রদর্শন করিয়া, কিংবা পাপমোচনের আশা দিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তথাপি আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে নিয়মানুগত্য, আত্মপরীক্ষা, সংযম, শুদ্ধতা, সরলতা, নম্রতা, জীবে দয়া, যোগানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাব অর্ফেয়ুস-পন্থীরাই জনসমাজে জাগ্রত রাখিয়াছিল। গ্রীক ধর্ম্মের চরম উন্নতি আমরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাই।

অর্ফেয়ুস কোন্ কোন্ বিষয়ে গ্রীক ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইলে হোমার-প্রোক্ত ধর্ম্মের সহিত অর্ফিকতন্ত্রের তুলনা করা আবশ্যক ; কেন না, হোমারই গ্রীসের রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্ম্মের প্রধান প্রবক্তা। তুলনামূলক আলোচনার ফলে অর্ফেয়ুস-তন্ত্রের চারিটী বিশেষত্ব আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়—

(১) হোমারের দৃষ্টি ইহলোকের প্রতি নিবদ্ধ; তিনি ঐহিক জীবনকেই সত্য ও সম্ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে মৃত্যুর পরপারে আত্মা কি হীন দশায় পতিত হয়, তাহা আমরা দশম অধ্যায়ে বুঝিতে পারিব। অর্ফেয়ুস পরলোকের কথাই অধিক করিয়া ভাবিয়াছেন, কেন না, তাঁহার নিকটে মৃত্যু অমৃতের সোপান। হোমারের দুঃখবাদ অর্ফেয়ুসের স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া আত্মার উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার উপায়ে পরিণত হইয়াছে। কারণ, তিনি বলেন, দৈহিক জীবনই মৃত্যু ; আত্মার প্রকৃত, অমর জীবন "তমসঃ পরস্তাৎ"—অন্ধকারের অপর পারে, দিব্য ধামে।

(২) গ্রীসে অর্ফেয়ুসই সর্ব্বপ্রথম আত্মার অমরত্বকে ধর্ম্মসাধনের নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষ পরলোকে স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড অপরিহার্য্য, জন্মজন্মান্তরে আত্মা কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম গতি প্রাপ্ত হয়, মুক্তির ভিখারী পাপ পরিহার করিবার জন্য, "পাপ হইতে উপবাসী থাকিবার" জন্য, প্রাণপণ যত্ন করিবে, কেন না, আত্মা নির্ম্মল হইলে তাহার জন্মমরণ-শৃঙ্খল হ্রস্ব হইয়া আসিবে, এবং পরামুক্তি লাভও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে না—অর্ফেয়ুসের এই শিক্ষা সরলপ্রাণ ধর্ম্মার্থীর নিকটে অতি মূল্যবান্।

(৩) অর্ফেয়ুসের পাপ সম্বন্ধে ধারণাও হোমারের ধারণা হইতে বিভিন্ন। আমরা ইলিয়াড ও অডীসীতে দেখিতে পাই, যে পাপ গর্ব্ব বা দর্প, অত্যধিক অহমিকা, মোহ বা অজ্ঞানতা হইতে প্রসূত ; এবং এই মোহ বা দর্পান্ধতার জন্যও দেবতারাই দায়ী। অর্ফেয়ুসের মতে ইচ্ছা-শক্তির পরাজয় পাপের মূল ; পাপী নিজেই আপনার পাপ কর্ম্মের জন্য

দায়ী, অর্থাৎ পাপাচরণ করা, আর "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরা", একই কথা। পাপ জড়ীয় নয়; উহা আত্মার একটা বিকার।

(৪) কিন্তু আত্মা দেবসম্ভব, দেবপ্রকৃতি, স্বর্গীয়, অথবা আত্মার স্বরূপ ও দেবগণের স্বরূপ এক ও অভিন্ন—এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া-অর্ফেয়ুস গ্রীক জাতির চিন্তারাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। হোমারের মহাকাব্যে আত্মা ছায়াতুল্য, কুজ্ঝটিকার মত। অর্ফিকতন্ত্রে দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অমর, ভগবদংশ। এই বিশ্বাসে কি গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে দেখাইয়াছি। যেখানে মানুষের পক্ষে দেবত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা আস্পর্দ্ধা বলিয়া গণ্য ছিল, সেখানে অর্ফেয়ুস তাহাকে বলিলেন, "তুমি তো দেবতাই আছ, তবে দেবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যত্নবান্ হও।" এত বড় আশার কথা যিনি মর্ত্ত্য মানবকে শুনাইয়া গিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মসাধনে নবভাব আনয়ন করিয়া গ্রীকদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? "মানুষ যথাসাধ্য অমরত্ব লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন করিবে", আরিষ্টটলের এই প্রসিদ্ধ বাণী (*Nic. Eth.* X. 7) ঘোষণা করিতেছে, যে অর্ফেয়ুস-তন্ত্র গ্রীসে বৃথাই প্রচারিত হয় নাই।

দশম অধ্যায়

গ্রীক ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবদেবী

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় যখন অনন্তপার সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণ অবর্ণনীয় বিস্ময়পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল। তৎপরে, যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে রোসেন, লাংলোয়া, বেন্‌ফী, বর্ণ্যুফ প্রভৃতি মনীষীবর্গের সাধনার ফলে ইয়ুরোপের সুধীসমাজ ঋগ্বেদের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইলেন, তখন আর্য্য জাতির আদিম সভ্যতার অঙ্কুরোদ্গমের আভাসমাত্র পাইয়াই তাঁহাদিগের সেই বিস্ময়ের আর অবধি থাকিল না। আচার্য্য মোক্ষ মূলর আর্য্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপনার সমগ্র জীবন বেদ-প্রচারে ও বেদের আলোচনায় অর্পণ করিলেন। তিনি একদা লিখিয়াছিলেন, দ্যৌঃ পিতা = জেয়ুস পাতীর (Zeus pater) = জুপিটার (Jupiter), এই সমীকরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই বাক্যে অতিশয়োক্তির গন্ধ থাকিলেও, তাঁহার সহিত এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে বেদের আলোচনা হইতেই তুলনামূলক পুরাণের (comparative mythology) উদ্ভব হইয়াছে; এবং এখনও বেদই তুলনামূলক ধর্ম্ম ও পুরাণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

শিক্ষালয়। মোক্ষ মূলর বেদচর্চ্চার মোহিনী শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া অনেক বৈদিক ও গ্রীক দেবতার সমীকরণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী জর্জ কক্‌ প্রণীত "আর্য্যজাতিসমূহের পুরাণ" (The Mythology of the Aryan Nations) নাম পুস্তকে এই সমীকরণ-প্রচেষ্টা চরম বিকাশ ও বিকারে পরিণত হইয়াছে। অহনা=আথীনা, দহনা= দাফ্‌নী (Daphne), সরমা=হেলেনা, ভৃগু=ফ্লেগ্যআস (Phlegyas), ত্রিত=ত্রিতোন্‌ (Triton), ভরণ্যু=ফরণেয়ুস (Phoroneus), গন্ধর্ব্ব= কেণ্টাউরস (Centaurs), সরণ্যু=এরিণ্যুস (Erinus), হরিৎ=খারিটেস (Charites), ঋভু=অর্ফেয়ুস, যবিষ্ঠ=হীফাইষ্টস, প্রমন্থ=প্রমীথেয়ুস; এবং আফ্রডিটী, ইয়ুরুডিকী, আথীনা, দাফ্‌নী, ইঁহারা উর্ব্বশীর, আর হীরাক্লীস, আরীস, আখিলীস প্রভৃতি পুরূরবার রূপান্তর—এই সকল সিদ্ধান্ত এখন কোন শব্দতত্ত্ববিৎই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর আলোচনার ফলে সম্প্রতি হিন্দু ও গ্রীক দেবতার সমীকরণ অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক উষা গ্রীক ঈওস (Eos), বাস্তু দেবী হেষ্টিয়া এবং সূর্য্য হীলিয়স, ইহা এখন কেহই অস্বীকার করেন না; কিন্তু ইঁহারা অপ্রধান দেবতা। প্রধান দেবগণের মধ্যে এক দ্যৌঃ ও জেয়ুস, এবং বরুণ ও ঔরানস (Ouranos)—এই দুই নামযুগলের ব্যুৎপত্তিগত সাম্য আছে। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত সাম্য থাকিলেও ইঁহাদিগের মধ্যে স্বরূপের সাম্য নাই বলিলেই হয়। গ্রীক পুরাণে জেয়ুসের যে স্থান, ঋগ্বেদে দ্যৌঃ সে স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই; আবার বৈদিক বরুণের তুলনায় ঔরানস অখ্যাতনামা ও হীনপ্রভ।

গ্রীক ও বৈদিক দেবতার তুলনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমরা প্রধানতঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ধর্ম্মের বিবরণ প্রদান করিয়াছি। ঋগ্বেদের রচনা তাহার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; উহার ধর্ম্ম যে আরও প্রাচীন, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং বৈদিক ও ঐতিহাসিক গ্রীক ধর্ম্ম এক উৎস হইতে নিঃসৃত হইলেও উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক দেবগণ মানবস্বভাব, এবং তাঁহাদিগের আকার পূর্ণ মানবীয়

আকার; বৈদিক দেবতারা পরিপূর্ণ মানবরূপ ধারণ করেন নাই; গ্রীক দেবকুলের মত তাঁহাদিগের মনুষ্যোচিত ব্যক্তিত্ব তেমন পরিস্ফুট নহে। দ্যৌঃ, পৃথিবী, সূর্য্য ও উষা গ্রীক জ্যা (Ge), হীলিয়স ও ঈওসের ন্যায় ব্যক্তিত্বের বিকাশে জড়ীয় কায়াদ্বারা ব্যাহত হইয়াছেন। অগ্নি ও সোমের নররূপ আর একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারাও জড়রূপ একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই। মরুদ্‌গণ এ পথে আরও অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু কেবল বরুণ ও ইন্দ্রই দেহধারী দেবরূপে গ্রীক দেবগণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য। রূপের পরে স্বরূপের কথা। বৈদিক দেবগণের স্বরূপগুলি তত বহুল ও পরিচ্ছিন্ন নহে; জ্যোতিঃ, বল, দয়া ও জ্ঞান তাঁহাদিগের সাধারণ লক্ষণ; সুতরাং গ্রীক পুরাণে এক দেবতাকে অন্য দেবতা হইতে যত সহজে চিনিয়া লওয়া যায়, বৈদিক দেবগণের পার্থক্য তত সহজে ধরিতে পারা যায় না। গ্রীসে দেবগণ পরিপূর্ণ মানবীয় আকার ধারণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই গ্রীক ধর্ম্ম খৃষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা পরাজিত হইয়া বিলয় পাইয়াছিল; পক্ষান্তরে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছিল বলিয়াই উপনিষদের ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিত সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে গ্রীকেরাও ভারতীয় ঋষিদিগের ন্যায় বিশ্বাস করিত, যে দেবগণ অজ নহেন। ঋগ্বেদে "পূর্ব্ব দেবগণ" (পূর্ব্বে (দেবাঃ, ৭।২১।৭), "দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে" (দেবানাং পূর্ব্যে যুগে, ১০।৭২।২) প্রভৃতি বাক্য দৃষ্ট হয়। এই "পূর্ব্ব দেবগণ" গ্রীক "বরুণ", "কাল" প্রভৃতির অনুরূপ। কিন্তু গ্রীসে ডিওনীসস, জাগ্রেয়ুস ইত্যাদি দুই এক মরণধর্ম্মী দেবতার পূজা প্রচলিত থাকিলেও তাহারা দেবগণকে অমর (athanatos) বলিয়াই জানিত। এস্থলে তাহাদিগের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের গুরুতর মত-বৈষম্য বিদ্যমান। বেদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, যে দেবতারা আদিতে মর্ত্ত্য ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা মৃত্যুকে দূরে অপসারিত করিলেন (ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপায়ত; অথর্ব্ব বেদ, ১১।৫।১৯); তাঁহারা সবিতা (ঋগ্বেদ, ৪।৫৪।২) বা অগ্নির (৬।৭।৪) কৃপায় অমর হইলেন; তাঁহারা অমরত্ব পাইবার জন্য

সোমের সুখকর রস পান করিলেন (ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ। ৯।১০৬।৮)।

ঋগ্বেদের দেবগণ মঙ্গলময়, হিতকারী, বসুদ, পুষ্টিম্ভর; আধিব্যাধি প্রভৃতি অমঙ্গল অপদেবতার সৃষ্টি। তাঁহারা "অবিচলিতসংকল্প" (ধৃতব্রতাঃ); তাঁহাদিগের শক্তি অজেয়। "ন তা মিনংতি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি" (৩।৫৬।১)—"মায়াবী বা ধীরগণ কেহই দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্ম্ম সকলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।" গ্রীক দেবতাদিগের সহিত এই সমুদায় বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু ঋগ্বেদে দেবগণের একটী স্বরূপের উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যগণ ইরানীয়দিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বেই বিশ্বের অমোঘ নিয়ম বুঝাইবার জন্য "ঋত" (আবেস্তার অষ) শব্দ রচনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে উহা "সত্য", "ধর্ম্ম", "যজ্ঞ", এই সকল অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবগণ ঋত হইতে উৎপন্ন ("ঋতজাত"), তাঁহারা "ঋতজ্ঞ", "ঋতপ্রিয়", ঋতের রক্ষক (ঋতস্য গোপাঃ, ১০।৮।৫), তাঁহারা কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। ঋতের মহৎ তত্ত্বটী ঋগ্বেদের একটা বিশেষ দান।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭শ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ, এই ছয় আদিত্যের স্তুতি গান করিতে করিতে বলিতেছেন,

> আদিত্যাসঃ শুচয়ো ধারপূতা অবৃজিনা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥২॥
> ত আদিত্যাস উরবো গভীরা অদব্ধাসো দিপ্সংতো ভূর্যক্ষাঃ।
> অংতঃ পশ্যংতি বৃজিনোত সাধু সর্ব্বং রাজভ্যঃ পরমা চিদংতি ॥৩॥
> ধারয়ংত আদিত্যাসো জগৎস্থা দেবা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ।
> দীর্ঘাধিয়ো রক্ষমাণা অসুর্যমৃতাবানশ্চয়মানা ঋণানি ॥৪॥
> ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ংত হিরণ্যয়াঃ শুচয়ো ধারপূতাঃ।
> অস্বপ্নজো অনিমিষা অদব্ধা উরুশংসা ঋজবে মর্ত্যায় ॥৯॥

"আদিত্যগণ দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত (অর্থাৎ নির্ম্মল), অনুগ্রহপরায়ণ,

অনিন্দ্যনীয় (অর্থাৎ নিষ্পাপ), ও হিংসারহিত। মহান্, গাম্ভীর্য্যবিশিষ্ট, দুর্দ্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিযুক্ত আদিত্যগণ প্রাণিগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদিগের পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম দেখিতে পান। দূরদেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট।

"আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন; তাঁহারা সমস্ত ভুবনের রক্ষক। তাঁহারা সুদূরদর্শী ও প্রাণের আশ্রয়। তাঁহারা সত্যবান্ এবং ঋণ পরিশোধ করেন। হিরণ্ময়, দীপ্তিমান্, নির্ম্মল, নিদ্রাহীন, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন প্রকার স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন।"

অপিচ অষ্টম মণ্ডলে,

পাকত্রা স্থন দেবা হৃৎসু জানীথ মর্ত্যং।
উপ দ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ ॥১৮।১৫।

"হে বাসপ্রদ আদিত্যগণ! তোমরা পরিপক্কজ্ঞান, অতএব যাহার হৃদয় কপট ও যাহার হৃদয় অকপট, এই উভয়প্রকার মনুষ্যকেই জানিয়া থাক।"

গ্রীক সাহিত্যে এতদনুরূপ ভূরি ভূরি উক্তি বর্ত্তমান আছে। আমরা অধিক চয়ন করিব না।

গীতিকাব্যে অনুপমকীর্ত্তি পিণ্ডার (Pindaros) দেবগণকে (১) সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান্, (২) ন্যায়বান্ এবং (৩) সত্যব্রত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) দেবতারা সর্ব্বজ্ঞ। "যদি কেহ আশা করে, যে সে যাহা করিতেছে, তাহা দেবতার দৃষ্টি এড়াইবে, তবে সে ভ্রমে মগ্ন রহিয়াছে।" (*Ol.* I. 64)। "আপলোর চিত্ত সর্ব্বজ্ঞ; তিনি নিজে কাহাকেও বঞ্চনা করেন না; দেব বা মানবও তাঁহাকে কর্ম্মে কিংবা সঙ্কল্পে বঞ্চনা করিতে পারে না।" (*Pyth.* III. 28-30)। "হে রাজন্ (আপলো), তুমি বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থের লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথসমূহ অবগত হইতেছ। ধরণী বসন্তকালে কতগুলি পত্র উদ্গত করে, সমুদ্রে ও নদীসকলে কতগুলি বালুকণা তরঙ্গ ও বেগবান্ প্রভঞ্জন দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়,

ভবিষ্যতে কি ঘটিবে এবং কোথা হইতে ঘটিবে—এ সমস্তই তুমি সুস্পষ্ট দর্শন করিতেছ।" (*Pyth.* IX. 44-49)।

অমরবৃন্দ সর্ব্বশক্তিমান্। "লোকে শপথ করিয়া যাহা অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করে, ও যাহা সকলের আশার অতীত, দেবগণের শক্তি তাহা অনায়াসসাধ্য কর্ম্মের স্থায় অবলীলাক্রমে সংসাধন করে।" (*Ol.* XIII. 8½)। "দেবগণ যাহা সম্পাদন করেন, আমার নিকটে তাহা একটুকুও আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।" (*Pyth.* X. 49)। "ঈশ্বর রজনীর গহন তিমির হইতে নির্ম্মল আলোকের উদয় করিতে পারেন; আবার তিনি দিবার পরিশুদ্ধ কিরণমালাকে কৃষ্ণ মেঘের তমোজালে আচ্ছন্ন করিতেও সমর্থ।" (*Fr.* 142)। "ঈশ্বর ইচ্ছানুরূপ স্বীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করেন। (*Pyth.* II. 49-52)

(২) দেবগণ স্থায়বান্। তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিতেছেন। দেবতারা "স্থায়বান্ মনুষ্যদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন।" (*Nem.* X. 100)। "জেয়ুস যে সকল মানুষকে ভালবাসেন, তাঁহার মহতী প্রজ্ঞা কর্ণধাররূপে তাহাদিগের নিয়তিকে পরিচালিত করে।" (*Pyth.* V. 122-3)। এস্থলে আমরা সোক্রাটীসের এই বাক্যটী স্মরণ করি। "সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি মরণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; এবং দেবগণ তাঁহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসীন নহেন।" (*Ap.* 33)।

(৩) দেবতারা সত্যস্বরূপ। "সত্য জেয়ুসের দুহিতা।" (*Ol.* X. 3)। "দেবকুল অতীব বিশ্বস্ত।" (*Nem.* X. 100)। আপলো "মিথ্যার সংস্পর্শে থাকেন না।" (*Pyth.* III. 29)। পিণ্ডার সত্যকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মহৎ গুণের উৎস, রাণী সত্যবতী, আমার অঙ্গীকারকে কণ্টকিত মিথ্যায় ঠেকিয়া বিচলিত হইতে দিও না।" (*Fr.* 205)। "প্রত্যেক রাষ্ট্রে সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী মানুষই অগ্রণী হইয়া থাকে, সে রাষ্ট্র একচ্ছত্র নায়কের রাজ্যই হউক, কিংবা তথায় কলহপ্রিয় জনমণ্ডলীই প্রভুত্ব করুক, অথবা জ্ঞানিগণই সেখানে পুরীরক্ষায় নিযুক্ত থাকুন।" (*Nem.* II. 86-88)। যিনি

সত্যকে মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি দেবগণকে সত্যব্রত বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াই পারেন না। হোমারের সহিত পিণ্ডারের এ বিষয়ে খুবই পার্থক্য দেখা যাইতেছে।

বৈদিক ও গ্রীক দেবগণের মধ্যে এক বিষয়ে একটু বৈষম্য আছে। বৈষম্যটী দুই এক কথায় প্রদর্শিত হইতেছে। গ্রীক কবিরা দেবতা-দিগকে সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়েরই কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই তত্ত্বটী আলোচিত হইবে; আমরা এস্থলে পাঠকদিগের নিকটে পিণ্ডারের দুইটী উক্তি উপস্থিত করিতেছি। "জেয়ুসই ইহা এবং উহা (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ) বিধান করেন—জেয়ুস, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু।" (*Isth.* V. 52)। "ঈশ্বরই মর্ত্ত্য মানবের পক্ষে সমুদায় নিয়মিত করিতেছেন।" (*Fr.* 141)।

পিণ্ডার অমরকুলের সুখ সৌভাগ্য যে ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের আদিত্যগণের স্তুতির সহিত তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই; কিন্তু তিনি দেব ও মানবের অবস্থাবৈষম্য উল্লেখ করিয়া যে প্রকার খেদ করিয়াছেন, বৈদিক সাহিত্যে আমরা তদনুরূপ কিছু দেখিতে পাই নাই। "এক মানবের, এক দেবগণের জাতি; আমরা উভয়ে একই জননী হইতে প্রাণবায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু এক সম্পূর্ণ ভিন্ন শক্তি আমাদিগের কি ভেদই সাধন করিয়াছে! কেন না, একজন কিছুই নয়; পক্ষান্তরে অপরের জন্য কাংস্যময় দিব্যধাম চিরতরে অটল বিদ্যমান রহিয়াছে। তবু তো মর্ত্ত্য আমাদিগের, মনের বলে কিংবা অন্ততঃ দৈহিক প্রকৃতিতে, অমরগণের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—যদিও দিবা কিংবা রজনীতে আমরা যে পথে চলিব, সে কোন্ পথ নিয়তি আমাদিগের অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাহা কিছুই জানি না।" (*Nem.* VI. 1-7)। "কিন্তু তাঁহারা নীরোগ, জরাহীন, শ্রম হইতে মুক্ত; তাঁহারা উন্মাদ বৈতরণীর ঘাট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছেন।" (*Fr.* 143)। "ত্রিদিববাসীরা সদানন্দ।" (*Fr.* 87)।

এখন সক্রেটীসের কয়েকটী বাক্য উদাহৃত করিলেই গ্রীক ও বৈদিক দেবতাদিগের তুলনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি বলিতেছেন, যে দেবগণ জ্ঞানাধার

এবং শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক। (*O. T.* 830)। "অমরগণের পরাশক্তি কদাপি জরাভারে জীর্ণ হয় না।" (*O. T.* 863)। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে দেবতারা ন্যায়ের রক্ষক।" (*Philoct.* 1036)। "আমি বেশ জানি, কোন মানুষের সাধ্য নাই, যে দেবতাদিগকে অপবিত্র করে।" (*Ant.* 1044)।

গ্রীক ও বৈদিক দেবগণের সাদৃশ্য সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে কতিপয় প্রধান দেবতার স্বরূপের আলোচনা করা যাইতেছে।

জেয়ুস ও দ্যৌঃ।

প্রথমেই বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, যে গ্রীসের দেবতারা যেমন জেয়ুসের অধীনে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অল্যুম্পস পর্ব্বতশিখরে বাস করিতেন, বৈদিক দেবগণের মধ্যে সে প্রকার কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং তাঁহারা গ্রীকদেবগণের মত সময়ে সময়ে বিষম দ্বন্দ্ব কোলাহলেও লিপ্ত হইতেন না। ভারতীয় অমরকুলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা বুঝিতে হইলে পুরাণগুলি অধ্যয়ন করিতে হয়। ঋগ্বেদে বরুণ, মিত্রাবরুণ ও ইন্দ্র রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং দেবরাজ জেয়ুসে আমরা বরুণ ও ইন্দ্র, উভয়েরই স্বরূপ দেখিতে পাই।

আমরা বলিয়াছি, যে জেয়ুস ও দ্যৌঃ, এই শব্দ দুইটীর ব্যুৎপত্তি এক। উভয়েই দেব ও মানবের পিতা বলিয়া অভিহিত। জেয়ুস যে আকাশ-রূপী বজ্রবৃষ্টির দেবতা, ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরাও তাহা ভুলিতে পারে নাই। হোমারের "মেঘসঞ্চয়ী" (nephelegereta), বজ্রতৃপ্ত (terpikeraunos), "বিজলীবিহারী" (steropegereta), "কৃষ্ণমেঘাম্বর" (kelainephes), "বজ্রনির্ঘোষকৃৎ" (erigdoupos, eribremetes), "ভাস্কর" (asteropetes) প্রভৃতি অভিধান তাহাদিগকে উহা সতত স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু জেয়ুস ক্রমে পরমলাবণ্যময় মানবীয় আকারে দেবরাজরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিলেন, দ্যৌঃ দেবরূপ ও আকাশের মধ্য পথেই রহিয়া গেলেন।

জেয়ুস ও বরুণ।

বরুণ আদিতে "আবরণকারী" নৈশ আকাশ ছিলেন, সুতরাং জেয়ুসের সহিত যে তাঁহার স্বরূপসাম্য থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। বরুণের কয়েকটী স্বরূপ উল্লেখ করিলেই এই দুই দেবতার সাদৃশ্য উপলব্ধি হইবে।

অসুর বরুণ দেব ও মনুষ্য সকলের রাজা (ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্তাঃ। ২।২৭।১০)। বরুণের বল অতুলনীয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ংত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরংতীন´যে বাতস্য প্রমিনংত্যভ্বং॥
১।২৪।৬॥

"হে বরুণ, এই উড্ডীয়মান বিহঙ্গমগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম ও তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অনিমিষ প্রবহমান জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।"

বরুণ সর্ব্বব্যাপী। "তিনি ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন" (ন্যুহ স্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরি। ৮।৪১।৩)। "তিনি দিক্ সকল ধারণ করেন" (যঃ ককুভো নিধারয় পৃথিব্যামধি।৪)। "তিনি ভুবনসমূহের ধারয়িতা" (ধর্ত্তা ভুবনানাং।৫)। "তিনি এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন" (য আস্বৎক আশয়ে বিশ্বা।৭)।

বরুণ সর্ব্বজ্ঞ। "তিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন; তিনি সমুদ্রে নৌকা-সমূহের পথ জানেন। ধৃতব্রত বরুণ স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, এবং অপর যে (ত্রয়োদশ) মাস উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন। তিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন; যাঁহারা উপরে বাস করেন তাঁহাদিগকেও জানেন।"

বেদা যো বীনাং পদমংতরিক্ষেণ পততাং।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে ॥
বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ।
বেদা যে অধ্যাসতে।
১।২৫।৭-৯ ॥

বরুণ পাপের দণ্ডদাতা। বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে বরুণ, দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" (পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপঃ, ৭।৮৬।৩)। "হে বরুণ, আমি এমন কি অধিক অপরাধ করিয়াছি, যে তোমার সখা এই স্তোতাকে তুমি বধ করিতে চাহিতেছ ?" (কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎ স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং। ৪)। যিনি পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই পাপ হইতে মোচন করিতে পারেন। বসিষ্ঠ তাই প্রার্থনা করিতেছেন,

অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোঽব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো
বসিষ্ঠং।৭।৮৬।৫॥

"হে বরুণ, আমাদিগের পিতৃক্রমাগত দ্রোহ বিমোচন কর। আমরা তনুদ্বারা যে যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি, তাহাও অপসারিত কর। হে রাজন্, পশু-খাদক চৌরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায়, বসিষ্ঠকে পাপ হইতে মুক্তি দাও।"

এস্থলে ৭ম মণ্ডলের সুবিখ্যাত ৮৯ম সূক্তটীও পঠিতব্য।

জেয়ুস ও ইন্দ্র।

এই সকল নৈতিক স্বরূপ আলোচনা করিলে বরুণ ও জেয়ুসের সাদৃশ্য বিষয়ে পাঠকগণের চিত্তে লেশমাত্র সংশয় থাকিবে না। কিন্তু শৌর্য্যাদি সম্বন্ধে জেয়ুস ইন্দ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইঁহারা উভয়েই বজ্রপাণি। ইন্দ্রও জেয়ুসের ন্যায় "সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা" (একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা, ৩।৪৬।২)। "তিনি বলে সমস্ত দেবগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ" (প্র

দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ প্র মজ্মনা [রিরিচে] ৩)। "হে ইন্দ্র, পূর্ব্বদেবগণ-ও বল ও হিংসা (অর্থাৎ শক্রবধ) বিষয়ে তোমার বলের নিকটে হীন বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন" (দেবাশ্চিত্তে অসুর্য্যায় পূর্বেঽনু ক্ষত্রায় মমিরে সহাংসি, ৭।২১।৭)। "তিনি গমনশীল ও প্রাণবান্ সকলের পতি" (যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতিঃ, ১।১০১।৫)। "হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্য ও দেবগণের অগ্রগামী (নায়ক)" (ইংদ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবানামুত পূর্বযাবা, ৩।৩৪।২)। "সত্যনিবাস ইন্দ্র সকল ভুবনের অধীশ্বর" (ভুবঃ সম্রালিংদ্র সত্যযোনিঃ, ৪।১৯।২)। "যুবা," "অমিতৌজাঃ," "বজ্রী, "শূর", "সৎপতি", "সিম" (শ্রেষ্ঠ) প্রভৃতি কত বিশেষণ ইন্দ্রের দুর্জ্জয় বলের পরিচয় দিতেছে।

ইন্দ্র ও জেয়ুস, দুই জনই বর্ষণের দেবতা ; ঋগ্বেদের বহু সূক্তে ইন্দ্রের এই স্বরূপটী কীর্ত্তিত হইয়াছে ; একটীমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে—

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহাংতমিংদ্র পর্বতং বি যদ্বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্॥

৫।৩২।১॥

"হে ইন্দ্র, তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গম-মার্গ উন্মুক্ত করিয়াছ ; তুমি রুদ্ধ বারি সকলকে মুক্ত করিয়াছ ; তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিয়াছ ; এবং দানব (বৃত্র)কে সংহার করিয়াছ।"

"বর্ষণকৃৎ" রূপে বৈদিক পর্জ্জন্যের সহিতও জেয়ুসের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রে মানবীয় ভাব খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এজন্য মানবোচিত দোষ দৌর্ব্বল্য বিষয়েও জেয়ুস ও তাঁহার মধ্যে ঐক্য আছে।

ভারতে নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময় আকাশের দেবতা দ্যৌঃ, মেঘবৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের দেবতা ইন্দ্র। গ্রীসে ইঁহাদিগের উভয়ের স্বরূপ জেয়ুসে মিলিত হইয়াছে। ইলিয়াডের পঞ্চদশ সর্গে পসাইডোন বলিতেছেন, (স্ফূর্ত্তির

দ্বারা যখন পসাইডোন, হাডীস ও জেয়ুস, এই তিন ভ্রাতার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত হইল, তখন) "জেয়ুস বায়ুমণ্ডলস্থ, মেঘজালাবৃত বিস্তীর্ণ আকাশ প্রাপ্ত হইলেন।" (১৯২ পংক্তি)।

পূষা, আপলো ও হার্মীস।

বৈদিক পূষাতে আপলো ও হার্মীসের কয়েকটী স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূষা পরলোক যাত্রী আত্মার পথ প্রদর্শক। "পূষা ত্ব' পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ—পূষা তোমার (উপরত আত্মার) যাইবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।" (১০।১৭।৪)।

পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥৩॥

"জ্ঞানী, অনষ্টপশু, ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, পূষা তোমাকে এইস্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়া যাউন। তিনি তোমাকে এই পিতৃপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। অগ্নি তোমাকে ধনদানকারী দেবগণকে প্রদান করুন।"

পূষা পথে মানুষের রক্ষক।

প্রপথে পথামজনিষ্টপূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ ॥৬॥

"পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠ পথে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন।"

পূষা পথের অধিপতি (পথস্পতিঃ, ৬।৪৯।৮, ৬।৫৩।১)। "হে প্রচণ্ড বলশালী পূষা, তুমি অন্নলাভের নিমিত্ত পথসকল পরিস্কৃত কর, বিঘ্নকারী (তস্করদিগকে) বিনাশ কর।" (বি পথো বাজসাতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি। ৬।৫৩।৪)। তিনি "ছাগবাহন" ও "পশুপালক" (অজাশ্বঃ পশুপাঃ, ৬।৫৮।২), গবাদি গৃহপালিত পশুর রক্ষক।

পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ ॥
পূষন্ননু প্র গা ইহি যজমানস্য সুন্বতঃ। অস্মাকং স্তবতামুত ॥

মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্মাকীং সং শারি কেবটে। অথারিষ্টাভিরা গহি ॥
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণং। পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥

৬।৫৪।৫-৭, ১০ ॥

"পূষা রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করুন, তিনি আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করুন, তিনি আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

"হে পূষা, তুমি রক্ষণার্থ (সোমাভিষবকারী) যজমানের গোগণের অনুসরণ কর, তোমার স্তুতিকারী (আমাদিগের) ধেনুগণেরও অনুসরণ কর।

"হে পূষা, আমাদিগের গোধন যেন নষ্ট না হয়, ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়, কূপে পড়িয়া বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত ধেনুগণের সহিত (সায়ংকালে) আগমন কর।

"আমাদিগের গোধন যদি চোর-ব্যাঘ্রাদি-পরিপূর্ণ দেশের দিকে যাইতে থাকে, তবে পূষা যেন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদিগের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন। পূষা পথিকের বিঘ্ন বিমোচন করেন।"

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো ন পাৎ। সক্ষ্বা দেব
প্রণস্পুরঃ ॥১।৪২।১॥

"হে পূষা, পথ পার করাইয়া দাও, বিঘ্ন হেতু পাপ বিনাশ কর; হে মেঘপুত্র, আমাদিগের অগ্রে যাও।"

"হে পূষা, আঘাতকারী, দুষ্টাচারী, মার্গপ্রতিবন্ধক, কুটিলবুদ্ধি দস্যু-তস্করাদি পথ হইতে দূর করিয়া দাও।" (১।৪২।২, ৩)।

পূষা জগৎপোষক, পশ্বাদি ধনদাতা দেবতা। অনষ্টপশু, পুষ্টিম্ভর, অনষ্টবেদাঃ, পশুপা প্রভৃতি উপাধিতে এই স্বরূপ প্রকটিত হইতেছে।

অশ্বিদ্বয়, আপলো ও দ্যৌকুমারদ্বয়।

অশ্বিদ্বয় "নেতা" ও "অভীষ্টবর্ষী" (নরৌ; বৃষণা, ১।১১৭।৩); "বহু লোকের পালক" (পুরুভুজা, ১।১১৬।১৩), "দুঃখহারী" (যুবানা, ১।১১৭।

১৪), "দেবকুলে বৈদ্য" (ভিষজৌ, ১।১১৬।১৬ ; দৈব্যা ভিষজা, ৮।১৮।৮)। তাঁহারা বিশ্‌পলাকে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন, ঋজাশ্বকে চক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন, কুষ্ঠ-রোগগ্রস্তা বার্দ্ধক্যপীড়িতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষাকে নিরাময় করিয়া পতিলাভ করিতে সমর্থ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের অনেক গুলি সূক্তে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ গীত হইয়াছে। (১।১১২ ; ১১৬-১২০ ; ৮।২২ ইত্যাদি।) এই যমজ দেবতার স্বরূপগুলি আপলোতেও বিদ্যমান, কিন্তু দ্যৌকুমারদ্বয়ের (Dioscouroi) সহিত ইঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্বের সম্বন্ধ আছে।

রুদ্র, জেয়ুস, আপলো ইত্যাদি।

বৈদিক রুদ্র জেয়ুসের ন্যায় বজ্রবাহু ও আপলোর ন্যায় ধনুর্ব্বাণধারী। তিনি মরুদ্‌গণের পিতা, "ঐশ্বর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ, প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে অতিশয় প্রবৃদ্ধ" (শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো, ২।৩৩।৩) ; "অভিষ্টবর্ষী" (বৃষভ, ২।৩৩।৪), "বহুধনদাতা" (ভূরের্দাতারং, ঐ, ১২); "দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ উগ্র ও বভ্রুবর্ণ" (স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ, ২।৩৩।৯)। "তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ কেহই নাই (ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ ´ বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যং, ঐ)। তিনি "সর্ব্বজ্ঞ" (চেকিতান, ঐ, ১৫); "সাধু লোকের পালক" (সৎপতি, ঐ, ১২)। জেয়ুসের সহিত তাঁহার কতকটা সাম্য দেখা যায়। অধিকন্তু তিনি আপলো ও আস্ক্লীপিয়সের মত বৈদ্য ; "আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর" (স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে, ঐ, ১২) ; "হে রুদ্র তুমি আমাদিগের সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যাধি-সমূহকে বিদূরিত কর" (ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ, ঐ, ২) ; "তুমি আমাদিগের পুত্রগণকে ওষধি দ্বারা পরিপুষ্ট কর ; আমি শুনিয়াছি যে তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" (উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি, ঐ, ৪)। রুদ্র পাপ মোচন করেন। গৃৎসমদ প্রার্থনা করিতেছেন,

অপভর্ত্তা রপসো দৈব্যস্যাভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ। ২।৩৩।৭ ॥

"হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, তুমি দৈব পাপের বিনাশক হইয়া আমাকে ত্বরায় ক্ষমা কর।"

কিন্তু ঋগ্বেদেই রুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপের আভাস পাওয়া যায়। ঋষিগণ যেমন একদিকে কৃতজ্ঞতাভরে বলিতেছেন, "রুদ্র আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন" (শং ন করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে॥১।৪৩।৬), তেমনি যেন আবার ভয়কম্পিত হৃদয়ে তাঁহাকে মিনতি করিতেছেন, "মা নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ—তুমি সূর্য্যদর্শন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না" (২।৩৩।১); "আমি স্তোত্র দ্বারা রুদ্রের ক্রোধ দূর করিব" (স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়, ২।৩৩।৫); "রুদ্রের আয়ুধ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক, দীপ্ত রুদ্রের মহতী দুঃখদায়িনী বুদ্ধিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক (পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরিত্বেষস্য দুর্ম্মতির্মহী গাৎ, ঐ, ১৪)। "হে দেব, তুমি যেন আমাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমাদিগকে বিনাশ করিও না" (যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি, ঐ, ১৫)।

রুদ্রের এই ভয়াবহ স্বরূপটী শুক্লযজুর্বেদে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। উহাতে "শঙ্কর", "মহাদেব" প্রভৃতি নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত বেদের একটী প্রার্থনা এই—

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥

মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে॥ ষোড়শ অধ্যায়, ১৫, ১৬ কণ্ডিকা।

"হে রুদ্র, আমাদিগের বৃদ্ধ (গুরুপিতৃব্যাদিকে) বধ করিও না, আমাদিগের বালকদিগকে বধ করিও না, আমাদিগের তরুণ (যুবক)-গণকে বধ করিও না, আমাদিগের গর্ভস্থ শিশুদিগকে বধ করিও না, আমাদিগের পিতাকে বধ করিও না, আমাদিগের মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরটী বিনাশ করি না

"হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্র, পৌত্র বধ করিও না, আমাদিগের জীবন বিনাশ করিও না, আমাদিগের গো, অশ্ব নষ্ট করিও না। আমাদিগের ভৃত্যগণ ক্রুদ্ধ হইলেও তাহাদিগকে বধ করিও না, কেন না, আমরা হবিঃ লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে (যাগার্থ) আহ্বান করিব।"

"কুমারশ্চিৎ পিতরং বংদমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ংতং" (ঋ, ২।৩৩। ১২)—" 'হে সৌম্য, আয়ুষ্মান্ হও,' এই বলিয়া পিতা যখন আশীর্ব্বাদ করেন, তখন পুত্র যেমন তাঁহাকে নমস্কার করে, হে রুদ্র, তুমি আমাদিগের নিকটে আসিবার সময় আমরা তোমাকে সেইরূপ নমস্কার করিতেছি"—এই সাদর, আনন্দপূর্ণ আহ্বান ও ঐ প্রার্থনার মধ্যে ভাবের কি গুরুতর বৈষম্য !

রুদ্র ও হার্মীস।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে হার্মীস মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও চৌর্য্যের দেবতা রূপেও অর্চ্চিত হইতেন। শুক্লযজুর্বেদে শতরুদ্রিয় অধ্যায়ের নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাঠকগণ তাঁহার সহিত রুদ্রের চমৎকার স্বরূপসাম্য দেখিতে পাইবেন।

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমো, নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো। নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো, নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ॥

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমো, নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো। নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো, নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তং চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ॥১৬।২০, ২১॥

"আকর্ণপূরিতধনুঃ, (রণে) ধাবমান রুদ্রকে নমস্কার। পশুপতি অর্থাৎ শরণাগত প্রাণিগণের পালককে নমস্কার। যিনি সমূলে শত্রুদিগকে হনন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। শূরসেনার পালককে নমস্কার। খড়্গাধারী মহান্ রুদ্রকে নমস্কার চৌরপতিকে নমস্কার। যিনি অপহরণ

করিবার মানসে নিরন্তর আপণ বাটিকাদিতে বিচরণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার। অরণ্যপতিকে নমস্কার।

"প্রতারককে নমস্কার। যিনি সর্ব্বত্র বঞ্চনা করেন, তাঁহাকে নমস্কার। গুপ্তচোরপতিকে নমস্কার। খড়্গী, ধনুর্বাণধারী দেবতাকে নমস্কার। প্রকটচোরগণের পতিকে নমস্কার। যাঁহারা শত্রু নিপাত করিবার ইচ্ছায় বজ্র লইয়া গমন করেন, সেই রুদ্রগণকে নমস্কার। যাহারা ক্ষেত্রাদিতে ধান্য অপহরণ করে, তাহাদিগকে যিনি পালন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। যাঁহারা পথিকদিগকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে অসি লইয়া বিচরণ করেন, সেই রুদ্রগণকে নমস্কার। যাহারা লোককে কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদিগের ধন অপহরণ করে, সেই দস্যুদিগের পতিকে নমস্কার।"

মেগাস্থেনীসের "ভারতবিবরণ" পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যে সেকেন্দর সাহার সহচরগণ ভারতবর্ষে শিবপূজা প্রচলিত দেখিয়া শিব ও ডিওনীসসকে একই দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এই প্রকার সিদ্ধান্তের একটা কারণ ছিল। উভয়েই ওষধিপতি, মদ্যপান ও তাণ্ডব নৃত্য উভয় দেবতারই পূজার অঙ্গ ছিল, এবং ফণিভূষণ শিবের মত ডিওনীসসের উপাসকেরা অঙ্গে ও শিরে সর্প জড়াইয়া বা হস্তে সর্প লইয়া উদ্দাম নৃত্যে প্রবৃত্ত হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বৈদিক রুদ্র সর্ব্বতোভাবে পৌরাণিক শিবরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন।

ত্বষ্টা ও হীফাইষ্টস।

বৈদিক ত্বষ্টা ও গ্রীক হীফাইষ্টস কোন কোনও স্বরূপে পরস্পরের অনুরূপ। "ত্বষ্টা শোভনকর্ম্মা, তিনি ইন্দ্রকে সুনির্ম্মিত হিরণ্ময় ও অনেক ধারাযুক্ত বজ্র দিয়াছিলেন" (ত্বষ্টা যদ্‌বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্ত্তয়ৎ ।১।৮৫।৯)। তিনি "সুকৃৎ ও সুপাণি" অর্থাৎ নিপুণ কর্ম্মী (৩।৫৪।১২)।

ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শংতমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ॥১০।৫৩।৯॥

"দেবশিল্পী ত্বষ্টা পানপাত্র নির্ম্মাণের সকল কর্ম্মই জানেন; ক্রিয়া-কুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ; তিনি দেবতাদিগের জন্য অতি সুন্দর পানপাত্রসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট লৌহনির্ম্মিত কুঠার শাণিত করেন; ব্রহ্মণস্পতি তদ্দ্বারা (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।"

"ত্বষ্টা বিশ্বের জননী দ্যাবাপৃথিবীকে দেবতির্য্যঙমনুষ্যাদির আকার দ্বারা রূপবতী করিয়াছেন, এবং জগতের ভূতসমূহকে আকার দিয়াছেন" (য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।১০।১১০।৯)। শুক্লযজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, যে ত্বষ্টা এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করিয়াছেন (ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান।২৯।৯)। হীফাইষ্টসের এই গৌরব নাই।

গ্রীকদিগের রূপক দেবদেবীর মত ঋগ্বেদেও মন্যু, শ্রদ্ধা প্রভৃতি রূপক দেবতা বর্ত্তমান।

ঋগ্বেদের দেবীগণ অপ্রধান ও অখ্যাত, উষা ও সরস্বতী ভিন্ন আর সকলেই দেবগণের ছায়ামাত্র। হীরা, আথীনা ও আর্টেমিসের অনুরূপ দেবী ঋগ্বেদে তো নাইই, তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বাংশে তুলনা করা যাইতে পারে, এমন দেবী পুরাণেও নাই। আথীনা ও দুর্গার মধ্যে অতি দূর সাদৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ের ঐক্য একান্তই ক্ষীণ। এ স্থানে বলা কর্ত্তব্য, যে আর্য্যজাতির যে শাখা গ্রীসে গমন করে, তাহারা তথায় দেবীপূজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাহারা উহা আদিম অধিবাসীদিগের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু গ্রীস ও ভারতবর্ষে কোনও দুই দেবতার মধ্যে স্বরূপসাম্য আছে কি নাই, তাহাই একমাত্র ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে। মানুষ অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে অন্তরে কি বিশ্বাস পোষণ করে, এতদ্দ্বারা দুইটী ধর্ম্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে হয়। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে দেবদেবীর প্রতি

মনের ভাব (attitude), অর্থাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস বিষয়ে হিন্দু ও গ্রীক জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দেবতারা এক এক সময়ে ইতর প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, এই বিশ্বাস বৈদিক যুগ হইতেই এদেশে বিদ্যমান। ঋগ্বেদে অগ্নি অশ্ব, ও ইন্দ্র বৃষরূপে স্তুত হইয়াছেন। অথর্ববেদে (৯।৪।৯) ও শতপথ ব্রাহ্মণেও (২।৫।৩।১৮) বৃষরূপী ইন্দ্রের উল্লেখ আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামেই তাঁহাদিগের জন্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে সুবিদিত। গ্রীসেও জেয়ুস বৃক ও বৃষের, আপলো বৃকের, আর্টেমিস ভল্লুকীর, পসাইডোন অশ্বের ও জ্যামাতা অশ্বিনীর এবং ডিওনীসস বৃষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

গ্রীসে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এদেশে ঋগ্বেদের কালে উহা অনার্য্যগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন আর্য্যগণ উহার প্রতি খুব ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। যথা, বসিষ্ঠ প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ইন্দ্র, শিশ্ন-দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞবিঘ্ন না করে" (মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ।৭।২১।৫)। "ইন্দ্র শিশ্নদেবদিগকে নিজ তেজে পরাভূত করেন" (घ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বপসা ভূৎ।১০।৯৯।৩)। কিন্তু কালক্রমে লিঙ্গপূজা বৈদিক সমাজে কি বহুলরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

গ্রীকেরা নাগরূপী জেয়ুসের পূজা করিত; উপরত আত্মা নাগরূপে কল্পিত হইত। ভারতে যজুর্বেদের সময় হইতেই সর্প-পূজা চলিয়া আসিতেছে। পসেনিয়াস লিখিয়াছেন, যে তাঁহার সময়েও ফ্লিয়সের অধিবাসীরা এক ধাতব ছাগীর পূজা করিত। (Book II. 13)।

একটা কথা এখনও বলা হয় নাই। বহুদেবতার এক স্বরূপ ও এক দেবতার বহু স্বরূপ গ্রীক ও হিন্দু দেববিজ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রিয়াকাণ্ড

গ্রীক ও হিন্দু ধর্ম্ম আদিম আর্য্য ধর্ম্ম হইতে প্রসূত, সুতরাং ক্রিয়াকাণ্ডে এই দুইয়ের মধ্যে সবিশেষ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম কণ্ডিকা

প্রেতপূজা

আমরা অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছি, যে প্রেতপূজা ও পিতৃতর্পণ আর্য্য ধর্ম্মের প্রথম স্তর। গ্রীসে ও ভারতবর্ষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আমরা তাহার নিদর্শন পাই। উপরত আত্মা পরলোকে জীবিত থাকে, শেষ ক্রিয়ার সময় তাহাকে পাথেয় দেওয়া আবশ্যক, তাহার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন আছে, আদ্য, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাহাকে পিণ্ডদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং শ্রাদ্ধান্তে আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া একত্র ভোজন করা উচিত, এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে উভয় দেশেই বিদ্যমান ছিল, এবং এদেশে আজিও আছে। অথর্ববেদ হইতে একটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

> এতৎ তে দেব সবিতা বাসো দদাতি ভর্ত্তবে।
> তৎ ত্বং যমস্য রাজ্যে বসানস্তার্প্যং চর ॥
>
> ১৮।৪।৩১॥

"হে প্রেত, সবিতা দেহাচ্ছাদনের জন্য তোমাকে এই বস্ত্র দিতেছেন। তুমি এই প্রীতিকর বস্ত্র পরিয়া যমের রাজ্যে বিচরণ কর।"

শ্রাদ্ধকাণ্ডে গ্রীক ও হিন্দুদিগের মধ্যে সামান্য পার্থক্য এই, যে হিন্দুগণ "আয়াত নঃ পিতরঃ" ইত্যাদি বলিয়া পিতৃগণকে আবাহন এবং অনুষ্ঠানান্তে "তৃপ্তা যাত পথিভি র্দেবযানৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন করে; গ্রীসে শুধু বিসর্জ্জন করিবার রীতিই প্রচলিত ছিল।

মনু বলিতেছেন,

ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডং প্রবর্ত্ততে।
চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥

৯।১৮৬ ॥

"পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিনের উদকদান (তর্পণ) কর্ত্তব্য, এই তিনজনকেই পিণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। চতুর্থ জন (পুত্র) পিণ্ডোদক-দাতা, এ বিষয়ে পঞ্চমের কোনও সম্বন্ধ নাই।"

গ্রীকেরাও কেবল পিতামাতা, পিতামহী মাতামহী এবং প্রপিতামহ প্রপিতামহী ও প্রমাতামহ প্রমাতামহীকে পিতৃপুরুষ বা বংশের আদি বলিয়া স্বীকার করিত। বিবাহানুষ্ঠানে সন্তান-কামনায় আত্মীয়েরা ইঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিত।

গ্রীক জাতি ধর্ম্মকর্ম্ম রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল; প্রেত-তর্পণেও তাহারা দেশমাতৃকাকে বিস্মৃত হয় নাই। প্লাটাইয়ার যুদ্ধের সাম্বৎসরিক দিবসে গ্রীসের প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া উক্ত নগরে সমবেত হইতেন; ঐ দিনে প্লাটাইয়াবাসীরা তাঁহাদিগের সমক্ষে যুদ্ধনিহত বীরপুরুষদিগের তর্পণ করিত। প্রত্যূষকালে যাত্রা করিয়া তাহারা বলি ও অর্ঘ্য লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রস্থ সমাধিস্থলে যাইত। প্রধান রাজপুরুষ একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃষ বলি দিয়া, এবং জেয়ুস ও হার্মীসের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, যে বীরবৃন্দ গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার্থে জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মাংস ও শোণিত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেন। তৎপরে, তিনি সুরার অর্ঘ্য মৃত্তিকায় ঢালিয়া বলিতেন, "যে পুরুষগণ গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে এই পেয় নিবেদন করিতেছি।" (Plutarch, *Arist.* 18)। এই উপলক্ষে উপরত বীরদিগের উদ্দেশে অন্যান্য সামগ্রীর সহিত বস্ত্র ও পরিপক্ব ফল উৎসৃষ্ট হইত। (Thucydides, III. 58)।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

দ্যুস্থান দেবপূজা

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন, যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৈরুক্তেরা দেবগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; অগ্নি পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান এবং সূর্য্য দ্যুস্থান। (তিস্রঃ এব দেবতাঃ ইতি নৈরুক্তাঃ, অগ্নি পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। ৭।৫)। গ্রীক মতে ইঁহারা সকলেই দ্যুস্থান দেবতা (Olympian)। গ্রীসে "পাতালবাসী" (chthonian) নামে আর এক শ্রেণীর দেবতা ছিলেন, তাহা আপনারা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। দেবগণের শ্রেণী-বিভাগে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নাই। ইঁহাদিগের পূজার্চ্চনায় সাদৃশ্য কত ঘনিষ্ঠ, এক্ষণে তাহাই কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। পূজা-প্রসঙ্গে (১) যজ্ঞ, বলি, মন্ত্র ও প্রার্থনা, (২) পুরোহিত, (৩) মন্দির ও (৪) ব্রত, এই চারিটী বিষয় আলোচ্য। এগুলি সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে এত কথা বলা হইয়াছে, যে এস্থলে ঐক্যানৈক্যের দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিলেই চলিবে।

(১) যজ্ঞ, বলি, মন্ত্র ও প্রার্থনা।

সংস্কৃত যজ্ঞ ও গ্রীক "হাগস" (hagos) শব্দ একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "হাগস" অর্থ পূজা। উহা যজ্ঞের প্রতিরূপ। গ্রীসেও অগ্ন্যাধানের বিধি প্রচলিত ছিল। তথায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর আঙ্গিনায় স্থায়িভাবে অগ্নিশালা নির্ম্মিত হইত। অগ্নিহোত্র গ্রীকদিগেরও নিত্য কর্ম্ম ছিল। হীসিয়ড ব্যবস্থা দিয়াছেন, যে গৃহস্থ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ও প্রভাতে পবিত্র আলোকসমাগমে অর্ঘ্য ও আহুতি দিয়া অমর দেবগণের আনুকূল্য ও প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে। (*Works and Days*, 338-40)। এ দেশের গার্হপত্য আগুনের মত গ্রীসেও অনেক স্থলে যজ্ঞাগ্নি দিবারাত্রি জ্বলিত; এবং গ্রীকেরাও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে অগ্নি-মন্থন অর্থাৎ অরণি ঘর্ষণ করিয়া নূতন অগ্নি উৎপাদন করিত। ভারতে

পশুযাগ একটা প্রাবৃট্ ব্যাপার ছিল; পশুর বন্ধন, বলি প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল নিয়ম পালন করিতে হইত। এতটা জটিল না হইলেও গ্রীসেও বলিদানের কতকগুলি নিয়ম ছিল; আমরা তাহা দেখাইয়াছি। পশুযাগের পূর্ব্ববর্ত্তী এগারটী প্রযাজ আছে; একাদশ প্রযাজে পশুর বপা (পেটের উপরে নাভির পাশে মেদ) আহুতি দিতে হয়। গ্রীকেরাও যে দেবতাকে বলির মেদ আহুতি দিত, হোমার পুনঃ পুনঃ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বৈদিক দেবতারা আধুনিক মহাদেবীর ন্যায় রক্তপ্রিয় ছিলেন না, "তাঁহারা কেবল মাংসেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, পশুর রক্ত রাক্ষসেরা পাইত।" গ্রীক দেবগণ রক্তের অর্ঘ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না। গ্রীসেও বলিদানের সময়ে আগুন না হইলে চলিত না, এবং সে দেশেও নবপরিণীত বরকন্যা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিত। পরিশেষে যজ্ঞ সম্পর্কে আর এক বিষয়ে গ্রীক ও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়,উহা হবিঃশেষ ভক্ষণ। "অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুধের আহুতি দিয়া সেই দুধ কিঞ্চিৎ খাইতে হয়; পশুযজ্ঞে পশুমাংস আহুতি দিয়া তাহার কিয়দংশ খাইতে হয়; সোমযজ্ঞে সোমরস দেবতাকে দিয়া সোমরসের অবশেষ পান করিতে হয়। ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ।" (যজ্ঞকথা, ৩৩৪ পৃঃ)। গ্রীসে দ্যুস্থান দেবপূজায় এই বিধি প্রতিপালিত হইত। সোমলতার রস একটা মাদক দ্রব্য; তা'ছাড়া, সৌত্রামণি, রাজসূয় প্রভৃতি কয়েকটী যজ্ঞে সুরার প্রচলন ছিল; এ বিষয়েও গ্রীস ও ভারতের ঐক্য আছে।

গ্রীকেরা মন্ত্রবলে কেমন বিশ্বাসী ছিল, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তবে মন্ত্রের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই উহা ব্যর্থ হয়, একথা তাহারা মানিত কি না, বলিতে পারি না।

পূজার উপকরণ বিষয়েও গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভাবের সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। লরেল ও আইভি গ্রীসের তুলসীবিল্বপত্র; জলপাই-পল্লব সহকারশাখা; আল্‌ফেয়ুস গঙ্গানদী। অলীম্পীয়ায় জেয়ুসের বেদি-লেপনে শুধু উহার পবিত্র বারি ব্যবহৃত হইত; তাঁহার যজ্ঞে কেবল এক জাতীয় শ্বেত ঝাউ বৃক্ষের সমিধ্ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য ছিল। (Paus, V. 13, 14)।

গীতাকার বলিয়াছেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (২।৪৫)—বেদে সকাম কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব যাহারা "বেদবাদরতাঃ" (২।৪২), বেদবাক্যে আস্থাবান্, তাহারা নিন্দিত। গ্রীক জাতির প্রার্থনাও বৈদিক প্রার্থনার মত সকাম ছিল। নিষ্কাম কর্ম্মের ভাব আমরা সোক্রাটীসের জীবনে ও উপদেশে দেখিতে পাই।

(২) পুরোহিত।

গ্রীসে পুরোহিত বলিয়া একটা জাতি ছিল না; কিন্তু তথায় বৈদিক বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের ন্যায় "সুকণ্ঠ," "ঘোষয়িতৃ" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পুরোহিত-বংশ বিদ্যমান ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

(৩) প্রতিমা ও মন্দির।

ঋগ্বেদে দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দিরের উল্লেখ নাই। আদিম যুগে গ্রীসের অধিবাসীরাও মূর্ত্তিহীন দেবতার পূজা করিত। প্রস্তর, বৃক্ষ ও বৃক্ষমূলের পূজা একদা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল, এবং এখনও অনেক দেশে আছে। শ্রেডার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে প্রস্তরপূজা হইতে দেবপ্রতিমা ও বৃক্ষপূজা হইতে দেবমন্দিরের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরা মূর্ত্তি-পূজা করিত। এজন্য গ্রীকধর্ম্ম ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। গ্রীক ও বৈদিক দেববাদের (mythology) দুইটী পৃথক্ ফল উল্লেখযোগ্য। গ্রীক দেববাদ হইতে চিত্র, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি অপূর্ব্ব ললিতকলার উদ্ভব হইয়াছিল; বৈদিক দেববাদ দ্বারা চারুশিল্পের তেমন কিছু বিকাশ সাধিত হয় নাই। তাহাতে ভারতের পক্ষে বরং ভালই হইয়াছে। জ্ঞানপ্রধান বৈদিক ধর্ম্ম উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাবপ্রধান গ্রীক ধর্ম্ম একেশ্বরবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্লেটোর ন্যায় দুই এক জন মনস্বী পণ্ডিত এক "সত্যশিব-সুন্দর" পুরুষের সত্তা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতার মত গ্রন্থ গ্রীক সাহিত্যে নাই।

(৪) ব্রত।

গ্রীস ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশেই আদ্য ও বার্ষিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধ, এবং নানা প্রকার ব্রতপার্ব্বণ ও উৎসবের ব্যবস্থা আছে। চান্দ্রমাস অনুসারে ইহাদিগের কাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত "ব্রত" শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ "হেঅর্টী" (heorte)। এদেশে বেদের সময় হইতে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, এই পাঁচটী যজ্ঞ চলিয়া আসিতেছে। গ্রীকেরাও ভারতবাসীর ন্যায় প্রথম চারি ও প্রকারান্তরে পঞ্চম যজ্ঞ সম্পাদন করিত। গ্রীক সাহিত্যে দর্শযাগ, পূর্ণমাস যাগ প্রভৃতির মত নির্দ্দিষ্ট ব্রতের উল্লেখ নাই। কিন্তু তথায় আধুনিক কালের দুর্গোৎসব, রথযাত্রাদির অনুরূপ কত যে উৎসব প্রচলিত ছিল, ইতঃপূর্ব্বেই তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমত ও আচার

গ্রীক ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় আচারমূলক। গ্রীসে রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্ম্ম পালন করিলে রাজপুরুষেরা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না, তাহার ধর্ম্ম কি? সে কি বিশ্বাস করে, কি বিশ্বাস না করে? এদেশে এই ঔদার্য্য ও সহনশীলতা এতদূর গিয়া পঁহুছিয়াছে, যে হিন্দুধর্ম্মের সংজ্ঞা কি, তাহা নির্ণয় করা একান্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। "যাহারা বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানে, তাহারাই হিন্দু", এই সিদ্ধান্তেরও বিস্তর প্রতিপ্রসব আছে; কেন না, বেদনিন্দক ও নাস্তিক চার্বাকও হিন্দু বলিয়া পরিচিত, এবং সর্ব্বজনমান্য স্মৃতিশাস্ত্র মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, "ঋক্ যজুঃ সামবেদ যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর"; উহাদিগের "আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।" (ঋচোযজূংষিসামানি শরীরাণিব্যপাশ্রিতাঃ।

জিহ্বাগ্রেষু প্রবর্ত্তন্তে যত্নসাধ্যা বিনাশিনঃ॥ শান্তিপর্ব্ব ।২০৬।১৬।
ঋচামাদিস্তথা সাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে। অন্তশ্চাদিমতাং দৃষ্টৌ ন ত্বাদি
ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ঐ, ১৮)।

ধর্ম্ম আচারমূলক ও অনুষ্ঠানবহুল হইলে সকাম না হইয়াই পারে না। সোক্রাটীস এই জন্য তৎকালপ্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মকে দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে একটা আদান প্রদান বলিয়া বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্ম এবং গ্রীক ধর্ম্মের মধ্যে আর একটা ঐক্যের স্থান পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু উভয়ের একটা পার্থক্য গুরুতর। ভারতে কত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, এবং অনেকগুলি যজ্ঞ কি বিচিত্র, বিপুল ও বহুকালসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তাহার প্রমাণ। গ্রীক যজ্ঞ আর্য্যজাতির আদিমযুগের সরলতা ও সহজসম্পাদ্যতা রক্ষা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারতের ঋষিগণ সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত (ঋ, ১০।৯০) অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন—অর্থাৎ "এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ, স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন; এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে তিনি আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন," প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ; লৌকিক যজ্ঞ এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞের অনুকরণ, যজ্ঞের এই গভীর রূপকভাব গ্রীকদিগের কল্পনার অতীত ছিল। তৎপরে, গ্রীকেরা ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য, মোটে এই দুইটী আশ্রম মানিয়া চলিত; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস তাহাদিগের নিকটে সমাদর পায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবযান ও পিতৃযান—স্বর্গ ও নরক

ঋগ্বেদের সময় হইতেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ এদেশের আপামর সাধারণের চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥১০।১৪।৮॥

"হে আমার পিতা, সেই পরম স্বর্গধামে পিতৃগণের সহিত মিলিত হও; যমের সহিত মিলিত হও; ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিহার করিয়া অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর, উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর।"

এই উজ্জ্বল দেহ মর্ত্ত্যবৎ স্থূলতনু, যথা অথর্ববেদে—

মা তে মনো মাসোর্মাঙ্গানাং মা রসস্য তে।
মা তে হাস্ত তন্বঃ কিং চনেহ ॥১৮।২।২৪॥

"হে প্রেত, তোমার ইন্দ্রিয় যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তোমার প্রাণের, তোমার অঙ্গের, তোমার রুধিরাদি রসের কিছুই যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে; ইহলোকে তোমার দেহের কিছুই যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে। (অর্থাৎ তুমি লোকান্তরে মনঃপ্রাণাদি সর্ব্বাঙ্গসহিত শরীরযুক্ত হও)।

উপরত আত্মা পরলোকে পুত্রকলত্রাদির সহিত মিলিত হয়—

স্বর্গং লোকং অভিনো নয়াসি সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম ॥

অথর্ব।১২।৩।১৭॥

"তুমি আমাদিগকে স্বর্গলোকের দিকে লইয়া যাইতেছ, আমরা (তথায়) জায়া ও পুত্রগণের সহিত বাস করিব।"

যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ।
অশ্লোণা অঙ্গৈরহ্রুতা স্বর্গে তত্র পশ্যেম পিতরৌ চ পুত্রান্ ॥৬।১২০।৩॥

"যথায় শোভন-হৃদয় সুকৃতিকারী জনগণ স্বীয় শরীরের রোগ পরিহার করিয়া সুখসম্ভোগে নিমগ্ন থাকেন, আমরা যেন সেই স্বর্গলোকে অপঙ্গু ও রোগরহিত হইয়া পিতামাতা ও পুত্রগণকে দেখিতে পাই।"

যজ্ঞযাজী স্বর্গে পশুলাভ করে (প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সুবর্গে লোকে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ।১।২।১।১৫)। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে দ্বিবিধ স্বর্গলোক বর্ণিত হইয়াছে; কতকগুলি আদিত্যলোকের উর্দ্ধে, অপর কতকগুলি আদিত্যলোকের নিম্নে অবস্থিত। উপরিতন লোক অনন্ত, অপার ও অক্ষয়; অধস্তন লোক বিস্তীর্ণ হইলেও হীনতর, কেন না, উহা সান্ত ও ক্ষয়শীল। উর্দ্ধতন লোকে অহোরাত্রের আবর্ত্তন নাই, সুতরাং আয়ুঃক্ষয়ও নাই; নিম্নতন লোকে দুইই আছে।" (উরবো হ বৈ নামৈতে লোকা যেঽবরেণাদিত্যম্। অথো হৈতে বরীয়াংসো লোকা যে পরেণাদিত্যম্। অন্তবন্তং হ বা এষ ক্ষয্যং লোকং জয়তি যোঽবরেণাদিত্যম্। অথ হৈষোঽনন্তমপারমক্ষয্যং লোকং জয়তি য পরেণাদিত্যম্। ৩।১১।৭। নাস্যাহোরাত্রে লোকমাপ্নুতঃ, যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে যউ চৈনমেবং বেদ। ৩।১১।৭।)

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণাং। অহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং। তাভ্যামিদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। অন্তরা পূর্ব্বমপরং চ কেতুম্।১।৪।২।৩। অর্থাৎ "আমি শুনিয়াছি, যে পিতৃগণের দুইটী মার্গ আছে। তন্মধ্যে একটী মার্গ দেবতাদিগের। এই মার্গে ব্রহ্মলোকে যাইয়া লোকে দেবতা হয়, তাহাদিগকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অপর মার্গ মর্ত্ত্যগণের; এই মার্গে গমন করিলে মানুষ স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় মানবসৃষ্টিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই বিশ্বভুবনের সমুদায় প্রাণিজাত সর্ব্বথা এই দুই মার্গে গমন করিয়া থাকে। দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যভাগে এই দুই মার্গ বর্ত্তমান।"

বৈদিক সাহিত্যে দেবযান ও পিতৃযানের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটী সূক্তের দ্বিতীয়ার্দ্ধ এই—

দিবং গচ্ছ প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ স্বর্গং যাহি পথিভির্দেবযানৈঃ ॥২।৩৪।৫॥

"(হে প্রেত), (তুমি দিব্য ভোগার্হ) শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও; তৎপরে দেবগণ যে পথে গমন করেন, সেই পথে স্বর্গে গমন কর।"

এই স্বর্গ কিরূপ? আপনারা ঋগ্বেদে তাহার একটু বর্ণনা পাঠ করুন—

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েদো পরিস্রব ॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব।
যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥
৯।১১৩।৭-১১ ॥

"যে লোকে অবিনশ্বর জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, যথায় স্বর্গ অবস্থিত, হে ক্ষরণশীল (সোম), সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে লইয়া যাও। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

"যে লোকে বৈবস্বত রাজা, যেখানে স্বর্গের প্রবেশদ্বার, যথায় এই সমস্ত মহতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় লইয়া যাইয়া আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

"সেই যে দ্যুলোক, আদিত্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থ দিব্যধাম, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে লোক সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

"যে লোকে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় প্রচুর আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

"যে লোকে (অপার) আমোদ, আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় কামনাকারীর সকল কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

সর্বান্ কামান্ যমরাজ্যে বশা প্রদদুষে দুহে।
অথাহুর্নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্॥

অথর্ব। ১২।৪।৩৬॥

"বন্ধ্যা গাভী দান করিলেও তাহা যমরাজ্যে (অর্থাৎ স্বর্গে) দাতার সমুদায় কামনা পূর্ণ করে। কিন্তু কথিত আছে যে, কেহ যাচ্ঞা করিলেও যে ব্যক্তি উহা প্রদান করে না, সে নারক লোক প্রাপ্ত হয়।"

সুতরাং স্বর্গের আলোচনা করিতে গেলেই নরকের কথা আসিয়া পড়ে। কিন্তু ঋগ্বেদে "নরক" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। উহাতে দুষ্কৃতি-কারীর দণ্ডের জন্য আছে "গভীর গহ্বর" (পদং গভীরং, ৪।৫।৫), "তিন পৃথিবীর অধোদেশ" (তিস্র পৃথিবীরধঃ, ৭।১০৪।১১), "অনন্ত গর্ত্ত।"

প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহা তন্বং গূহমানা।
বব্রাঁ অনংতাঁ অব সা পদীষ্ট (গ্রাবাণো ঘ্নংতুরক্ষস উপব্দৈঃ)॥

৭।১০৪।১৭॥

"যে রাক্ষসী রাত্রিকালে দ্রোহযুক্তা হইয়া ও উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর সংগোপন করিয়া গমন করে, সে অবাংমুখী হইয়া অপারগর্ত্তে পতিত হউক।"

এই গর্ত্তই অথর্ববেদের "নারকলোক"; উহা "অধোলোকস্থ তমিস্র" (অধমং তমঃ, ৮।২।২৪), "গভীর কৃষ্ণ অন্ধকার" (গম্ভীরাং কৃষ্ণাচ্চিৎ তমঃ, ৫।৩০।১১), "অন্ধতমঃ" (অন্ধেন তমসা, ১৮।৩।৩) প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। এখানে পাপী যে দণ্ডভোগ করে, তাহার একটু নমুনা দিতেছি—

যে ব্রাহ্মণং প্রত্যষ্ঠীবন্ যে বাস্মিনচ্ছুল্কমীষিরে।
অস্নস্তে মধ্যে কুল্যায়াঃ কেশান্ খাদন্ত আসতে॥

অথর্ব। ৫।১৯।৩॥

"যাহারা ব্রাহ্মণের গাত্রে থুথু ফেলিয়াছে, বা তাঁহার নিকটে শুল্ক চাহিয়াছে, তাহারা রক্তনদীর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া কেশ চর্ব্বণ করে।"

শতপথব্রাহ্মণে (১১।৬।১) ইহা অপেক্ষা একটু বিস্তৃততর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার আদেশে পূর্ব্বদিকে যাইয়া দেখিলেন, তথায় "পুরুষেরা পুরুষদিগের দেহ ছিন্ন করিতেছে, এবং একটী একটী করিয়া অঙ্গ হইতে অঙ্গ ছেদন করিয়া বলিতেছে, 'ইহা তোমার, ইহা আমার'"। (স হ তত এব প্রাঙ্ প্রবব্রাজ। এত্‌ পুরুষৈঃ পুরুষান্ পর্বাণ্যেষাং পর্বশ সংব্রশ্চং পর্বশো বিভজমানানিদং তবেদং মমেতি।) এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তিনি যখন স্তম্ভিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তখন ঐ পুরুষেরা বলিল, "উহারা ওলোকে আমাদিগের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, আমরা এলোকে উহাদিগকে তাহারই প্রতিশোধ দিতেছি।" (তে হোচুরিত্থং বাঽইমেঽস্মানমুষ্মিং লোকেঽসচন্ত তান্বয়মিদমিহ প্রতি সচামহঽ ইতি।) ভৃগু দক্ষিণ দিকে যাইয়াও ঐরূপ দৃশ্য দেখিলেন। তিনি পশ্চিম দিকে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় "পুরুষেরা নীরবে উপবেশন করিয়া নীরবে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে ভক্ষণ করিতেছে।" (এত্‌ পুরুষৈঃ পুরুষাংস্তূষ্ণীমাসীনাং স্তূষ্ণীমাসীনৈরদ্যমানান্)। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরের পরে তিনি উত্তর দিকে যাইয়া দেখিলেন, "তথায় পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত পুরুষ-দিগকে ভক্ষণ করিতেছে।" (এত্‌ পুরুষৈঃ পুরুষাণাক্রন্দয়ত আক্রন্দয়-দ্ভিরদ্যমানান্।) সর্ব্বত্রই তিনি ঐ এক কথাই শুনিলেন, সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। শতপথব্রাহ্মণে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে, মানুষ মৃত্যুর পরে যে লোকে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা সে নিজেই রচনা করে। (তস্মাদাহুঃ কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তঽ ইতি। ৬।২।২।২৭)।

বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত স্বর্গ নরক বর্ণনা পুরাণে বিপুল আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহা উপস্থিত করিব না, কেন না, গ্রীক জাতির বিশ্বাসের সহিত তাহার সঙ্গতি বড় অল্প। পাঠকগণ এখনই দেখিতে পাইবেন, যে পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে গ্রীক ও বৈদিক সাহিত্যের ঐক্য কত অধিক ও কত বিচিত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই গ্রীক জাতি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহাদিগের পরলোকতত্ত্ব একদিনে অভিব্যক্ত হয় নাই। অতএব আমরা হোমার হইতে আলোচনা আরম্ভ করিব।

হোমারের মহাকাব্য অনুসারে মানুষ দেহ ও আত্মা, এই দুইয়ের সমবায়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে তাহার অহং বা আত্মন্ অর্থাৎ আমিত্ব (ego) কোনটী? হোমার যে বরাবর এই প্রশ্নের ঠিক্ একই উত্তর দিয়াছেন, তাহা নহে; তবে মোটামুটী বোধ হয়, যে তিনি আত্মন্ (autos বা self) বলিতে দেহই বুঝিতেন। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, তাঁহার মতে, আমরা যাহাকে আত্মা বলি, তদপেক্ষা দেহই মানুষের ব্যক্তিত্বের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। আমাদিগের ভাষা অপূর্ণ, এই জন্য বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করা বড়ই কঠিন। আত্মা কথাটী লইয়াই যত গোল। কারণ, সংস্কৃত ভাষাতে শব্দটী বহ্বর্থক; তাহার প্রমাণ, "আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি", এই বচন। সুতরাং আমরাও "আত্মন্" কথাটী ব্যবহার করিয়া হোমারের অস্পষ্টতা রক্ষা করিতেছি।

জীবন যদি দেহ ও আত্মার সংযোগ হয়, তবে উভয়ের বিয়োগই মৃত্যু। আত্মা (psyche) জড়ীয়, নিঃশ্বাস-বা-বায়ুবৎ, অর্থাৎ প্রাণ (আপনারা স্মরণ রাখিবেন, যে সংস্কৃত প্রাণ শব্দের মৌলিক অর্থ নিঃশ্বাস গ্রহণ); মৃত্যুকালে উহা দন্তপাটীরূপ দ্বার দিয়া বহির্গত হয় (*Il.* IX. 409)। উহার আকার জীবিত মনুষ্যের অনুরূপ; উহা ছায়া বা বাষ্প বা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত। ইলিয়াডের ত্রয়োবিংশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে, যে পাট্রক্লসের আত্মা দেহের দৈর্ঘ্য, সুন্দর নয়নযুগল ও কণ্ঠস্বর—সকল বিষয়েই অবিকল তাঁহার মূর্ত্তি ধরিয়া এবং তাঁহারই মত পরিচ্ছদ পরিয়া আখিলীসের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিল (৬৫-৬৭ পংক্তি)। আখিলীস যেমন উহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন অমনই উহা অস্ফুট ধ্বনি করিতে করিতে ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইল (৯৯-১০০ পংক্তি); সুতরাং হোমার বলিতেছেন, যে মরণান্তে শুধু এই ছায়াশরীর বা প্রতিবিম্বই (eidolon) বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু উহা কোন্ অবস্থায় বাস করে?

এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইতে আমরা আত্মার অমরত্ব বিষয়ে হোমারের মত বুঝিতে পারিব।

মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই উপরত আত্মা মহাসাগর কিংবা "ঘৃণার্হ" নদী পার হইয়া প্রেতলোকে গমন করে। (*Il.* XXIII. 73)। যত দিন উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, ততদিন যে সে দুঃখ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পায় না, তাহা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়াতেই বলিয়াছি। প্রেতলোক ভূগর্ভে নিহিত; উহার নাম তমোলোক (Erebos)। অড্যুসেয়ুস নৌকাতে মহাসাগর অতিক্রম করিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেখানে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় চিরদিন নিবিড় "অন্ধতমঃ" বর্ত্তমান। নির্দ্দয়, অনমনীয় দেবকুলে মর্ত্ত্য মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বেষভাজন হাডীস (*Il.* IX. 158-9) সে লোকের রাজা।

এই ভয়াবহ পুরে প্রেতগণ যে প্রকার জীবন ধারণ করে, তাহা আরও ভয়াবহ। বস্তুতঃ তাহাদিগের জীবন জীবন নামের যোগ্যই নহে; উহা মর্ত্ত্যজীবনের ম্লান ছায়া কিংবা ক্ষীণ প্রতিবিম্ব। অডীসীর চতুর্বিংশ সর্গে লিখিত আছে, যে হার্মীস যখন পরিণয়ার্থী নৃপতিদিগের আত্মাগুলিকে পাতালে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা "সন্ত্রস্ত বাদুড়ের মত কিচির মিচির করিতে লাগিল" (৯ পংক্তি)। উক্ত মহাকাব্যের একাদশ সর্গে প্রেতপুরীর যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে আপনারা দুই ছত্র পাঠ করুন। "প্রেতগণের মস্তক বলহীন" (২৯ পং); "হাডীসের রাজ্যে বোধশূন্য প্রেত, (অর্থাৎ) জীর্ণমর্ত্ত্যজনের ছায়া বা প্রতিবিম্ব (eidola) বাস করে" (৪৭৫-৬ পং)। ইলিয়াডে উক্ত হইয়াছে, যমালয়ে "উপরত আত্মা বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু উহা ছায়ামাত্র; উহা অদেহী; উহার মাংস, অস্থি, মস্তিষ্ক (অর্থাৎ বোধশক্তি), কিছুই নাই"। (*Il.* XXIII. 104)। অড্যুসেয়ুস প্রেতলোকে যাইয়া দেখিলেন, যে এক গণক টাইরেসিয়াস (Teiresias) ভিন্ন আর "সকল আত্মাই ছায়ার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।" (*Od.* X. 493)। তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞাদান করিবার জন্য যখন বলির শোণিত উৎসর্গ করিলেন, তখন "সেই প্রেতাত্মারা নানা দিক্ হইতে অদ্ভুত চীৎকার করিতে করিতে রক্তনালীর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত

হইল।" (*Od.* XI. 42-3)। এই উক্তিগুলি পড়িলে মনে এই প্রতীতি জন্মে, যে হোমারের মতে প্রেতপুরুষের জীবন মোটেই সুখের জীবন নয়; যেহেতু সে নির্ব্বীর্য্য ও নিরুদ্যম; তাহার পূর্ব্ববল অপহৃত হইয়াছে। তিনি যেন বলিতেছেন, পরলোকবাসী আত্মা মরিয়াও বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিয়া রহিয়াছে; কেন না, পরিপূর্ণ জীবন ও নিঃশেষ মৃত্যু, এই দুইয়ের কোন সুখই তাহার নাই। তাহার ক্ষীণ জীবনে কেবল এইটুকু বোধ আছে, যে সে মৃত; অথচ মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও তাহার সংজ্ঞা একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সুতরাং সে ভুলিতে পারিতেছে না, যে সে জীবিত। এই ছায়াময় জীবনের নিষ্ফল আকুলতার তাড়নায় কাতর হইয়াই মহাবীর আখিলীস ক্ষোভভরে অড্যাসেয়ুসকে বলিতেছেন, "ভাস্বরকীর্ত্তি অড্যাসেয়ুস, আমাকে মৃত্যু বিষয়ে সান্ত্বনার কথা বলিও না; আমি বরং ধরাতলে অপরের ভৃত্য হইয়া থাকিতে চাই, যাহার ভূমি নাই, বিশেষ কোন জীবিকোপায়ও নাই, তাহার সহিত বরং বাস করিতে পারি, তথাপি উপরত প্রেতগণের উপরে প্রভুত্ব করিতে বাঞ্ছা করি না।" (*Od.* XI. 487-90)।

হোমার অডীসীর একাদশ সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যে উপরত আত্মা ইহলোকে যে কার্য্য করিত, পরলোকেও তদনুরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। নৃপতি মিনোস সিংহাসনে বসিয়া, সুবর্ণময় রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রেতগণের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতেছেন। অতিকায় মৃগব্যাধ কালপুরুষ (Orion) ধরাতলে নির্জ্জন গিরিশিখরে যে সকল পশু বধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাতালে বজ্রসম গদা লইয়া তাহাদিগেরই পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। কিন্তু পরলোকে যে মানুষ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়, হোমার স্পষ্ট করিয়া এমত কথা কোথাও বলেন নাই। সত্য বটে, এই একাদশ সর্গেই কয়েক জনের দণ্ড বর্ণিত আছে। যথা, রাজা টাণ্টালস জেয়ুসের বিরুদ্ধে ঘোর অপরাধ করিয়াছিলেন, তিনি এখন জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়াও পিপাসায় দগ্ধ হইতেছেন। (অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। ঋ, ৭।৮৯।৪); তাঁহার মস্তকোপরি

ঝুলিতেছে, কিন্তু তাঁহার ক্ষুধার জ্বালা দূর হইতেছে না; তিনি পান করিতে চাহিতেই জলরাশি শুকাইয়া যাইতেছে, ফলের আশায় হাত বাড়াইতেই প্রবল বাত্যা শাখাগুলিকে মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিতেছে। করিন্থের অধিপতি সিস্যুফস অর্থগৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ছিলেন। তিনি এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড দুই হাতে ধরিয়া দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে এক শৈলশৃঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণান্ত শ্রম করিতেছেন, কিন্তু শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই উহা আবার দুর্নিবার বেগে তাঁহাকে লইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; সুতরাং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের আর অবসান হইতেছে না। কিন্তু ইঁহারা দেবদ্রোহী পৌরাণিক পুরুষ; ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতে এমত সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে হোমারের মতে আপামর সাধারণ পরলোকে স্বীয় স্বীয় দুষ্কৃতির ফলভোগ করে। তিনি ইলিয়াডের অষ্টম সর্গে রসাতল (Tartaros) বা নরক বর্ণনা করিয়াছেন—

(জেয়ুস বলিতেছেন), "রসাতল এখান হইতে বহু দূরে। তথায় পৃথিবীর নিম্নে এক বড় গহ্বর (berethron, বৈদিক বব্র) আছে। তাহার কবাট আয়স ও দ্বার কাংস্যময়। পৃথিবী হইতে স্বর্গ যতদূর, পাতাল হইতে উহা ততদূর।" (ইলিয়াড, অষ্টম সর্গ, ১৩-১৬ পংক্তি)।

কিন্তু এই নরক যে সে পাপীর জন্য নহে; এখানে জেয়ুস ক্রনস আদি রাজ্যভ্রষ্ট পূর্ব্বদেবগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পরলোকেও প্রেতগণের মধ্যে ঐহিক পদগৌরব ও মানমর্য্যাদার পার্থক্য রক্ষিত হইয়া থাকে; মৃত্যু ইহলোকের উচ্চনীচ-ভেদ মুছিয়া ফেলে না; কিন্তু সেথায় যে কর্ম্মফলে কেহ প্রভু, কেহ দাস হইয়া বাস করিতেছে; কিংবা কেহ উত্তম, কেহ অধম দশায় পতিত হইতেছে, হোমার ইহা মানিতেন না।

কেহ কেহ হয় তো এস্থলে "আনন্দধামের" বর্ণনা উপস্থিত করিয়া এই মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইবেন। কেন না, হোমার বলেন, যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাহাদিগের জন্য পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে এক আনন্দধাম (Elysium) আছে। "তথায় মানুষের পক্ষে জীবন যাপন অতি সহজ। সেখানে তুষার নাই, প্রবল ঝঞ্ঝা কিংবা বারিপাতও নাই, বরং তথায়

মানবকে শীতল করিবার জন্য মহাসাগর নিয়ত তীক্ষ্ণকণ্ঠ পশ্চিমদিকের প্রবহমান মৃদুল হিল্লোল প্রেরণ করিতেছেন।” (অডীসী, ৪র্থ সর্গ, ৫৬৫-৮ পংক্তি)।

কিন্তু এখানে দুইটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, এই আনন্দধাম পৃথিবীতেই অবস্থিত; যাঁহারা সে লোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহজীবনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তৎপরে, কেহই সুকৃতির গুণে ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে না; মেনেলায়স প্রভৃতি যে কয়জন আনন্দধামে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা দেবকুটুম্ব বলিয়া দেবানুগ্রহে এই অপার্থিব গৌরবোজ্জ্বল জীবনের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর একটা কথা। এই আনন্দধাম ও স্বর্গ এক নহে; গ্রীক স্বর্গের নাম অল্যাম্পস বা কৈলাস। হোমার গাহিয়াছেন, “কথিত আছে, যে অল্যাম্পস দেবগণের সদন (hedos); উহা চিরকাল অটল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। উহা প্রভঞ্জন দ্বারা কখনও বিচলিত হয় না, বৃষ্টিধারায় কদাপি সিক্ত হয় না, তুষারও কস্মিন্ কালে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; প্রত্যুত মেঘনির্মুক্ত বায়ু তাহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং শুভ্র জ্যোতিঃ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে; তাহাতে সদানন্দ দেবগণ চিরদিন পরম তৃপ্তি সম্ভোগ করিতেছেন।” (অডীসী, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৪২-৪৬ পংক্তি)।

এই স্বর্গ শুধু দেবগণের জন্য; মানুষ পুণ্যবলে স্বর্গে যাইতে পারে, হোমার এ কল্পনাও মনে স্থান দেন নাই। তাঁহার আনন্দধাম স্বর্গের প্রতিকৃতি মাত্র। তাহার দ্বারও আবার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত নহে। তিনি যে পরলোকতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহার সারনিষ্কর্ষ এই, যে উপরত আত্মার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ও অগাধ শূন্যতা প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমরা দেখিলাম, যে হোমারের কাব্যদ্বয়ে পরলোকতত্ত্ব তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী পিণ্ডার ইহার সমধিক বিকাশ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতামালায় গ্রীক জাতি আত্মার অমরত্ব বিষয়ে

নব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিণ্ডারের এক কবিতাংশে নিম্নোক্ত মত বিবৃত হইয়াছে।

"সকলেরই শরীর সর্ব্বজয়ী মৃত্যুর অধীন; কিন্তু (দেহান্তে) জীবনের প্রতিমা (eidolon অর্থাৎ আত্মা) জীবিত থাকিয়া যায়; কেন না, শুধু ইহাই দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ম্মক্ষম রহে, ততদিন উহা সুপ্ত থাকে; তথাপি উহা বহুতর স্বপ্নে নিদ্রিত জনকে কত তৃপ্তিকর বা দুঃখদায়ক বিচারের ফল প্রদর্শন করে।" (*Fr.* 131)।

পিণ্ডার একটী প্রসিদ্ধ কবিতায় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পরলোকের সুখ দুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন—

"যাহারা ইহলোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে অপরাধী আত্মাগুলি তৎক্ষণাৎ দণ্ড ভোগ করে; এবং জেয়ুসের এই রাজ্যে যে সকল পাপ আচরিত হইতেছে, ধরণীর নিম্নে একজন তাহার বিচার করিতেছেন; বিদ্বিষ্ট ও অখণ্ড্য নিয়তি দ্বারা বাধ্য হইয়াই তিনি দণ্ড ঘোষণা করেন। যাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহারা সমান দিবা ও সমান রজনীতে সদা সমভাবে দীপ্যমান সূর্য্যালোকে শ্রমমুক্ত জীবনের অধিকারী হয়েন; তাঁহারা তুচ্ছ জীবিকার জন্য বাহুবলে ভূমি ও সাগরবারিকে বিমর্দ্দিত করেন না; অপিচ, যে যে দেবতা তাঁহাদিগকে শপথ পালন করিতে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, সেই পূজাস্পদ দেবগণের সকাশে তাঁহারা অশ্রুহীন জীবন সম্ভোগ করেন। কিন্তু অপর সকলে যে ভীষণ যাতনা পায়, তাহা কাহারও দেখিবার সাধ্য নাই। আবার, যাঁহারা মৃত্যুর একতর দিকে, ইহলোকে বা পরলোকে বাসকালে, তিন বার বীর্য্যের সহিত আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার অন্যায়াচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিয়াছেন, তাঁহারা জেয়ুসের পথ দিয়া গমন করিয়া ক্রনসের দুর্গে প্রবেশ করেন। সেথায় নিত্যসুখী আত্মা-দিগের দ্বীপপুঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে মহাসাগর হইতে অনিলহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে; সেথায় কাঞ্চনের কুসুম দীপ্তি পাইতেছে; কত পুষ্প স্থলে উজ্জ্বল তরুরাজিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কত প্রসূন বারিরাশি পোষণ করিতেছে; তাঁহারা বাহুতে ফুলের মালা জড়াইতেছেন, মস্তকে ফুলের

মুকুট ধারণ করিতেছেন।" (*Ol.* II. 57-74)। [এই সঙ্গে ১২৯ ও ১৩০ সংখ্যক কবিতাংশও দ্রষ্টব্য।]

এই পরলোক-সঙ্গীত নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, যে উহাতে (১) জন্মান্তর, (২) পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার এবং (৩) অপুনরাবৃত্তি, এই তিনটী তত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট আছে। নবম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, যে অর্ফেয়ুস এই তত্ত্বগুলির প্রবর্ত্তক। ফলতঃ পিণ্ডার যে অমরত্ব সম্বন্ধে অর্ফেয়ুস ও পীথাগরাসের নিকটে ঋণী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে পিণ্ডারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্লেটো। ইঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী আইস্খ্যুলস, সফক্লীস ও ইয়ুরিপিডীস, এই তিন প্রথিতনামা কবি গ্রীক জাতিকে এ সম্বন্ধে নূতনতর কিছু শিক্ষা দেন নাই। কিন্তু ইঁহারা গ্রীক নাটকের উজ্জ্বলতম ত্রিরত্ন; সুতরাং আমরা ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

আইস্খ্যুলস এক এক স্থলে পরলোকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বিষাদময় ও শূন্যতাব্যঞ্জক। "মৃতজনের ধন হইতে কোনও উপকার নাই।" (*Pers.* 842); "উপরত আত্মায় রস নাই।" (*Fr.* 229); "তাহার বল নাই; যাহাতে শোণিত প্রবাহিত হয়, এমন ধমনীও তাহার নাই।" (*Fr.* 230); "মৃতজনের সুখ-দুঃখ-বোধ নাই" (*Fr.* 266)। এই বর্ণনায় নাট্যকার হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আইস্খ্যুলস অন্যরূপ কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নাটকত্রিতয়ে (Oresteia) আমরা দেখিতে পাই, যে পরলোকগত আত্মায় জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা-শক্তি, সুখদুঃখ-বোধ, ক্রোধাদি বৃত্তি সমস্তই বর্ত্তমান থাকে। হোমারের সহিত তাঁহার আর একটা পার্থক্য আছে। তিনি অর্ফেয়ুস ও পিণ্ডারের ন্যায় পরলোকে সুকৃতি দুষ্কৃতির বিচারে বিশ্বাস করিতেন। চণ্ডিকাগণ মাতৃহন্তা অরেষ্টীসকে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "আমরা তোমাকে টানিয়া পাতালে লইয়া যাইব; সেখানে তোমাকে মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সেখানে তুমি দেখিবে, যে যে সকল মানুষ তোমার মত ধর্ম্মকে পায়ে দলিয়া দেবতা, বা অতিথি কিংবা প্রিয়

পিতামাতার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে যথাযোগ্য দণ্ড ভোগ করিতেছে; কেন না, সেই পাতালে হাডীস মর্ত্ত্যগণের মহা হিসাব-পরীক্ষক; তিনি আপনার মনে লিখিয়া রাখিয়া সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন।" (*Eum.* 266-275)।

সফক্লীস হইতে আমরা একটীমাত্র উপাদেয় উক্তি পাঠকদিগকে উপহার দিব; এই একটীতেই তাঁহার পরলোক-বিশ্বাস সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি হীরাক্লীসের মুখে বলিতেছেন—

"দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ভুলিও না। পিতা জেয়ুস ইহার নিকটে আর সকলই হীনতর বিবেচনা করেন; যেহেতু মর্ত্ত্য মানব মরিলেও ভক্তি তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। মানুষ বাঁচিয়া থাকুক বা মরিয়া যাক্, ভক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না।" (*Philoct.* 1440-44)।

সফক্লীস যেখানে ভক্তি (eusebeia) কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়া আমরা অনায়াসে মনুর এই শ্লোকে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥৮।১৭॥

"ধর্ম্মই (মানুষের) একমাত্র সুহৃৎ, যিনি মরণেও তাহার অনুগমন করেন; আর সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।"

ইয়ুরিপিডীস পরলোক সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একবার বলিতেছেন, "মৃত্যুর পরপার অন্তহীন তমোময় নিরানন্দ লোক" (*Fr.* 533)—ঠিক্ যেন ঈশোপনিষদের "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"। "মৃত্যু অসত্তা—অর্থাৎ মরণের পরে মানুষের কিছুই থাকে না"; "আমার মতে জন্মগ্রহণ না করা ও মরিয়া যাওয়া সমান অবস্থা" (*Troad.* 633, 636)। আবার তিনি অর্ফেয়ুস-পত্নীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কে জানে জীবন মৃত্যু নয়, এবং পরলোকে মৃত্যুই জীবন বলিয়া গণ্য হয় না?" (*Fr.* 638)। ইয়ুরিপিডীস এক স্থলে লিখিয়াছেন, "শরীরের যে উপাদান যাহা হইতে গৃহীত হইয়াছিল, মৃত্যুর

পরে তাহা সেইখানে প্রত্যাবর্ত্তন করে ; প্রাণ-বায়ু মরুতে, দেহ ক্ষিতিতে মিশিয়া যায়।" (*Suppl.* 531)। তাঁহ'র একটী উক্তি বৈদান্তিক মতের অনুরূপ। "মানুষ মরিলে তাহার প্রজ্ঞান (nous) জীবিত থাকে না ; কিন্তু সে যদিও মরণহীন মরুতে বিলীন হইয়া যায়, তথাপি তাহার মরণহীন সংজ্ঞা বর্ত্তমান থাকে।" (*Helene,* 1014-16)। [ইয়ুরিপিডীস সময়ে সময়ে মরুৎ-শব্দ (aether) দ্বারা এক সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেন।]

ইয়ুরিপিডীস পরকাল সম্বন্ধে কোনও সংশয়াতীত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু তিনি দুই একটী অমূল্য তত্ত্ব শিখাইয়া গিয়াছেন। "প্রকৃতির বিধানে আমাদিগকে যে পথে যাইতেই হইবে, তাহার জন্য শোক কেন ? মর্ত্ত্য মানুষের পক্ষে যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহাতে ভয় করিবার কিছুই নাই।" (*Fr.* 816)। "শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আমাদিগের কর্ত্তব্য, যে আমরা অশ্রুপাত করিতে করিতে তাহাকে এই দুঃখময় জীবনে বরণ করিয়া লই ; আর মৃত্যু যাহাকে জীবনের শ্রম হইতে মুক্তিদান করিয়াছে, তাহার মহাযাত্রায় আমরা যেন আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাহাকে বিদায় দিতে পারি।" (*Fr.* 449)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্মান্তরবাদ

পরলোকের আলোচনায় জন্মান্তরের কথা না আসিয়াই পারে না। হোমার জন্মান্তরবাদী ছিলেন না। গ্রীসে পীথাগরাস সর্ব্বপ্রথম পুনর্জ্জন্মবাদ প্রচার করেন। প্লেটো ইহাকে তাঁহার আত্ম-তত্ত্বের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিয়া গ্রীক জাতির পরলোকবাদকে পূর্ণ পরিণতি দান করিয়াছেন। তাঁহার "সাধারণতন্ত্র" গ্রন্থে "ঈর" (Er) নামক এক বিখ্যাত পুরুষের একটী উপাখ্যান আছে ; তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মা

বরুণ-পুত্র ভৃগুর মত পরলোকে যাহা দর্শন করিয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল।

ঈরের আত্মা অপর বহু আত্মার সহিত একটা ছায়াময় স্থানে উপনীত হইল। তথায় পৃথিবীতে দুইটী ও তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে স্বর্গে দুইটী গহ্বর আছে। গহ্বরগুলির মধ্যস্থ ভূমিতে বিচারকগণ সমাসীন থাকিয়া প্রেতগণের বিচার করিতেছেন। পুণ্যবান্ আত্মা সকল দক্ষিণ দিকের পথে স্বর্গে যাইতেছে; পাপিগণ বামদিকের পথে ধরণীর গহ্বরে অবতরণ করিতেছে। (এই দুই পথ ভারতের দেবযান ও পিতৃযানের অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই)। বিচারকগণের আদেশে ঈর তথায় অবস্থান করিয়া সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি দেখিলেন, যে যে গহ্বর-পথে আত্মাগুলি স্বর্গে ও রসাতলে গমন করিয়াছিল, তাহার পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় পথে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; যাহারা রসাতল হইতে আসিতেছে, তাহারা মলিনদেহ ও ধূলিধূসরিত, যাহারা স্বর্গ হইতে আসিতেছে, তাহারা নির্ম্মল ও দিব্যকান্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পথিকগণ যেমন বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়, এই সকল আত্মাও তদ্রূপ ব্যগ্রচিত্তে শস্পাচ্ছাদিত প্রান্তরে যাইয়া জড় হইল, এবং পরস্পরের সুখ দুঃখ ও অভিজ্ঞতা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিল। যাহারা ধরণীর কুক্ষি হইতে আসিয়াছিল, তাহারা বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে আপন আপন নিদারুণ দুঃখকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল—তাহাদিগের দণ্ড সহস্রবর্ষব্যাপী হইয়াছিল; যাহারা স্বর্গ হইতে আসিয়াছিল, তাহারা স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সুখ ও অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে লাগিল।

পাপীর দণ্ডের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিবার স্থান নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে প্রত্যেক দুষ্কৃতিকারী তাহার দুষ্কৃতির দশ গুণ দণ্ড ভোগ করে; এবং মানুষের পরমায়ুঃ শত বৎসর, এ জন্য এক এক শতাব্দী অন্তে তাহার এক একটী অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়। দেবতার প্রতি ভক্তি ও পিতামাতার সেবার পুরস্কার যেমন অধিক, দেবতার প্রতি অভক্তি, পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও জ্ঞাতিবধের

দণ্ডও তেমনি বিষম। যথেচ্ছাচারী নৃপতি (tyrant) সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ; তাহার প্রায়শ্চিত্তের অন্ত নাই; সে যেই নিষ্কৃতির আশায় গহ্বরমুখের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি যমদূতগণ তাহার হস্তপদশির বন্ধন করিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিতেছে; কশাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম উৎপাটিত হইতেছে; তাহারা তাহাকে কণ্টকময় গুল্মসমূহের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং তাহাতে তাহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে; পরিশেষে তাহারা তাহাকে নরকে নিঃক্ষেপ করিতেছে।

আত্মাগুলি ঐ প্রান্তরে সাত দিন অবস্থান করিয়া অষ্টম দিনে অন্য এক স্থানে আসিল। তথায় অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যতার (Ananke) কন্যা নিয়তিগণ (Moirai)—লাখেসিস, ক্লোথো ও আট্রপস—সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে প্রত্যেক আত্মা স্বীয় পার্থিব জীবনের নিয়তি স্ফূর্ত্তির দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া লইল। উহার ফলে কেহ রাজত্ব, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ সৌন্দর্য্য, কেহ আভিজাত্য, কেহ বা ধর্ম্ম পাইল। ইহলোকে যে যেমন জীবন যাপন করিয়াছে, পরলোকে তাহার নির্ব্বাচনের ফলও সেইরূপ হইল। "এই মুহূর্ত্তটী মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও সঙ্কটময়। অতএব আমাদিগের সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ব্যক্তির অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যিনি আমাদিগকে পুণ্য ও পাপ জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন; এই পার্থক্য বুঝিয়া আমরা যেন নিয়ত হীনতর জীবন পরিহার করিয়া পুণ্যতর মহত্তর জীবনেরই অনুসরণ করি।" (X. 618)। ঈর বিস্মিত-চিত্তে দেখিলেন, যে অর্ফেয়ুসের আত্মা হংসের, আইয়াসের (Ajax) আত্মা সিংহের, আগামেম্‌নোনের আত্মা গরুড়ের, থার্সিটীসের আত্মা বানরের, এবং অপর অনেকে নানা ইতর প্রাণীর রূপ নির্ব্বাচন করিল। [প্লেটো ফাইডোনের ৩১ তম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে পাপকর্ম্মা মানুষ যে রিপুর পরবশ, জন্মান্তরে সে তদনুরূপ পশুর দেহ ধারণ করে; যেমন কামুক ও লোভী গর্দ্দভের এবং অন্যায়চারী পরস্বাপহারী বৃক, শ্যেন বা চিলের রূপ প্রাপ্ত হয়। (স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বা হন্তো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্। সেই আত্মা প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে

কীট বা পতঙ্গ বা পক্ষী বা শার্দূল বা সিংহ বা মৎস্য বা দন্দশূক বা পুরুষরূপে ঐ সকল প্রাণীর কিংবা অন্য জন্মের দেহে জন্মগ্রহণ করে। কৌষীতকী উপনিষৎ।)]

নিয়তি-দেবীগণের নিকটে ভবিষ্যজ্জীবনের ললাট-লিপি প্রাপ্ত হইয়া আত্মাগুলি অগ্নিসম ভীষণ উত্তাপ ও তরুলতাবিহীন মরুময় দেশ অতিক্রম করিয়া "বিস্মৃতি-প্রান্তরে" উপস্থিত হইল, এবং তথায় "উপেক্ষা-নদীর" জল পান করিয়া ও পূর্ব্ব জন্মের সমুদায় সংস্কার বিস্মৃত হইয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিবার জন্য ধরাতে প্রত্যাগমন করিল।

প্লেটো "ফাইডোনে" আবার পরলোক-তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাতে রসাতল বা নরকের যে বিবরণ আছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; আমরা কেবল একটী বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্লেটো উক্ত গ্রন্থে উপরত আত্মা-দিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের বিভিন্ন কর্ম্মফল প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) যাহাদিগের জীবন উত্তমও নহে, অধমও নহে, কিন্তু এই দুইয়ের মাঝামাঝি, তাহারা বৈতরণী (Akheron) তীরে গমন করে, ও তরণীযোগে উহা উত্তীর্ণ হইয়া আখেরোসীয় হ্রদে বাস করিতে থাকে, এবং অপরাধের দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধি ও মুক্তি লাভ করে। (২) যাহাদিগের পাপ এতই ঘোরতর যে তাহার আর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তাহারা চিরকালের তরে নরকে নিঃক্ষিপ্ত হয়। [প্লেটো কিন্তু বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না।] (৩) যাহাদিগের পাপ ঘোরতর হইলেও প্রায়শ্চিত্তের অতীত নহে, তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্রোতোজলে ভাসিতে ভাসিতে হ্রদের সন্নিহিত হয়; এবং যাহাদিগের প্রতি পাপাচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারিলে পাপ ও পাপের দণ্ড হইতে মুক্তি পায়। (৪) যাঁহারা পুণ্যজীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কারাগারবৎ এই পৃথিবী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে পবিত্র সদনের অধিবাসী হইয়া থাকেন। (৫) ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ও একান্ত নির্ম্মলচিত্ত, তাঁহারা উত্তমতর লোকে গমন করেন; তাঁহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি নাই।

শেষোক্ত বাক্যে প্লেটো অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষের কথা বলিতেছেন। গ্রীকেরা এই মতে আস্থাবান্ ছিল কি না, বলা কঠিন। গ্রীক সাহিত্যে সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধ মোক্ষের উল্লেখ দেখি নাই।

পাপের প্রসঙ্গ যখন উঠিল, তখন হীসিয়ডের মত উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, যে নিম্নোক্ত পাপের দণ্ডভোগ অনিবার্য্য—(১) অন্যায়রূপে বলপূর্ব্বক বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা ধনলাভ; (২) শরণাগত বা অতিথির প্রতি অসৎ ব্যবহার; (৩) ভ্রাতৃবধূগমন; (৪) পিতৃহীন অনাথ বালকের অনিষ্ট সাধন; এবং (৫) নিরানন্দ জরার দ্বারে উপনীত বার্দ্ধক্য-পীড়িত পিতাকে পরুষ বাক্যে তিরস্কার করণ। জেয়ুস স্বয়ং এই সকল অপরাধে একান্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং অপরাধীকে পরিণামে সমুচিত প্রতিফল দিয়া থাকেন। (*Works and Days*, 320-33)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আদিম আর্য্য জাতি অদৃষ্টবাদী ছিল, সুতরাং গ্রীক ও ভারতীয় সাহিত্যে যে এবিষয়ে চিন্তার ঐক্য থাকিবে, তাহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মানুষ জন্মকালে নিয়তি হইতে একটা "ভাগ" (aisa, moira) পায়, ইহাই তাহার ভাগ্য। ভাগ্য জননী বা প্রেতাত্মার দান। ক্রমে ভাগ্যসূচক "ময়রা" শব্দ প্রেতাত্মা (demon) অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তৎপরে দ্যুলোকবাসী দেবগণ ভাগ্যবিধাতা হইয়া দাঁড়াইলেন; পরিশেষে জেয়ুস অদৃষ্টের নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। অডীসী কাব্যের চতুর্থ সর্গে মেনেলায়স বলিতেছেন, যে জেয়ুস মনুষ্যের জন্ম ও বিবাহের অদৃষ্টতন্তু বয়ন করিয়া থাকেন। ইলিয়াডের দ্বাবিংশ সর্গে একটা বিখ্যাত বর্ণনা আছে, তাহা এই—(আখিলীস হেক্টোরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া

তিন বার তাঁহাকে ধরিতে অসমর্থ হইলেন।) "কিন্তু যখন তাঁহারা চতুর্থবার নির্ঝরিণী সমীপে উপনীত হইলেন, তখন পিতা (জেয়ুস) তাঁহার সুবর্ণময় তুলা তুলিয়া ধরিলেন, এবং একপার্শ্বে আখিলীসের ও অপরপার্শ্বে অশ্বদমন হেক্টোরের, (এই দুই জনের) দুইটী তনুসন্তপন মৃত্যুর ভাগ্য স্থাপন করিলেন; তুলাদণ্ডটী মধ্যস্থলে ধরিয়া তিনি দেখিলেন, উভয় দিকে সাম্য আছে কি না; হেক্টোরের অন্তিমকাল অবনত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল ও যমালয়ে প্রবেশ করিল।" উক্ত মহাকাব্যের শেষ সর্গে কবি চারিছত্রে সুখদুঃখের নিদান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "জেয়ুসের গৃহদ্বারে দুইটী কলস স্থাপিত আছে; তিনি যে শুভ ও অশুভ, এই দুই প্রকার বর প্রদান করেন, একটী কলস তাহারই শুভ ও অপরটী অশুভ বরের। বজ্রতৃপ্তি জেয়ুস এই দুইটী মিশাইয়া যাহাকে যাহা দেন, তাহাতে কাহারও ভাগ্যে ভাল, কাহারও ভাগ্যে মন্দ ঘটিয়া থাকে।" (৫২৭-৫৩০ পংক্তি)। হোমার এক জেয়ুসকেই জীবনমৃত্যুর অধীশ্বর ও ভাগ্যবিধাতা বলিয়া মানিতেন। কিন্তু গ্রীকেরা "নিয়তিদেবী" বলিয়া অভিহিতা তিন ভগিনীর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিত। ইঁহাদিগের নাম ক্লোথো (Clotho, বয়নকারিণী), ইনি জীবনতন্তু বয়ন করেন; লাখেসিস (Lachesis, ভাগ্যবিধাত্রী), ইনি প্রত্যেকের ভাগ্য বিধান করেন; আট্রপস (Atropos, অলঙ্ঘনীয়া), ইঁহাকে কেহই এড়াইতে পারে না। হীসিয়ড বলেন, "এই তিন জন জন্মকালে মানুষকে শুভ ও অশুভ দান করেন। অপিচ ইঁহারা দেব ও মানবের অপরাধের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকেন; যতক্ষণ দেবীগণ পাপীকে পাপের বিষম দণ্ড না প্রদান করিয়াছেন, ততক্ষণ ইঁহাদিগের প্রচণ্ড ক্রোধের কিছুতেই উপশম হয় না।" (*Theogony*, 213-222)। গ্রীক সাহিত্যে অলঙ্ঘ্য বিশ্বনিয়ম বুঝাইবার জন্য "নিয়তি" (moira) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নিয়তির সহিত জেয়ুসের সম্বন্ধ কি, কাব্য নাটকে সে বিষয়ে বিসংবাদী মত দেখিতে পাওয়া যায়। আইস্খ্যূলসের "প্রমীথেয়ুস" নাটকে দেখিতে পাই, যে অসুর প্রমীথেয়ুস অবর্ণনীয় যাতনার মধ্যে এই ভাবিয়া আশ্বাস পাইতেছেন, যে জগতে জেয়ুস অপেক্ষাও এক প্রবলতর শক্তি আছে। "বিশ্বকৃৎ নিয়তি এসকলের পরিণাম অনুরূপ

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কে তবে অলঙ্ঘ্য বিধির (ananke) কর্ণধার? ত্রিমূর্ত্তি নিয়তি ও স্মরণপটু এরিন্যুসগণ।" (*Prom. V.*, 510, 515-6)। উক্ত কবি "আগামেম্নোন" নামক নাটকের একস্থানেও লিখিয়াছেন, যে "এক দেবতার ইচ্ছা অন্য দেবতার অভিপ্রায়কে ব্যাহত ও প্রতিরুদ্ধ করে।" এখানেও জেয়ুসের সর্ব্বশক্তিমত্তাতে সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আইস্খ্যলসের মতেও জেয়ুসই জগতের নিয়ন্তা ও প্রভু। জেয়ুস বড় না নিয়তি বড়, গ্রীকদিগের চিত্তে এই যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাহার এই মীমাংসা করিয়াছিল, যে নিয়তিদেবীরা জেয়ুসের কন্যা, অর্থাৎ মানবের সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণ জেয়ুসের ইচ্ছা-প্রসূত। পিণ্ডার স্থানে স্থানে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যে অদৃষ্টের অর্থ জেয়ুসের ইচ্ছা।

অতএব, "দিষ্টং বলীয়স্" (শান্তিপর্ব্ব, ১০৪।২২)—"অদৃষ্টই বলবান্।" প্রত্যেকের নিয়তি তাহার অনুসরণ করে। "আগমিষ্যন্তি তে ভাবা যে ভাবা ময়ি ভাবিনঃ। অহং তৈরনুগন্তব্যো ন তেষামন্যতো গতিঃ॥ (সুভাষিতাবলি।২৬৬৩)—"আমার পক্ষে যাহা যাহা ঘটিবার, তাহা তাহা ঘটিবেই। সেগুলি আমার অনুসরণ করিবে, কেন না, সেগুলির অন্য কোনও দিকে গতি নাই।" "যদভাবি ন তদ্ভাবি যদ্ভাবি ন তদন্যথা।" (ঐ। ২৬৬২)—যাহা হইবার নয়, তাহা (কখনই) হইবে না, যাহা হইবার, তাহার অন্যথা নাই।" এই মতের পক্ষপাতী হইয়াই পিণ্ডার লিখি াছেন, "দৈব অদৃষ্টবলেই মানুষ জ্ঞান ও শৌর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে।" (*Ol.* 9. 41)। "মর্ত্ত্য মানুষ দেবতাদিগের কৃপাতেই দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়; বীর্য্য, কবিত্ব, বাগ্মিতা, সকলই দেবগণের দান। (*Pyth.* 1. 80-1)। "নিয়তি কেহই এড়াইতে পারে না।" (*Pyth.* 12. 230)। "আমি বেশ জানি, যে প্রভু অদৃষ্ট আমার পক্ষে যে গুণই বিধান করুন না কেন, মন্থরগতি কাল তাহাকে যথাবিহিত পূর্ণতা দান করিবেই করিবে।" (*Nem.* 4. 68-70)। "প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তাহার ভাগ্য জন্মগ্রহণ করে; তাহার সমুদায় কর্ম্ম সেই ভাগ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।" (*Nem.* 5. 40)। আইস্খ্যলসও বলিতেছেন, "পরিণাম যাহা হইবার, হইবেই (ভবিতব্যং

ভবত্যেব—ব্যাস।); দৈব যদি প্রতিকূল হয়, তবে যতই সমিধ্ ও আহুতি দেও, আর যতই অশ্রুবর্ষণ কর, যে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিতে চাহিতেছে না, তাহার বিরূপভাব কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না।" (*Agamemnon*, 69-71)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মবাদ

"মানুষ মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া জীবনে শত প্রকারে লাঞ্ছিত হইতেছে; ভবিষ্যতে কি হইবে, ঈশ্বর মানবকে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার অধিকার দেন নাই; ভবিষ্যদ্‌গণনা অন্ধ ও ব্যর্থ। লোকে যাহা প্রত্যাশা করে নাই, কত সময়ে তাহা ঘটিতেছে। কখনও বা অকস্মাৎ সুখ অন্তর্হিত হইতেছে; কতজন আবার দুঃখসাগরে পতিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সহসা সকল ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া গভীর সুখ লাভ করিতেছে।" (*Ol.* 12. 5-14)। এইরূপে মানবকে অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়নকরূপে বর্ণনা করিয়া স্বয়ং পিণ্ডারই পুনরপি বলিতেছেন, "শ্রম ভিন্ন সংসারে কয়জন সিদ্ধি লাভ করিয়াছে?" ইহার অর্থ এই, যে অদৃষ্ট বা দৈবের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে পুরুষের মত কাজ হয় না। তাই ব্যাস বলিতেছেন,

> ন দৈবমিতি সংচিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মবান্।
> অনুদ্যোগেন কস্তৈলং তিলেভ্যঃ প্রাপ্তুমর্হতি॥
>
> —ভাবিতাবাদ।২৭২৩॥

"'সকলই দৈবাধীন', এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্যোগ ত্যাগ করিবেন না। উদ্যোগ বিনা কি কেহ কখনও তিল হইতে তৈল

পাইতে পারে ?” অতএব সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জয় পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি পুরুষকারের উপরে নির্ভর করে। ভক্ত রামপ্রসাদ এই তত্ত্বটী একটী সঙ্গীতে চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন—“দোষ কারও নয়গো মা। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা।” ইহাই কর্ম্মবাদ। ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথমে শতপথ ব্রাহ্মণের একটী উক্তিতে ইহার বীজ দেখিতে পাওয়া যায় ; আমরা তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বুদ্ধদেব কর্ম্মবাদকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়া জগতে অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক সাহিত্যে হোমারের কাব্যেই কর্ম্মবাদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অডীসীর প্রথম সর্গে (৩২-৩৪ পংক্তি) জেয়ুস বলিতেছেন, “কি আশ্চর্য্য! দেখ, মানুষ কেমন বৃথা দেবতাদিগকে দোষ দেয়। তাহারা বলে, যে আমরাই সমুদায় অমঙ্গলের নিদান ; অথচ তাহারা নিজেরাই মূঢ়তাবশতঃ নিয়তির অতিরিক্ত দুঃখ পায়।” বাকীলিডীস (Bacchylides) নামক কবিও লিখিয়াছেন, “সর্ব্বদর্শী, জগৎপতি জেয়ুস মর্ত্ত্য মানবের দুঃসহ দুঃখের নিদান নহেন। সুনিয়ম (Eunomia) ও ধর্ম্মের (Themis) সহচর অবিচলিত ন্যায়ের পথ সকলের সম্মুখেই প্রসারিত রহিয়াছে ; যে দেশের সন্তানেরা তাঁহাকে গৃহে স্থান দেয়, তাহারাই সুখী।” “মানুষ আপনি আপনার সুখ দুঃখের জন্য দায়ী”, হোমারের যুগ হইতে এই তত্ত্বটী ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আইস্খ্যুলসপ্রমুখ নাট্যকারগণের নাটকে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা আইস্খ্যুলস প্রণীত “আগামেম্‌নোন” হইতে একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রীক কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি। “প্রাচীন কাল হইতে মানবসমাজে এই একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, যে মানুষ যখন ধনৈশ্বর্য্যে মহা ঋদ্ধিমান্ হইয়া উঠে, তখন সে মরিবার পূর্ব্বে এক আত্মজ রাখিয়া যায়, অর্থাৎ সৌভাগ্যের অপত্য অপরিমেয় দুঃখ ; কিন্তু আমার মত এবিষয়ে অন্যরূপ। আমি বলি, যে পাপকর্ম্ম আপনার অনুরূপ বহুফল প্রসব করে। পক্ষান্তরে, যে গৃহে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বংশপরম্পরা সুন্দর এবং সৌভাগ্যও চিরস্থায়ী। প্রবীণ গর্ব্বের স্বভাবই এই, যে শীঘ্র হউক, আর বিলম্বে হউক, উহা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে নবীন গর্ব্ব ও তাহার সমপ্রকৃতি দুর্জ্জয়, দুর্নিবার ও

ও কলুষিত ঔদ্ধত্যকে জন্ম দেয়; এই তুইটী গৃহের পক্ষে তমোময় অভিশাপ এবং জনকজননীর সমধর্ম্মী।" (*Ag.* 749-65)। পাঠকগণ এস্থলে তুইটী তত্ত্বে প্রণিধান করিবেন। গ্রীক জাতি সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত, যে দেবতারা মানবের নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও উন্নতি সহিতে পারেন না; সুতরাং যদি কেহ সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করে, তবে সে আবার মন্দ দশায় পতিত হইবেই হইবে। আইস্খ্যলস তাই অন্যত্র লিখিয়াছেন, "অত্যধিক খ্যাতি বিপত্তিবহুল, কেন না, উচ্চ শৃঙ্গেই জেয়ুসের বজ্র পতিত হইয়া থাকে।" এ দেশের ভাষায় কথাটীর তাৎপর্য্য, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে তুঃখানি চ সুখানি চ।" (হিতোপদেশ। মিত্রলাভ। ১৩৪)। ইহাই জগতের নিয়ম। গ্রীক ভাষায় এই নিয়মের নাম "নেমেসিস" (Nemesis)। ইহার স্থূল ভাব, মানবের প্রতি দেবগণের ঈর্ষা বা বিদ্বেষ। কিন্তু নেমেসিস কথাটীর আর একটী গভীরতর অর্থ আছে; পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে আইস্খ্যলস স্থূলতর অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া উহার নিগূঢ় মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাপের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী, কর্ম্মফল অনতিক্রমণীয়, "অধর্ম্মে যাহার ভিত্তি, তুর্গতি তাহার পরিণাম।" শুধু তাহাই বা বলি কেন? পাপ পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়, পুরুষানুক্রমে ফল প্রসব করে। পেলপস্ বংশের ইতিহাস ইহার সাক্ষী। "আগামেম্নোন", "অর্ঘ্যবাহিনী" (Choiphoroi) ও "চণ্ডিকাগণ" (Eumenides), আইস্খ্যলসের এই নাটক-ত্রিতয়ে এই তত্ত্বটী উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

মানবজীবন অখণ্ড্য ধর্ম্মবিধির অধীন, অতএব পাপীকে একদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে, এই ভাবটী প্রকটন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রীসে নেমেসিস নাম্নী এক দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি আদিতে আর্টেমিসের অন্যতর প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। গ্রীকেরা ইঁহাতে যে যে স্বরূপ আরোপ করিত, মনুর দণ্ড-বর্ণনার একটী শ্লোকে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৭।১৮॥

"দণ্ড সমুদায় প্রজাকে শাসন করেন, দণ্ড তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

সকলে নিদ্রিত হইলে একা দণ্ডই জাগিয়া থাকেন; পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন।" নেমেসিস এই দণ্ড-রূপিণী দেবী। কিন্তু দেবী নেমেসিস স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নহেন, তিনি জেয়ুসের আজ্ঞাবহ অনুচরী। রাজা আগামেম্‌নোনের হত্যার পরে আর্গসের বয়োবৃদ্ধগণ এই অভিশপ্ত পরিবারকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন, "হায়, হায়, সকলের কারণ ও সমুদায় কর্ম্মের কর্তা জেয়ুসের ইচ্ছাতেই এই ঘোর নিষ্ঠুর ও দুঃসহ অভিশাপ এই গৃহের উপরে নিপতিত হইয়াছে। কেন না, জেয়ুস ব্যতীত মানুষের পক্ষে কোন্‌ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে?" (*Agam.* 1485)।

পাপ সংক্রামক, এবং পাপী সব সময়ে একা দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করে না। আপনারা হীসিয়ডের এই কথাগুলি পাঠ করুন—

"যাহারা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অন্যায়াচরণ করে ও নিষ্ঠুর কর্ম্মে রত হয়, ক্রনস-তনয় দূর-দর্শী জেয়ুস তাহাদিগকে দণ্ড বিধান করেন। অনেক সময়ে একজন মন্দ লোক দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে, ও মদমত্ত ঔদ্ধত্যের পথ বাহির করিয়াছে, অথচ এই একজনের জন্য সমগ্র পুরী দণ্ড ভোগ করে। জেয়ুস এই জন্য সমস্ত পুরবাসীর উপরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, এই দুই নিদারুণ দুঃখ আনয়ন করেন; ইহাতে লোকসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ত্রিদিববাসী জেয়ুসের কৌশলময় বিধানে রমণীরা সন্তান প্রসব করে না, এবং তাহাদিগের গৃহগুলির সংখ্যাও হ্রাস হইতে থাকে। আবার কখনও বা ক্রনস-তনয় তাহাদিগের বিপুল সেনাবল বা দুর্গ-প্রাচীর বিনাশ করেন, কিংবা সমুদ্রে তাহাদিগের পোতগুলিকে অন্তর্হিত করিয়া ফেলেন।" (*Works and Days*, 238-247)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মবাদ, দুঃখবাদ ও জন্মান্তরবাদ

জেয়ুস পাপের দণ্ডদাতা। কিন্তু একথা স্বীকার করিলেও গ্রীকদিগের চিত্ত হইতে সকল সংশয়ের নিরসণ হয় নাই। প্রথমতঃ, দুষ্কৃতিকারী যে ইহজীবনেই স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করে, আমরা সংসারে সর্ব্বত্র এমত দেখিতে পাই না। ইহার উত্তরে সলোন বলিতেছেন, "ঈশ্বর মানুষ নহেন, যে তিনি প্রত্যেক অপরাধেই ক্রুদ্ধ হইবেন; তবে তিনি সদাই পাপীকে উপেক্ষা করেন না; তিনি পরিণামে তাহার পাপ প্রকাশ করেন। কেহ বা এক্ষণেই, কেহ বা পরে, পাপের দণ্ডভোগ করিতেছে। যদি অপরাধী নিষ্কৃতি পায়, এবং বিধাতার অভিশাপ তাহার মস্তকে পতিত না হয়, উহা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পতিত হইবে; তখন দোষীর জন্য নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা, তাহাদিগের সন্তানসন্ততি, হয় তো বংশপরম্পরা দুঃখ পাইবে।" ইয়ুরিপিডীস লিখিয়াছেন, "ন্যায়বিধি নীরবে লক্ষ্যপানে অগ্রসর হয়।" (*Troad*. 887)। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী কবিদ্বয় ঘোষণা করিতেছেন, অন্ধ ও অজ্ঞ মানব বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় কি বুঝিবে? তৎপরে প্রশ্ন উঠিতেছে, যে ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ডদাতা, তবে পাপের স্বষ্টিকর্ত্তা কে? জগতে তবে দুঃখ ও অমঙ্গল কোথা হইতে আসিল? এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া অনেকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, যে ঈশ্বর মানবের অমঙ্গলের জন্য দায়ী নহেন; এমন কি পাপের প্রায়শ্চিত্তজনিত দুঃখও তাঁহার দান নয়। ইয়ুরিপিডীস বলিতেছেন, "মানুষ আপনার অসৎ স্বভাব ঈশ্বরে আরোপ করে; আমার মতে ঈশ্বরে কোনও অশিব থাকিতে পারে না।" (*Iph. Taur*. 389-91)। "দেবতারা যদি অমঙ্গল করেন, তবে তাঁহারা দেবতাই নহেন"। (*Frag*. 294)। তা'ছাড়া, দুঃখলাঘব করিবার উপায়ও মানুষের নিজের হাতেই আছে। হীসিয়ড উপদেশ দিয়াছেন যে সকলকেই নিরন্তর দুরন্ত শ্রমে রত থাকিতে হইবে। "যে অলস ব্যক্তি, জীবিকার সংস্থান নাই, অথচ মিথ্যা আশায় বসিয়া থাকে,

সে তো অন্তরে বহুদুঃখ সঞ্চয় করিবেই।" (*Works and Days*, 498-499)।

কিন্তু মানবজীবন যে দুঃখময়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ দেশের তো কথাই নাই; সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে মানবজীবনের অনিত্যতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও দুঃখবাহুল্য কত বিচিত্র ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত হইতেই সাংখ্যদর্শনের জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য নিত্যানিত্য বিবেকের প্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, "আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং?" "আত্মার দুঃখের কারণ কি?" বৈদিক যুগে ভারতবাসী তত দুঃখবাদী ছিল না, বরং ঋগ্বেদে সুখ-লাভের কামনার প্রাবল্যই দেখা যায়। গ্রীকেরাও সংসারের দুঃখের কথা অধিক করিয়া ভাবিত না। তাই বলিয়া তাহারা যে দুঃখবাদের মত এমন একটা সুপরিচিত ও অবিসংবাদী সত্যকে একেবারে উড়াইয়া দিত, তাহা নহে। গ্রীক সাহিত্যও ভারতীয় সাহিত্যের ন্যায় দুঃখ-বর্ণনায় পরিপূর্ণ। হোমারের ইলিয়াডে আমরা এই তত্ত্বটীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। ঐ কাব্যের সপ্তদশ সর্গে জেয়ুস বলিতেছেন, "ধরাতলে যত জীব প্রাণ ধারণ ও বিচরণ করে, সে সমুদায়ের মধ্যে নর অপেক্ষা অধিকতর দুঃখী আর কিছুই নাই।" (৪৪৬-৪৪৭ পংক্তি)। কবি পুনশ্চ অডীসীতে অবিকল এই ভাষাতেই মানবের নিঃসহায় অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। "ধরাতলে যত জীব প্রাণ ধারণ ও বিচরণ করে, সে সমুদায়ের মধ্যে ধরিত্রী মানুষ অপেক্ষা দুর্ব্বলতর কিছুই পোষণ করে না।" (XVI. 130-131)। ইলিয়াডের ষষ্ঠ সর্গে গ্লৌকস বলিতেছেন—"বৃক্ষপত্রের বংশ যে প্রকার, মানুষের বংশও সেই প্রকার। কতকগুলি পত্র বায়ু ভূতলে নিঃক্ষেপ করিতেছে, আবার ফলপ্রসূ বনস্থলী বসন্তঋতু সমাগমে অপর কতকগুলি পত্র উৎপাদন করিতেছে; তেমনি মানবকুলে এক পুরুষ যৌবনে উপনীত হইতেছে, আর এক পুরুষ কালের কবলে লয় পাইতেছে।" (১৪৬-৯ পংক্তি)। চতুর্বিংশতি সর্গে তিনি কি মর্ম্মন্তুদ দুঃখবাদই প্রচার করিয়াছেন! "দেবগণ হতভাগ্য মানবকুলের জন্য ইহাই বিধান করিয়াছেন, যে তাহারা দুঃখে

থাকিয়া জীবন যাপন করিবে; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং সুখ দুঃখের অতীত।" (৫২৫-২৬ পংক্তি)। হীসিয়ড বলিতেছেন, "অযুত আধিব্যাধি মানবসমাজে বিচরণ করিতেছে; পৃথিবী অমঙ্গলে পরিপূর্ণ, সাগর অমঙ্গলে পরিপূর্ণ, দিবা রজনী কত রোগ স্বতঃই মানুষকে আক্রমণ করিতেছে, এবং নিঃশব্দে মর্ত্ত্য মনুষ্যকে দুঃখ দিতেছে।" (*Works and Days*, 100-4)। পিণ্ডার লিখিয়াছেন, "এক দিনের জীব আমরা কি? এবং আমরা কি নই? মানুষ ছায়ার স্বপন।" (*Pyth.* 8. 95)। আইস্খ্যলস "শরণার্থিনী কুমারীগণের" মুখে বলিতেছেন, "মানুষের দুঃখের অন্ত নাই। পাখীর পালকের বর্ণ যেমন বিচিত্র, মানবের শোকতাপও তেমনি বিবিধ।" (*Hiket.* 328-9)। সফক্লীসের কয়েকটী উক্তি ইহা অপেক্ষাও মর্ম্মভেদী। "হা মর্ত্ত্য মানবকুল, আমি তোমাদের জীবনকালকে কি অকিঞ্চিৎকরই গণনা করি। কেন না, কে জীবনে সুখী হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এমন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, যাহা সৌভাগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াই তৎক্ষণাৎ বিলীন হয় নাই?" (*Oed. Tyr.* 86-91)। এ যেন ঠিক্ বৈরাগ্যশতকের অনুবাদ—

"ভোগা মেঘবিতানবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা।
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাব্জপটলীলীনাম্বুবদ্ভঙ্গুরম্॥৩৫॥

[ভোগ সকল মেঘরাজিতে বিলাসরতা সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল; আয়ুঃ বায়ুচালিত পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ ভঙ্গুর।] পুনশ্চ, অন্ধ, সিংহাসনভ্রষ্ট, স্বদেশতাড়িত রাজা বিদ্ধপাদের মুখ হইতে কি অব্যক্তবেদনার কথাই নির্গত হইয়াছে! "হে প্রিয় আইগেয়ুস তনয় থীসেয়ুস, কেবল একা দেবগণই জরা ও মৃত্যুর অতীত; বিশ্বের আর সকলই সর্ব্বজয়ী কালের অধীন। ধরিত্রীর (উৎপাদিনী) শক্তি হ্রাস হয়; মানুষের বল ক্ষীণ হইয়া আইসে; বিশ্বাস ম্লান হইয়া যায়; অবিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে; পুরুষে পুরুষে, পুরীতে পুরীতে বন্ধুতার বন্ধন স্থায়িত্ব লাভ করে না; শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, যাহা মধুর তাহাও কালে তিক্ত হয় এবং প্রেম বিদ্বেষে পরিণত হইয়া থাকে।" (*Oed. Col.* 607-15)।

সংসারের এই অনিত্যতা দেখিয়া বড় ক্ষোভে কবি লিখিয়াছেন, "জন্মগ্রহণ না করা—ইহাই সর্ব্বোত্তম। আর যদি জন্মিতেই হইল, তবে মানুষ যেখান হইতে আসিয়াছে, যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় সেইলোকে যাত্রা করিবে, এইটী উহার পরেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা। কারণ, যখন যৌবন চঞ্চল মোহপ্রমাদের মধ্য দিয়া অতীত হইয়া যায়, তখন কে না বিষম দুঃখে ও অগাধ ক্লেশে নিপতিত হয়? কে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়? হিংসা, দলাদলি, কলহ, যুদ্ধ, হত্যা, এবং পরিশেষে দুঃখের উপরে দুঃখের নিদান ও চরম দুর্ভাগ্য জরা আসিয়া মানুষকে অভিভূত করিতেছে—যে জরাকে সকলেই ঘৃণা করে, সকলেই বর্জ্জন করে, যাহা অবশ, প্রেমবঞ্চিত ও বান্ধববিহীন।" (*Oed. Col.* 1225-36)। "কোন মানুষই সুখী নহে; সবিতা যত মর্ত্ত্যজনকে ঊর্দ্ধলোক হইতে অবলোকন করিতেছেন, তাহারা সকলেই দুঃখী" (Solon); "মানবের বল অকিঞ্চিৎকর; তাহার যন্ত্রণার ঔষধ নাই; তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবন শ্রমে প্রপীড়িত; করাল কাল সকলের সম্মুখেই উদ্যত দণ্ডায়মান রহিয়াছে; সৎ অসৎ, সকলের মৃত্যুই এক গতি" (Simonides); "মানব জীবনের সকলই ছায়ার মত" (Euripides); "জীবন ক্ষণিক ও অসহায়, নগ্ন মানুষ রোগশোক আধিব্যাধিতে নিত্য প্রপীড়িত" (Aristophanes)—কাব্য নাটকে যে এই প্রকার উক্তি কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া গ্রীকেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, যে জীবনে অবিমিশ্র সুখ নাই, "অতএব, মর্ত্ত্য মানব দুঃখ হইতে মুক্ত থাকিয়া যাবৎ না জীবনের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাবৎ, পরিণাম না দেখিয়া, কেহ তাহাকে সুখী বলিও না।" (*Oed. T.*, end)।

দুঃখের কারণ কি? উহা কোন্ সূত্র ধরিয়া জগতে প্রবেশ করিল? এক এক জাতি এই সমস্যার এক এক প্রকার উত্তর দিয়াছে। আদম ও হবার উপাখ্যান বিদ্যালয়ের বালকবালিকারাও জানে। হীসিয়ড দুঃখোৎপত্তির যে ঐতিহ্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও কতকটা ঐরূপ। প্রমীথেয়ুস জেয়ুসের অমতে মানবের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করেন। দেবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবর্ণনীয় কঠোর দণ্ডবিধান করিয়া মানুষকে জব্দ করিবার জন্য হীফাইষ্টসকে এক রমণী

সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন। ইঁহার নাম "সর্ব্বদত্তা" (Pandora) বা তিলোত্তমা। ইনিই সংসারের যত অনর্থের মূল। (*W. and D.*, 47-105 ; *Theog.* 512-589)।

ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীরা অন্যপথে দুঃখের নিদান অন্বেষণ করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে উহার কারণ তৃষ্ণা; শঙ্করাদি বৈদান্তিকের মতে অজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে অভিমান, অভিমান হইতে রাগাদি, রাগাদি হইতে কর্ম্মসকল জন্মে, কর্ম্মসকল হইতে শরীর পরিগ্রহ হয়, শরীর-পরিগ্রহ দুঃখোৎপত্তির কারণ। এই জাতীয় দার্শনিক বিচারে দুঃখবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরস্পরের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। এদেশে প্রাচীনকাল হইতে, বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের শিক্ষার ফলে, জন্মান্তরবাদ জনসাধারণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহা বলিয়া দিতেছে, যে (১) জীবন কখনও নির্ব্বাপিত ও শূন্যে পর্য্যবসিত হয় না; উহা বিশ্বের কোথা না কোথাও কোন না কোনও আকারে বর্ত্তমান থাকে। (২) অদৃষ্টবাদ অলীক; মানুষ স্বাধীন; তাহার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণ তাহার নিজের ইচ্ছা ও কর্ম্মের উপরে নির্ভর করে। "দৈবং নিহত্য কুরু পুরুষমাত্মশক্ত্যা"—"দৈবকে পরাজিত করিয়া আত্মশক্তিদ্বারা পুরুষকারকে প্রতিষ্ঠিত কর।" (৩) পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড অটল ধর্ম্মবিধির অধীন; মানবের মঙ্গলামঙ্গল কোনও নিয়মবিরোধী ঐশীশক্তির স্বেচ্ছা প্রসূত নহে। গ্রীক জাতির চিন্তাও কতকটা এই পথে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে জন্মান্তরবাদ প্রসার লাভ করে নাই। একা প্লেটো উহার সাহায্যে ঐহিক সুখ দুঃখ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠকগণ ফাইডোনে তাহা দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু জন্মান্তরবাদও বস্তুতঃ দুঃখের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য্য কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে পরিশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, অজ্ঞান অনাদি। অর্থাৎ তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, খানিকদূর তাহা বুঝাইয়া হঠাৎ যেন বলিয়া ফেলিলেন, "আর পারি না।" শঙ্করেরই বা অপরাধ কি? জগতের কোন দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত এই দুরূহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিয়াছেন কি?

"মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ?"—এই প্রশ্ন কি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় মহামনস্বী তর্কচূড়ামণির ক্ষুরধারসম বুদ্ধিকেও প্রতিহত করে নাই ? ভক্ত ও বিশ্বাসীরা এই জন্যই দুঃখের কারণ নির্ণয় করিবার প্রয়াস না পাইয়া উহার সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আইস্খ্যুলসের মতে দুঃখভোগ জ্ঞানলাভের সোপান। সফক্লীস রাজা বিদ্ধপাদের মুখে বলিতেছেন, " দুঃখভোগ ও সুদীর্ঘ কাল আমাকে সহিতে শিখাইয়াছে।" (*O. C.* 7)। আথেন্সের আদর্শ নৃপতি থীসেয়ুস নির্ব্বাসন ও বিদেশবাসের ক্লেশ সহিয়া এবং বহুতর বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া শরণাগত অতিথির দুঃখে সহানুভূতি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। (*O. C.* 560-566)। মানবজীবনের কষ্ট যন্ত্রণা শোক পরিতাপে বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকে, সফক্লীস তাঁহার নাটকসমূহে এই তত্ত্বটী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। "মনে রাখিও এই সকল দুঃখ সহ্য করিয়া তোমার জীবন গৌরবে উজ্জ্বল হইবে।" (*Philoct.* 1422)।—এই আশ্বাস বাক্যটীর মূল্য কত! নির্দ্দোষ ব্যক্তি যে যাতনা পায়, বিশ্বের সংবাদিতা ও শৃঙ্খলার পক্ষে তাহারও প্রয়োজন আছে, সফক্লীসের অনেক আখ্যানবস্তুতে এই সান্ত্বনার ভাব নিহিত আছে। প্লেটোর মতেও দুঃখের কশাঘাত আত্মোন্নতি সাধনের সহায়। (*Rep.* II. 380)।

অনেকে বলিয়া থাকেন, যে অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরবাদ ভারতবাসীকে নিরুদ্যম ও অলস করিয়া ফেলিয়াছে। এই দুইটী তত্ত্ব গ্রীসেও অপরিচিত ছিল না, তবে গ্রীকেরা কি করিয়া আপনাদিগের সদা প্রসন্নভাব এবং উদ্যম, কর্ম্মশীলতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা রক্ষা করিল ? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, যে তাহারা যেমন মানবজীবনের অনিত্যতা, নশ্বরতা ও দশাবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া খেদ করিয়াছে, তেমনি মানুষের অজেয় বল ও উদ্ভাবিনী বুদ্ধির গৌরব দেখিয়াও বিমুগ্ধ হইয়াছে। অদৃষ্টবাদের প্রতিষেধ পুরুষকারে আস্থা; গ্রীকেরা এই দুইয়ের কোনটীকেই উপেক্ষা করিত না। গ্রীক-জাতির শিক্ষাগুরু হোমারের মহাকাব্যে কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় জীবনের অনিত্যতা ও দুঃখদুর্ভরতা বর্ণিত হইয়াছে। অথচ তদ্বর্ণিত বীরপুরুষেরা ঠিক্ এই কারণেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দুষ্কর কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ

করিয়াছেন। ইলিয়াডের প্রধান নায়ক আখিলীস জানিতেন, দীর্ঘজীবন আকাঙ্ক্ষা করিলে তাঁহাকে অজ্ঞাতনামা থাকিয়া ধরণীর ভারস্বরূপ কালহরণ করিতে হইবে; আর শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিতে হইলে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবেন। ইহা জানিয়াও তিনি অখ্যাত উদ্যমহীন জীবন তুচ্ছ করিয়া গৌরবময় অকালমৃত্যুকেই বরণ করিলেন। ট্রয়ের পৃষ্ঠপোষক সার্পীডোনের নিম্নোধৃত বাক্যে কবি দুঃখবাদ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত করিয়াছেন। আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বাক্যটী যেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (তোমার শুধু কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে, ফলে কদাপি অধিকার নাই), কর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপী এই চিরন্তনী বাণীর পাশ্চাত্য প্রতিরূপ। সার্পীডোন গ্লৌকসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সখা হে, যদি আমরা এই যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া চিরতরে অজর ও অমর হইতে পারিতাম, তবে আমি নিজে সেনানীর পুরোভাগে সংগ্রাম করিতাম না, অথবা তোমাকেও কীর্ত্তিদায়ক রণে পাঠাইতাম না। কিন্তু যখন মৃত্যুর অযুত নিয়তি আমাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং কোন মর্ত্ত্য মানুষই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে না, তখন এস, আমরা অগ্রসর হই; হয় তো (এই আহবে প্রাণ দিয়া) আমরা অন্যকে খ্যাতি অর্পণ করিব, অথবা অপর কেহ (আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া) আমাদিগকে খ্যাতি দান করিবে।" (*Il.* XII. 322-28)। হোমারের পরবর্ত্তী গীতিকবিতাকারেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তদপেক্ষা অধিকতর অদৃষ্টবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও একজন বলিয়াছেন, "নিয়তি যাহা বিধান করেন, তাহা সকলকেই সহিতে হইবে; কিন্তু নিয়তি যাহা বিধান করিয়াছেন, আমি তাহা নির্ভয়ে সহিব।" (Theognis)। এই প্রকার শিক্ষাগুণেই অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদ গ্রীকদিগকে পঙ্গু করিতে পারে নাই; এবং এই জন্যই তাহাদিগের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে নাই এবং কর্ম্ম ত্যাগের কল্পনাও তাহাদিগের চিত্তে উদিত হয় নাই। আপনারা সফক্লীসের এই জীবন-সঙ্গীত শুনুন।

"জগতে অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কিন্তু মানব অপেক্ষা আশ্চর্য্যতর কিছুই নাই। মানুষ স্বীয় শক্তিতে দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ধবল সাগরের

পরপারে উত্তীর্ণ হইতেছে ; যে তরঙ্গমালা তাহাকে প্রতিক্ষণ গ্রাস করিতে চাহিতেছে, তাহার নিম্নে সে পথ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেবগণের মধ্যে প্রাচীনতম, অমর, অক্লান্ত পৃথিবীকে অশ্বশাবক দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া সে খিন্ন করিতেছে ; তাহার হল বৎসরের পর বৎসর, একবার এদিকে এবং আবার ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে।

"নর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; সে চঞ্চলচিত্ত বিহঙ্গমকুল, দুর্দ্দান্ত বন্যপশুবৃন্দ এবং সাগরবিহারী প্রাণিবর্গকে (স্বহস্ত) বয়িত জালের পাশে আবদ্ধ করিতেছে। যে পশু বনে বাস করে, যে পশু পর্ব্বতে বিচরণ করে, তাহাকে সে সুকৌশলে জয় করিতেছে। সে কেশগ্রীব অশ্বকে বশীভূত করিয়া তাহার স্কন্ধে যুগভার স্থাপন করিয়াছে ; সে শৈলবিহারী শ্রান্তিহীন বৃষকে আপনার বশে আনিয়াছে।

"আর, সে আপনি আপনাকে ভাষা, বায়ুতুল্য দ্রুতগামী মনন এবং রাষ্ট্রপরিচালিনী মনোবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করা যখন কঠিন, তখন কিরূপে তুষার-সায়ক ও ঘন বর্ষার তীরধারা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও সে আবিষ্কার করিয়াছে ; এমত কিছুই নাই, মানুষ যেস্থলে নিরুপায় ; ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, সে পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছে ; সে কেবল মৃত্যুকে পরিহার করিবার সহায় পায় নাই ; কিন্তু সে দুঃসাধ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ পাইয়াছে

"মানুষের উদ্ভাবিনী বুদ্ধির কৌশল চিন্তার অতীত ! উহা তাহাকে কখনও সুখ দিতেছে, কখনও দুঃখে নিপতিত করিতেছে। যে ন্যায় ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে বলিয়া সে দেবগণের নামে শপথ করিয়াছে, মানুষ যখন সেই ন্যায়ধর্ম্মকে ও স্বদেশের বিধিসমূহকে মান্য করিয়া চলে, তখন তাহার পুরী মহোচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে ; আর যে দুঃসাহসভরে পাপে লিপ্ত হয়, সে পুরীহীন, তাহার কোনও দেশ নাই। যে এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে, সে যেন কদাপি আমার গৃহে না স্থান পায়, এবং আমার ভাবনার ভাবুক না হয়।" (*Antigone*, 331-375)।

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রীক ধর্ম্মের বিশেষত্ব

মানুষের মহিমোজ্জ্বল প্রতিভা বর্ণনা করিতে করিতে কবি কিরূপে অলক্ষিতে রাষ্ট্রের কথায় আসিয়া পড়িলেন, আমরা তৎপ্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ; কেন না, গ্রীক ধর্ম্মের বিশেষত্ব এইখানে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। বিষয়টী একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

গ্রীকদিগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল "পুরী" (Polis) ; তাহারা বর্ত্তমান কালের বৃহৎ রাজ্যের পক্ষপাতী ছিল না। এক এক শাখার লোক লইয়া এক একটা পুরী গঠিত হইত। প্রত্যেক শাখা কতকগুলি গোত্রের সমষ্টি ছিল, এবং অনেকগুলি পরিবার একত্র হইয়া একটী গোত্র রচনা করিত। সুতরাং পরিবার গ্রীক রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্বরূপ ; ফলতঃ গ্রীসের রাষ্ট্রকে একটী বৃহত্তর পরিবার বলিলে অসঙ্গত হয় না। এজন্য রাষ্ট্র-পরতন্ত্র গ্রীক ধর্ম্মের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে পরিবার হইতে আলোচনা আরম্ভ করিতে হইবে।

এদেশের ন্যায় গ্রীসেও পরিবার ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; জাতকর্ম্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত ; বিশেষ বিশেষ দেবতা পরিবারের রক্ষক ছিলেন। বিবাহ বংশরক্ষা ও সমাজস্থিতির সহায়, এই জন্য উহার এত সমাদর ছিল, এবং এই জন্য উহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ; প্রেত-তর্পণের সহিত উহার কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাষ্ট্রের হিত সকল ব্যবস্থার শীর্ষে স্থান পাইত, সুতরাং একনিষ্ঠ দাম্পত্য-প্রেম ও কৌমার্য্য উচ্চাঙ্গ ধর্ম্মের অনুশাসন বলিয়া স্বীকৃত হইত না। কিন্তু পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সহোদরসহোদরা এবং জ্ঞাতিগণ—ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধটাকে গ্রীকেরা যেরূপ পবিত্র জ্ঞান করিত, তদপেক্ষা অধিক আর কোন জাতি করিত কি না, সন্দেহের বিষয়। "প্রাঙ্গনস্থ" জেয়ুসের বেদির চতুষ্পার্শ্বে মিলিত হইয়া সকলে শোণিত-সম্পর্কের পবিত্রতা ও

গভীরতা অনুভব করিত। পিতা উক্ত দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করিতেন; তা'ছাড়া, তিনি অভিশাপরূপ ভীষণ দণ্ডের প্রভু ছিলেন; এই দুই কারণে পরিবারে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। গ্রীকেরা পিতা মাতার অভিশাপকে বড়ই ভয় করিত। গৃহস্থিত বিগ্রহের পূজা, এবং প্রেতপুরুষের শ্রাদ্ধে জ্ঞাতিগণের সম্মিলন ও একত্র ভোজন—এই দুইটী পরিবারের প্রধান যোগসূত্র ছিল। প্রত্যেক বংশের একজন সত্য বা কল্পিত আদিপুরুষ ছিলেন; তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার তর্পণ করিত; ক্রমে জেয়ুস, আপলো প্রভৃতি দেবতারা বংশপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গৃহীত হইলেন; ইহাও পরিবারবন্ধনের সহায় হইল। এইরূপে ধর্ম্মের আশ্রয়ে পারিবারিক নীতি ও বিধিব্যবস্থা অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। গ্রীক সমাজ কতকগুলি বংশ ও গোত্রের সমষ্টি ছিল বলিয়াই গ্রীকেরা ভিন্ন-দেশীয় নরনারীর সহিত বিবাহের প্রতি এত বিরূপ ছিল; কেন না, পূজা ও অনুষ্ঠানের যোগ না থাকিলে বিবাহ অর্থহীন; যেখানে এই যোগ নাই, সেখানে পরিণয়-সম্বন্ধ অসম্ভব। এক গোত্রের দেবগণ কেবল সেই গোত্রের নরনারীর পূজাই ভালবাসেন।

পরিবার ও সমাজ হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। গ্রীসের এক একটী রাষ্ট্র অর্থাৎ পুরী প্রতিষ্ঠার মূলেও ধর্ম্মের প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে একটী মন্দিরের আকর্ষণে উহার চারিদিকে লোকে বসতি করিতে আরম্ভ করিত, এবং এইরূপে কালক্রমে একটী পুরী গড়িয়া উঠিত। বৈষয়িক কারণে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ধর্ম্ম দ্বারাই পুরীর শাসন-সংরক্ষণ নির্ব্বাহিত হইত। এই ধর্ম্মও জ্ঞাতিত্ববোধের দ্বারা অনু-প্রাণিত, যেহেতু এক আদিপুরুষের সন্তানসন্ততি উহার অধিবাসী। অতএব পৌরপূজা বহল 'রিমাণে গার্হস্থ্য পূজার প্রতিরূপ। প্রত্যেক গৃহে যেমন "প্রাঙ্গনস্থ" জেয়ুসের অর্চ্চনা হইয়া থাকে, পুরীতেও তেমনি তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠিত আছে; আবার গৃহস্থের অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় পুরীতে একটী সাধারণ অগ্নিকুণ্ড বিদ্যমান। তথায় চিরজ্বলন্ত অগ্নি উহার অক্ষয় জীবনের পরিচয় দিতেছে। পরিবার ও গোত্রের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং (আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্বের ন্যায়) প্রেততর্পণের বিধিব্যবস্থা অব্যাহত রাখা

রাষ্ট্রের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নয়; প্রত্যেক বংশের ও গোত্রের যেমন একজন আদিপুরুষ আছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও তেমনি একজন আদিপুরুষ বা প্রতিষ্ঠাতা চাই। আথেন্সে এইরূপেই এরেখ্‌থেয়ুসের উদ্ভব হইয়াছিল। আদিপুরুষের পূজা বা বীরপূজা পরিবার, গোত্র ও পুরীর ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষণে সহায়তা করিত, তবে কালবশে জেয়ুস, আথীনা ও আপলো, এই "রাষ্ট্রপতি" দেবগণের সমক্ষে উহার প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক রাষ্ট্রের অভিব্যক্তিতে ইঁহাদিগের স্থান পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আথেন্সের ইতিহাসে দেখা যাইবে, যে কতকগুলি গ্রাম মিলিত হইয়া একটী রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল। "গৃহসম্মিলন" (Sunoikesia) নামক উৎসব এই বহুফলপ্রসবিনী ঘটনার সাক্ষ্য দিত।

গ্রীসে ধর্ম্ম কেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গে অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই রাষ্ট্র-সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে।

গ্রীক ধর্ম্ম পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যের বিরোধ স্বীকার করে না। ইহা এই উপদেশ দিতেছে, যে পুরীর অগ্নিকুণ্ড ও দেবমন্দিরসমূহ রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক পুরবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। স্বদেশ-রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যের প্রয়োজন—শুধু এই প্রয়োজনেই গ্রীকেরা ইহার সমাদর করিত; তাহারা অন্ধ দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিত না। তাহাদিগের চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা একত্র গ্রথিত ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি এবং পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব, এই জন্যই তাহারা সর্ব্বদা স্বারাজ্যের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিত। হোমার বলিয়াছেন, "মানুষ যে দিন দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ হয়, সেই দিন উচ্চৈঃশ্রবাঃ জেয়ুস তাহার অর্দ্ধেক গুণ (arete) অপহরণ করেন।" (*Od. XV.* 322-3)। গ্রীকেরা জন্মভূমি বলিতে অনেক সময়েই স্বীয় পুরী-রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক কিছু বুঝিত না, কিন্তু এই পুরীর প্রতি তাহাদিগের কি অপরিসীম প্রীতি ছিল, সমগ্র গ্রীক সাহিত্য তাহার উজ্জ্বল

নিদর্শন। হোমারের কাব্য পড়িয়া দেখুন, "মাতৃভূমি" (গ্রীক "পিতৃভূমি", patris gaia), এই শব্দটী উচ্চারণ করিতেই যেন এক এক জন গ্রীক বীরের স্বদেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আইশ্খ্যলসের নাটকে দেখিতে পাই, নৃপতি আগামেম্নোন স্বপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই প্রথমে জন্মস্থান আর্গস ও তদ্দেশবাসী দেবগণকে (theous enkhorious) অভিবাদন করিতেছেন। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না।

গ্রীক ও হিন্দু ধর্ম্মে এই এক গুরুতর পার্থক্য। হিন্দুধর্ম্মও পরিবার ও গোত্র আশ্রয় করিয়া বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এদেশের বিবাহ, সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি শত অনুষ্ঠান দেখাইয়া দিতেছে, যে এই ধর্ম্মে বংশ ও গোত্রের প্রভাব আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু কেন যে উহা বংশ ও গোত্র অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত হইল না, কেন যে ভারতে জনসাধারণ রাষ্ট্রের পরিচর্য্যা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিল না, কেন সে স্বারাজ্য কেবল রাজার অভীপ্সিত হইয়া থাকিল, এবং প্রজামণ্ডলী তৎপ্রতি একান্ত উদাসীন রহিয়া গেল—এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর কোথায় পাইব, জানি না। ভারতবর্ষ যুগে যুগে রাষ্ট্রবিমুখ ধর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছে; ইহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই।

রাষ্ট্রানুগামী গ্রীক ধর্ম্মের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই, যে প্রত্যেক পুরীর দেবতারাও উহার অধিবাসী বলিয়া গণ্য; তাঁহারা পুরবাসীদিগের বিষয়কর্ম্ম, আমোদপ্রমোদ, শিল্পবিজ্ঞান, ব্যায়ামাদি সকল ব্যাপারেই উপস্থিত থাকেন, সুতরাং তাহারা তাঁহাদিগকে স্বগণ, সহচর ও সখা বলিয়া ভাবিতে যতটা অভ্যস্ত হয়, তাঁহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও মহিমা ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তি ও ভয় করিতে তেমন শিক্ষা করে না। ভয় ও ভক্তির ভাব গ্রীক সাহিত্যে একেবারেই নাই, তাহা নয়; কিন্তু সাধারণতঃ গ্রীসে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে সখ্যভাবই প্রবল ছিল। তৎপরে, উন্মত্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মর্ম্মন্তুদ অনুশোচনা, ধূলিতে অবলুণ্ঠন, দরবিগলিতধারে অশ্রুবর্ষণ—এগুলি গ্রীক ধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রীকেরা ধর্ম্মসাধনেও সংযম ও সাম্যাবস্থার আদর করিত। বৈদেশিক দেবতা ডিওনীসস গ্রীসে ভাবোন্মত্ততা আনয়ন করেন।

দেবতা বংশের আদিপুরুষ, সুতরাং কেবল সেই বংশের লোকেরাই ঐ দেবতার পূজার অধিকারী, এই বিশ্বাসের ফল পাপপুণ্যবিচারেও পরিলক্ষিত হইত। প্রাচীন কালে সগোত্রবধ গুরুপাপ বলিয়া গণ্য ছিল; অন্য গোত্রের বা জাতির কাহাকেও হত্যা করিলে হত্যাকারীর কোনও পাপ হইত না। যেখানে গোত্রের প্রভাব এত প্রবল, সেখানে ব্যক্তিগত পাপবোধ দুর্ব্বল না হইয়াই পারে না, সুতরাং কেহ হত্যাপরাধে কলঙ্কিত হইলে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গ তাহার জন্য দায়ী হইত; তাহার নিজের বিবেক তাহাকে তেমন দংশন করিত না। "পিতা পাপ করিলে সন্তানসন্ততি তাহার ফলভোগ করে"—এই বিশ্বাসের মূলে গোত্রের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এককালে শোণিত-সম্পর্কের প্রতি গ্রীকদিগের এতই অনুরাগ ছিল, যে "চণ্ডিকাগণ" নাটকে পতিহত্যা ও মাতৃহত্যার সমর্থনকল্পে এই তর্কও উত্থাপিত হইয়াছে, যে পতি পত্নীর ও জননী পুত্রের সগোত্র নহেন; অতএব পতিবধে পত্নীর ও মাতৃবধে পুত্রের পাতক হইতে পারে না। (*Eum.* 605-606)। ধর্ম্ম বিশেষ বংশে বা গোত্রে আবদ্ধ থাকিলে মানুষ উহার বাহিরে কোনও কর্ত্তব্য দেখিতে পায় না; গোত্রবহির্ভূত জনগণের সহিত তাহার যে একটা প্রেমের ও ন্যায়ের সম্পর্ক আছে, তাহাও সে স্বীকার করিতে চাহে না; কাজেই এরূপ ধর্ম্ম স্বভাবতঃই প্রচারবিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু গ্রীক ধর্ম্মের গৌরবের বিষয় এই, যে উহা চিরদিন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রহে নাই। যে সগোত্র ও সজাতি নয়, তাহার বধেও পাতক আছে, দূত অবধ্য, শপথভঙ্গ মহাপাপ, সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার অলঙ্ঘনীয়—গ্রীক জাতির মধ্যে ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তৎপরে হোমার এই শিক্ষা দিলেন, যে দুর্ব্বল লাঞ্ছিত জনের প্রধান অস্ত্র অভিশাপ (Ara)—তাহা অত্যাচারীর কুলমান গ্রাহ্য করে না। "ভিক্ষুককে রক্ষা করিবার জন্যও দেবতারা এবং দণ্ডদায়িনী চণ্ডিকাগণ (Erinyes) আছেন।" (*Od.* XVII. 475)। "ঈশ্বর অসহায় অত্যাচরিত ব্যক্তির আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেন—সে ব্যক্তি যত কাঙ্গাল ও যে জাতির লোকই হউক না কেন।" (*Il.* IX. 508)। এইরূপে গ্রীক ধর্ম্ম সর্বজনীনত্ব

দিকে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। প্লেটো লিখিয়াছেন, "বিদেশ হইতে কোনও অতিথি যখন আমাদিগের গৃহে আগমন করে, তখন তাহার স্বগণ বান্ধব কেহই থাকে না, এজন্য সে দেব ও মানবের অধিকতর কৃপার পাত্র।" (*Laws*, V. 729)। "অতিথিবৎসল" জেয়ুসের পূজা গ্রীকদিগের চিত্তকে উদার ও কোমলভাবে পূর্ণ করিবার পক্ষে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রীক ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে জেয়ুসের একটী স্বরূপ "দণ্ডদাতা", এবং গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন। এই বিশ্বাসের ফলে আদিম সমাজের প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল। সফক্লীস তাই অপঘাতে লোকান্তরিত পিতার শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় ঈলেক্‌ট্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "বৎসে, অধীর হইও না, অধীর হইও না; জেয়ুস আজিও মহাকাশে বিরাজমান; তিনি সমুদায় দর্শন ও সমুদায় নিয়ন্ত্রিত করেন; তোমার এই নিদারুণ দুঃখদায়ক ক্রোধ তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর; তুমি তোমার বিদ্বেষ-ভাজন শত্রুদিগকে একান্ত বিদ্বেষ করিও না, এবং তাহাদিগকে বিস্মৃতও হইও না।" (*El.* 172-7)।

যিনি দণ্ডদাতা, তিনি ধর্ম্মাবহ ও ন্যায়বান্—গ্রীকেরা ন্যায়কে ধর্ম্মের [illegible] স্থাপন করিয়াছিল; অন্য কোনও ধর্ম্মে ন্যায় এতদপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করে নাই। তাহারা বলিত, "ন্যায়-দেবী" (Dike) জেয়ুসের কন্যা। ন্যায়-স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দয়া ও করুণার ভাবও উজ্জ্বলরূপে

বিকশিত হইয়াছিল। "হত শত্রুর অবমাননা গুরুতর দুষ্কর্ম্ম" (*Il.* XXIV. 239); "যাহারা মরিতে চলিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগের কথাও ভাবিয়া থাকেন" (*Il.* XX. 21); "জেয়ুসের সকল কর্ম্মে দয়া সহচরীরূপে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট আছেন; অতএব, পিতা, তুমি দয়াকে হৃদয়ে স্থান দেও"; "অপরাধী পুত্রের সকাতর আত্মনিবেদনের প্রতি পিতার বধির থাকা উচিত নয়" (*Œd. Col.* 1267-1275)—এই জাতীয় কত উক্তিতে ঈশ্বরের কৃপা ও অনুকম্পা ঘোষিত হইয়াছে। আমরা এই প্রসঙ্গে পাঠকদিগকে ইলিয়াডের নবম সর্গে ক্রোধে আত্মহারা আখিলীসের প্রতি ফইনিক্সের (Phoenix) উপদেশ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা কেবল কয়েক পংক্তি অনুবাদ করিয়া দিলাম। "আখিলীস, তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ দমন কর; তোমার অন্তঃকরণকে নিষ্ঠুর করিয়া রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্বয়ং দেবগণও (প্রার্থনা দ্বারা) কোমল হইয়া থাকেন; তাঁহাদিগের মহিমা, গৌরব ও বল তো তোমা অপেক্ষা কত অধিক; তথাপি ভ্রম ও অপরাধ করিয়া ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিলে তাঁহাদিগকেও মানুষ প্রার্থনা-পূর্ব্বক বলি, প্রসন্নতাসাধক শপথ, গন্ধদ্রব্য ও সুমিষ্ট ঘ্রাণসাহায্যে শান্ত করে।" (৪৯৬-৫০১ পংক্তি)। "শরণাগতবৎসল" জেয়ুসের পূজা ঈশ্বরের দয়ার মহিমা জনসমাজের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। "শরণাগতবৎসল জেয়ুস লোককে রক্ষা করেন এবং অপরাধীকে দণ্ড দেন।" (*Od.* XIII. 13-14)। আথেন্সে "দয়া" (Aidos) ও "কৃপা" (Eleios) নামিকা দুই দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

"ঈশ্বর দয়াময়"—এই তত্ত্ব হইতে গ্রীকেরা শিক্ষা করিয়াছিল, যে তিনি পাপীর প্রতিও নির্দ্দয় নহেন। "ঈশ্বর স্থূলবুদ্ধি নহেন, তিনি মানুষের দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিতে জানেন।" (Eurip. *Iph. Aul.* 394)। "মানুষ নিরুপায় হইয়া যে পাপ করে, ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করেন।" (Plutarch, *De Pyth. Orac.* p. 404B)। গ্রীকেরা ইহুদীদিগের ন্যায় প্রতিহিংসা-পরায়ণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না, এবং তাহারা মানবদ্বেষী অমঙ্গলরূপী দেবতাও মানিত না; তবে গ্রীক ধর্ম্ম যে অমঙ্গলবাদ হইতে মুক্ত ছিল না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

আপলোর স্বরূপ বর্ণনা কালে আমরা বলিয়াছি, যে গ্রীকেরা জ্ঞানচর্চ্চা ও ললিত কলার অনুশীলনকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে, তাহারা ইহা ভাবিতেই পারিত না। প্লেটোর দৃষ্টিতে জ্ঞানানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ, এই দুইয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। তৎপরে, ললিতকলা কেমন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অণুতে পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছিল, উৎসবগুলির বিবরণে তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। যে উদ্দাম গীতবাদ্য চিত্তকে ভাবাবেশে পূর্ণ করিয়া উহার বৃত্তিসমূহকে লঘু করিয়া দেয়, এবং যে সুসংযত গীতবাদ্য মনকে উন্নত ও শান্ত করে—এ উভয়ই ধর্ম্মসাধনে স্থান পাইয়াছিল। অপিচ গ্রীকদিগের দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা বলিতে গেলে পূর্ণমাত্রায় অবাধ ও স্বচ্ছন্দগতি ছিল; তাহার প্রধান কারণ এই, যে তাহাদিগের কোনও অভ্রান্ত গুরু ও অপৌরুষেয় শাস্ত্র ছিল না; সুতরাং কোন্ মত শাস্ত্রানুগত ও কোন্ মত শাস্ত্রবিরোধী, গ্রীসে এই প্রশ্নই উঠিত না। ফলতঃ, প্রাচীন ভারতের মত তথায় চিন্তা ও বাক্যের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল। ইহার যে দুই একটী ব্যভিচার আছে, তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব। এখানে বলা উচিত, যে গ্রীসে বিদ্যাচর্চ্চা একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইলেও গ্রীকেরা সত্যবাদী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে নাই।

রাষ্ট্রমুখ্য ধর্ম্মের এই একটা ত্রুটি থাকিতে পারে, যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত মানুষের সাক্ষাৎ যোগ তেমন পরিস্ফুট হয় না। গ্রীক ধর্ম্মে যে এই ত্রুটি মোটেই ছিল না, এমত বলা যায় না; তবে এলেয়ুসিসের গুপ্তপূজা ও অর্ফিক তন্ত্রের প্রভাবে উহাতে ব্যক্তিগত সাধন জনসমাজের চিত্তকে ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট করিতেছিল। পাপবোধ ব্যক্তিগত সাধনের পরিচয় দেয়; গ্রীক চরিত্রে পাপবোধ তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীসেও শোকোদ্দীপক বিষাদব্যঞ্জক তমোময় পূজা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীক ধর্ম্মে আনন্দ ও প্রসন্নতার ভাবই প্রবল; কেন না, ইহার দেবগণ পুরবাসীদিগের আত্মীয়, সখা ও সুহৃৎ; পবিত্র নৃত্য, সুললিত সঙ্গীত, সরল প্রার্থনা এবং একত্র হবির্ভোজন উপাস্য-উপাসকের মধুর সম্বন্ধ প্রকাশ করিত। এমত স্থলে উপাসকের চিত্ত পাপভারে সতত ক্লিষ্ট

থাকিতে পারে না। তা'ছাড়া, পঞ্চম শতাব্দীতেও গ্রীকেরা মনে করিত, যে পাপ জড়ীয়; নানা প্রকার বলি ও নৈবেদ্য দ্বারা উহা ধুইয়া ফেলা যায়; সুতরাং গ্রীক জাতির ধর্ম্মসাধনে দীনতা, অনুতাপ ও বিলাপ তেমন স্থান পায় নাই। ইহুদী জাতির "হে প্রভু, কৃপা কর, কৃপা কর," বা ভারত-বাসীর "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ" (আমি পাপী, পাপকর্ম্মা, পাপাত্মা, পাপ হইতে সম্ভূত)—এ প্রকার সকাতর ক্রন্দন গ্রীসে বিরল ছিল। গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীরা 'আদিম পাপ' বলিয়া কিছু মানিতেন না, এবং "মানুষ ঈশ্বরের দাস"—এ ভাবটীও গ্রীসে পরিগৃহীত হয় নাই। পুরুষকারপ্রধান গ্রীক সাধনে ভক্তির উচ্ছ্বাস অপরিজ্ঞাত, সুতরাং "তৃণ অপেক্ষা নীচ এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হও"—এরকম বিনয়ের কথা গ্রীক সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই গ্রীসের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তে এই তত্ত্ব ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা হস্তপদ-ক্ষালন বা অবৈধভক্ষ্য বর্জ্জনের উপরে নির্ভর করে না, উহা অন্তরের বস্তু; হৃদয় মনের পবিত্রতাই প্রকৃত পবিত্রতা। এই সময় হইতে গ্রীকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাহ্য আচরণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে; উহার সার কথা ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগ। ঐহিক সম্পদই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, আত্মার শ্রেয়ঃই পরম শ্রেয়ঃ—গ্রীসেও এই সনাতন সত্য অপরিচিত ছিল না। "হোমার ও হীসিয়ডের দ্বন্দ্ব" নামক কবিতায় আমরা ইহার পরিচয় পাই। হীসিয়ড্ হোমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবগণের নিকটে আমরা কোন্ সর্ব্বোত্তম ধন প্রার্থনা করিব?" হোমার উত্তর দিলেন, "এই প্রার্থনা কর, যেন অন্তরে চিরদিন শান্ত ও প্রসন্ন থাকিতে পার।" সোক্রাটীস প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুন্দর হইতে পারি; আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে যেন ঐক্য থাকে।" "সপ্তজ্ঞানীর" অন্যতম বিয়াসের উক্তি বলিয়া একটী উৎকৃষ্ট হিতবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল—"দেহ মুক্ত হইলে তোমার যে সকল বস্তুর প্রয়োজন থাকিবে না, তাহা হেয় জ্ঞান করিও; তখন তোমার যে যে বস্তুর আবশ্যক হইবে, তাহারই জন্য সাধনে রত হও

এবং তাহারই জন্য দেবগণের সাহায্য ভিক্ষা কর।” অপর দুই “জ্ঞানী” পিটাকস ও থালীস বলিতেছেন, “মানুষ যখন যে পাপকর্ম্ম করে, দেবতারা কি তাহা সমস্তই জানিতে পারেন? হাঁ, তা'ছাড়া, তাঁহারা প্রত্যেক পাপসংকল্পও অবগত হইয়া থাকেন।” ঈশ্বরের সহবাস ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার; খারনডাস বলিতেছেন, “অন্যায়াচারী কখনও ঈশ্বরের সহিত যোগের অধিকারী হইতে পারে না।” গ্রীকমতে ব্রহ্মযোগের দুই পথ, জ্ঞান ও সংযম। কথিত আছে, একদা এক ব্যক্তি পীথাগরাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মানুষ কি প্রকার কর্ম্ম করিলে দেবগণের অনুরূপ হইতে পারে?” তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “সত্য অধিগত হইয়া।” প্লেটো ও আরিষ্টটলও এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানকে (Sophia) মানবজীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য ও ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লেটো আবার ধর্ম্মানুগত জীবন ও ইন্দ্রিয় সংযমকেও ব্রহ্মযোগের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। আপনারা “ফাইডোনে” দেখিতে পাইবেন, তিনি কেমন আবেগময়ী ভাষায় কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন বিবৃত করিয়াছেন। “প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী যাবতীয় দৈহিক বাসনা জয় করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকেন” (৩২শ অঃ); তাঁহার “আত্মা যথাসাধ্য সুখ ও দুঃখ, কামনা ও ভয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে” (৩৩শ অঃ)। আমরা আপনাদিগকে দুইটী মাত্র উক্তি উপহার দিলাম। উহা পড়িলে কি ভগবদ্গীতার এই বাণী স্বতঃই আপনাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হয় না?—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ (২।৫৬)। [দুঃখে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিদূরিত করিয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি (অর্থাৎ প্লেটোর philosopher)]। প্লেটো “সংহিতা” গ্রন্থের পঞ্চম ভাগের প্রারম্ভে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে—“মানুষের আত্মা ও দেহ, এই দুই ভাগ; আত্মা মহত্তর, দেহ হীনতর, আত্মা প্রভু, দেহ দাস। তোমরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিও। শুধু মুখের কথায়, বা নৈবেদ্য দ্বারা বা মিনতি জানাইয়া আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যায় না। তোমরা আত্মার উৎকর্ষ সাধন কর।

স্মরণ রাখিও, যে তোমরা যখন রাষ্ট্রবিধি পদদলিত করিয়া ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় নিমগ্ন হও, তখন আত্মাকেই অবমানিত কর, এবং তাহাকে দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে অভিভূত করিয়া ফেল। যে ব্যক্তি ভাবে, যে-প্রকারেই হউক জীবনটা রক্ষা করিতে পারিলেই শ্রেয়োলাভ হয়, যে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া সৌন্দর্য্যকে বরণ করে, সে আত্মাকে অবমানিত করে না তো আর কি করে? পাপ কার্য্যের গুরুতম দণ্ড এই, যে পাপকর্ম্মা পাপিষ্ঠ লোকের প্রতিকৃতি হইয়া উঠে, এবং সাধুসঙ্গ পরিহার করিয়া অসৎলোকের সহবাসের জন্য আকুল হয়।" "ঈশ্বর পূর্ণ পবিত্রতার আধার; যে মানুষ যত পবিত্র, সে তত তাঁহার অনুরূপ" (*Theaet.* 176)। প্লেটোর মতে দেবপ্রকৃতি লাভ করা অর্থাৎ ঈশ্বরসদৃশ জ্ঞানী, ন্যায়বান্ ও পবিত্র হওয়াই ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য। এই উক্তিগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীরা যেন উপনিষদের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছেন—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥ মুণ্ডক ।৩।২।৫

"এই পরমাত্মা সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য।"

যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মের এই সকল গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তথায় বাহ্য আচার সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত না হইয়া পারে না। তাই দেখিতে পাই, চিন্তাশীল গ্রীকেরা বলি, প্রার্থনা, শৌচ প্রভৃতি পূজার বহিরঙ্গের নিগূঢ় ব্যাখ্যা দিতেছেন। "ঐহিক সুখের কামনা প্রকৃত প্রার্থনা নয়, ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগই সত্য প্রার্থনা।" (Maxim. Tyr. *Dissert.* 11)। "যে ভক্তির সহিত দেবগণকে নৈবেদ্য দেয়, তাহার নৈবেদ্য অতি সামান্য হইলেও সে মুক্তিলাভ করে" (Eurip.)। "পবিত্র চিত্তই দেবগণের অর্ঘ্য।" "তোমার অন্তর যদি শুদ্ধ হয়, তবে তোমার সমগ্র দেহও শুদ্ধ" (Epicharmes)। "ধরাতলে পবিত্র আত্মা অপেক্ষা ঈশ্বরের সুন্দরতর মন্দির নাই।" "চিরদিন

অনিমেষ নয়নে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকাই আত্মার আলোক” (Menander)। “দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ; অতএব যে ব্যক্তি বিমল অন্তঃকরণে মন্দিরে প্রবেশ করে, সে প্রার্থনা করিবে, ‘হে অমরগণ, আমি যাহা পাইবার যোগ্য, আমাকে তাহাই প্রদান কর’”; “আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যে ধর্ম্মের যেন জয় হয়, বিধিসমূহ যেন অব্যাহত থাকে, জ্ঞানীরা যেন দরিদ্র রহেন, এবং অপর সকলে যেন সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করে;” “দেবগণ, আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, যে আমি যেন অকিঞ্চন হইতে পারি, এবং আমার যেন কিছুরই প্রয়োজন না থাকে” (Apollonius of Tyana)। এই উপাদেয় বাক্যগুলির সাহায্যে আমরা গ্রীক ধর্ম্মের গভীরতর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি। এই তত্ত্ব-সমূহ এদেশে এত সুপরিচিত, যে আমরা এতদনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীক ধর্ম্মে একেশ্বরবাদ

গ্রীকেরা নামের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত। জেয়ুস, আথীনা, আপলো প্রভৃতি নাম দূর দূরান্তরের শাখাসমূহের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। ইহাতে একদিকে যেমন একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্মে একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে বিভিন্ন জনপদে আথীনা বা আর্টেমিস নামে যে যে দেবতার পূজা হইত, তাঁহাদিগের স্বরূপে সর্ব্বাংশে ঐক্য ছিল না, কিন্তু ঐ এক নামের মাহাত্ম্যে তাঁহারা ক্রমে এক দেবতা বলিয়া পরিগৃহীত হইলেন; সুতরাং ক্রমশঃ গ্রীকেরা এই বিশ্বাসে উপনীত হইল, যে জগতে এক জেয়ুস, এক আথীনা, এক আপলো, এক আর্টেমিস বিদ্যমান। ইঁহাদিগের স্বরূপগুলি এমন সুস্পষ্ট ও ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া জনগণের মনে

অনপনেয় বর্ণে অঙ্কিত হইল, যে ইঁহাদিগকে পরস্পর অভিন্ন ভাবিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়ে ধারণ করা তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল; কিন্তু এতদ্দ্বারা দেবগণের রীতিমত একটা গোষ্ঠী রচিত হইল।

পরবর্ত্তী কালে গ্রীকদিগের নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এতটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা অক্লেশেই এই উদার মত পোষণ করিতে সমর্থ হইল, যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন নামে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে। তখন তাহারা বিশ্বাস করিত, যে জেয়ুস ও বাল (Baal) বা আমুন (Amun), ডীমীটার ও ইসিস, ডিওনীসস ও যাহ্বে (Yahweh) এক ও অভিন্ন। তাহারা যেন গীতাকারের ন্যায় ভাবিতে শিখিয়াছিল—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ (৪।১১)—"যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ (যে পথেই চলুক না কেন) সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করে।" এই ঔদার্য্য একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠার সহায়।

কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্বে মননশীল তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অন্তরে জাতীয় দেবগণের অস্তিত্বে সংশয় উদিত হইয়াছিল। তাহার অন্যতম কারণ, গ্রীক পুরাণের কতকগুলি জঘন্য উপাখ্যান। এগুলির জন্যই বহু পাশ্চাত্য লেখক গ্রীক ধর্ম্মের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুইটী কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ, গ্রীকেরা কোন উপাখ্যানকেই অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিত না; কে কি বিশ্বাস করিবে না করিবে, তাহা তাহার রুচির উপরে নির্ভর করিত; একটা উপাখ্যান অগ্রাহ্য করিলেই কেহ প্রত্যবায়ের ভাগী হইত না। তৎপরে, সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পৌরাণিক উপাখ্যান ও ধর্ম্মের নিগূঢ় সাধন, এতদুভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই; সরলচিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি পুরাণ পড়িয়া পাপ পুণ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হয় না; অনেক সময়েই তাহার জীবন দেশপ্রচলিত আখ্যায়িকার অনেক ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়। সে যাহা হউক, হৃদয়ে বেদনা না পাইলে সোক্রাটীস ও প্লেটো পৌরাণিক উপাখ্যানের নিন্দা করিতেন

না। অতএব গ্রীসেও ভারতবর্ষের ন্যায় এই বিতর্ক উঠিয়াছিল, দেবগণের কাহিনী সত্য কিনা? শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—তস্মাদাহুর্নৈতদস্তি যদ্দৈবাসুরং যদিদমন্বাখ্যানে ত্বদুদ্যতে ইতিহাসে। * * তস্মাদেতদৃষিণাভ্যনূক্তম্। ন ত্বং যুযুৎসে কতমচ্চনাহর্ন তেঽমিত্রো মঘবন্ কশ্চনাস্তি মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ন নু পুরা যুযুৎস ইতি॥ ১১।১।৬।৯-১০।—"এই জন্যই লোকে বলে, যে দেবাসুরের যুদ্ধ-বিষয়ে আখ্যানে ও ইতিহাসে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সত্য নহে। ** অতএব এ সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন, 'হে মঘবন্, তুমি একদিনের তরেও যুদ্ধ কর নাই; তোমার কোন শত্রুও নাই; লোকে তোমার যুদ্ধের বিষয়ে যাহা বলে, তাহা (অলীক) মায়া; অদ্য কিংবা পুরাকালে তুমি কোনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর নাই।'"

গ্রীসে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ শতপথব্রাহ্মণের প্রায় সমকালে ক্ষুদ্র আসিয়ার অধিবাসী জেনফানীস (Xenophanes) পৌরাণিক বহুদেববাদের দোষোদ্ঘাটন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন।

"হোমার ও হীসিয়ড দেবতাদিগকে মানবীয় রূপ, ভাষা ও ভাব প্রদান করিয়াছেন; মানুষের মধ্যে যত প্রকার ঘৃণিত ও লজ্জাজনক দুষ্কর্ম আছে—যথা চুরী, ব্যভিচার, মিথ্যা—সে সকলই তাঁহাদিগের চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। গোরু বা সিংহের যদি চিত্রাঙ্কনের শক্তি থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই গোরু বা সিংহের আকারে দেবগণের চিত্র অঙ্কিত করিত।"

"ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি দেব ও মানবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; মর্ত্ত্য মানবের মত তাঁহার আকার নাই; তাঁহার মননও মানুষের মননের মত নহে।" [অকায়মব্রণমস্নাবিরম্—পরমাত্মা অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত। ঈশোপনিষৎ।৮॥ দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ—সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, অপ্রাণ, মনবিবর্জ্জিত। মুণ্ডক।২।১।২॥ বরিষ্ঠং—যিনি শ্রেষ্ঠতম।ঐ।২।২।১॥]

"তিনি সমস্ত দর্শন করেন, সমস্ত শ্রবণ করেন, সমস্ত জানেন।" [বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ—সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ।

ঋগ্বেদ ১০।৮১॥ সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি—সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ। তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া জগতে বাস করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।৩।১৬॥]

"তিনি নিত্য একস্থানে অচল হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সঞ্চরণ করেন না, তাঁহার পক্ষে একবার এখানে একবার সেখানে গমন করিবার প্রয়োজন হয় না। তিনি শ্রম ব্যতিরেকে শুধু মননসাহায্যে সমুদায় পরিচালিত করিতেছেন।" [অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ—ব্রহ্ম অচল হইলেও সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান, এক ও মন হইতে বেগবান্। ঈশোপনিষৎ ।৪॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন ॥ঐ।৫॥ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি বেগবান্ ও গ্রহীতা; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি দর্শন করেন, কর্ণ নাই, তথাপি শ্রবণ করেন॥ শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ ।৩।১৯॥]

জেনফানীসের প্রায় সমকালীন পিণ্ডার গাহিয়াছেন, "জেয়ুস সিদ্ধিদাতা (*Ol.* XIII. 15); "কর্ম্মের ফলাফল জেয়ুসের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে" (*Pyth.* I. 67)। "যাহারা জেয়ুসের প্রিয়, স্বয়ং জেয়ুস কর্ণধার হইয়া জ্ঞানবলে তাহাদিগের ভাগ্য পরিচালিত করেন" (*Pyth.* V. 123-4); "জেয়ুস ইহা উহা সমুদায় বিধান করেন, জেয়ুস সকলের প্রভু" (*Isth.* V. 52-3); "ঈশ্বর ইচ্ছানুরূপ স্বীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করেন; তিনি সপক্ষ গরুড়কে ধরিয়া ফেলেন এবং সাগরবিহারী মকরকেও অতিক্রম করিয়া যান। তিনি কত লোকের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, আবার কত জনকে অজর কীর্ত্তির অধিকারী করিয়া থাকেন" (*Pyth.* II. 50-2)। [তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ—তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান ॥ঈশা ।৪॥]

আইশ্খ্যলস জেয়ুস নামে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত হইল।

"জেয়ুস আকাশ, জেয়ুস পৃথিবী, জেয়ুস দ্যুলোক, জেয়ুসই এই সমুদায়, এবং ইহাদিগের ঊর্দ্ধে যাহা আছে, তাহাও তিনি" (*Frag.* 70)। [ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্ ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং উত্তরে। তিনি অধঃ এবং ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া থাকেন, এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ॥ মুণ্ডক।৩।২।১১॥]

"জেয়ুস—সেই অজ্ঞাতশক্তি যিনিই হউন, তিনি যেহেতু এই নামে অভিহিত হইতে ভালবাসেন, অতএব আমি তাঁহাকে এই নামেই আহ্বান করিতেছি। আমি যখন এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিষয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হই, তখন অন্তর হইতে "বৃথা", "বৃথা" এই খেদ দূর করিবার জন্য জেয়ুস ভিন্ন আর কাহাকেও ভাবিয়া পাই না। * * যে মনন-সাহায্যে জেয়ুসকেই বিজয়গৌরব অর্পণ করে, তাহার সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। মানুষ দুঃখের মধ্য দিয়া সত্য অবগত হইবে—এই নিয়মানুসারে তিনিই মানবকে জ্ঞানতীর্থে লইয়া যান। দুঃখের ক্ষত যথায় নিদ্রিত থাকে, তথায় তাহা রক্ত মোক্ষণ করে, ও তাহার বেদনা অন্তরে আঘাতের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখে; এবং এই রূপে মানুষের বিনা ইচ্ছায় জ্ঞানের উদয় হয়। যিনি সংগ্রাম করিয়া স্বীয় মহিমোজ্জ্বল সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, ইহা বোধ করি তাঁহারই দয়া।" (*Agam.* 170-193)।

"জেয়ুস যাহা বিধান করিবেন, তাহাতে সত্য সত্যই কল্যাণ হউক। জেয়ুসের ইচ্ছা কখনই ব্যাহত হয় না। বাগ্‌ভাষী জাতিসমূহের নিকটে তাঁহার অভিপ্রায় অন্ধতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইলেও উহা বাস্তবিক উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে।

"জেয়ুসের ইঙ্গিতে যে কার্য্য সাধিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; সেই অবিচলিত কর্ম্মে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। তাঁহার বিধান নিগূঢ়, তাঁহার সংকল্প ঘনতমসাবৃত ও দুরবগাহ; তাঁহার বিধান ও সংকল্প মানববুদ্ধির অগোচরে সংসিদ্ধ হইতেছে।

"তিনি মর্ত্ত্য মনুষ্যকে আশার অত্যুচ্চ শিখর হইতে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করেন, অথচ এজন্য তাঁহাকে এতটুকুও বলপ্রদর্শন

করিতে হয় না; ঈশ্বরের সকল কর্ম্মই শ্রমহীন, তিনি পবিত্র সিংহাসনে আসীন আছেন; আর তথা হইতে তাঁহার চিত্ত যাহা সম্পাদন করিবার অভিলাষ করিতেছে, যেমন করিয়াই হউক তাহা তৎক্ষণাৎ নিঃশেষে সম্পন্ন হইতেছে।" (*Hiket*. 86-101)।

ইয়ুরিপিডীস পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা, হৃতসর্ব্বস্বা, হেক্টোর-জননী হেকুবার মুখে দুর্নিবার শোকঝঞ্ঝার মধ্যে বলিতেছেন, "হে ধরণী-বিধরণ, ধরা-সিংহাসন, তুমি যেই হও না কেন, হে মানবজ্ঞানের দুরধিগম্য, তুমি জেয়ুস, না প্রকৃতির অনতিক্রমণীয় বিধি, না মর্ত্ত্য মনুষ্যের মন (nous), আমি তোমাকেই আহ্বান করিতেছি; কেন না, তুমিই সকল পার্থিব পদার্থকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে ন্যায়-ধামে লইয়া যাইতেছ।" (*Troädes*, 884-88)।

এখন প্লেটোর ব্রহ্মতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

ঈশ্বর সত্য, শিব, সুন্দর; "তাঁহাতে দ্বৈধ ভাব নাই; তিনি বাক্যে ও কার্য্যে সত্য-স্বরূপ; তিনি অপরিবর্ত্তনীয়; তিনি আবির্ভাব, বাণী বা দৈবলক্ষণ দ্বারা স্বপ্নে বা জাগরণে কাহাকেও বঞ্চনা করেন না।" ঈশ্বর মঙ্গলালয়, তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করেন নাই। (*Rep*. II.)।

"এক ঈশ্বরই জ্ঞানময়।" (*Apol*. IX.)। "ঈশ্বর চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, স্থাবরজঙ্গম, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা।" (*Sophist*, p. 265)।

"ঈশ্বর জগতের বিধাতা; সমুদায় মানবীয় ব্যাপারে দৈব ও ভাগ্য তাঁহার সহযোগিতা করিতেছে।" (*Laws*, IV.)।

অনন্ত জ্ঞানময় পরমাত্মা বিশ্বের কারণ; তিনি জড়ে ও চেতনে, মানবের অন্তরে ও বহির্জগতে সমুদায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। মাস, ঋতু ও সংবৎসর তাঁহারই ইচ্ছাতে আবর্ত্তিত হইতেছে। (*Philebus*, 30)।

"ঈশ্বর যাবতীয় পদার্থের আদি, অন্ত ও মধ্য নিজ হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি স্বীয় অভিপ্রায়-সাধনে সরল পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ন্যায় তাঁহার অনুগমন করে; যাহারা ঐশ্বরিক বিধি লঙ্ঘন করে, তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দেন। যে ব্যক্তি সুখী হইতে চায়,

সে বিনীত ও সংযত চিত্তে দৃঢ়ভাবে ঐ বিধিকে আশ্রয় করে; আর যে ধন, মান বা সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত, যাহার অন্তর প্রমাদ, যৌবনসুলভচাঞ্চল্য ও দর্পে পরিপূর্ণ, যে ভাবে যে তাহার কোন শাসক বা পরিচালকের আবশ্যক নাই, অপিচ সে নিজেই অপরের পরিচালক হইবার যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন।"

"প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, যে সে ঈশ্বরের অনুগামী হইবার জন্য যত্নশীল হয়। যে ঈশ্বরের প্রিয় হইতে অভিলাষ করে, তাহাকে তাঁহার অনুরূপ ও সমপ্রকৃতি হইবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাধন করিতে হইবে। অতএব, সংযতেন্দ্রিয় পুরুষই ঈশ্বরের সখা, কেন না, সে তাঁহার অনুরূপ।" (*Laws*, IV.)।

"ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সমগ্র বিশ্বের রক্ষা ও পূর্ণতার জন্য সমুদায় নিয়মিত করিতেছেন; উহার প্রত্যেক অংশের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ও কার্য্য আছে। কোনও অংশের যে ক্ষুদ্রতম কার্য্য বা বৃত্তি বিন্দুপরিমাণ দেশে ফল উৎপাদন করে, তাহারও একজন নিয়ন্তা আছেন। এইরূপ একটী অংশ তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে; উহা যত সামান্য হউক না কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উহার লক্ষ্য। বোধ হয় তুমি জান না, যে সমগ্র বিশ্ব যাহাতে সুখী হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক অংশ সমগ্র বিশ্বের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; এবং তুমি সমগ্র জগতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছ, সমগ্র জগৎ তোমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।" (*Laws*, X.)।

অর্ফিকপন্থীরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিত; তাহাদিগের একটী স্তোত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"ভাস্বর-বজ্রপাণি জেয়ুস জগতের আদি, জেয়ুস জগতের অন্ত, তিনি শিরঃ, তিনি মধ্য, এই বিশ্ব জেয়ুসরূপ উপাদানে রচিত।" [আদিঃ সঃ—তিনি সমুদায়ের আদি ॥ শ্বেতা ॥৬।৫ ॥ বিচৈতিচান্তে-বিশ্বম্—এই বিশ্ব অন্তকালে তাঁহাতেই প্রতিগমন করে ॥ শ্বেতা। ৪।১ ॥ অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত ও মধ্য ॥ গীতা।১০।২০ ॥ তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ—তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদায়ের বাহিরেও

আছেন॥ ঈশা।৫॥ সপর্য্যগাৎ—তিনি সর্ব্বব্যাপী॥ ঐ।৮॥] "জেয়ুস পৃথিবী ও তারকারাজিপূর্ণ নভোমণ্ডলের প্রতিষ্ঠাভূমি।" [তস্মিন্ লোকাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে—সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে। কঠোপনিষৎ ৫।৮॥] "জেয়ুস পুরুষ, জেয়ুস অমর কুমারী।" [ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ॥ শ্বেতা।৪।৩॥] "জেয়ুস সকলের প্রাণ।" [স উ প্রাণস্য প্রাণঃ—তিনি প্রাণের প্রাণ॥ কেনোপনিষৎ।২॥ প্রাণো বৈ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম প্রাণ-স্বরূপ॥ বৃহদা।৪।১।৩॥] "জেয়ুস সর্ব্বজয়ী অগ্নিপ্রবাহ, জেয়ুস মহাসমুদ্রের উৎস, জেয়ুস চন্দ্রসূর্য্য, জেয়ুস রাজা, জেয়ুস স্বয়ং বিশ্বের আদি জনক।" [নীলপতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ—তুমিই নীলপতঙ্গ, লোহিতচক্ষু শুকাদি, মেঘ, ঋতু এবং সাগরসমূহ॥ শ্বেতাশ্বতর।৪।৪॥ ভুবনস্যাস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ—তিনি এই ভুবনের রক্ষক, বিশ্বের অধিপতি॥ শ্বেতা।৪।১৫॥ স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা—এই সেই আত্মা সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা॥ বৃহদা।২।৫।১৫॥] "জেয়ুস এক শক্তি, এক প্রভু, সকলের মহা নিয়ন্তা; তিনি আপনার অভ্যন্তরে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ, দিবা ও রজনী—বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ গুহ্য রাখিয়া পরে পরমাশ্চর্য্যরূপে সমুদায় প্রকাশমান করিয়াছেন। তিনিই জ্ঞান, প্রথম পিতা ও আনন্দময় কাম।" [যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। * * তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্—যেমন উর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির ও পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে * * তেমনি এখানে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয়॥ মুণ্ডক।১।১।৭॥] পরবর্ত্তী অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে—"জেয়ুসের বিশাল দেহে এই সমুদায় পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে। তারকা-খচিত উজ্জ্বল আকাশে তাঁহার মস্তক ও পরমসুন্দর বদন দৃষ্ট হইয়া থাকে; নক্ষত্র-রাজির সুবর্ণ-কান্তি রশ্মিগুলি যেন তাঁহার রমণীয় কেশ। চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু। অবিনশ্বর বায়ু তাঁহার কর্ণ (বা মন), উহা তাঁহার নিকটে বিশ্বের সকল বার্ত্তা বহন করিতেছে। এমন শব্দ, রব, ধ্বনি বা জনশ্রুতি

নাই, যাহা বিশ্বাধিপতি জেয়ুস না শুনিতে পান। তাঁহার মস্তক ও মননশক্তি মরণাতীত, তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময়, অপরিমেয়, দুরবগাহ ও অবিচাল্য ; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহাবলিষ্ঠ ও সর্ব্বজয়ী। বায়ুমণ্ডল ইঁহার স্কন্ধ, বক্ষঃ ও আয়ত পৃষ্ঠ ; তিনি পক্ষভরে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। বিশ্বমাতা পৃথিবী ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গ তাঁহার উদর ; স্ফীত, নিনাদী সাগর তাঁহার কটিবন্ধ ; ধরার অধোদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ তমসাবৃত রসাতলে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত রহিয়াছে।" (Stobaeus, *Eclogues*, I. 2. 23)। বেদ ও উপনিষৎ হইতে ইহার অনুরূপ মাত্র দুইটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যপদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ মুণ্ডক।২।১।৪

"দ্যুলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ দুই কর্ণ, প্রকাশিত বেদগুলি বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব, ইহাঁর পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মা।"

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতা অন্তিকাদিব পশ্যতি।
য স্তায়ন্মন্যতে চরন্ত্ সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥১॥
যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥২॥
উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরে অন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ ॥৩॥
উত যো দ্যামতিসর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্রচরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্ ॥৪॥
সর্বং তদ্ রাজা বরুণো বিচষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নিমিনোতি তানি ॥৫॥

অথর্ব্ববেদ।৪।১৬॥

"এই লোকসমূহের অধিপতি (বরুণ) যেন নিকটে থাকিয়া সমুদায় দর্শন করিতেছেন। যদি কেহ ভাবে, যে সে গোপনে বিচরণ করিতেছে, দেবগণ তাহাও জানিতে পারেন।"

"যে দণ্ডায়মান থাকে বা বিচরণ করে, যে প্রতারণা করে, যে আত্ম-গোপন করিয়া সঞ্চরণ করে, যে গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকে; দুই ব্যক্তি একত্র বসিয়া যে মন্ত্রণা করে, বরুণ তথায় তৃতীয় (ব্যক্তিরূপে) উপস্থিত থাকেন, এবং সমস্তই জানিতে পারেন।

"এই পৃথিবী এবং ঐ বিস্তীর্ণ দূরপ্রসারিত দ্যুলোক রাজা বরুণের। আর এই দুই সমুদ্র বরুণের কুক্ষি; এবং তিনি এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুর মধ্যে নিলীন আছেন।

"যে দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া সুদূরে গমন করে, সেও রাজা বরুণ হইতে মুক্তি পায় না। তাঁহার চরগণ দ্যুলোক হইতে আসিয়া এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে, এবং সহস্র চক্ষুদ্বারা ভূতলস্থ যাবতীয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

"দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে ও তাহার পরপারে যাহা কিছু বর্ত্তমান, রাজা বরুণ তাহা সমস্তই বিশেষরূপে দর্শন করেন। তিনি প্রাণিগণের চক্ষুর নিমেষগুলির সংখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। কিতব যেমন অক্ষগুলি নিঃক্ষেপ করে, তিনি তেমনি এই বিধিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

ধর্ম্ম এক ও সার্ব্বভৌমিক; তাহার অন্যতম প্রমাণ এই, যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মতে ও আচারে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, গভীরতম স্থানে সকলেরই মর্ম্মকথা এক, এবং দেশে দেশে যুগে যুগে আকুলপ্রাণ সাধক-গণের হৃদয় হইতে একই প্রকার প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। আপনারা

এমুসেবিয়স নামক প্লেটোর যবনদেশীয় এক শিষ্যের একটী প্রার্থনা পাঠ করুন—

"আমি যেন কাহারও শত্রু না হই; যাহা নিত্য ও শাশ্বত, আমি যেন তাহারই মিত্র হইতে পারি। যাহারা আমার নিকটতম, আমি যেন কদাপি তাহাদিগের সহিত কলহ না করি; যদি করি, তবে যেন অচিরে তাহাদিগের সহিত পুনরায় মিলিত হই। আমি যেন কাহারও অহিত চেষ্টা না করি; যদি কেহ আমার অহিত চেষ্টা করে, তবে আমি যেন সেই অহিত চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং আমার যেন অপকারের পরিবর্তে অপকার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত না হয়। যাহা শ্রেয়ঃ, আমি যেন শুধু তাহাকেই প্রীতি করি, তাহাই অন্বেষণ করি, তাহাই প্রাপ্ত হই। আমি যেন বিশ্বমানবের সুখ কামনা করি ও কাহারও প্রতি ঈর্ষাপরবশ না হই। যে ব্যক্তি আমার অপকার করিয়াছে, আমি যেন তাহার বিপদে আনন্দিত না হই। আমি যখন অন্যায় কথা বলি বা অন্যায় কার্য্য করি, তখন যেন কভু অপরের তিরস্কারের অপেক্ষা না করি, কিন্তু যাবৎ না উহার সংশোধন হয়, তাবৎ যেন নিজেই নিজেকে তিরস্কার করিতে রত থাকি। যাহাতে আমার বা আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট হইতে পারে, আমি যেন কখনও এমন জয়লাভ না করি। বন্ধু যখন বন্ধুর প্রতি রুষ্ট হয়, তখন আমি যেন তাহাদিগের মিলন সাধন করিতে পারি। যাহারা আমার সুহৃৎ ও যাহারা অভাবগ্রস্ত, আমি যেন যথাশক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতে পারি। যে বন্ধু বিপদে পড়িয়াছে, সে যেন কখনও আমার সাহায্যলাভে বঞ্চিত না হয়। আমি যখন শোকার্তজনের গৃহে গমন করি, তখন যেন কোমল ও আরামদায়ক বাক্যে তাহাদিগের দুঃখভার লঘু করিতে সমর্থ হই। আমি যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমার অন্তরে যাহা কিছু দুর্দান্ত, তাহা যেন আমি বশীভূত রাখিতে পারি। আমি যেন সদা শান্ত থাকি এবং ঘটনাবশে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ না হই। কে দুষ্টপ্রকৃতি ও কে কি দুষ্কর্ম করিয়াছে, আমি যেন কদাপি তাহার আলোচনা না করি; প্রত্যুত আমি যেন সাধুলোকের পরিচয় পাই, এবং তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি।"

এম্পেদোক্লিস কোন্ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, আমরা জানি না, কিন্তু এই সুবিমল প্রার্থনাটীতে বুদ্ধদেবপ্রোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সুগন্ধ পাইয়া আমাদিগের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইতেছে। ইহাতে কোনও দেবতার নাম নাই, অথচ ইহা কি সহজ, সরল, অকিঞ্চনভাবে আপ্লুত। আমারা দেশকালের ব্যবধান ভুলিয়া এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া গ্রীক ও হিন্দুধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

একাদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক সার-সংগ্রহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রীট

ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকেরা কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা উহাতে যে জাতিকে মাধ্যসাগরিক নামে অভিহিত করিয়াছি, তাহাদিগের দ্বারা ক্রীট দ্বীপে গ্রীক সভ্যতার প্রথম স্তর রচিত হইয়াছিল। ঈশায়ী-শকের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ষোল শত বৎসরকাল এই সভ্যতার যুগ গণিত হইয়া থাকে। ক্রীটের ভূমি উর্ব্বরা; স্বল্পপরিশ্রমে তথায় প্রচুর ফলশস্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র এবং ফলোদ্যানে পরিপূর্ণ; সমুদ্রপথে মিসর প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য দেশ সমূহের সহিত আদান প্রদান অনায়াসসাধ্য; নৈসর্গিকশোভা বিচিত্র ও মনোহর; জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ সহজ। এই অনুকূল অবস্থার মধ্যে ক্রীটের সভ্যতা পুষ্টিলাভ করে। চারুশিল্পের উৎকর্ষ ইহার একটী বিশেষত্ব। সেই সুদূর পুরাকালেই তথায় কুম্ভকার, স্বর্ণকার, মণি-চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পী অপরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে সেকালের ক্রীটবাসী ও বর্ত্তমান কালের জাপানীদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

ক্নসস (Cnossos) নামক নগর ক্রীটের রাজধানী ছিল; তথায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে পরম রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা সমুন্নত ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ক্রীট-বাসীরা লিখিতে জানিত। তদ্ভিন্ন, মুদ্রা, ওজন করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণগুলিও তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রীটের নৃপতিগণ অতি পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের পোতসমূহ ঈজিয়ানসাগরে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং বাণিজ্য ও উপনিবেশের সাহায্যে ক্রীটের প্রভাব দ্বীপপুঞ্জে, গ্রীসে ও তদপেক্ষাও দূরদূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক ইতিহাসের রাজা মিনোসের (Minos) উপাখ্যান ইহারই নিদর্শন। ক্রীটে [illegible] দেবজননী রেয়া নামে পরিচিতা দেবতা প্রধান উপাস্য ছিলেন।

তথায় শব সমাহিত হইত। পুরুষ ও রমণীর পরিচ্ছদে অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না, অথচ তাহা শোভন ও সুরুচিসঙ্গত ছিল। পুরুষেরা শ্মশ্রু বা গোঁপ রাখিত না। ক্রীটানেরা যুদ্ধে ও মৃগয়ায় শূল, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ও রথ ব্যবহার করিত। তাহারা বিবিধ প্রয়োজনে যান্ত্রিকযন্ত্রনির্ম্মাণে যে দক্ষতা দেখাইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে তাহার তুলনা মিলে নাই।

ক্রীটে নারীজাতির মর্য্যাদা ও অধিকার পুরুষদিগের প্রায় সমতুল্য ছিল; রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাদিগের প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকিত না।

মিনোসের নামানুসারে এই প্রাচীন সভ্যতা "মিনোয়ান" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈজিয়ান সাগরের নামে ইহা "ঈজিয়ান" বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ম্যকীনাই (Mycenae) যুগের সভ্যতা

(১৫০০—১১০০ সন)

ক্রীটের প্রভাবে নিজ গ্রীসে যে সভ্যতার উদ্ভব হয়, ম্যকীনাই নগরের নামে তাহা ম্যকীনীয় সভ্যতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পেলপনীসসের পূর্ব্বভাগে, আর্গসের সমতলভূমিতে ম্যকীনাই ও সাগরোপকূলে টিরীন্স (Tiryns)—এই দুই স্থানে উহার প্রচুর চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় স্থলেই প্রস্তররচিত দুর্গ ও হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে এই যুগে স্থাপত্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বাসগৃহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্ম্মিত হইত। রাজপ্রাসাদে বিচিত্র কারুকার্য্যের অভাব ছিল না। সমাধি-কক্ষগুলিও চমৎকার। তখন পর্য্যন্ত গ্রীসে শবদাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ম্যকীনীয় সভ্যতা কাংস্য ও তাম্রযুগের সাক্ষ্য দিতেছে; লৌহ তখন এত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ ছিল, যে উহা অলঙ্কারার্থ ব্যবহৃত হইত। পুরুষেরা দীর্ঘকেশের বেণী বাঁধিত, এবং শ্মশ্রু রাখিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাসে সদ্বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই কালের অনেক চিত্রিত উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল মৃৎপাত্র, প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রাদি এবং বিবিধ গৃহব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হোমারের মহাকাব্যে এই সভ্যতার পরিণতাবস্থা অঙ্কিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখাইয়ান জাতি ও ট্রয়ের যুদ্ধ

ম্যকীনাই সভ্যতার মধ্যাহ্নকালে উত্তর হইতে আখাইয়ান নামক আর্য্যজাতির একটী শাখা গ্রীসে উৎপতিত হইয়া কালক্রমে পেলপনীসসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। দীর্ঘ তরবারি, গোলাকার ঢাল ও

ব্রোচ ইহাদিগের বিজয়-বার্ত্তার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে; ইহারাই গ্রীসে শবদাহ করিবার রীতি প্রবর্ত্তন করে।

ক্ষুদ্র আসিয়ার উপকূলে, উত্তরে ট্রয়-শাসিত প্রদেশ হইতে দক্ষিণে কারিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগে, কারিয়ান, লেলেগীস (Leleges) প্রভৃতি যে সকল জাতি বাস করিত, তাহারা গ্রীস ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের জ্ঞাতি ছিল, অথচ ম্যকীনীয় সভ্যতা ঐ সকল প্রদেশে স্থান পায় নাই, ইহার কারণ কি? সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, পশ্চিম আসিয়ার দুর্দ্ধর্ষ হিটাইট (Hittite) রাজ্য বৈদেশিক প্রভাব উপকূল হইতেই অপসারিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই জাতিই ট্রয়ের ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ ধ্বংস করে। ধ্বংসাবশেষের উপরে ক্রমে আরও চারিটী নগর প্রতিষ্ঠিত হয়; পঞ্চমটী অন্তর্হিত হইলে যে পুরী নির্ম্মিত হয়, তাহাই হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডে প্রিয়ামসের (ইংরেজী Priam) রাজধানীরূপে চিত্রিত হইয়া মানবের স্মৃতিপথে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ট্রয় হেলেস্পণ্ট প্রণালীর অদূরে অবস্থিত ছিল; নানাদিগ্দেশাগত বাণিজ্যতরী নৈসর্গিক প্রতিকূলতা-নিবন্ধন ইহারি শাসনসীমার মধ্যে মিলিত হইত; এই সুযোগে ঐ নগরের অধিপতি বণিক্দিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। থ্রেস ও পাইওনিয়া হইতে মদ, তরবারি ও শ্বেত অশ্ব আসিত; পূর্ব্বে পাফ্লাগোনিয়া ও কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী জনস্থান হইতে কাষ্ঠ, রৌপ্য, সিন্দুর ও বন্যগর্দ্দভ প্রেরিত হইত; দক্ষিণে কারিয়া প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরাও বাণিজ্যব্যপদেশে ট্রয়ের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া পারিত না; সুতরাং বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সন্ধিস্থলে থাকিয়া ও তদুপরি আধিপত্য বিস্তার করিয়া ট্রয় যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে; আর এই জন্যই যে উহা গ্রীকদিগের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইবে, এবং যাবৎ উহার বিলোপ সাধিত না হয়, তাবৎ যে তাহারা বিনিদ্ররজনী যাপন করিবে, তাহাও কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ট্রয়ের রাজকুমার পারিস স্পার্টার রাজা মেনেলায়সের পত্নী রূপবতী হেলেনাকে হরণ করেন, এবং তাঁহাকে উদ্ধার

করিবার জন্ত গ্রীক ভূপতিরা মিলিত হইয়া ট্রয় অধিকার করিয়া দশ-বৎসরব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরে উহার ধ্বংসসাধনে সফলমনোরথ হন—এই সুপ্রচলিত কাহিনীর মূলে বোধ হয় এই খাঁটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, যে কৃষ্ণ সাগরে যাতায়াত নিষ্কণ্টক করণের উদ্দেশ্যে গ্রীকেরা এই পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পুরীকে ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। সেকালে পরস্ত্রীহরণ একান্ত বিরল ছিল না, সুতরাং হেলেনার উপাখ্যান সর্ব্বৈব মিথ্যা না হইতেও পারে, কিন্তু সত্য হইলেও পরস্ত্রী উদ্ধারের আয়োজন একটা উপলক্ষ বই আর কিছুই ছিল না। ১১৮৪ সনে ট্রয়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

ঐতিহাসিক শিরোমণি থৌকিডিডীস বলেন, ট্রয়ের অভিযান গ্রীক জাতির ঐক্যবন্ধন ও মিলিত প্রচেষ্টার প্রথম দৃষ্টান্ত। জর্ম্মণদেশীয় ইতিবৃত্তলেখক কুর্টসীয়ুসের মতে এই যুদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগণের কলহের ফল, কেন না, আখাইয়ান, ও হোমার যাহাদিগকে ডার্ডানিয়ান (Dardanians) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই ট্রোজানেরা একই বংশের সন্তান ছিল। একথা ঠিক্ হইলেও এই জাতিবিরোধকেই আসিয়া ও ইয়ুরোপের আদি সংঘর্ষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

হোমার-বর্ণিত সভ্যতা।

হোমারের কাব্যে গ্রীকদিগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার যে জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার যথাযথ বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই; আমরা কেবল স্থূল স্থূল কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আর্য্যজাতির অন্যান্য শাখার মত গ্রীকগণের মধ্যেও এই যুগে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু রাজার ক্ষমতা অনিয়মিত ও অপ্রতিহত ছিল না; অভিজাতবর্গের মন্ত্রণাসভা ও জনসভা উহাকে সংহত করিত। পরবর্ত্তীকালের রাজতন্ত্র, গণমুখ্যতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বীজ এই ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল।

এই কালে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। এক একটী গ্রামে এক একটী গোত্র বাস করিত; পরিবারের কর্ত্তা উহার

প্রত্যেক ব্যক্তির দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন। গোত্র, ভ্রাতৃমণ্ডলী ও শাখা —ইহাই আদিম আর্য্যজাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি।

রাজা একাধারে প্রধান পুরোহিত, ন্যায়াধীশ ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিবিধ অধিকার ভোগ করিতেন, এবং স্বীয় প্রাসাদে সহচরবৃন্দদ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। অভিজাতবর্গের মুখ্য পুরুষদিগকে লইয়া একটী মন্ত্রি-সভা গঠিত হইত; উহার সম্মতি ভিন্ন রাজা নিজের ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারিতেন না। রাজার আহ্বানে রাষ্ট্রের স্বত্ববান্ পুরুষেরা জনসভায় মিলিত হইত; উহার স্বয়ং কোনও কার্য্যের সূচনা করিবার অধিকার ছিল না; মন্ত্রীরা যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন, জনসাধারণ তাহার আলোচনা না করিয়া শুধু তদ্বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিত।

এই যুগে রাষ্ট্র পূর্ণাবয়বরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তখন দণ্ডনীতি ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইত। কেহ অপরকে হত্যা করিলে হতব্যক্তির জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার প্রতিশোধ লইত। প্রত্যেক রাজ্যেই বিদেশাগত পুরুষ একেবারে নিরাশ্রয় ছিল; উহার কোনও অধিবাসীর সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হইতে না পারিলে তাহার ধনপ্রাণ নিরাপদ হইত না। গবাদি পশু এইকালে জনমণ্ডলীর ধন ছিল; দাস প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের মূল্য গোদ্বারা নির্দ্ধারিত হইত। সেকালে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি এমন একটা সুপরিচিত ও সমাদৃত ব্যবসায় ছিল, যে নাবিকেরা ঘোর দুর্দৈবে পড়িয়া বিদেশে কাহারও গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেই গৃহস্বামী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বিদেশী অতিথি, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমরা কি অর্ণবচারী জলদস্যু?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীরযুগ—ডোরিয়ান-বিজয়

ট্রয় নগর ধ্বংসের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আর্য্য জাতির ডোরিয়ান নামক শাখা বিপুল জনবলসহ গ্রীসে আবির্ভূত হয়, এবং একে একে উত্তর হইতে দক্ষিণপ্রান্ত ও পূর্ব্বদিকে দ্বীপাবলি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আক্রমণ বা অধিকার করে। ইহারা আটিকা জয় করিতে সমর্থ হয় নাই; ইহাদিগের প্রধান কীর্ত্তিস্থান পেলপনীসস উপদ্বীপ। চরিত্রের দৃঢ়তা ডোরিয়ানদিগের প্রধান লক্ষণ ছিল; এই গুণে ইহারা লাকোনিয়া প্রদেশে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্গ-প্রাচীরবিহীন স্পার্টা-পুরীকে উহার অধীশ্বরী করিয়া তোলে। তদ্ভিন্ন করিন্থ, আর্গস প্রভৃতি নগরে, এবং ঈজিনা, ক্রীট ইত্যাদি দ্বীপে এই শাখার রাজত্ব স্থাপিত হয়।

ডোরিয়ানদিগের উপদ্রবে যখন দেশ ছারখার হইতেছিল, তখন আখাইয়ান ও আইওনিক শাখার লোকেরা ক্ষুদ্র আসিয়ার উত্তরভাগে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে; ইহাদিগের মধ্যে পিটানী, স্মার্ণা, মাগ্নেসিয়া প্রভৃতি নগর উল্লেখযোগ্য। এগুলি "আইওনিক উপনিবেশ" বলিয়া আখ্যাত হইত। ইহার পরে আটিকা ও আর্গলিস প্রদেশ হইতে সমাগত আইওনিক শাখার লোকদ্বারা ক্ষুদ্র আসিয়ার দক্ষিণাংশে কতকগুলি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহাদিগের সাধারণ সংজ্ঞা "যবন" (Ionic)। এই উপনিবেশগুলির মধ্যে মিলীটস, এফেসস, কলফোন, ক্লাজমেনাই প্রভৃতি উত্তরকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যবনদেশেই (Ionia) হোমারের নামে প্রচলিত ইলিয়াড ও অডীসী নামক মহাকাব্যদ্বয় বর্ত্তমান কায়া পরিগ্রহ করে। ইহার দক্ষিণে ডোরিয়ানেরা কয়েকটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র আসিয়ার পশ্চিমোপকূলে গ্রীক প্রভাবকে একেবারে ল্যুকিয়া (Lycia) প্রদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। হীরডটসের জন্মস্থান হালিকার্ণাসস শেষোক্ত উপনিবেশসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

আখাইয়ান ও ডোরিয়ানগণের উপপ্লবে মিনোয়ান সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায় হইল, কিন্তু সহস্র বৎসর পরে গ্রীকেরা রোমের চরণতলে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিলে যেমন জ্ঞানবলে "পরাজিত গ্রীস অসভ্য রোমকদিগকে জয় করিয়াছিল", তেমনি ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা মরিয়াও মরিল না; প্রত্যুত জেতা ও বিজেতার সম্মিলনে এমন এক প্রতিভাশালী নবজাতির উদ্ভব হইল, যাহার গৌরবগাথা গ্রীসের ইতিহাসে পত্রে পত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এখন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মরণহীন মহাদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। আড্রিয়াটিক সাগর হইতে কাস্পীয়ান হ্রদ ও পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে যত জাতি বাস করিত, তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কে কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল; পাশ্চাত্য দলের পরিচালক গ্রীক জাত, প্রাচ্যদলের অধিনায়ক পারসীকগণ। ইহারা পরস্পরের জ্ঞাতি; তমসাচ্ছন্ন আদিম কালে ইহাদিগের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম্ম এক ছিল। কিন্তু শোণিতসম্বন্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই নিবারণ করিতে পারে নাই, গ্রীক ও পারসীকের কলহে উহা কে গ্রাহ্য করিবে?

অতঃপর আমরা আখাইয়ান, ডোরিয়ান প্রভৃতি নাম বর্জ্জন করিয়া গ্রীসের অধিবাসীদিগকে গ্রীক বলিয়া অভিহিত করিব। গ্রীকেরা রাজগণের নেতৃত্বে ঈজিয়ান সাগরের উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরী-রাষ্ট্র (Polis, the city-state) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটী রাজাদিগের প্রধান কীর্ত্তি। অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীসের সর্ব্বত্র রাজতন্ত্রের পতনদশা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল; পরিশেষে স্পার্টার ন্যায় নগরে রাজা প্রায় সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতায় বঞ্চিত হইয়াও রহিয়া গেলেন, আথেন্সে কেবল নামটুকু অবশিষ্ট থাকিল। কিন্তু সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে জনসাধারণ রাষ্ট্র-পরিচালনের অধিকার পাইল, তাহা নহে; অনেক স্থলেই রাজার ক্ষমতা শুধু অভিজাতশ্রেণীর করায়ত্ত হইল। গণমুখ্যতন্ত্রের দুইটী প্রধান কার্য্য, উপনিবেশ স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ। এই কালে নিয়ম অর্থাৎ আইন কানুন সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে। অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে

"বৃহত্তর গ্রীস" জন্মগ্রহণ করেন; অর্থাৎ গ্রীকেরা উপনিবেশ রচনা করিয়া পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর হইতে পশ্চিমে ফ্রান্সের উপকূল পর্য্যন্ত বিপুল ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এতক্ষণ গ্রীসের যে কালের বিবরণ প্রদত্ত হইল, ইতিহাসে তাহা "বীরযুগ" নামে আখ্যাত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এই যুগের যে যে ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

[এরাটস্থেনীস নামক ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হন; ঘটনার সন তাঁহার মতানুযায়ী।]

কাডমস (Cadmus—থীবস্ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা)	১৩১৩
পেলপস্ (পেলপনীসস ইঁহার নামে অভিহিত)	১২৮৩,
বীরাগ্রগণ্য হীরাক্লীস	১২৩১—১২০৯
"আর্গো" নামক অর্ণবপোতের যাত্রা	১২২৫
ট্রয়ের পতন	১১৮৪
থেসালী ও বিওশিয়া জয় এবং ঈওলিক জাতির আগমন	১১২৪
আইওনিক জাতির আগমন	১০৪৪
স্পার্টার লাইকার্গস (Lycurgus)	৮৮৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্পার্টা

এখন আমরা ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পড়িলাম। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিকাশ সাধন গ্রীক জাতির একটা গৌরব; ডোরিয়ানগণের মধ্যে উহার প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লাকোনিয়ার প্রধান নগর স্পার্টা এই শাখার রাষ্ট্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। পাঁচটী গ্রামের মিলন হইতে এই পুরী উদ্ভূত হয়।

শ্রেণী-বিভাগ।

লাকোনিয়ার অধিবাসীরা পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসী (স্পার্টান, Spartiatae), প্রতিবেশী (Perioeci) ও দাস (Helots), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দাসেরা পুরবাসীদিগের ভূমি কর্ষণ করিত; উৎপন্ন শস্যের এক নির্দ্ধারিত অংশ প্রভুর প্রাপ্য ছিল; অবশিষ্টাংশ তাহারা নিজেরা রাখিত। ইহারা সংখ্যায় স্পার্টানদিগের অপেক্ষা অনেক গুণ ছিল; এজন্য ইহাদিগকে বশে রাখিবার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যুবকগণ গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সন্দেহযোগ্য দাসদিগকে বধ করিত। হীলটদিগের অবস্থা কতকটা এদেশের শূদ্রদিগের মত ছিল। ইহারা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিত, এবং যুদ্ধে সৈনিকের কর্ম্ম করিত; ইহাদিগকে না পাইলে স্পার্টার রাষ্ট্রীয় যন্ত্র একদিনেই বিকল হইত; কিন্তু ইহাদিগের প্রতি স্পার্টানেরা যে নির্ম্মম ব্যবহার করিত, তাহা তাহাদিগের ও গ্রীসের একটা ঘোরতর কলঙ্ক।

প্রতিবেশীরা বিজিত আখাইয়ান, আইওনিয়ান ও ডোরিয়ানদিগের বংশধর। তাহারা নগরে বাস করিত; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য তাহাদিগের জীবিকোপায় ছিল; তাহারা পূর্ণাস্ত্র সৈনিক ও সেনাপতির অধিকার ভোগ করিতে পারিত।

বিজেতা ডোরিয়ানদিগের বংশোদ্ভূত পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীরা সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব করিত; কিন্তু পারসীক আক্রমণের সময়ে ইহাদিগের সংখ্যা ছিল মোটে নয় হাজার; চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা তৃতীয় আগিসের আমলে উহা সাত শতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্পার্টানের শিক্ষা না পাইলে, ও একত্র ভোজনের ব্যয় না দিলে বেজেতৃকুলোৎপন্ন বলিয়া অভিমান থাকিলেও কেহ পূর্ণ স্বত্বের অধিকারী হইত না।

শাসন-প্রণালী।

দুই রাজা, মন্ত্রণা-সভা, জন-সভা, ও এফরগণের (Ephors) হস্তে স্পার্টার শাসন-সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত ছিল। রাজাদিগের

ক্ষমতা অধিক ছিল না; তাঁহারা রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত ছিলেন; সুতরাং প্রতিমাসে আপলোদেবের পূজা ও যুদ্ধযাত্রা কালে বলিদানাদি মাঙ্গলিক কার্য্য তাঁহারাই করিতেন। যুদ্ধে তাঁহারা সেনাদলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন; বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহারা বিচারকের আসনেও উপবিষ্ট হইতেন। স্পার্টানেরা মৃত্যুর পরে সমারোহের সহিত তাঁহাদিগের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিত। দুই রাজা ও আটাইশ জন বয়োবৃদ্ধ লইয়া "স্থবির-সমিতি" বা মন্ত্রণাসভা (Gerousia) গঠিত হইত। শেষোক্ত সদস্যগণের প্রত্যেকের বয়স ষাট বৎসরের উপরে হওয়া চাই। জন-সভার সভ্যেরা চীৎকারপূর্ব্বক মত জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিত। ইঁহারা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন, তদ্ভিন্ন ইঁহাদের আরও নানাপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। কেবল কুলীন পরিবারের ব্যক্তিরাই এই সভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, এরূপ প্রত্যেক স্পার্টান জনসভার (Apella) সভ্য ছিল। প্রতিমাসে ইহার অধিবেশন হইত। এই সভা কোন বিষয়ের বিচার করিত না। রাজা বা এফরেরা যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন, ইহা উচ্চরব করিয়া তাহা শুধু অনুমোদন বা অগ্রাহ্য করিত। মন্ত্রণা-সভার সদস্য, এফর ও অন্যান্য রাজপুরুষ নিয়োগ, যুদ্ধঘোষণা ও সন্ধি-সংস্থাপন প্রভৃতি ইহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। স্পার্টায় পাঁচ জন এফর অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষক ছিলেন; জনসভা প্রতিবৎসর আপনাদিগের মধ্য হইতে ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিত। ইঁহাদিগের ক্ষমতা বহুমুখী ও অপরিসীম ছিল। তাঁহারা মন্ত্রণাসভা ও জনসভার সভাপতি ছিলেন; যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালন; বৈদেশিক দূতের সহিত সন্ধিবিষয়ক পরামর্শ; যুবকগণের রীতিনীতির তত্ত্বাবধারণ; রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল; এমন কি রাজদ্বয়ও এফরদিগের শাসনের বাহিরে ছিলেন না। ইঁহারা পদগ্রহণ করিয়াই এই আদেশ ঘোষণা করিতেন, যে "পুরবাসীরা যেন ওষ্ঠে ক্ষৌরকর্ম্ম করে ও বিধিগুলি মান্য করিয়া চলে।"

শিক্ষাব্যবস্থা।

পুরবাসীদিগকে রাষ্ট্রের সেবায় সুদক্ষ করিয়া তোলা এই শাসন-প্রণালীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্পার্টানগরকে একটী বিশাল সামরিক বিদ্যালয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে শিক্ষা, বিবাহ ও দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবন, সকলই এক বিক্রান্ত রণপটু বাহিনী সংগঠনের লক্ষ্য-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই, কুলবৃদ্ধগণ তাহাকে দেখিয়া স্থির করিতেন, যে সে পরিত্যক্ত না লালিত পালিত হইবে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু জননী ও ধাত্রীর ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইত, তৎপরে রাষ্ট্র তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন। বালকেরা কয়েকটী দলে বিভক্ত হইত; প্রত্যেক দলের উপর একজন করিয়া গুরু (paedonomos) থাকিতেন। দেহ যাহাতে দৃঢ় ও সবল হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা দৌড়, লাফালাফি, কুস্তি, নৃত্য প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিত। তাহাদিগকে যে পরিমাণ খাদ্য প্রদত্ত হইত, তাহাতে তাহারা শুধু প্রাণে বাঁচিয়া থাকিত; অধিক আহারের প্রয়োজন হইলে তাহারা চুরি করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত, কিন্তু ধরা পড়িলে সাজা পাইত। তাহারা যাহাতে দুঃখ কষ্ট সহিতে অভ্যস্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে "ঋজু" (Orthia) আর্টেমিসের বেদি সমীপে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করা হইত। পসেনিয়াস লিখিয়াছেন, যে এই দুঃসহ পরীক্ষাকালে দেবীর পুরোহিতা তাঁহার একটী ছোট ও হাল্‌কা দারুপ্রতিমা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন; কশাঘাত মৃদু হইলেই উহা এমন ভারী হইয়া উঠিত, যে তিনি আর বিগ্রহটী ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না; সুতরাং বালকেরা সহজে নিষ্কৃতি পাইত না; কেন না, বেদি তাহাদিগের রক্তে অভিষিক্ত না হইলে দেবীর তৃপ্তি হইত না। উক্ত ভ্রমণকারী ইহাও বলেন, যে নরবলির পরিবর্ত্তে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। (III.116)।

যুবকগণকে সাহসী ও বলিষ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে আর একটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া জলপূর্ণপরিখাবেষ্টিত

এক উপবনে যুদ্ধ করিত। এই যুদ্ধে তাহারা পরস্পরকে নির্ম্মমভাবে নিদারুণ আঘাত করিতেও ছাড়িত না। (Paus. III. 14)। রোমের সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী কিকেরো স্বয়ং একটী যুদ্ধ দেখিয়া লিখিয়াছেন, যে রণমত্ত যুবকেরা প্রাণ গেলেও পরাজয় স্বীকার করিত না। (Frazer's *Pausanias*, Vol. III. p. 336)। তাহারা মানসিক শিক্ষা খুব অল্পই পাইত; কিন্তু তাহাদিগকে গীতবাদ্যে সুনিপুণ করিবার জন্য রাষ্ট্র বিহিত ব্যবস্থা করিতেন। গুরু তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের পরিষদে লইয়া যাইতেন; তথায় তাহারা ভদ্র ও হিতকর আলাপ শুনিয়া চতুর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার সঙ্কেত শিক্ষা করিত। স্পার্টানেরা নিখুঁত অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী ছিল; স্বল্প কথায় রসপ্রকাশের ক্ষমতা তাহাদিগের মত আর কোথাও দৃষ্ট হইত না। কুড়ি বৎসর বয়সে সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইত; তৎপরে যুবকেরা সৈনিকরূপে স্বদেশের সেবা-ব্রত গ্রহণ করিত। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে তাহারা বিবাহ করিতে পারিত। নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি থাকিলে প্রত্যেক পুরবাসীকেই বিবাহ করিতে হইত। সবল সন্তানোৎপাদন পরিণয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং প্রায়শঃ বন্ধ্যানারীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইত, এবং রাষ্ট্রের অনুজ্ঞায় কুলাঙ্গনারা সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্পার্টার বালিকারাও বালকদিগের ন্যায় স্বতন্ত্রস্থানে ব্যায়াম করিত; এইকালে তাহারা প্রায় নগ্নাবস্থায় থাকিলেও তাহা নির্লজ্জতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত না। বালকবালিকারা পরস্পরের ক্রীড়া দর্শন করিত। ব্যায়ামের গুণে স্পার্টার রমণীগণ দৈহিক বল ও সৌন্দর্য্যে গ্রীসে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমির কল্যাণকল্পে অকাতরে অপত্যস্নেহ পদতলে দলন করিতেন।

রাষ্ট্র-সেবা।

ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যুবকগণ রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বত্ব লাভ করিত। কিন্তু তাহাদিগকে প্রতিদিন সায়ংকালে স্বীয় নির্ব্বাচিত দলে একগৃহে একত্র

ভোজন করিতে হইত; নতুবা তাহারা রাত্রীয় স্বত্ব হারাইত। মাসের প্রথমে প্রত্যেকে নিজের ক্ষেত্র হইতে আপনার প্রয়োজনানুরূপ যব, পণির ফল, মদ্য ইত্যাদি আনিয়া ভাণ্ডারে মজুত রাখিত। এই ভোজন-প্রথার নাম "সঙ্গত" (syssitia)। স্পার্টানদিগের পরিচ্ছদ সাদাসিধা ছিল; তাহারা কেবল যুদ্ধকালে পরিপাটী সজ্জা করিত। তখন তাহারা যেন উৎসবে যাইতেছে, এইভাবে রক্তবস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইত। তাহাদিগের গৃহও শ্রীহীন ছিল। তাহারা স্বদেশজাতদ্রব্য ক্রয়ের জন্য লৌহ-মুদ্রা ব্যবহার করিত; বহির্বাণিজ্য ছিল না বলিলেই হয়; কেন না, বিদেশের মানুষই স্পার্টায় সমাদর পাইত না, পণ্যসম্ভারের কথা না বলিলেও চলে। যুদ্ধই স্পার্টানের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধন ছিল; শান্তির সময়ে ব্যায়াম, মৃগয়া ও সদালাপ ভিন্ন অন্য সমুদায় কর্ম্ম সে হেয় জ্ঞান করিত। এই জন্যই স্পার্টা এক বিপুল স্কন্ধাবারে পরিণত হইয়াছিল, এবং এই জন্যই তথায় কোনও ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব হয় নাই।

স্পার্টার বিশেষত্ব।

সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও কিরূপে নিত্য অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহমুখ প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে প্রভুত্ব অপ্রতিহত রাখিতে হয়, স্পার্টানেরা তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। তাহাদিগের আদর্শ অপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা গ্রীসের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বৈদেশিক শক্তিসমূহ যে গ্রীসকে ভয় করিত, স্পার্টাই তাহার কারণ। এই ভয় গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার সহায় হইয়াছিল। তৎপরে, গ্রীকগণের মধ্যে ব্যায়ামের যে এত সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও মূলে স্পার্টার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে, স্বদেশের জন্য জীবনের সর্ব্ববিধ সুখসাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন, বিলাসিতায় বিরাগ, বন্ধুজনে প্রীতি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সংযম ও নিয়মানুগত্য—স্পার্টা শুধু মুখে নয়, কিন্তু হাতে কলমে যুবকদিগকে এই সকল গুণ শিক্ষা দিত। স্পার্টানেরা যেমন ঐহিক বৈভবের প্রতি বীতস্পৃহ ছিল, তাহার উপমা শুধু প্রাচীন ভারতেই মিলিবে। সুতরাং শিল্পে ও

সাহিত্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে যদিচ তাহারা কিছুই রাখিয়া যায় নাই, তথাপি স্পার্টা না হইলে গ্রীস অঙ্গহীন থাকিয়া যাইত। একই দেশে যে যুগপৎ স্পার্টা ও আথেন্সের মত পরস্পর বিপরীত অথচ জাতীয়-ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী শাশ্বতকীর্ত্তি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল—এই গৌরব একা গ্রীসেরই প্রাপ্য।

প্রবাদ আছে, যে লাইকার্গস স্পার্টার শিক্ষা ও শাসন প্রণালীর সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে পূর্ব্ববর্ণিত আকার প্রদান করেন, কিন্তু অধুনা অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আথেন্স

প্রথম কণ্ডিকা

আটিকা

আটিকা প্রদেশ তিন দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত; ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর হইতে সুরক্ষ্য গিরিবর্ত্ম দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়; দক্ষিণে সাগর হইতে উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া শীতকালে উষ্ণতা ও গ্রীষ্মঋতুতে আরামপ্রদ শীতলতা আনয়ন করে। পাইরাইয়ুস (Piraeus) নামক বন্দর আটিকার সৌভাগ্যমণি; বাণিজ্যলক্ষ্মী এখানে অচলা থাকিয়া এই প্রদেশকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

কীফিসস নদী-বিধৌত এই সমতল প্রদেশের অভ্যন্তরে পূর্ব্বদিক্ হইতে কতকগুলি শৈল প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র অবস্থিত; ইলিসস নামক শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী উহার পদতলে প্রবাহিত হইতেছে। উহা উত্তুঙ্গ, এবং পশ্চিম ভিন্ন অন্য সকল

পার্শ্বেই দুরারোহ; কিন্তু উহার সানুদেশে আয়ত সমভূমি আছে, তাহাতে জেয়ুস, পসাইডোন, আথীনা প্রভৃতি দেবতার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; এই শৈলই আথেন্সের চিরবিশ্রুত আক্রপলিস (Acropolis) অর্থাৎ পুরাগ্র বা পুরশীর্ষ।

আটিকা আলস্যের জননী নহে। ইহার ভূমি কঙ্করময়; বারিপাতও অপ্রচুর; সুতরাং কঠোর শ্রম ব্যতিরেকে এখানে ফলশস্যলাভের আশা নাই; কিন্তু যে দুরন্ত আয়াস স্বীকার করিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, সে তাহার অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার পাইবে। যব এ প্রদেশের প্রধান শস্য; উদ্যানে বিবিধ স্বাদুফল উৎপন্ন হয়; জলপাই বৃক্ষের চাষ ইহার সমৃদ্ধির নিদান। ইহার মধুও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত; সমুদ্রে যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যাইত। পর্ব্বতমালা রজত এবং গৃহনির্ম্মাণের প্রস্তর যোগাইত, নিম্নভূমিতে কুম্ভকার নানা পাত্র নির্ম্মাণের উপযোগী মৃত্তিকা পাইত; এখানে শিল্পকলার কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি, আটিকার আকাশ নির্ম্মল, এবং বায়ু শুষ্ক ও স্বচ্ছ; এজন্য অধিবাসিগণের দেহ সদা সুস্থ, স্ফূর্ত্তিময় ও কর্ম্মঠ থাকিতেছে; ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে; এবং প্রাণ প্রফুল্লতায় পূর্ণ হইয়া মনোবৃত্তিগুলিকে সচেতন ও উৎসাহদীপ্ত করিয়া রাখিতেছে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

আথেন্সের উৎপত্তি ও অবস্থান

১। উৎপত্তি।

ঐতিহাসিক যুগে আথীনীয় বলিতে আটিকার সমস্ত অধিবাসীই বুঝাইত, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল; ইহাদিগের মধ্যে এলেয়ুসিস ও আথেন্স সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। আদিম কালে আটিকায় পেলাসগস জাতি বাস করিত;

আক্রপলিসে তাহাদিগের একটী দুর্গ ছিল। গ্রীক জাতির এক শাখা উহা অধিকার করিয়া আথেন্সে প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই শাখার পৌরাণিক আদিপুরুষের নাম কেক্রপ্‌স (Cecrops); পরবর্ত্তীকালে আথানীয়েরা আপনাদিগকে কেক্রপ্সের বংশধর (Cecropes) বলিয়া পরিচয় দিত। এই বংশ পসাইডোন এরেখ্‌থেয়ুস (Erechtheus) দেবের পূজা করিত। কালক্রমে আটিকাবাসী গ্রীকদিগের মধ্যে দেবী আথীনার উপাসকেরা কেক্রপীয়দিগকে পরাজিত করিয়া শৈলোপরি আথীনাপূজা প্রতিষ্ঠা করে। এই দুই দেবতার উপাসকদলের বিরোধ একটী আখ্যায়িকার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, যে পসাইডোন ও আথীনা, উভয়েই ঐ শৈলের অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; আথীনা পবিত্র জলপাই বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন; পসাই-ডোনের ত্রিশূলের আঘাতে ভূগর্ত্ত হইতে এক লবণাম্বু নির্ঝরিণী উৎসারিত হইল; পরিণামে আথীনাই জয়লাভ করিলেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত শৈল "আথেন্স" (Athenai) নাম প্রাপ্ত হইল, এবং উহার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীরা "আথীনীয়" বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। পসাইডোন সিংহাসনচ্যুত হইলেও শৈল হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইলেন না; আথীনার মন্দিরে ইঁহার প্রতিমা স্থাপিত হইল, এবং এরেখ্‌থেয়ুস সর্পরূপ ধারণ করিয়া পুরাতন আবাসেই বাস বরিবার অনুমতি পাইলেন। পসাইডোনের একটী উপাধি হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই এরেখ্-থেয়ুস পরে আথেন্সের ইতিহাসে বীর ও নৃপতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন।

২। অবস্থান।

আটিকাপ্রদেশ করিস্থ যোজকের ন্যায় বাণিজ্যবর্ত্মের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে। ইহাতে আথেন্স দুইদিকে লাভবান্ হইয়াছে। প্রথমতঃ, উহাতে উপকূলবর্ত্তী নগরের বিলাসিতা ও পাপাচার প্রবেশ করিতে পারে নাই; তৎপরে, উহা আকস্মিক্ বিপদ হইতে চিরদিন মুক্ত ছিল। আথেন্স সমুদ্র হইতে দুই কি আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী; এজন্য শত্রুগণ যে

অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পুরী অধিকার করিবে, আথীনীয়দিগের এমন আশঙ্কা ছিল না; অথচ এই সামান্ত দূরত্বনিবন্ধন তাহাদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়েও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

আক্রপলিস আথেন্সের হৃৎপিণ্ড; প্রাচীরবেষ্টিত নগরটীকে একখানি চক্রের সহিত উপমিত করিলে উক্ত শৈল উহার সমুচ্চ নাভি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আক্রপলিস ব্যতীত আরও দুইটী শৈল ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রথম, আক্রপলিসের উত্তরপশ্চিমে আরেইওপাগস; একটী অনুচ্চ বাহু উভয়কে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহাতে যে বয়োবৃদ্ধ সভার অধিবেশন হইত, তাহা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ইহার দক্ষিণপশ্চিমে ও আক্রপলিস হইতে সিকি মাইল পশ্চিমে প্ন্যুক্স (Pnux); ইহা জনসভার অধিবেশনের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহার উপরিভাগে একটী বিপুল চত্বরের চিহ্ন অত্যাপি বিত্তমান আছে। তাহাতে দণ্ডায়মান থাকিলে ত্রিশ হাজার ও উপবেশন করিলে আঠার হাজার লোক স্থান পাইত।

আথেন্সেও নদীর জল অপেয়। "সুপ্রবাহিনী" ও অন্যান্ত নির্ঝরিণী, কূপ, কৃত্রিম জলাশয়, এবং পয়ঃপ্রণালী আথীনীয়দিগকে পানীয় জল জোগাইত।

পুরীর চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে, তাহার অনেকগুলি প্রবেশদ্বার; প্রধানটীর নাম "যুগলদ্বার" (Dipylon); উহা উত্তরপশ্চিমকোণে "কুম্ভকারপল্লীতে" (Keramikos) দৃষ্ট হইতেছে। ঐ পল্লী "বহিঃস্থ" ও "অন্তঃস্থ," এই দুই ভাগে বিভক্ত; নামেই বুঝা যাইতেছে, প্রথমটী প্রাচীরের বাহিরে ও দ্বিতীয়টী উহার অভ্যন্তরে অবস্থিত। নগরোপকণ্ঠস্থ কুম্ভকারপল্লীতে রাজপথের উভয় পার্শ্বে সমাধিস্থান। সলোন, পেরিক্লীস ইত্যাদি আথেন্সের বিখ্যাত পুরুষেরা এখানে শেষবিশ্রাম লাভ করিতেন, এজন্ত ইহা বৈদেশিক দর্শকের পক্ষে একটী তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

"যুগলদ্বার" হইতে এলেয়ুসিসের "পুণ্যপথ" চলিয়া গিয়াছে। এই দ্বারের সন্নিকটে একটী সৌধ আছে, তাহার নাম "যাত্রা-গৃহ" (pompeion);

আথীনার বিশ্বোৎসবাদি পর্ব্বের যাত্রীরা এই গৃহে যাত্রার জন্য সমবেত ও সজ্জিত হইত। চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে সোক্রাটীসের একটী কাংস্যময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আসুন, আমরা এই দ্বার দিয়া পুরীতে প্রবেশ করি। আমরা যে পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহার পার্শ্বে পণ্যবীথিকা; সেগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা সভাভূমিতে (agora) উপনীত হইলাম; সম্মুখে আরেইওপাগস, আর ঐ বামে আক্রপলিস। সভাভূমির উত্তরাংশ ব্যবসাবাণিজ্য ও দক্ষিণাংশ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের জন্য পরিচ্ছিন্ন। উহার চতুর্দ্দিকে কত কত পণ্যশালা, রাজকীয় গৃহ ও আরামভবন রচিত হইয়াছে। আথীনীয়দিগের রাষ্ট্রীয়জীবন কেন্দ্রীভূতরূপে এইস্থানেই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

পরিশেষে আমরা আক্রপলিসশিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, উহার পদতলে চতুষ্পার্শ্বে পুরী প্রসারিত রহিয়াছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা

শাসন-প্রণালী

গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় আথেন্সেও প্রথমে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তৎপরে তথায় গণমুখ্যতন্ত্র, এবং পরিশেষে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিজাতবর্গ অগ্রে "পলেমার্খস" (polemarkhos) নামে সেনাপতি নিয়োগ করিয়া রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করেন; একাদশ শতাব্দীতে আর্খোন নামে আখ্যাত রাজপ্রতিনিধির পদ সৃষ্ট হয়। আর্খোন আজীবন শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেন; সুতরাং রাজার যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার ক্রমে অন্তর্হিত হইল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নিয়ম হইল, যে আর্খোন দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। ৬৮৩—২ সন হইতে বার্ষিক নির্ব্বাচনের বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। এতাবৎকাল আথেন্সে রাজার নাম বা অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। বরং "রাজা" আর্খোন নামক পদ আথেন্সের ইতিহাসে তাঁহার পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি চিরকাল জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

এই যুগে আটিকার অধিবাসীরা চারি শাখায় ও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ধনী ও দরিদ্রের দ্বন্দ্ব তখন হইতেই বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছিল।

রাজপ্রতিনিধি, রাজা ও সেনাপতি, এই তিন জন রাজপুরুষ, এবং আরেইওপাগস নামক পরিষৎ রাষ্ট্র শাসন করিতেন; শাসনকর্ত্তা ও সদস্য, সকলেই ধনী কুলীনদিগের দ্বারা স্বদল হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কৃষকগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ৬২১ সনে ড্রাকোন্ (Dracon) "সংহিতাকার" নিযুক্ত হন। তিনি দণ্ডবিধির উন্নতি সাধন করেন। নিষ্ঠুর দণ্ডদানের পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার যে অখ্যাতি আছে, অধুনা তাহা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইয়াছে।

চতুর্থ কণ্ডিকা

সলোন

গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ড্রাকোনের সংহিতা দ্বারা দরিদ্র কৃষকগণের প্রতি ধনী উত্তমর্ণের অত্যাচার প্রশমিত হইল না। তাহারা ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল, এবং অনেকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইল। শাসনদণ্ড ধনীদিগের করায়ত্ত, সুতরাং দুর্ব্বল সবলের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া সুবিচারের প্রত্যাশায় বৃথা রাজদ্বারে কাঁদিয়া মরিতেছিল। এমন অবিচার লোকে চিরকাল সহিতে পারে না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা দেখিলেন, একটা সামাজিক বিপ্লব ঘনাইয়া আসিতেছে। তখন সলোন মধ্যস্থ মনোনীত হইলেন। ইনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হইলেও অতি উদারপ্রকৃতি, সংযত-চিত্ত ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। সলোন আইওনিয়া প্রদেশে পর্য্যটন করিয়া তথাকার সাহিত্য দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। ইঁহার কবিত্বের খ্যাতিও অশ্লাঘ্য ছিল না। বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শনের গৌরবে ইনি গ্রীসের "সপ্তজ্ঞানীর" মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সলোন স্পষ্ট কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, সুতরাং ইনি বিরোধী কোন দলেরই অনুরাগী ছিলেন না। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্," ইহাই ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

সলোন মধ্যস্থের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে ৫৯৪—৩ সনে কিংবা তাহার পরবৎসর আর্খোনপদে নির্ব্বাচিত হন। ইনি কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঘোষণা করেন, যে যাহারা ঋণদায়ে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের ঋণ খারিজ হইল, এবং তাহারা দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইল। তৎপরে তিনি নিয়ম করিলেন, যে ঋণের জন্য কেহই দাসত্বে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। একজন কি পরিমাণ ভূসম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে, তাহাও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দরিদ্রের দুঃখক্লেশ নিবারণকল্পে এই সকল ব্যবস্থা করিয়া সলোনশাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সংস্কারের কার্য্য চতুর্থ অধ্যায়ে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম কণ্ডিকা

পাইসিষ্ট্রাটস

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে, সলোনের অন্তরঙ্গ বন্ধু পাইসিষ্ট্রাটস (Peisistratos) সেনাপতি পদে বৃত হইয়া সালামিস দ্বীপ অধিকার করেন। এই ঘটনা আথেন্সের প্রভূত কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু এই পাইসিষ্ট্রাটসই কয়েক বৎসর অন্তে গণতন্ত্র পর্য্যুদস্ত করিয়া আথেন্সের একচ্ছত্র প্রভু হইয়া বসিলেন। ইঁহার রাজত্ব ইতিহাসে "নিয়মানুগত একনায়কত্ব" (constitutional tyranny) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পাইসিষ্ট্রাটসের শাসনকালে আথেন্সে শান্তি বিরাজিত ছিল; ইনি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এজন্য পুরবাসীরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। একনায়কত্ব উন্মূলিত হইলে এই অভিজ্ঞতা তাহাদের বান্ধবের কাজ করিয়াছিল। ডীলসের উৎসবটীকে আথেন্সের হস্তে আনয়ন, হোমারের কবিতাবলির বিশুদ্ধ সংস্করণ সম্পাদন, আথীনার বিশ্বোৎসবে নবভাবের সঞ্চার, জেয়ুসের কারুকার্য্যময় বিশাল মন্দির রচনার সূচনা, ডিওনীসসের প্রধানোৎসব প্রবর্ত্তন, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, প্রভৃতি কার্য্য-দ্বারা পাইসিষ্ট্রাটস আথেন্সের প্রচুর হিতসাধন করেন।

পাইসিষ্ট্রাটসের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হিপিয়াস (Hippias) পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৫২৮—৭ সন); দ্বিতীয় পুত্র হিপার্খস (Hipparchos) রাজকার্য্যে তাঁহার সহযোগী হইলেন। ইঁহারা রাষ্ট্রশাসনে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন; ইঁহাদের সাহিত্যানুরাগও শ্লাঘনীয় ছিল; কিন্তু তথাপি ইঁহারা নিরুপদ্রবে দীর্ঘকাল রাজত্বসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। হার্ম্ডিয়স (Harmodios) ও আরিষ্টগাইটোন (Aristogeiton) নামক দুই বন্ধু কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া আথীনার বিখোৎসবে দুই ভ্রাতাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্র সম্যক্ সফল হইল না। হিপার্খস হত হইলেন বটে, কিন্তু হিপিয়াসকে আততায়ীরা স্পর্শও করিতে পারিল না। হিপার্খসের রক্ষীদিগের হস্তে হার্ম্ডিয়সের প্রাণ গেল; আরিষ্টগাইটোন পলায়ন করিয়াও রক্ষা পাইলেন না; কিয়ৎকাল পরেই ধৃত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অতঃপর হিপিয়াস সন্দেহাকুল হইয়া রাষ্ট্রশাসনে কঠোরনীতি অবলম্বন করিলেন, এবং তাহার ফলে আথীনীয়দিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহারা প্রথমে ষড়যন্ত্রকারী বন্ধুদ্বয়ের জন্য একটীও উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে নাই; হিপিয়াসের নিষ্ঠুরাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া এখন হইতে তাহারা স্বদেশসেবকের আদর্শরূপে তাঁহাদিগের স্মৃতির পূজা করিতে লাগিল। রাজ্যে যখন অসন্তোষের ঝটিকা উত্থিত হইল, তখন আথেন্সের এক নির্ব্বাসিত বংশের পুরুষেরা স্পার্টার সাহায্যে হিপিয়াসকে সপরিবারে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন (৫১০ সন)।

আথীনীয় গণতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইস্থেনীস পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাসিত আল্ক্মএওন (Alcmaeon) বংশের লোক ছিলেন। ইনি শাসন-প্রণালীর যে যে সংস্কার সাধন করেন, চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আথেন্সের নব-সংস্কৃত গণতন্ত্র শৈশবেই যে অগ্নি-পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রীসের অগ্নি-পরীক্ষা

পারসীক সাম্রাজ্যের সহিত জীবনমরণ সংগ্রাম

প্রথম কণ্ডিকা

পারসীক জাতি

গ্রীকেরা আপনাদিগকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিত; তাহারা অবজ্ঞাভরে অন্য সমুদায় জাতিকে "বর্ব্বর" নাম দিয়াছিল; কিন্তু হীরডটসের অন্তঃকরণে এই জাতীয় সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। তিনি এমন সত্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ছিলেন, যে অনায়াসেই শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, হীরডটস যেমন স্বদেশ-বৈরী পারসীকদিগের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। আমরা তাঁহার কথায় পারসীক জাতির ধর্ম্ম ও রীতিনীতি বর্ণনা করিব; স্থানে স্থানে তাঁহার বাক্যের সহিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত হইবে। হীরডটস বলিতেছেন (Book I. 131—139)—

১। ধর্ম্ম।

"পারসীকেরা প্রতিমা পূজা করে না; তাহাদিগের মন্দির বা বেদি নাই, এগুলিকে তাহারা অজ্ঞতার ফল বলিয়া বিবেচনা করে। আমার মতে ইহার কারণ এই, যে তাহারা গ্রীকদিগের ন্যায় বিশ্বাস করে না, যে দেবগণের স্বরূপ মানুষের মত। তাহারা সমুচ্চ পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া জেয়ুসের আরাধনা করে; নভোমণ্ডলকে তাহারা এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু ও বারিকেও নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। প্রাচীন কাল হইতে তাহারা শুধু এই দেবতাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু পরে তাহারা আসীরীয়

ও আরবদিগের নিকটে বরুণীর (Ourania) উপাসনাও শিক্ষা করিয়াছে। গ্রীক আফ্রডিটীকেই আসীরীয়েরা ম্যুলিট্টা, আরবেরা আলিট্টা ও পারসীকেরা মিত্রা কহে।"

অতঃপর বলিদানের প্রণালী বর্ণনা করিয়া হীরডটস গ্রীক ও পারসীক পদ্ধতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি পারসীক ধর্ম্মের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল। তিনি অহুর মজদ ও জরথুশ্‌ত্রের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে সম্ভবতঃ পারস্যের লৌকিক ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আদিম আর্য্য ধর্ম্মের স্মৃতি বিদ্যমান আছে।

ঋগ্বেদের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভারতীয় ও পারসীক আর্য্যজাতির ধর্ম্ম এক ছিল। পারস্যে জরথুশ্‌ত্র (১০০০ সন—হোগ ও ঢালা; ৬৬০—৫৮৩ সন—জ্যাক্‌সন) উহার সংস্কার সাধন করেন। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এই—

ঈশ্বর—অহুর মজদ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই নামের অর্থ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু। তিনি রক্ষক, পালক, বিধাতা; তিনি দয়াময়, মহিমাময়, মঙ্গলালয়, শুভদাতা, স্বাস্থ্যবিধাতা; তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বাধিপতি, বিশ্বজয়ী; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময়, রাজাধিরাজ। তিনি সত্য, জ্ঞান, অমৃত, শিব, পবিত্র, পুণ্যস্বভাব।

জরথুশ্‌ত্র-বিরচিত "গাথা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থে "আমেষা স্পেন্তা" আখ্যাত ছয়জন দেবতার বর্ণনা আছে। ইঁহারা অহুর মজদর সহচর; এক অর্থে তাঁহার স্বরূপ। ইঁহাদিগের নাম—(১) বহু মনো (উত্তম মন, জ্ঞান); (২) অষ বা অষ বহিস্ত (ঋত, সত্য, ধর্ম্ম); (৩) ক্ষথ্র বা ক্ষথ্র বইর্য (রাজত্ব); (৪) (স্পেন্ত) আর্মইতি (শ্রদ্ধা); (৫) হউর্বতাৎ (পূর্ণতা); (৬) অমৃততাৎ (অমৃতত্ব)। পরবর্ত্তীযুগের আবেস্তায় "যজত" (পূজ্য) নামক প্রায় চল্লিশ জন উপদেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে মিথ্র (মিত্র), বেরেথ্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন), অইর্যমন্ (অর্য্যমন্) হওম (সোম), পরেন্দি (পুরন্ধি), উষঃ (ঊষা), বয়ু (বায়ু), বা বত (বাত), নইর্যোসঙ্ঘ (নরাশংস), অপম্‌ নপৎ (অপাং নপাৎ) ও মন্থ্

স্পেন্ত (মন্ত্র) বৈদিক। হীরডটস সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি যে সকল দেবতার নাম করিয়াছেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এতদ্ব্যতীত পারসীকেরা "ফ্রবষি" নামে অভিহিত এক শ্রেণীর অশরীরী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ফ্রবষি মানবাত্মার আদি-প্রকৃতি ও আদিরূপ। কেহ কেহ ইহাদিগকে বৈদিক পিতৃগণের অনুরূপ বিবেচনা করেন; কিন্তু ফ্রবষির তত্ত্বটী বস্তুতঃ খুব জটিল।

ইরাণীয় শাস্ত্রকারেরা বলেন, মনুষ্য পাঁচটী উপাদানে রচিত, যথা, অহু (অসু), দএনা (ধ্যান), বওদঙ্হ (বুদ্ধি), উর্বান (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক), এবং ফ্রবষি। মানুষের দেহ ও আত্মা তাহার ফ্রবষির আদর্শে তদনুরূপ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সহযোগে সৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব হইতে অহুর মজদ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর একটী করিয়া ফ্রবষি আছে। (N. D. Khandalwala in the *Cama Memorial Volume*)।

অঙ্গ্র মইন্যু (Ahriman) অহুর মজদর প্রতিপক্ষ, পাপ ও অমঙ্গলের রূপ, কিন্তু অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্ নহে। (এ বিষয়ে মতভেদ আছে।)

মানবধর্ম্ম—দেহ শুদ্ধ রাখিবে; মননে, বচনে, কর্ম্মে পবিত্র থাকিবে। হুমত (সুমত, সুমনন), হুক্ত (সূক্ত, সুবচন) ও হ্বর্ষ্ট (সু-বর্ষ্ট, সুকৃত), এই তিনটী প্রত্যেক মানুষের সাধনীয়।

সুমনন—ঈশ্বরের ধ্যান; মানবে প্রীতি; প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, করুণা।

সুবচন—সত্যপালন, অঙ্গীকার রক্ষা, ঋণ পরিশোধ, প্রিয়বাক্য কথন।

সুকৃত—দীনে দয়া, ভূমি কর্ষণ ও জল সেচন, পথিককে আহার ও পানীয় প্রদান; বিবাহে সহায়তা করণ, উদ্বৃত্ত অর্থদান।

উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন গর্হিত কর্ম্ম। যাবৎ পরমায়ুঃ আছে, তাবৎ বাঁচিয়া থাক। "জীজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—যতকাল ইচ্ছা বাঁচিয়া থাক।

মানবাত্মা—আত্মা অমর, অনন্ত আনন্দের অধিকারী। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। মরণান্তে উপরত আত্মাকে 'চিন্বৎ'

নামক সেতু পার হইতে হয়, তখন সে কর্ম্মফল ভোগ করে। সুকৃতি-কারী স্বর্গে যায়; দুষ্কৃতিকারী অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইবার জন্য নরকে পতিত হয়।

পবিত্রতা মানবের পরম শ্রেয়ঃ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য, আলস্য ও উদ্বেগ বর্জ্জন করিবে। সাধ্বী রমণীর পাণিগ্রহণ কর; শ্রমশীল ও মিতাচারী হইয়া স্বোপার্জ্জিত বিত্ত ভোগ কর। শত্রুর সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিও। সংসারে ধনজন বা অন্য কোন সুখেরই গর্ব্ব করিও না। অহুর মজদর সহকর্ম্মী হইয়া নিরন্তর পাপের সহিত সংগ্রাম করিবে।

পারসীকেরা অগ্ন্যুপাসক, এই ধারণা অমূলক। অগ্নি পবিত্রতা-ব্যঞ্জক, এই জন্য তাহারা ইহার সমাদর করে। আবেস্তার 'অতর' (বৈদিক অত্রি) ও ঋগ্বেদের অগ্নির স্তোত্রে সৌসাদৃশ্য আছে।

২। রীতিনীতি।

হীরডটস পুনশ্চ বলিতেছেন—"পারসীকদিগের মধ্যে জন্মদিনের উৎসবটী সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত। তাহারা মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা ফলই অধিক আহার করিয়া থাকে। * * এই জাতি বড় মদ্যপ্রিয়; এক এক বারে ইহারা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে। [পারস্যের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিমিত মদ্যপানের প্রশংসা ও অপরিমিত মদ্য-পানের নিন্দা আছে।] * * পারসীকেরা মদে বিভোর হইয়া গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে, এবং তাহারা যে মীমাংসায় উপনীত হইল, পর দিন প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়; পূর্ব্ব মীমাংসা স্থিরতর থাকিলে তবে তাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করে। কখন কখনও ইহার বিপরীত প্রণালীও অনুসৃত হইয়া থাকে।"

"পারস্যে সমশ্রেণীর লোকে পরস্পরকে চুম্বন করে; যাহারা অধম তাহারা উত্তমদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। * * পারসীকেরা আপনাদিগকে ভূমণ্ডলের আর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।"

"পারসীকেরা যেমন সহজে বৈদেশিক আচার ব্যবহার অনুকরণ করে, এমন আর কোন জাতিই নয়। ইহারা মীডিয়া দেশের পরিচ্ছদ ও মিসরের বর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। একটা বিলাস-সামগ্রীর সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা উহা নিজের করিয়া লয়। এই জন্যই ইহারা গ্রীকদিগের নিকটে অস্বাভাবিক পাপ শিক্ষা করিয়াছে। প্রত্যেক পারসীক একাধিক রমণী বিবাহ করে এবং তদ্ভিন্ন বহু উপপত্নী রাখে।"

"যুদ্ধে শৌর্য্য প্রকাশের পরেই ইহারা বহুপুত্রের জনক হওয়াটা পুরুষত্বের প্রমাণ বলিয়া গণ্য করে। প্রতি বৎসর রাজা যাহার পুত্র সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে বহুমূল্য পুরস্কার পাঠাইয়া দেন; কেন না, পারসীকেরা ভাবে যে সংখ্যাই বল। ইহাদিগের পুত্রগণ পঞ্চম হইতে বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত অশ্বারোহণ, তীর নিঃক্ষেপ, ও সত্য কথন, কেবল এই তিনটী বিষয় শিখিয়া থাকে।"

"আমার বিবেচনায় পারস্যের একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম এই, যে তথায় রাজা প্রথম অপরাধে কাহারও প্রাণদণ্ড বিধান করেন না, এবং দাসও একবার অপরাধ করিলে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয় না।"

"পারসীকদিগের বিশ্বাস এই, যে যাহা করা অন্যায়, তাহা বলাও অন্যায়। তাহাদিগের মতে সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কর্ম্ম, মিথ্যা কথা বলা, এবং তৎপরেই ঋণ করা; ঋণগ্রহণ যে এত ঘৃণিত, ইহাই তাহার একটী কারণ, যে ঋণকারী মিথ্যা কথা না বলিয়াই পারে না।"

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

পারসীক সাম্রাজ্য

[আসীরিয়া, বাবীলোনিয়া, লীডিয়া]

স্পার্টা, আথেন্স প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রের শৈশবাবস্থায় আসিয়ার পশ্চিম ভাগে মহাপরাক্রান্ত আসীরিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সার্গনের রাজত্বকালে (৭২২-৭০৫ সন) উহা ঐশ্বর্য্যের চরম শিখরে আরোহণ করে। নিনেভা আসীরিয়ার রাজধানী ছিল। ইহার

পূর্ব্বদিকে মীডিয়া অবস্থিত। অষ্টম শতাব্দীর অন্তকালে এই দেশের অধিবাসীরা দায়াউকুর (Deioces) নেতৃত্বে আসীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মীডিয়া-রাজ ফ্রাঅর্টীস (Phraortes) উক্ত রাজ্যের দক্ষিণস্থ পারস্য জয় করেন। এই মীড ও পারসীকেরা আর্য্যজাতির দুই শাখা সুতরাং পরস্পরের জ্ঞাতি। ৬০৬ সনে বাবীলোনের রাজা নাবপালাসার (Nabopalassar) ও মীডিয়ার অধিপতি উবক্ষতর (Cyaxares) মিলিত হইয়া আসীরিয়ার সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্যটীকে আত্মসাৎ করেন। সুবিখ্যাত নেবুকাড্‌নেজার (Nabucadnezar) (৬০৪-৫৬২ সন) নবগঠিত বাবী-লোনিয়া রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন।

[লীডিয়া]

গ্রীকেরা এই সকল প্রতাপান্বিত ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যের সংবাদ বড় রাখিত না, কেন না, ইহাদিগের উত্থানপতন তাহাদিগকে স্পর্শ করিত না। কিন্তু ক্ষুদ্র আসিয়ার লীডিয়া রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র। ইহার সহিত তাহাদিগের যোগ একটু ঘনিষ্ঠই ছিল। লীডিয়ার রাজধানী সার্ডিস; এই নগর হইতে গ্রীসের কি ঘোর অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। লীডিয়ার রাজা ক্রীসস (Crœsus) (৫৬০-৫৪৬ সন) গ্রীসের ইতিহাসে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন। ইনি এক মিলীটস ভিন্ন আসিয়ার সমুদায় গ্রীক রাষ্ট্র স্বরাজ্যভুক্ত করেন। পূর্ব্বে হালীস্‌নদী হইতে পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইনি গ্রীক দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালেই এফেসস নগরস্থ আর্টেমিসের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইনি ডেল্‌ফির দেবতাকে এত সুবর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে তাহা দেখিয়া পুরোহিতেরাও চমকিত হইয়া-ছিলেন। লীডিয়াতেই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হয়। গ্রীস ও লীডিয়া, উভয়েই পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—হীরডটসের ইতিহাসে ক্রীসস এই নীতিবাক্যের উজ্জ্বলতম উদাহরণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন।

অগণন ধনরত্নের অধীশ্বর রাজাধিরাজ ক্রীসসের পরিণাম অতি শোকাবহ। ইনি যখন রাজ্যের পরিধি আরও প্রসারিত করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে পারস্যে এক মহাবীর আবির্ভূত হইলেন। এই বীর দিগ্বিজয়ী খস্রু (Cyrus the Great)। ইনি ক্রীসসের ভগিনীপতি মীডিয়া-রাজ আষ্ট্যাগীসকে (Astyages) সিংহাসনচ্যুত করিয়া পারসীক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রীসস ইঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; রাজধানীর সম্মুখে তিনি আবার পরাস্ত হইলেন; কিয়ৎকাল অবরোধের পরে সার্ডিস শত্রুহস্তে পতিত ও লুণ্ঠিত হইল। রাজ্যভ্রষ্ট ক্রীসস মীডিয়াদেশে বন্দিদশায় অন্তিমকাল যাপন করিলেন।

তৃতীয় কণ্ডিকা

আসিয়াবাসী গ্রীকগণের স্বাধীনতাবিলাপ

এইবার পারস্যের সহিত গ্রীসের সংঘর্ষ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এতদিন লীডিয়া মধ্যে থাকিয়া গ্রীক জাতিকে আসীরিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তা'ছাড়া, লীডিয়ার সহিত গ্রীসের আদানপ্রদানজনিত একটা সখ্য জন্মিয়া গিয়াছিল। এখন যে সাম্রাজ্য দুর্নিবার বেগে গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিতে চলিল, তাহার রাজধানী সুসা উপকূল হইতে তিনমাসের পথ; অধীনস্থ রাজ্যসমূহ ক্ষত্রপ-গণের (satraps) শাসনাধীন; রাজচক্রবর্ত্তী দুরধিগম্য; সুতরাং গ্রীক ও পারসীকেরা সগোত্র হইলেও পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার শুনিবার সুযোগ পাইল না। দুই জাতিই আর্য্যভাষাভাষী; দুই জাতিই বহুগুণের আধার; ইহারা মিলিত হইতে পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু কালবশে ও অবস্থার পার্থক্যে ইহারা ভিন্নপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উর্ব্বর ক্ষেত্র; পারস্য যথেচ্ছাচার একনায়কত্বের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং সম্রাট্ খস্রুর সময় হইতে উভয়ের মধ্যে দুই শতাব্দীব্যাপী যে সংগ্রাম আরব্ধ হইল, তাহা প্রকৃতই আর্য্য ও অনার্য্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, আসিয়া ও ইয়ুরোপের শাশ্বত

বিরোধ। বাবীলোনীয়, ফিনিসীয়, আরব্য, তুরুক, যুগে যুগে আসিয়ার কত জাতির সহিতই ইয়ুরোপের বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল—এখনই বা কে বলিতে পারে, যে দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে ?

গ্রীক চরিত্রে এই একটা মারাত্মক ত্রুটি ছিল, যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা স্বদেশের ঘোর দুর্দ্দিনেও তুচ্ছ স্বার্থ ভুলিয়া একপ্রাণ একমন হইয়া শত্রুর সহিত যুঝিতে পারিত না। লীডিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ খস্রু যবনদিগকে ক্রীসসের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এজন্য লীডিয়া জয় করিয়া খস্রু এক মিলীটস ছাড়া আর সমস্ত গ্রীক পুরী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তখনও তাহাদিগের মিলিত হইয়া শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার সুমতি হইল না। তাহারা শুধু একসঙ্গে স্পার্টার সাহায্য ভিক্ষা করিল; কিন্তু স্বার্থপর স্পার্টানেরা তাহাদিগের সকাতর আবেদনে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সুতরাং একে একে সমুদায় গ্রীক রাষ্ট্র পারসীক সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইল। ৫৩৮ সনে খস্রু বাবীলোন অধিকার করেন। আর্মেনিয়া, হীর্কানিয়া, পার্থিয়া, বাহ্লিক ও আফগানিস্থানের কিয়দংশ, এবং ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে জাক্সার্টীস নদীর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইঁহার সাম্রাজের অন্তর্ভূত ছিল। ইঁহার মৃত্যুর পরে পুত্র কাম্বীসীস (Cambyses) মিসর জয় করেন।

পারস্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া কাম্বীসীস মিসর হইতে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অপমৃত্যু হইল (৫২২ সন)। পরবৎসর দারয়বহুশ্ (Darius, সংস্কৃত ধারয়দ্-বসুস্) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। খস্রুর কন্যা ও কাম্বীসীসের বিধবা পত্নী আটসাকে (Atossa) বিবাহ করিয়া ইনি পূর্ব্বতন রাজবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। দারয়ুস অতি দক্ষ ও মহানুভব সম্রাট্ ছিলেন। হীরডটসের ইতিহাসে ইঁহার নানা গুণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সার্ডিস হইতে সুসা পর্য্যন্ত সাড়ে সাতশত ক্রোশ দীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ ইঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। এতদ্দ্বারা গ্রীকদিগের ভৌগোলিক জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল। ইনি সাম্রাজ্যটী কুড়ি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রদেশ এক

এক জন ক্ষত্রপের অধীনে স্থাপন্ করেন। প্রত্যেক গ্রীক রাষ্ট্রে ক্ষত্রপের অধীনস্থ একজন গ্রীক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিলে ক্ষত্রপ ঐ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতেন না। ৫১২ সনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে দারয়ুস বিপুল সেনাবল লইয়া থ্রেস দেশ জয় করিবার জন্ত ইয়ুরোপে যাত্রা করেন। মিলীটস প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তারা সসৈন্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহার এই অভিযান সম্যক্ সফল হইয়াছিল। মর্ম্মর ও ঈজিয়ান সাগরের উত্তরকূলবর্ত্তী গ্রীক নগরসমূহ এবং থ্রেস দেশ পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল এবং মাকেদন সম্রাটের বশুতা স্বীকার করিল।

চতুর্থ কণ্ডিকা

যবনগণের বিদ্রোহ ও তাহার ফল

এযাবৎ দারয়ুসের অন্তরে গ্রীস জয় করিবার সংকল্প উদিত হয় নাই; কিন্তু যবনেরা বিপদ ডাকিয়া আনিল। ৪৯৯ সনে মিলীটসের শাসনকর্ত্তা আরিষ্টাগরাস (Aristagoras) স্বার্থসিদ্ধির প্রযত্নে বিফলমনোরথ হইয়া যবনপুরীগুলিকে বিদ্রোহী হইবার জন্ত প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তথায় পূর্ব্ব হইতেই বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল; ষড়যন্ত্রকারীর ফুৎকারে দেশময় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আরিষ্টাগরাস সাহায্যের আশায় স্পার্টার শরণ লইলেন; তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি আথেন্স ও এরেট্রিয়ায় গমন করিলেন। উভয় স্থানেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। আথীনীয়েরা বিপন্ন পুরীসমূহের উদ্ধারার্থ কুড়িখানি পোত প্রেরণ করিল। হীরডটস লিখিয়াছেন, "এই জাহাজগুলিই গ্রীক ও বর্ব্বরগণের যত অনর্থের মূল হইল।"

আরিষ্টাগরাস আথেন্স ও এরেট্রিয়ার সহযোগী সৈন্ত লইয়া সার্ডিস যাত্রা করিলেন। উহা তখন লীডিয়া ও যবন প্রদেশের রাজধানী ছিল। সার্ডিস গ্রীকদিগের হস্তে পতিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আগুন লাগিয়া নগর ভস্মীভূত হইল। গ্রীকেরা উপকূলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, এফেসসের নিকটে

পারসীকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। আথীনীয়েরা অবিলম্বে স্বদেশে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সার্ডিসদাহের সংবাদ পাইয়া দারয়ুস আথেন্স ও এরেট্রিয়ার প্রতি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। হীরডটস বলিতেছেন (Book V. 105), সম্রাট্ যখন শুনিলেন, আথী-নীয়েরা সার্ডিসদহনে সাহায্য করিয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আথীনীয়েরা?—কে তাহারা?" উত্তর পাইয়া তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ আনাইয়া আকাশে তীর নিঃক্ষেপ করিয়া তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, "হে দেব, আমি যেন আথীনীয়দিগকে এই দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দিতে সমর্থ হই।" শুধু তাহাই নয়; তিনি আদেশ করিলেন, যে একজন দাস প্রতিদিন ভোজনকালে যেন তিনবার তাঁহাকে বলে, "মহারাজ, আথীনীয়দিগকে মনে রাখিবেন।" ৪৯৪ সনে দারয়ুসের পোতবাহিনী মিলীটস অবরোধ করিল; যবনগণ জলযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নগরে আশ্রয় লইল। অজেয় পারসীক সৈন্য নগর অধিকার করিয়া পুরুষগণকে বধ এবং স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে সুসা নগরে প্রেরণ করিল। ক্ষুদ্র আসিয়ার সর্ব্বপ্রধান পুরী মিলীটসই যখন সম্রাটের পদানত হইল, তখন অন্য গ্রীক রাষ্ট্রগুলি আর কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? অচিরে সকলেরই স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইল।

পঞ্চম কণ্ডিকা

গ্রীস ও পারস্যের প্রথম সংঘর্ষ—

মারাথোনের যুদ্ধ।

পূর্ব্বাঞ্চলবাসী গ্রীকগণের স্বাধীনতা লাভের আশা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দারয়ুস যখন নিষ্কণ্টক হইলেন, তখন (১) আসিয়ার বিজিত গ্রীক রাজ্যের পুনর্গঠন, (২) বিদ্রোহী ইয়ুরোপীয় রাজ্য জয় ও (৩) অপরাধী স্বাধীন গ্রীকরাষ্ট্রদ্বয়ের দণ্ডবিধান—এই তিন গুরুতর কর্ত্তব্যে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষত্রপ আর্টাফার্ণীস গ্রীক রাজ্যসমূহে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের দেয় কর নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সম্রাটের

যামাতা মার্ডোনিয়স থ্রেস ও মাকেদন অধিকার করিলেন (৪৯২ সন)। দারয়ুস আথেন্স ও এরেট্রিয়ার শাসনে বদ্ধপরিকর হইয়া অগণিত সেনাবল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বার্থান্ধ হিপিয়াস বৃদ্ধবয়সে আথেন্সের সিংহাসন লাভ করিবার লোভে প্রমত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে নিরন্তর উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। জলে স্থলে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে দারয়ুস গ্রীসের উদাসীন শক্তিপুঞ্জের নিকটে বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ জল ও মৃত্তিকা চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রই অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল স্পার্টানেরা দূতকে কূপে ও আথীনীয়েরা তাহাকে একটা গহ্বরে নিঃক্ষেপ করিয়া বলিয়া দিল, "জল ও মৃত্তিকা নিজে তুলিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাও।" (Herod. VII. 133)। ডাটিস ও সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্টাফার্ণীস পারসীক বাহিনীর সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন, হিপিয়াস তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলেন। পারসীকেরা ছয় শত অর্ণবপোতে সামস দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া ঈজিয়ান সাগরস্থ দ্বীপগুলি জয় করিতে করিতে এরেট্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে এই বিষম বিপাকেও আথেন্স ও এরেট্রিয়া একযোগে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করে নাই। ক্ষুদ্র ও অসহায় এরেট্রিয়া সপ্তাহকাল প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া একজন প্রধান পুরবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় শত্রুদ্বারা অধিকৃত হইল। পারসীকেরা দেবমন্দিরসহ পুরী ভস্মসাৎ করিয়া অধিবাসীদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিল। এরেট্রিয়াকে এইরূপে সার্ডিসদহনের নিদারুণ প্রতিফল দিয়া সেনাপতিগণ জয়দৃপ্ত সেনানী লইয়া আটিকার পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী মারাথোন গ্রামের সন্নিকটে সমুদ্রোপকূলে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে আথীনীয়েরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। গণতন্ত্রের কৃপায় তাহারা স্বাধীনতার আস্বাদন পাইয়াছে। তাহারা কি আর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পারস্য-সম্রাটের অগণন অক্ষৌহিণীর ভয়ে হিপিয়াসকে পুরীতে প্রবেশ করিতে দিতে পারে? আথেন্সে ত্বরিতগতিতে সমরসজ্জা আরম্ভ হইল। আথীনীয়েরা দ্রুতগামী দূতের মুখে স্পার্টায় এরেট্রিয়ার উচ্ছেদ

ও আপনাদিগের ভীষণ বিপদের বার্ত্তা প্রেরণ করিল। স্পার্টানেরা বলিল, "হাঁ, আমরা নিশ্চয়ই আথেন্সের সাহায্য করিব; তবে কি না পূর্ণিমার পূর্ব্বে যাত্রা অশুভ; পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।" আথীনীয়েরা অগত্যা একাকী দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাদিগের সৈন্য সংখ্যা নয় সহস্রের অধিক ছিল না। দশ জন সেনাপতির প্রতি দেশরক্ষার ভার অর্পিত হইল; রণকুশল কালিমাখস (Kallimachos—সুযোধন) এ বৎসরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; মিল্‌টিয়াডীস (Miltiades) তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া মুষ্টিমেয় সেনাদলকে অদম্য উৎসাহে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। হীরডটস বলেন, যে "এতকাল মীডদিগের নাম শুনিয়াই গ্রীকেরা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।" তথাপি মিল্‌টিয়াডীসের সনির্ব্বন্ধ পরামর্শে স্থির হইল, যে আথীনীয় সেনানী মারাথোনে যাইয়া পরসীকদিগকে আক্রমণ করিবে। স্বদেশের জন্য প্রাণদিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া নয় সহস্র বীর লক্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিল। মারাথোনের অদূরে এক হাজার প্লাটাইয়াবাসী তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল। মিল্‌টিয়াডীসের দুর্জ্জয় সাহস, কালিমাখসের সমরকৌশল ও আথীনীয়গণের স্বদেশপ্রেম একত্র হইয়া দারয়ুসের অপরিমেয় জনবলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। গ্রীকেরা প্রচণ্ড বেগে পারসীক বাহিনীর উপরে উৎপতিত হইল; সে বেগ সহিতে না পারিয়া শত্রুগণ চক্ষুর পলকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা পোতে পহুঁছিতে পারিল, তাহারা বাঁচিয়া গেল, অপরে প্রতি-পক্ষের হস্তে প্রাণ হারাইল। এই যুদ্ধে আথীনীয়গণের মধ্যে ১৯২ জন ও পারসীকদিগের পক্ষে ৬৪০০ জন নিহত হয় (৪৯০ সন)।

মারাথোনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আথেন্স শাশ্বতী কীর্ত্তির অধিকারী হইল। তাহার প্রশংসাধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল; এই উপলক্ষে কত অলৌকিক আখ্যায়িকা প্রচারিত হইল; মহাকবিগণ কত মন্ত্রে কত ছন্দে ইহার গৌরবগাঁথা গাহিতে লাগিলেন। স্পার্টানেরা বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া পুলকভরে রণক্ষেত্র দেখিতে আসিল, আথেন্সের সভাজনে চিত্রিত মণ্ডপে (stoa poikile) যুদ্ধের জীবন্ত ছবি অঙ্কিত হইল, পরাজিত

বৈরীর ধনরত্নদ্বারা আথীনীয়েরা পরমসুন্দর কোষাগার নির্ম্মাণ করিল। আথেন্সের মন্ত্রণাগারে ও ডেল্‌ফিতে মিল্‌টিয়াডীসের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, এবং যোদ্ধৃগণ "মারাথোনবীর" (Marathonomachos), এই গৌরবান্বিত আখ্যায় অভিনন্দিত হইতে লাগিল।

মারাথোনের এত খ্যাতি কিসের জন্য? স্যর এডোয়ার্ড ক্রিসী (Creasy) প্রমুখ লেখকগণের মতে এই যুদ্ধ ইয়ুরোপের নিয়তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। আথীনীয়েরা যদি ইহাতে পরাজিত হইত, তবে গ্রীসের আর রক্ষা থাকিত না। গ্রীস পারসীক সাম্রাজ্যের কবলে পতিত হইলে গ্রীক সভ্যতা অঙ্কুরেই লয় পাইত, এবং তাহা হইলে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহের দশাই বা কি হইত? অধ্যাপক ব্যুরী (Bury) বলেন, যে এই মত সমীচীন নহে, কেন না, গ্রীস জয় করিবার উদ্দেশ্যে দারয়ুস এই অভিযানের উদ্যোগ করেন নাই; হিপিয়াসকে আথেন্সের সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন, ও অন্যায়াচারী পুরীদ্বয়ের নিগ্রহ উহার উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া আথীনীয়েরা এই দুই দুর্দ্দৈব হইতে বাঁচিয়া গেল। আর, মারাথোনে পরাজিত হইলেই যে আথেন্সের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইত, তাহাও বলা যায় না। এই বিজয় দ্বারা আথীনীয়গণের আত্মবোধ উদ্দীপ্ত হইল, এবং তজ্জন্য তাহারা পরবর্ত্তী কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিল; সর্ব্বোপরি তাহাদিগের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, যে গণতন্ত্র সার্থক, উহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, উহা তাহাদিগকে অপূর্ব্ব সিদ্ধি দান করিবে—ইহাই মারাথোন যুদ্ধের পরম লাভ।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

গ্রীস ও পারস্যের দ্বিতীয় সংঘর্ষ

১। সম্রাট্ ক্ষয়র্ষের গ্রীস-বিজয়ে যাত্রা।

ফ্রান্স ও জর্ম্মনীর ইতিহাস প্রতিপন্ন করিতেছে, যে দুইটী উদ্যমশীল, বর্দ্ধিষ্ণু জাতি পরস্পরের সন্নিকটে শান্তিতে বাস করিতে পারে না। সুতরাং মারাথোনের যুদ্ধ না ঘটিলেও গ্রীস ও পারস্যের সংঘর্ষ অনিবার্য্য

হইয়া উঠিত। পারসীক সেনানী মারাথোনে বিধ্বস্ত হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে (৪৮৫ সনে) দারয়ুসের মৃত্যু হইল এবং তৎপুত্র ক্ষয়র্ষ (Xerxes) পিতৃসিংহাসনের সহিত পিতার গ্রীসদলনের আকাঙ্ক্ষারও উত্তরাধিকারী হইলেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও বিপুলতর আয়োজন আরম্ভ হইল। পারসীক পোতের সমুদ্রযাত্রা সুগম করিবার জন্য সম্রাট্ আথস-যোজক ভেদ করিয়া এক খাল খনন করাইলেন; সৈন্যগণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে হেলেস্পণ্ট প্রণালীর উপরে নৌসেতুদ্বারা প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল। ৪৮০ সনে স্বয়ং ক্ষয়র্ষ বিরাট্ বাহিনী লইয়া গ্রীস-বিজয়ে যাত্রা করিলেন। হীরডটস বলেন, গ্রীক প্রভৃতি ছয়চল্লিশটী জাতির লোক লইয়া এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কার্পাসবস্ত্রপরিহিত, বেত্রনির্ম্মিতধনুর্বাণধারী ভারতীয় সৈন্যও ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, যে সম্রাটের অনুগামী জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের ন্যূন ছিল না; ইহারা জল পান করিয়া একবারে এক একটা নদী শুকাইয়া ফেলিত। এটা একটা আজগুবি গল্প। অধ্যাপক ব্যুরীর মতে ক্ষয়র্ষের সহিত অনধিক তিন লক্ষ স্থলসৈন্য ছিল।

২। থার্ম্মপীলীর যুদ্ধ।

মারাথোনের পরে গ্রীকদিগের চেতনা হইয়াছিল। ক্ষয়র্ষ গ্রীসজয়ের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া স্বদেশরক্ষা বিষয়ে মন্ত্রণা করিবার উদ্দেশ্যে করিন্থযোজকে একত্রিশটী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মিলিত হইলেন (৪৮১ সন)। ইহাই গ্রীসের প্রথম জাতীয় মহাসম্মিলন, অতএব গ্রীক ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা। তখন স্পার্টার প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিত, সুতরাং স্পার্টানেরা জাতীয় সঙ্ঘে নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। কিন্তু এই ভীষণ দুর্দ্দিনেও গ্রীকদিগের অন্তর্বিবাদ থামিল না, এবং দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা পরস্পরের স্বার্থ এক ও অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে পারিল না, কাজেই আক্রমণকারীরা বিনা বাধায় উত্তরদিক্ হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিল। ক্ষয়র্ষ যখন হেলেস্পণ্ট প্রণালীর তীরে উপনীত হইলেন, তখন থেসালীর অধিবাসীরা সম্মিলিতশক্তিপুঞ্জের নিকটে প্রস্তাব করিয়া

পাঠাইল, যে সর্ব্বাগ্রে এই দেশের টেম্পী নামক গিরিবর্ত্ম রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হউক, তাঁহা হইলে শত্রুরা গ্রীসে প্রবেশ করিবার পথ পাইবে না। কিন্তু নানা কারণে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ইহার ফলে টেম্পী ও থার্ম্মপীলীর (Thermopylae) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রাষ্ট্র জল ও মৃত্তিকা প্রদান করিয়া পারস্ত-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল।

থার্ম্মপীলী (অর্থাৎ উষ্ণ প্রস্রবণের দ্বার) থ্রাখিস ও লক্রিস প্রদেশের অন্তর্গত একটী গিরিবর্ত্ম; বীওশিয়া, আটিকা প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশ-সমূহে যাইতে হইলে এই দ্বার ভিন্ন আর সহজ পথ নাই। এই সঙ্কীর্ণ পথে পারসীক অক্ষৌহিণীর প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গ্রীকেরা তথায় সাত হাজার সৈন্য প্রেরণ করিল; স্পার্টার রাজা লেওনিডাস তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া গেলেন। এই সাত হাজারের মধ্যে স্পার্টান্‌দিগের সংখ্যা ছিল মোটে তিন শত। তাহার কারণ এই, যে করিন্থ যোজক সুদৃঢ় করিয়া পেলপনীসস রক্ষা করিবার দিকেই ক্ষুদ্রচেতাঃ স্পার্টানদিগের মন ছিল। এই স্বার্থদুষ্টনীতি গোপন করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা বলিয়া পাঠাইল, যে স্পার্টায় আপলোদেবের কার্ণেইয়া পর্ব্ব উপস্থিত; পেলপনীসসের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও অলীম্পিক উৎসব ফেলিয়া যাইতে পারিতেছে না; পরে আরও সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই লেওনিডাস চারিদিন ধরিয়া ক্ষয়র্ষের সংখ্যাতীত সেনানীর প্রবেশপথ অবরোধ করিয়া রহিলেন। পঞ্চমদিনে সম্রাট্‌ গ্রীক সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেদিন পারসীকগণের সকল কৌশল ও বীরত্ব বিফল হইল। পরদিন আবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহারা লেওনিডাসকে হঠাইতে পারিল না। তখন এপিয়াল্‌টীস নামক এক স্বদেশদ্রোহী গ্রীক তাহাদিগকে গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। গ্রীক সৈন্য যুগপৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়াও অমিততেজে সংগ্রাম করিল। স্পার্টানেরা আত্মসমর্পণ করিতে জানে না। লেওনিডাস এবং একজন ভিন্ন তাঁহার আর সমুদায় সহচর থার্ম্পীলীতে প্রাণ দিলেন; চারি হাজার গ্রীক এই যুদ্ধে নিহত হইল।

৩। সালামিসের নৌযুদ্ধ।

জন্মভূমির রক্ষাকল্পে জীবনাহুতি দিয়া লেওনিডাস জগতে অমৃতত্ব লাভ করিলেন, এবং স্পার্টানদিগের বীরত্বের যশঃ দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইল; কিন্তু প্রবেশদ্বার অর্গলমুক্ত হওয়াতে পারসীক বাহিনী দুর্নিবার বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঈয়ুবীয়া দ্বীপের উত্তরে আর্টেমিসিয়ামের জলযুদ্ধে গ্রীকেরা জয়ী হইয়াছিল; থার্ম্মপীলীর পরাজয়-সংবাদ শুনিয়া পোতগুলি আটিকার উপকূলে চলিয়া গেল। থীব্‌স প্রভৃতি বীওশিয়ার প্রায় সমস্ত নগর ক্ষয়র্ষের পদানত হইল। নিরুপায় হইয়া আথীনীয়েরা দারাপুত্র বিষয়সম্পত্তি সহ আটিকা ত্যাগ করিল; শুধু আক্রপলিস শৈল রক্ষার জন্য তত্রস্থ দুর্গে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য রহিল। মারাথোন যুদ্ধের পরে থেমিষ্টক্লীসের মন্ত্রণায় আথীনীয়েরা নৌশক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল; এক্ষণে পোত ভিন্ন তাহাদের অন্য সম্বল ছিল না। পারসীকেরা অবলীলা-ক্রমে আথেন্সে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একপক্ষব্যাপী অবরোধের পরে দুর্গ অধিকার করিয়া গ্রীকদিগকে বধ ও মন্দিরসমূহ লুণ্ঠন ও দহন করিল।

এই সময়ে মিলিতশক্তিপুঞ্জের পোতবাহিনী সালামিস দ্বীপে সমবেত হইয়াছিল। ক্ষয়র্ষ যখন আথেন্স অধিকার করিলেন, তখন তাঁহার পোতগুলিও উহার অদূরে ফালীরণের বন্দরে আসিয়া দেখা দিল। গ্রীক নায়কগণ এখন এই সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, যে তাঁহারা অবিলম্বে পারসীকপোত আক্রমণ করিবেন, না করিন্থ যোজকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকিবেন। গ্রীক রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ-পরতা এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও সন্দেহ সমস্যাটীকে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, যে থেমিষ্টক্লীস (Themistocles) না থাকিলে এই সঙ্কটে গ্রীসের সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয় তো চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেন। এই ধূর্ত্ত আথীনীয় সেনা-নায়কের কৌশল, দূরদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শঠতার ফলে সালামিসের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইহাতে আসিয়াবাসী গ্রীকেরা স্বজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। সম্রাট্ ক্ষয়র্ষ শৈলশিখরে

সিংহাসনে বসিয়া যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম সমর চলিল; পারসীকেরা অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়াও ফিনিসীয়গণের শৈথিল্য, দক্ষ নায়কের অভাব ও অবস্থানের প্রতিকূলতা-বশতঃ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অতঃপর পারস্যের নৌবল হইতে গ্রীসের আর কোনও ভয় রহিল না (৪৮০ সন)।

৪। প্লাটাইয়ার যুদ্ধ।

এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভে গ্রীসে হর্ষ-কোলাহল উত্থিত হইল; কিন্তু দেশ ইহাতে আপন্মুক্ত হইল না। সালামিসে ভগ্নমনোরথ হইয়া ক্ষয়র্ষ তৎক্ষণাৎ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু স্থলে সেনাবল তখনও অক্ষত ছিল। স্পার্টা ও আথেন্সের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপ্রণয়—অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা নাই বলিলাম—বৈরিবিদূরণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। স্পার্টানেরা করিন্থ যোজকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া পেলপনীসস রক্ষার উদ্যোগেই ব্যস্ত রহিল; তাহাদিগের ইচ্ছা, আথীনীয় পোতবাহিনী পারসীক নৌবল বিকল করিয়া স্বদেশকে নিষ্কণ্টক করুক। আথীনীয়েরা কিছুতেই আর নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না; কেন না, তাহারা জানে, যে তাহা হইলে স্পার্টা উত্তর গ্রীসের জন্য কিছুই করিবে না। তথায় পারসীক সেনাপতি মার্ডোনিয়স দেড় লক্ষ সৈন্য সহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্পার্টানদিগকে না পাইলে তাহাদিগের সাধ্য কি যে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে? মার্ডোনিয়স কূটনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি স্পার্টা ও আথেন্সের এই বিষময় দ্বন্দ্বের কথা জানিতেন; তাই তিনি আথীনীয়-দিগের নিকটে নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মাকেদনের রাজা সেকেন্দর দূত হইয়া আসিলেন। আথীনীয়েরা তাঁহার স্তোকবাক্যে ভুলিল না; তাহারা উত্তর দিল, "মার্ডোনিয়সকে বলিও, যতদিন আকাশে সূর্য্য নিশ্চল না হইবে, ততদিন আমরা ক্ষয়র্ষের সহিত কদাপি সন্ধি করিব না।" স্পার্টানদিগের বুঝিতে বাকি ছিল না, যে আথেন্স পারসীকদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন

করিলে তাহাদিগের পতনও অবশ্যম্ভাবী ; এই স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই তাহারা আথীনীয়দিগকে সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু মার্ডোনিয়সের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বিপদে পড়িয়া তাহারা যখন স্পার্টানগণের সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন তাহারা হীয়াকিন্থিয়া পর্ব্বের ওজর করিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিল। প্রবঞ্চিত আথীনীয়েরা অনন্যগতি হইয়া আবার ধনজন সহিত সালামিসে আশ্রয় লইল ; আবার আথেন্স শত্রুর গ্রাসে পতিত হইল। স্পার্টার সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা পুনরপি গ্রীসের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে সহসা স্পার্টানেরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। রাজা পসেনিয়াস (Pausanias) স্পার্টা, আথেন্স ইত্যাদি রাষ্ট্রের প্রায় একলক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া শত্রুদমন করিতে উত্তর গ্রীসে যাত্রা করিলেন। কিথাইরোন পর্ব্বতের পাদমূলে প্লাটাইয়া (Plataea) নগরের সন্নিকটে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। পারসীকগণের দ্বিতীয় সেনাপতি আর্টাবাজস মার্ডোনিয়সের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ রণকালে নিশ্চেষ্ট রহিলেন ; আথীনীয়েরাও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না ; বলিতে গেলে একা স্পার্টানেরা অপরিসীম শৌর্য্য-গুণে পারসীক বাহিনী মথিত করিয়া জন্মভূমিকে নিষ্কণ্টক করিল। এই যুদ্ধে মার্ডোনিয়স নিহত হইলেন। হেরডটস বলিতেছেন (Book IX. 62), "সাহসে ও বীরত্বে পারসীকেরা গ্রীকদিগের অপেক্ষা এক তিলও হীন ছিল না, কিন্তু তাহাদিগের ঢাল ছিল না, এবং তাহারা অশিক্ষিত ও অস্ত্রপরিচালন-কৌশলে অনেক নিকৃষ্ট ছিল।" বীওশিয়া প্রদেশের একদল সৈন্য পারসীকদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল ; এজন্য জয়ী হইয়া পসেনিয়াস পারসীকভক্ত থীব্সবাসীদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন (৪৭৯ সন)।

৫। ম্যুকালীর যুদ্ধ।

সালামিস ও প্লাটাইয়াতে পরাজিত হইয়া পারসীকেরা এমন হতবল হইয়া পড়িয়াছিল যে অতঃপর তাহাদিগকে গ্রীসজয়ের আকাঙ্ক্ষা

একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইল। গ্রীকেরা আক্রমণকারীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। প্লাটাইয়ার দুই এক দিন পরেই তাহাদিগের পোতবাহিনী ক্ষুদ্র আসিয়ার ম্যকালী (Mycale) অন্তরীপে যাইয়া পারসীকদিগকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে যবনগণ প্রভুপক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বজাতির দলে যোগ দিল। গ্রীকেরা বিজয়ী হইয়া শত্রুশিবির দগ্ধ করিয়া ফেলিল (৪৭৯ সন)। যবনপ্রদেশের সমুদায় রাষ্ট্র সেই দিন পারস্তের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিল।

বিজয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া স্পার্টার রাজা লেওট্যুখিডাস (Leotychidas) দক্ষিণী সেনানীসহ স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন; আথেন্সের নৌ-সেনাপতি ক্সান্থিপস (Xanthippos) হেলেস্পণ্টে যাইয়া সেষ্টস দ্বীপ অধিকার করিয়া আথীনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিলেন।

৬। মন্তব্য।

অপরিমেয় ধনজনের অধীশ্বর হইয়াও সিংহবিক্রম পারস্তের সম্রাট্‌গণ যে মূষিকসম গ্রীসকে পরাভব করিতে পারিলেন না, ইতিহাসে ইহা গ্রীক-জাতির মহা গৌরব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। গ্রীকেরা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই গৌরবের অধিকারী থাকিবে, সন্দেহ নাই। পারসীকদিগের ধর্ম্ম গ্রীক ধর্ম্ম অপেক্ষা উন্নততর ছিল; তাহারা বীরত্বে ও চরিত্রগুণেও গ্রীকদিগের অপেক্ষা হীন ছিল না; তথাপি তাহাদিগের গ্রীসজয়ের প্রচেষ্টা যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইল, ইহার কারণ কি? স্বাধীনতাপুষ্ট, স্বদেশভক্ত, পুত্রকলত্ররক্ষার্থ প্রাণদানে দৃঢ়নিশ্চয় পুরবাসী ও পরাধীন, নিরুদ্যম, ভয়চালিত ভৃতিভুক্ সৈন্যের পার্থক্য যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অক্লেশেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। কিন্তু এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে গ্রীস যে সর্ব্বথা সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই, এই অধ্যায়ে তাহা কতবার প্রদর্শিত হইয়াছে। প্লেটো তাঁহার "সংহিতা" পুস্তকে একজন আথীনীয়ের মুখে বলিতেছেন (Book III. 692-3)—

"ক্লাইনিয়াস, আমরা যে পারসীকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলাম, ইহাতে আমাদের প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। * *

এই যুদ্ধের সংস্রবে হেল্লাসের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলা যাইতে পারে, যাহা তাহার পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নহে; আর হেলাস যে আক্রমণকারীদিগকে বিদূরিত করিয়াছিল, তাহাও সত্য নহে। কেন না, প্রকৃত কথা এই, যে আথীনীয় ও স্পার্টানেরা যদি মিলিত হইয়া দুর্নিবারগতি বৈরীদিগকে পর্য্যুদস্ত ও দেশ হইতে নিষ্কাশিত না করিত, তবে হেলাসের সমস্ত শাখা বর্ব্বরগণের সহিত ও বর্ব্বরগণ হেলাসের শাখাগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া সকলে মিলিয়া একটা বিকট সঙ্কর-জাতিতে পরিণত হইত।"

জলে সালামিসের ও স্থলে প্লাটাইয়ার যুদ্ধ গ্রীসকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। একটীতে থেমিষ্টক্লীস এবং অপরটীতে পসেনিয়াস অনন্যসাধারণ কৃতিত্বগুণে বিজয়-গৌরবের প্রধান অংশভাক্ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারাই আবার স্বদেশকে সম্রাট্ক্ষয়র্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পসেনিয়াস নানা অপরাধের জালে বিজড়িত হইয়া মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিলেন। কুশাগ্রবুদ্ধি থেমিষ্টক্লীস সুসানগরে পলাইয়া যাইয়া সম্রাটের চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সেবকরূপে তদীয় অন্নে দেহধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। ইঁহা-দিগের ও ইঁহাদিগের মত আরও অনেকের দ্বারা গ্রীকচরিত্রে যে কালিমাপাত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই অপনোদিত হইবার নয়। ভ্রমণকারী পসেনিয়াস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বদেশদ্রোহিতার পাপ আদিকাল হইতে গ্রীসে চিরদিনই সুবিদিত ছিল।" "বিশ্বাসঘাকতা-রূপ মারাত্মক ব্যাধি গ্রীসে কদাপি উন্মূলিত হয় নাই।" তিনি ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। (Book VII. 10)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আথীনীয় সাম্রাজ্য

বহিঃশত্রুর আক্রমণভয়ে ভীত ও কাতর হইয়া গ্রীক রাষ্ট্রগুলি কিয়ৎ কালের জন্য একত্র মিলিত হইয়াছিল; কিন্তু যেই সেই ভয় কাটিয়া গেল, অমনি তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমরা বলিয়াছি, যে এই কালে গ্রীসে স্পার্টার প্রাধান্য অবিসংবাদী ছিল। পারস্যের সহিত সংঘাতে স্পার্টার নেতৃত্বে গ্রীক জাতির একীভূত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু স্পার্টানেরা প্রাদেশিকভাবাপন্ন ও স্থূলদর্শী ছিল; এবং তাহাদিগের নৌবল ছিল না; সুতরাং ইয়ুরোপ ও আসিয়ার গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে সম্মিলিত করিয়া এক দুর্জ্জয় শক্তি সৃষ্টি করিবার গুরুভার আথেন্সের উপরে পতিত হইল। স্পার্টা নিজে কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সাম্রাজ্য-সংগঠনের প্রযত্ন বিফল করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

প্রথম কণ্ডিকা

সাম্রাজ্যের অঙ্কুর

ডীলসের মিত্রশক্তিপুঞ্জ

(The Confederacy of Delos)

ম্যুকালীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্পার্টানেরা যখন স্বদেশে ফিরিয়া গেল, তখন ক্ষুদ্র আসিয়ার গ্রীক রাষ্ট্রসমূহ আথেন্সকে অধিনায়কত্বে বরণ করিল। দাসত্বমুক্ত পুরীগুলির রক্ষা ও পারসীক সম্রাটের রাজ্য লুণ্ঠন এই মিলনের লক্ষ্য ছিল। মিলিত রাষ্ট্রসকলের কোষাগার ডীলসদ্বীপে স্থাপিত হইল, এজন্য ইহারা ডীলসের মিত্রশক্তিপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত হইত। পসেনিয়াসের কবল হইতে সেষ্টসের পুনরুদ্ধার ইহার প্রথম কর্ম্ম। ক্ষুদ্র আসিয়ার সমুদায় যবন ও ঈওলিক পুরী; লেস্‌বস হইতে রোড্‌স পর্য্যন্ত উপকূলসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ; ঈজিয়ান সাগরের অনেকগুলি

দ্বীপ ; মর্ম্মর সাগরের তীরবর্ত্তী বহু নগর ; থে্রসের কতকগুলি নগর ; ঈয়ুবীয়া দ্বীপ—এই সকল ও অন্যান্য রাষ্ট্র মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণ পোতবাহিনীর জন্য পোত প্রদান করিবে, ইহাই মৈত্রী-বন্ধনের নিয়ম ছিল ; কিন্তু অনেকগুলি রাষ্ট্রেরই দারিদ্র্যবশতঃ দুই এক খানির অধিক জাহাজ জোগাইবার সামর্থ্য ছিল না ; কেহ বা তাহাও দিতে পারিত না ; আবার কোন কোনও রাষ্ট্র যুদ্ধ ও রাজনীতির ঝঞ্ঝাট বহন করা অপেক্ষা কর প্রদান করিয়া আরামে থাকাটাই বেশী পছন্দ করিত ; সুতরাং স্থির হইল, যে এই দুই প্রকারের রাষ্ট্র ডীলসের কোষাগারে অর্থ দান করিবে। আথেন্সের অন্যতম জননায়ক, সাধুতার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন আরিষ্টাইডীস (Aristeides) আয়ানুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর (pharos) নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন ; এই নির্দ্ধারণ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল বলবৎ ছিল। এইরূপে মিত্ররাজ্যসমূহ প্রথম হইতেই পোতদাতা ও করদাতা, এই দুইভাগে বিভক্ত হইল ; শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। মিত্ররাষ্ট্রসমূহ আথেন্সে ডিওনীসসের মহোৎসবে "জাতীয় কোষাধ্যক্ষগণের" (Hellanotamiae) হস্তে স্ব স্ব দেয় প্রদান করিত ; মন্ত্রণাসভা এই ব্যাপারের কর্ত্তা ছিল। যথাসময়ে রাজস্ব প্রদত্ত না হইলে আথীনীয় রাজস্বসচিবেরা কর সংগ্রহ করিতেন। মিত্রগণের মন্ত্রণাসভায় আথেন্সেরই প্রাধান্য ছিল ; উহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার একা এই পুরী ভিন্ন আর কাহারও ছিল না ; অতএব ধীরে ধীরে ও অলক্ষিতে মিত্রশক্তিপুঞ্জ আথীনীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

সাম্রাজ্যের বিকাশ

মিত্রশক্তিপুঞ্জ পারস্যের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলে মারাথোনবীর মিল্‌টিয়াডীসের পুত্র কিমোন (Cimon) সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি কতিপয় নগর জয় করিয়া পরিশেষে ক্ষুদ্র আসিয়ায় ইয়ুরুমীডনের যুদ্ধে জলে স্থলে পারসীকদিগকে পরাস্ত করিলেন (৪৬৮ সন্)। এই বিজয়ের

ফলে কারিয়া হইতে পাম্‌ফীলিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্র মিত্রশক্তিপুঞ্জের সহিত যোগ দিল। ইঁহারা কাহাকেও জোর করিয়া দলে টানিয়া আনিলেন; যে মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিল—যেমন নাক্সস—তাহাকে দমন করিয়া আথেন্সের শাসনাধীন সামন্তরাজ্যে পরিণত করিলেন। সুতরাং মিত্র-রাজ্যগুলি এখন হইতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল; (১) যাহারা জাহাজ জোগাইত কিন্তু কর দিত না, তাহারা প্রথম শ্রেণী; (১) যাহারা কর দিত, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণী; (৩) যাহারা শুধু কর দিত, তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বাংশেই আথেন্সের অধীন ছিল, তাহারা তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা যত বাড়িবে, আথেন্সের লাভও তত অধিক হইবে; এজন্য ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর মিত্ররাজ্য কেবল লেস্‌বস, খিয়স ও সামস, এই তিনটীতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিল। পরাধীন রাজ্যের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা অবস্থাভেদে বিভিন্ন ছিল, কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্য জোগাইতে হইবে, এ নিয়ম হইতে কোন শ্রেণীই অব্যাহতি পাইত না। সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডীলসে মিত্ররাজ্যসমূহের যে সভা হইত, আথীনীয়েরা তাহা রহিত করিল, এবং পরিশেষে কোষাগার তথা হইতে আথেন্সে আথীনার মন্দিরে স্থানান্তরিত হইল (৪৫৪—৩ সন)। আথীনা কোষাধ্যক্ষরূপে রাজস্বের ষাট ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হইতেন। আথীনীয় সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির কালে ইহার অন্তর্ভূত রাষ্ট্রের সংখ্যা দুই শতের অনেক অধিক ছিল। এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও রাজস্ব বরাবরই ৪৬০ টালেণ্ট (এখনকার হিসাবে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা) আদায় হইত। করদরাজ্যগুলি আথেন্সের আশ্রয়ে থাকিয়া যে শান্তি ও সম্পদ ভোগ করিত, তাহার তুলনায় এই কর অত্যধিক বলা যায় না। কিন্তু নানাপ্রকার নিয়মের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া এই সকল রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছিল। কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী আথেন্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করিলে আথেন্সে তাহার বিচার হইবে, এই জাতীয় নিয়ম করিয়া আথীনীয়েরা সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

গ্রীক রাষ্ট্রনীতির আশঙ্কর এই, যে প্রত্যেক পুরী স্বাধীন, স্বতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে; যে পুরী এই সকল লক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাতে বাস করা গ্রীকেরা হীনতা ও অগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিত। সুতরাং আথীনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় গ্রীকদিগকে স্বাভাবিক প্রবণতার বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছিল। আথীনীয়েরা যদি সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলিকে আথেন্সের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিত, তবে হয় তো তাহাদিগের সাম্রাজ্য স্থায়ী হইতে পারিত। কিন্তু তাহারা যে স্বার্থসাধিকা নীতির অনুসরণ করিল, তজ্জন্য আথেন্সে কোষাগার লইয়া যাইবার অর্দ্ধশতাব্দী পরেই উহা বিলয় প্রাপ্ত হইল।

বৈদিকযুগের আর্য্য ও অনার্য্যের মত গ্রীক জাতির যবন ও ডোরিয়ান শাখার মধ্যে চিরকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। আথেন্সের অধীনে যেমন যবন রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া ক্রমে আথীনীয় সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করিল, পেলপনীসসে তেমনি ডোরিয়ান রাজ্যসমূহ স্পার্টার নেতৃত্বে একত্র হইয়া প্রথমাবধিই উহার বিনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হইল। বাণিজ্য ও নৌবলে করিন্থ আথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য না হইয়াই পারে নাই। ৪৫৯ সনে পূর্ব্বোক্ত দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহার ফলাফল সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। প্রথম বৎসরে আথেন্স মেগারা জয় করে। ৪৫৭—৬ সনে ঈজিনা পরাজিত হইয়া ডীলসের মিত্রশক্তিপুঞ্জের অন্তর্ভূত হয়। ঐ বৎসরই আথেন্স টানাগ্রার যুদ্ধে পরাজিত হইল বটে, কিন্তু অইনফীটার (Oenophyta) যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীওশিয়া প্রদেশে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিল। এইরূপে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৪৫৬—৪৪৯) আথীনীয় সাম্রাজ্য জলেস্থলে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এত কাল পরে এই সময়ে (বোধ হয় ৪৪৮ সনে) পারস্ত ও আথেন্সের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ৪৪৭ সনে আথেন্স করোনিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইল, সুতরাং বীওশিয়া আবার স্বাধীনতা লাভ করিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে আথীনীয়েরা মেগারাও হারাইল। ৪৪৬—৫ সনে তাহারা পেলপনীসসের শক্তিপুঞ্জের সহিত ত্রিশ বৎসরের জন্য সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

তৃতীয় কণ্ডিকা

পেরিক্লীস-যুগ

ত্রিশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইলেও উহা পনর বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এই শান্তির কালে আথীনীয় সাম্রাজ্য সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে মহামনাঃ রাষ্ট্রনীতিবিৎ এই সময়ে আথেন্সের কর্ণধার ছিলেন, তাঁহার নামানুসারে গ্রীক ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতম যাম পেরিক্লীস-যুগ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। আমরা এই যুগের অপরিস্ফুট আভাস দিতে প্রয়াস পাইব।

১। পেরিক্লীস।

পেরিক্লীস নাবধ্যক্ষ ক্সান্থিপসের পুত্র ছিলেন। ইনি সামরিক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া দুই জন গুরুর নিকটে উৎকৃষ্ট মানসিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন; এক আথেন্সের সঙ্গীতাচার্য্য ডামোন (Damon), দ্বিতীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্লাজমেনাই-বাসী আনাক্সাগরাস। শেষোক্ত আচার্য্যের সাহচর্য্যের প্রভাবে ইনি দেশপ্রচলিত কুসংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করেন। পেরিক্লীস প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাশক্তির অধিকারী ছিলেন; ভাব-ও-ভাষাসম্পদে তাঁহার সমকক্ষ জগতে অধিক দৃষ্ট হয় নাই; লোকে বলিত, যে তাঁহার রসনায় বজ্র ও বিদ্যুৎ লীলা করে। অনন্যসুলভ বাগ্মিতা না থাকিলে ইনি ত্রিশবৎসর কাল আথীনীয় গণতন্ত্রের পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু শুধু বাগ্মিতাই ইহার একমাত্র কারণ নহে। ইনি অর্থপিপাসার অতীত ছিলেন। ইঁহাতে সাধুতা ও বাক্‌পটুতার অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আথীনীয়েরা নতশিরাঃ হইয়া ইঁহার মন্ত্রণা মানিয়া চলিত। পেরিক্লীস লোকের সহিত বড় মিশিতেন না; বিনা প্রয়োজনে প্রায় গৃহের বাহিরে যাইতেন না; পানভোজনের আমোদ প্রমোদ বর্জ্জন করিতেন; গার্হস্থ্য ব্যাপারে অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; সর্ব্বত্র সযত্নে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতেন;

প্রতিপক্ষের কটূক্তিতে ইঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না, এবং উত্তেজনার সমূহ কারণ ঘটিলেও ইঁহার ভব্যতা ও শিষ্টাচার অব্যাহত থাকিত।

প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, "পেরিক্লীস সারল্য ও সংযতচিত্ততার জন্য প্রশংসাভাজন ছিলেন; তিনি জনকোলাহল ও শত্রুর তীব্র আক্রমণের মধ্যেও অন্তরের সংযম হারাইতেন না। শুধু তাহাই নহে। তিনি এমন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কখনও ঈর্ষা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়েন নাই, এবং মহাশত্রুর প্রতিও তিনি কদাপি দুর্জ্জয় বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। তিনি যে ইহাকেই আপনার জীবনের পরম সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এ জন্যও আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার মতে এই একটা বিষয়ই—অর্থাৎ তাঁহার নম্র ও প্রশান্ত ব্যবহার, তাঁহার শুভ্র সাধুতা, এবং শাসন-দণ্ড পরিচালনকালে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক আচরণ তাঁহার 'দেবোপম' (Olympios) উপাধিকে সার্থক করিয়াছে।"

কথিত আছে, পেরিক্লীসের অন্তিমকাল সমাগত হইলে তাঁহার বন্ধুজন ও প্রসিদ্ধ পুরবাসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া উপবেশন করিয়া তাঁহার নানা সদ্গুণ উল্লেখ করিতেছিলেন। তিনি মুমূর্ষু দশায় পতিত হইয়াও তাঁহাদিগের বাক্যে সায় দিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় গুণের কথাই ভুলিয়া গিয়াছ; তাহা এই, যে আমার কারণ কোনও আথীনীয় (প্রিয়জনকে হারাইয়া) শোকের বসন পরিধান করে নাই।"

৪৬২ সন হইতে আথেন্সে পেরিক্লীসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইনি ও এফিয়াল্টীস মিলিত হইয়া শাসন-প্রণালীতে যে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

২। পেরিক্লীসের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

পেরিক্লীস দীর্ঘকাল আথীনীয় সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনে নিযুক্ত থাকিয়া যত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সে সকলেরই মূলে একটা

মহৎ লক্ষ্য বিদ্যমান ছিল। আথেন্স ঐহিক বৈভবে এবং জ্ঞানে, শিল্পে ও সভ্যতায় হেলাসের রাণী হইবে, এবং গ্রীক জাতি তাহার পতাকার তলে মিলিত হইয়া যুগযুগান্তরের অনৈক্য ভুলিয়া যাইবে—এই মনোমোহন আদর্শই তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁহার একটী বক্তৃতায় এই আদর্শ উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা উহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পেলপনীসস যুদ্ধের প্রথম বর্ষে যে সকল আথীনীয় বীর রণক্ষেত্রে নিহত হয়, এই বক্তৃতাটী তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রথমে পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পেরিক্লীস কহিতেছেন,—

"আমাদিগের ও অপরের শাসন-প্রণালীর মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, কেন না, অপরে আমাদিগের অনুকরণ করে, আমরা কাহারও অনুকরণ করি না। এই শাসন-প্রণালী অধিকাংশের হস্তে ন্যস্ত আছে, ইহা অল্পসংখ্যকের করায়ত্ত নহে, এজন্য ইহার নাম গণতন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে সকলেরই নিজ নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণের সমান অধিকার আছে; অথচ যোগ্যতা থাকিলে কেহই উপেক্ষিত হয় না; যে কেহ যোগ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, সেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; তাহাতে তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নয়, কিন্তু শুধু যোগ্যতাই বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে দারিদ্র্য কাহাকেও সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে না; যোগ্য ব্যক্তি অজ্ঞাত-কুলশীল হইলেও রাষ্ট্রের হিত সাধন করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা সমভাবে ঔদার্য্য রক্ষা করিয়া চলি; মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করে, কিন্তু আমাদিগের প্রতিবেশী নিজের ইচ্ছানুরূপ কিছু করিলে আমরা তাহাতে রুষ্ট হই না, কিংবা তাহার প্রতি কটু দৃষ্টিপাত করি না,—কটু দৃষ্টি কোনও ক্ষতি করে না বটে, কিন্তু তথাপি ইহা কম বিরক্তিকর নহে। আমরা পরস্পরের সাহচর্য্যে যেমন স্বেচ্ছানুগামী, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে তেমনি সংযত; আমরা রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রীয় বিধিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি; বিশেষতঃ অপকৃত ব্যক্তিগণের রক্ষা যে সকল বিধির লক্ষ্য; এবং যে বিধিগুলি অলিখিত ও যাহা লঙ্ঘন

করিলে সকলেই একবাক্যে তাহার নিন্দা করে; এই দ্বিবিধ বিধিকে আমরা সমধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

"তৎপরে, আমরা শ্রম অপনোদনের জন্ত মনের পক্ষে কতপ্রকার আরামের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদিগের বৎসর ভরিয়া নিয়মিত মহোৎসব ও পূজা পার্ব্বণ রহিয়াছে; আমাদিগের গৃহ সুশোভন ও সুরুচি-পরিচায়ক; আমরা প্রতিদিন এই সমুদায়ে যে তৃপ্তি পাই, তাহা মনের দুঃখ ও অবসাদ দূর করে। আমাদিগের পুরী এমন মহীয়সী, যে সমগ্র ধরণীর যাবতীয় দ্রব্য এখানে আহরিত হইতেছে, সুতরাং স্বদেশজাত ফলশস্যের মত অন্তান্ত জাতির বাঞ্ছিত সামগ্রীও আমরা একইরূপ সম্ভোগ করিতেছি।

"তারপর, আমাদিগের ও প্রতিপক্ষের সামরিক শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমাদিগের পুরী সকলের নিকটেই উন্মুক্ত, আমরা 'প্রবাসী আইনের' বলে বিদেশী লোককে নগর হইতে বাহির করিয়া দিই না। যদি কেহ কিছু জানিতে বা দেখিতে চাহে, তবে আমরা তাহাতে বাধা প্রদান করি না—যদিচ সে যে জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা শত্রুর হিত-কল্পেই নিয়োজিত হইতে পারে। আমরা ধূর্ত্ততা ও শঠতা অপেক্ষা স্বীয় বাহু ও অন্তর্নিহিত সাহসের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। শিক্ষা সম্পর্কে দেখিতে পাই, যে তাহারা নবীন বয়স হইতেই শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে ব্যাপৃত থাকিয়া বীরত্ব অর্জ্জনের প্রয়াস পায়; অমরা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিয়াও তাহাদিগেরই মত ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হই। ইহার প্রমাণ এই, লাকেডাইমোন বাসীরা একাকী আমাদিগের দেশ আক্রমণ করে না; তাহারা সহায়গণকে সঙ্গে লইয়া আইসে; কিন্তু আমরা একাকী পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে গমন করি; প্রতিপক্ষ গৃহপরিজন রক্ষার জন্ত সংগ্রাম করে, আমরা বিদেশে যুদ্ধ করি, তথাপি আমরা প্রায়শঃ সহজেই জয়ী হই। শত্রুগণ আজিও আমাদিগের অখণ্ড শক্তির পরিচয় পায় নাই; কেন না, জলে নৌবাহিনী নিরন্তর আমাদিগের যত্নের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, স্থলে আমরা বহুক্ষেত্রে পুরবাসীদিগকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু তাহারা আমাদিগের অল্পসংখ্যক সৈন্ত পরাজিত

করিলেই এই বলিয়া গর্ব্ব করে, যে তাহারা আমাদিগের সকলকেই বিধ্বস্ত করিয়াছে; আবার নিজেরা পরাস্ত হইলে এই ভাণ করে, যে আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছি।

"অতএব, আমরা যদি আয়াসসাধ্য শিক্ষা ব্যতিরেকেও নির্ভয়ে বিপদকে আলিঙ্গন করিতে পারি; যদি আমরা নিয়মের শাসনে নয়, কিন্তু শুধু অভ্যাসবশতঃই বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হই, তবে আমরা নিশ্চয়ই লাভবান্। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই অনাগত ভবিষ্যতের দুঃখকে বহন করি না, অথচ যখন দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অনবরত ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদিগেরই মত নির্ভীকচিত্তে ইহাকে গ্রহণ করি। কিন্তু শুধু যুদ্ধে নয়, অন্যান্য বিষয়েও আমাদিগের পুরী শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসার্হ; কেন না, আমরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় অথচ আড়ম্বরবিহীন; আমরা জ্ঞান চর্চ্চায় রত থাকিয়াও কাপুরুষ হইয়া যাই নাই। আমাদিগের মতে ধন কার্য্যসাধনের উপায়, গর্ব্ব করিবার বিষয় নহে। এখানে দারিদ্র্য স্বীকার করা লজ্জাকর নয়, দারিদ্র্যমোচনের জন্য চেষ্টা না করাই লজ্জাকর। আমরা আপন আপন গার্হস্থ্য ব্যাপারে নিবিষ্ট থাকলেও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করি না; আমাদিগকে যদিও অন্য অনেক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়, তথাপি আমাদিগের রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আছে। যে রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন, কেবল আমরাই তাহাকে নিরীহ নয়, কিন্তু অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। আমরা সকলেই যে নূতন কিছু করিতে পারি, তাহা নহে; কিন্তু একটা নূতন প্রস্তাবের বিচার আমরা প্রত্যেকেই করিতে পারি। আমরা মনে করি, যে বিচার কার্য্যের প্রতিবন্ধক নয়, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যে পরিষ্কার জ্ঞান আবশ্যক, তাহার অভাবই উহার প্রতিবন্ধক। বাস্তবিক আমাদিগের এই একটা বিশেষত্ব, যে আমরা সাহসে অপরাজেয়, অথচ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা সে বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে, অপর সকলের দুঃসাহস অজ্ঞানতার ফল, এবং অব্যবস্থিতচিত্ততা বিচারবুদ্ধিপ্রসূত। যাহাদিগের জীবনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উজ্জ্বল জ্ঞান আছে, অথচ যাহারা

তজ্জন্য বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হয় না, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্। সৎকর্ম্মেও অধিকাংশ লোকের সহিত আমাদিগের পার্থক্য আছে; আমরা উপকার পাইয়া নয়, কিন্তু উপকার করিয়া বন্ধু লাভ করি। যে উপকার করে, সেই অটলতর বান্ধব; কেন না, সে নব নব উপকার করিয়া উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাকে স্থায়ী করিয়া রাখে; কিন্তু যে উপকার গ্রহণ করিতেছে, তাহার হৃদয় তেমন প্রেমার্দ্র নয়; কারণ সে জানে, যে সে যে প্রত্যুপকার করিবে, তাহা শুধু ঋণ-পরিশোধ, তাহাতে কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের আশা নাই। আমরাই কেবল স্বার্থচিন্তাবিরহিত হইয়া সরল-চিত্তে, স্বতঃপ্রণোদিত ঔদার্য্যে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া, নির্ভয়ে অপরের উপকার করিয়া থাকি। আমি এক কথায় বলিতেছি, যে আথেন্স হেলাসের শিক্ষালয়; আমার মনে হয়, যে এখানকার প্রত্যেকেই বিচিত্র ও মনোহর তৎপরতার সহিত আপনাকে বিবিধ অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে পারে। আমরা এই সকল গুণের সাহায্যে যে শক্তির অধিকারী হইয়াছি, তাহাই প্রমাণ করিতেছে, যে আমি যাহা বলিলাম, তাহা ধ্রুব সত্য, ক্ষণিক গর্ব্ব নহে। বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একা আথেন্সই পরীক্ষায় পড়িয়া আপনাকে খ্যাতির অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া প্রতিপন্ন করে; একা এই পুরী দ্বারা পরাজিত হইয়াই শত্রুগণ অবমানিত হইল ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইতে পারে না; কেবল ইহার প্রজা-গণই এমত ক্ষোভ করিতে পারে না, যে তাহারা অযোগ্য প্রভুর রাজ্যে বাস করিতেছে। আমাদিগের পরাক্রমের নিদর্শন সুস্পষ্ট; অপর সাক্ষ্যে আমাদিগের প্রয়োজন নাই; আমরা শুধু বর্ত্তমানে নহে, কিন্তু ভবিষ্যতেও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া থাকিব। আমরা হোমার কিংবা অন্য কোনও কবির গুণানুবাদের অপেক্ষা করি না—ইঁহাদিগের কবিতা ক্ষণেকের তরে তৃপ্তিদান করে, কিন্তু ইহা হইতে ঘটনাবলি সম্বন্ধে যে ভাব উৎপন্ন হয়, অনুসন্ধানলব্ধ সত্যের নিকটে তাহা তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। সমুদায় সাগর ও ধরণী আমাদিগের বীরত্বভরে রাজপথে পরিণত হইয়াছে; আমরা সর্ব্বত্র আমাদিগের বীর্য্যের শাশ্বত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছি। এই সেই পুরী, যাহার জন্য এই পুরুষেরা বীরের মত যুদ্ধ করিয়া

প্রাণপাত করিয়াছে; তাহারা যে এই পুরী হারাইবে, এমত কল্পনা তাহাদিগের সহ্য হয় নাই। আমরা যাহারা পশ্চাতে রহিলাম, আমাদিগের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, যে ইহার জন্য প্রসন্নচিত্তে শ্রম করি।"

* * * *

"তোমরা অনুদিন এই পুরীর মহত্ব ও তাহার ফল ধ্যান কর, এবং প্রাণকে ইহার প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ করিয়া রাখ। মননযোগে যখন ইহা তোমাদিগের নিকটে মহীয়সী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন ভাবিয়া দেখিও, যে সেই সকল ব্যক্তি এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যাহাদিগের অন্তরে সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের মিলন ঘটিয়াছিল; যাহারা সংগ্রামক্ষেত্রে কলঙ্ককে বড়ই ভয় করিত; এবং যাহারা অভীষ্টসাধনে অকৃতকার্য্য হইলেও জন্মভূমিকে স্বীয় বীরত্বে বঞ্চিত না করিয়া তাঁহার উৎসবের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁহাকে নিজ জীবনের আহুতি দান করিত।" (Thucyd. II. 37—41, 43)।

নবম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্স

পেরিক্লীস তাঁহার বক্তৃতায় আথেন্সের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে এই পুরী বাস্তবিক কি ছিল, এবং তিনি ইহাকে কিরূপ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এই দুই ভাবই [illegible] হইয়াছে। বক্তৃতাটীর পশ্চাতে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিচর্য্যা ছিল বলিয়াই ইহার মূল্য এত অধিক। ইহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, আমরা প্রথমে তাহার প্রসঙ্গ করিয়া পরে পেরিক্লীসের সাধনার কথা বলিব।

প্রথম কণ্ডিকা

আথীনীয় গণতন্ত্র

চতুর্থ অধ্যায়ে আথেন্সের শাসন-প্রণালীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আপনারা যদি তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তবে অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন, যে পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্স পূর্ণাবয়ব গণতন্ত্রের আদর্শরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসী সাক্ষাৎভাবে ইহার কোন না কোনও সেবায় নিয়োজিত থাকিত। আথীনীয়েরা রাষ্ট্রের নিম্নতমস্তর জনপদ (deme) হইতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিত। উহাতে এই পাঁচ শ্রেণীর কর্ম্ম সম্পাদিত হইত। (১) কর্ম্মচারী ও পুরোহিতগণের বাৎসরিক নির্ব্বাচন; (২) জনপদের নিজস্ব ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ; (৩) মন্দির ও পূজাপার্ব্বণাদির তত্ত্বাবধান; (৪) হিতকারী ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করণ; এবং (৫) ছোটখাট স্থানীয় মোকদ্দমার বিচার।

এই গ্রাম্য কর্ম্মগুলি ছাড়া কয়েকটী গুরুতর ব্যাপারে জনপদ রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত ছিল। প্রথমতঃ, প্রত্যেক জনপদ রাষ্ট্রবাসী-দিগের একটা তালিকা রাখিত, এবং প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগকে নব রাষ্ট্রবাসীরূপে গ্রহণ করিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ কর আদায় করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে জনপদগুলি স্বীয় স্বীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহাকে কত দিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। তৃতীয়তঃ, ইহারা বিবিধ রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য পরিচারক জোগাইত। জনসভার সভ্য, মন্ত্রণা-সভার সদস্য, বিচারক, আর্খোন প্রভৃতি রাজপুরুষ—রাষ্ট্রের নানা শ্রেণীর কর্ম্মকারক পরিণামে জনপদগুলি হইতেই সমাহৃত হইত।

আথীনীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আথেন্সের পূর্ণস্বত্ববান্ অধিবাসী ও কর্ম্মচারী, এই উভয়ের সংখ্যার অনুপাত অনুশীলন করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞেরা অবধারণ করিয়াছেন, যে ৪৩১ সনে প্রাপ্তবয়স্ক

পুরবাসীর সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হইতে চুয়াল্লিশ হাজার। ইহাদিগের মধ্যে ১৫০০ রাজপুরুষের, ৬০০০ সৈনিকের ও ৬০০০ বিচারকের কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পূর্ণস্বত্ববান্ রাষ্ট্রবাসীদিগের একতৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের সেবা করিত।

এখন ৩৮ পৃষ্ঠায় আরিষ্টটলের যে উক্তিটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখি। তিনি যে লিখিয়াছেন, বিশহাজার আথেন্সবাসী সরকারী ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা এই—বিচারক ৬০০০, ধানুকী ১৬০০, অশ্বারোহী ১২০০, মন্ত্রণাসভার সদস্য ৫০০, পোতাধিষ্ঠানরক্ষী ৫০০, আক্রপলিস-প্রহরী ৫০, রাজকর্ম্মচারী ৭০০, সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারী ৩০০, মোট ১০৮৫০। তৎপরে স্থলসৈন্য ২৫০০, জলসৈন্য ৩৫০০, মোট ৬০০০। পরিশেষে হিতকারী, কারাধ্যক্ষাদি ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী, রণপতিতসৈনিকগণের অনাথ বালক-বালিকা ইত্যাদি ৩১৫০। সর্ব্বসাকল্যে ২০০০০।

পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসীর সংখ্যা বিশ সহস্রই হউক, আর চল্লিশ সহস্রই হউক, আথীনীয় গণতন্ত্রের প্রায় সকল বিভাগেই বার্ষিক নির্ব্বাচনের বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং কোন পুরবাসীই রাষ্ট্র-সেবার অধিকারে বঞ্চিত হইত না।

এই সেবা কথার কথা ছিল না; ইহাতে পুরবাসীদিগকে যথেষ্ট সময় ও শক্তি অর্পণ করিতে হইত। বিচারালয়, মন্ত্রণাসভা ও জনসভা, এই তিনটীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। বৎসরে তিন শত দিন বিচারালয়ের অধিবেশন হইত; প্রত্যেক বিচারক (Heliast) অন্ততঃ এক শত দিন বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। মন্ত্রণাসভা শুধু পর্ব্বোপলক্ষে বন্ধ থাকিত; অন্য সময়ে প্রত্যহ উহার কাজ চলিত; সুতরাং এই সভাও বৎসরে প্রায় তিন শত দিন কর্ম্ম করিত। জনসভার বৎসরে দশটী নিয়মিত অধিবেশন ছিল, অনিয়মিত অধিবেশনের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। পঞ্চম শতাব্দীতে উহা মোটের উপর প্রতি দশদিন অন্তর আহূত হইত, এবং কতবার সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উহার আলোচনার স্রোতঃ বহিয়া যাইত।

অরিষ্টফানীসের একখানি ব্যঙ্গনাট্যে দেখিতে পাই, যে যাহারা জনসভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে শৈথিল্য ও বিলম্ব করিত, তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য একটা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। বাজারের যে স্থানে দীর্ঘসূত্রী লোকগুলি জড় হইয়া গল্পগুজবে মাতিয়া যাইত, কর্ম্মচারীরা তাহা একটা সিন্দূররঞ্জিত রজ্জুদ্বারা ঘিরিয়া ফেলিত, এবং আস্তে আস্তে রজ্জুটা সঙ্কুচিত করিয়া আনিত। পৃষ্ঠে সিন্দূরের দাগ লাগিবার ভয়ে অনেকেই তখন ছুটিয়া সভায় যাইত; যাহাদের তখনও চৈতন্যোদয় হইত না, তাহারা অঙ্গে সিন্দূররাগ ধারণ করিয়া দর্শকদিগের মধ্যে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিত। (*The Acharnians*, 21-22)।

আথীনীয়েরা জনসভায় যে শুধু নিশ্চেষ্ট শ্রোতার মত বসিয়া থাকিত, তাহা নহে। তাহারা আলোচ্য বিষয়গুলির প্রত্যেকটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিত। সম্পাদ্য কার্য্যগুলি ধর্ম্ম্য, বৈষয়িক ও বৈদেশিক, এই তিন ধারায় আলোচিত হইত, এবং প্রত্যেক বিষয়ের শেষ মীমাংসা তাহারাই করিয়া দিত, সুতরাং সকল পক্ষের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া ধীরভাবে বিচার করিতে না পারিলে জনসাধারণ কখনই কোনও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে উপনীত হইতে পারিত না। জনসভায় মন্ত্রণা-সভার বহু সদস্য এবং অনেক রাজপুরুষ উপস্থিত থাকিতেন; তাঁহাদিগের কার্য্যগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আলোচনা সহজ ও সরল হইয়া যাইত; কিন্তু আথীনীয়েরা সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের প্রতি চিন্তার ভার অর্পণ করিয়া নিজেরা নিশ্চিন্তচিত্তে কেবল "হাঁ" বা "না" বলিয়া বিচারের শ্রম হইতে মুক্তি অন্বেষণ করিত না। "আমাদিগের রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আছে"; "একটা নূতন প্রস্তাবের বিচার আমরা প্রত্যেকেই করিতে পারি"—পেরিক্লীসের এই দুই বাক্যে আথীনীয়দিগের রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

আথীনীয় চরিত্র

অতএব এক্ষণে আমরা আথীয়গণের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাঠকেরা তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, উহার কোন্ কোন্ লক্ষণ তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সুদক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা এস্থলে তাহাদিগের দোষের কথা অধিক করিয়া বলিব না; কেন না, দশম পরিচ্ছেদে শত্রুর মুখে আপনারা তাহার সুললিত বর্ণনা শুনিতে পাইবেন। (১) আথীনীয়েরা বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল। তাহারা নাট্যশালায় যে জাতীয় নাটকের ভাব ও ভাষা সম্ভোগ করিয়া চিত্ত-বিনোদন করিত, তদপেক্ষা তাহাদিগের সূক্ষ্মাগ্র বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রমতিত্বের আর কোন্ প্রমাণ উপস্থিত করিব? একজন ইংরেজ লেখকের মতে মনোবৃত্তির বিকাশে ইংরেজ জাতি অফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের যত উপরে, আথীনীয়েরা বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির প্রায় তত উপরে অবস্থিত ছিল। (Galton, *Hereditary Genius,* quoted by Zimmern, *The Greek Commonwealth,* p. 316)। (২) তৎপরে, রসবোধ ও পরিহাসপ্রিয়তায় আথীনীয়দিগের উপমা নাই। আমোদ করিবার উপকরণ পাইলে তাহাদিগের উল্লাসের সীমা থাকিত না। এমন কি, জনসভাতেও তাহারা পরস্পরকে পরিহাস করিতে ছাড়িত না। আথী-নীয়েরা তুখর সমালোচক ছিল। উচ্চারণের সামান্য ত্রুটি, কি চালচলনের একটু অনভ্যস্ত ভঙ্গী—স্বাভাবিকতার তুচ্ছ ব্যতিক্রমও তাহাদিগের দৃষ্টি এড়াইত না; এইরূপ একটা কিছু পাইলেই তাহাদিগের ব্যঙ্গপ্রবণ প্রাণ হাস্যরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। (৩) তাই বলিয়া আথীনীয়েরা শ্রদ্ধাহীন ছিল না। তাহারা মহৎ ও সুন্দরের সমাদর করিতে জানিত, এবং সংযত, নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ চরিত্র দেখিলে ভক্তিতে আপ্লুত হইত। (৪) কিন্তু প্রশংসা হইতে নিন্দায় রত হইতে তাহাদিগের কালবিলম্ব ঘটিত না। তাহারা গতকল্য যাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছিল, আজ তাহাকে নরকে প্রেরণ করিল, এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। তাহাদিগের প্রখর দৃষ্টিতে

প্রসিদ্ধ পুরুষদিগের দোষত্রুটিও অনায়াসে ধরা পড়িত, এবং রঙ্গমঞ্চে সে গুলির অভিনয় দেখিয়া তাহারা খুব আমোদ পাইত। আথেন্সে এই জন্যই বিদ্রূপাত্মক নাটক এত সর্ব্বজনপ্রিয় ছিল। (৫) ললিত কলার প্রতি অনুরাগ ও ললিত কলার রসসম্ভোগ আথীনীয় চরিত্রের পঞ্চম বিশেষত্ব। চারু শিল্পে জনসাধারণের রুচি একান্ত মার্জ্জিত না হইলে আথেন্সে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের এমন পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিত না। (৬) পরিশেষে, আথীনীয়গণের ধর্ম্মানুগত্য সর্ব্বোপরি স্মরণীয়। তাহারা কুলক্রমাগত ধর্ম্মে কেমন নিষ্ঠাবান্ ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আপনারা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পসেনিয়াস লিখিয়াছেন, "আথীনীয়েরা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ" (I. 17); "তাহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ অপর সকলের অপেক্ষা অধিক" (I. 24)। জেনফোন বলেন, "আথীনীয়েরা অন্য পুরী অপেক্ষা দ্বিগুণ পর্ব্বের অনুষ্ঠান করে।" (*Government of Athens*, III. 8)। নিকিয়াস প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরুষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠার প্রেরণায় প্রাণ দিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ", এই গীতাবাক্যের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অন্তরের সরসতা, মহদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাশীলতা, চিত্তচাঞ্চল্য, সুকুমার শিল্পে পরিশুদ্ধ রুচি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা—এই ছয়টী আথীনীয় চরিত্রের লক্ষণ। এই সঙ্গে আথীনীয়দিগের আর দুইটী বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া রাখি। তাহারা বাক্‌পটুতায় প্রাচীন কালে অতুলনীয় ছিল; আর প্রতিনিয়ত বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আথীনীয়েরা অত্যন্ত মামলাবাজ ও বিচারপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। "আথীনীয়েরা সারা জীবন আদালতে সুললিত স্বরে বিচারফল ঘোষণা করে" (*The Birds*, 40-1)—আরিষ্টফানীস অনেকগুলি নাটকে ঐ দোষের প্রতি এই প্রকার বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি আথীনীয়দিগকে লজ্জা দিবার উদ্দেশ্যে "বোল্‌তা" নামক একখানি আস্ত প্রহসনই রচনা করিয়াছেন।

তৃতীয় কণ্ডিকা

আথেন্সের আয়ব্যয়

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি, যে আথীনীয়েরা সরকার হইতে নানা উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ পাইত (৩৫, ৩৬ পৃষ্ঠা); সুতরাং তাহাদিগের রাষ্ট্রসেবা একেবারে অবৈতনিক ছিল না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আথীনীয় গণতন্ত্রের একটা বিশিষ্ট ব্যবস্থাসম্বন্ধে নীরব থাকিলে উহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে ধনীরা রাজকার্য্য করিয়া যে সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তদপেক্ষা তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় অনেক অধিক ব্যয় করিতে হইত। আথেন্সে শুধু অবস্থাবান্ ব্যক্তিরাই অশ্বারোহীর কর্ম্ম করিতে পারিতেন; ইঁহাদিগের অপেক্ষা যাহাদিগের আয় অল্প, তাহারা পূর্ণাস্ত্রসৈনিক (hoplites) রূপে যুদ্ধ করিত। এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই নিজের ব্যয়ে অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতে হইত। তৎপরে "নাবধ্যক্ষতা" (triearchia) বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে পুরবাসীর সম্পত্তির মূল্য অন্যূন ৫০০ মিনা বা ত্রিশ হাজার টাকা, তাঁহাকে স্বকীয় অর্থে একখানি সরকারী যুদ্ধজাহাজ পোষণ করিতে হইবে। যদিচ সরকার পোত ও তাহার আসবাব জোগাইবেন ও নাবিকদিগের বেতন দিবেন, তাহা হইলেও নাবধ্যক্ষকে এই ভার বহন করিতে যাইয়া যে অর্থক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। সিসিলীতে আথীনীয় পোতবাহিনী বিনষ্ট হইবার পরে এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে একজন অসমর্থ হইলে দুইজন পুরবাসী মিলিত হইয়া এক খানি পোতরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই বিধি দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হইল, যে ধনবানের ধন কেবল তাহার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-সাধনের উপায় নহে; উহার অন্ততঃ কিয়দংশ দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। পরিশেষে, আটিকার প্রত্যেক শাখা যে এক এক জন "নটাধ্যক্ষ" (Choregos) নির্ব্বাচন করিত, তাঁহারা উৎসবাদিতে সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারে কত অর্থই ব্যয় করিতেন। আমরা মোটে তিনটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলাম। বর্ত্তমান কালের কোনও সুসভ্য দেশে এতদনুরূপ কিছু দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয় পৌরজনের স্বকীয় অর্থে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না; সুতরাং আথীনীয় সাম্রাজ্যের আয়ের উপায় কি কি ছিল, পাঠকেরা হয় তো এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রশ্নটীর উত্তর দিতে অধিক সময় লাগিবে না। আথীনীয় পুরবাসীরা সাধারণতঃ কোনও প্রত্যক্ষ কর প্রদান করিত না; কিন্তু প্রবাসীরা প্রত্যেকে ঐরূপ কর দিত। বাণিজ্যব্যবসায়জাত পণ্যশুল্ক হইতে আথেন্সের যথেষ্ট আয় হইত। সরকারী ভূমিসম্পত্তি এবং রৌপ্যখনিও অর্থাগমের উপায় ছিল। বিচারালয়ের উপস্বত্ব, দেবার্থে দান এবং মিত্ররাজ্যদত্ত কর হইতে রাজ কোষে কম অর্থ আসিত না। তবে এ কথা সত্য, যে বর্ত্তমান কালের এক একটা সাম্রাজ্যের তুলনায় আথেন্সের আয় সিন্ধুতে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইবে।

আথীনীয়েরা সাক্ষাৎভাবে কোনও কর দিত না বলিয়াই স্বদেশের পরিচর্য্যায় এমন অকাতরে সময় ও অর্থ নিয়োগ করিত। এক্ষণে বোধ করি পেরিক্লীসের বক্তৃতার ঐতিহাসিক সারবত্তা কোন কোনও দিকে পরিস্ফুট হইল। অতঃপর আসুন, তিনি স্বীয় চিত্তহারী আদর্শকে কায়া দান করিবার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

চতুর্থ কণ্ডিকা

পেরিক্লীসের সাধনা

পুরীর শোভা-সম্পাদন।

৪৪৮ সনে আথীনীয়েরা আথেন্সে এক জাতীয় মহাসম্মিলন আহ্বান করিয়া প্রায় সমুদায় গ্রীক রাষ্ট্রকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করে। পারসীকেরা গ্রীসের যে সকল মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, সে-গুলির পুনর্নির্ম্মাণ মহাসম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু স্পার্টার ঈর্ষাপ্রণোদিত প্রতিকূলতাবশতঃ পেলপনীসসে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য হয়

এবং আথেন্সের দূতগণ তিরস্কৃত হইয়া ফিরিয়া আইসে। পেরিক্লীস তখন পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করিয়া আথেন্সকে পরম রমণীয় মন্দির ও দেবমূর্ত্তিদ্বারা অতুলনীয় শ্রীসম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অপরিসীম উদ্যমে আথেন্সে "কুমারী-মন্দির" (Parthenon), আথীনার পুরাতন মন্দির (Erechtheion) "জয়ন্তী" আথীনার মন্দির, হীফাইষ্টসের মন্দির; ল্যুকেইয়ন নামক বিদ্যালয়, বিশাল নাট্যশালা, সঙ্গীতভবন (Odeion), চিত্রিত মণ্ডপ, "অগ্রদ্বার" (Propylaea) নামক বিচিত্র সৌধ; এবং সৌনিয়মে পসাইডোন ও আথীনার মন্দির; এলেয়ুসিসে গুপ্তপূজার মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত, পুনর্নির্ম্মিত বা পরিকল্পিত হইল। শৈলোপরি "রণরঙ্গিনী" আথীনার (Athena Promachos) প্রকাণ্ড কাংস্যময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহাকে নব লাবণ্য দান করিল; কুমারী-মন্দিরের অদ্বিতীয় ভাস্কর ফাইডিয়াস-রচিত আথীনার সুবর্ণগজদন্তময়ী প্রতিমা জগদ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল; এই মন্দিরের গাত্রে দেব ও মানবের কত মনোহর রূপ ও আথীনার বিশ্বোৎসবের কি জীবন্ত দৃশ্যই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। জয়শ্রীমণ্ডিত বিক্রান্ত গ্রীক জাতির গৌরবময় যুগের অনুপম কীর্ত্তিকলাপ চিরজাগ্রত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পেরিক্লীসের আমন্ত্রণে গ্রীসের যত কৃতী ও যশস্বী শিল্পী আথেন্সে সমবেত হইলেন। এই অভিপ্রায়-সংসাধনে ফাইডিয়াস তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এয়ুমারস (Eumaros), কিমোন ও পল্যুগ্নোটস (Polygnotos) প্রভৃতি চিত্রকর; এবং এয়ুডাইয়ুস (Eudaeus), ওনাটাস (Onatas), ম্যুরোন (Myron) ও পল্যুক্লাইটস (Polycleitos) ইত্যাদি ভাস্করগণ অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ফাইডিয়াস এবং তাঁহার স্বনামধন্য শিষ্য আগরাক্রিটস ও কলোটীসের (Colotes) সহিত মিলিত হইয়া আথেন্সকে রূপলাবণ্যে বস্তুতঃই হেলাসের রাণী করিয়া তুলিলেন। রাষ্ট্রের সেবায় এত বিচিত্রকর্ম্মা শিল্পীর সমাবেশ এক আথেন্সেই সম্ভবপর হইয়াছিল। মহৈশ্বর্য্যশালী আথীনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই গ্রীকেরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদিগের নয়ন মুগ্ধ এবং প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ

হইবে, ইহাই পেরিক্লীসের আকিঞ্চন ছিল; তিনি রাজকোষের অগাধ ধনরাশি এই আকিঞ্চনপূরণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; আথীনীয়েরাও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অকাতরে অপরিমেয় অর্থব্যয় অনুমোদন করিত। অনুমোদন করিবারই কথা; কেন না, পেরিক্লীসের পরিকল্পনার ফলে এক দিকে পুরী যেমন শোভাময়ী হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি অপরদিকে পুরবাসীদিগের সম্মুখে ধনাগমের নানা উপায়ও প্রসারিত হইতেছিল। চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, বণিক্, দোকানদার, শ্রমশিল্পী, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, রঞ্জক, তক্ষক, প্রস্তরগৃহকারক, সূত্রধর, গাড়োয়ান, কৃষক, মজুর, কাঁসা ঢালাই করিবার কারিগর, নৌকাস্বামী, পান্থনিবাসের অধ্যক্ষ, কুসীদজীবী—কত শ্রেণীর লোকই যে এই জাতীয় প্রচেষ্টার মহামেলায় অর্থলাভ করিত, তাহার সংখ্যা নাই। আথেন্স চারুশিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু এই প্রতিযোগিতা হলাহল উদ্গীরণ করিত না; কেন না, এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়কের ইঙ্গিতে সকল শিল্পী সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুরীর গৌরববর্দ্ধনে স্ব স্ব নৈপুণ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। নিখুঁত দৈহিক সংগঠন, সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনা, আত্মার স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা এবং চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ফাইডিয়াস-বিরচিত মূর্ত্তির লক্ষণ; তাঁহার প্রভাবে এই পথে গ্রীক কলার জাতীয় ভাবের স্ফূরণ হয়। তাঁহার কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া লোকে পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হইত।

পঞ্চম কণ্ডিকা

আথেন্সের বাহ্যরূপ

পাঠকগণ একবার মনশ্চক্ষুতে আথেন্সের বাহ্যরূপ দর্শন করুন। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহারা বড়ই নিরাশ হইবেন। এই পুরীর পথগুলি কি বক্র, সঙ্কীর্ণ, অপরিষ্কৃত, আলোকশূন্য ও বন্ধুর! উহার জল-নিঃসরণের নালী নাই, পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা দূর করিবার বন্দোবস্ত নাই,

বর্ত্তমান যুগের নগরসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল বিচিত্র আয়োজন আছে, তাহার কিছুই নাই। ইহাতে শান্তি রক্ষার বিধানই বা কি অদ্ভুত! শৈলোপরি মুষ্টিমেয় অব্যবসায়ী পুরবাসী প্রহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে; সভাভূমিতে ধনুর্ব্বাণধারী শকগণ নগর-রক্ষী হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। আথেন্স তবে কি করিয়া রূপের গৌরবে ভুবনবিখ্যাত হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে আপনারা ডীমস্থেনীসের একটী উক্তি পাঠ করুন। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর আথীনীয়দিগের প্রশংসাচ্ছলে বলিতেছেন–

"তাঁহারা পুরী, মন্দির, বন্দর ও তদানুষঙ্গিক সৌধসমূহের এত অধিক ও এমন বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, যে পরবর্ত্তী জনগণের পক্ষে তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিবার নাই; ঐ যে অগ্রদ্বার, পোতাশ্রয়, মণ্ডপ ও অন্যান্য অট্টালিকা, এই সমুদায়ের দ্বারা পুরী ভূষিত করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে উহা দান করিয়াছেন। কিন্তু থেমিষ্টক্লীস কিমোন, আরিষ্টাইডীস, মিল্‌টিয়াডীস, ও অপরাপর যাঁহারা শাশ্বতী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যশের গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া যদি তোমরা জানিতে চাও, তাঁহাদিগের বাসগৃহ কি প্রকার, তবে দেখিবে, সে গুলির আয়তন ও ঐশ্বর্য্য কি সামান্য; দেখিবে যে প্রতিবেশীদিগের গৃহ হইতে সে গুলি কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতর নহে।" (XIII. ২৪-৩০)।

এক "নবীন ভাবুক" পুরী পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছেন। আসুন, আমরা অদৃশ্য থাকিয়া ও আথেন্সের এই বিশেষত্ব স্মরণে রাখিয়া তাঁহার সহগামী হই।

পর্য্যটক আক্রপলিস-শৈলোপরি আরোহণ করিয়া একে একে মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি দেখিতেছেন। গিরিসানুর প্রায় মধ্যস্থলে, উহার উচ্চতম ভাগে, পুরীর শিরোভূষণ, গ্রীক জগতে অতুলনীয় "কুমারী-মন্দির।" উহার চত্বর ১৫২ হস্ত দীর্ঘ ও ৬৮ হস্ত প্রশস্ত; মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৪৬টী মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ; এক একটী প্রায় ২৩ হাত উচ্চ। মন্দিরটী অগ্রপ্রকোষ্ঠ, অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বা শতপদী (neos hekatompedos, উহা শতপদ দীর্ঘ ছিল), কুমারী-পীঠ (parthenon) ও পৃষ্ঠকক্ষ, এই চারি

ভাগে বিভক্ত। অন্তঃপ্রকোষ্ঠ আবার দুই সারি স্তম্ভদ্বারা তিন ভাগে খণ্ডিত হইয়াছে; মধ্যভাগে ৪৩৮ সনে আথীনার দণ্ডায়মানা স্বর্ণ-গজদন্তময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা উচ্চে ২৬ হাত। প্রতিমা পূর্ব্বাস্যা; উহার সমুদায় স্বর্ণাচ্ছাদন খুলিয়া লওয়া যাইত; উহার বদন, হস্ত ও পদ গজদন্তের এবং নয়নমণি প্রস্তরের। ৪৩৫ সন হইতে পৃষ্ঠ-কক্ষ আথীনা ও অন্যান্য দেবদেবীর কোষাগার রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই মন্দিরে যে কত উৎকৃষ্ট সামগ্রী স্থান পাইয়াছিল, কে তাহার গণনা করিবে? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে এখনকার হিসাবে কুমারী-মন্দিরের জন্য এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ও প্রতিমার জন্য এক কোটি আশী লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু এই অপরূপ মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরেও শৈলের মধ্যস্থিত ও উহার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী এরেথ্‌থেইয়ন নামক পুরাতন মন্দিরই আথীনা-পূজার পীঠস্থান ছিল। পারসীকেরা উহা ভস্মসাৎ করে। পেরিক্লীস এই মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; পঞ্চম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। উহার সম্মুখে "বিশ্বপতি" জেয়ুসের ও অভ্যন্তরে আথীনা, পসাইডোন, এরেথ্‌থেয়ুস, হীফাইষ্টস ইত্যাদি দেবদেবীর বেদি স্থাপিত ছিল। উহা বস্তুতঃ এরেথ্‌থেয়ুসরূপী পসাই-ডোন ও আথীনার যুগল মন্দির। ইহাতে "পুরী-রক্ষিকা" আথীনার যে দণ্ডায়মানা প্রহরণধারিণী দারুময়ী মূর্ত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল—পারসীক সৈন্য পুরীর সন্নিহিত হইলে আথীনীয়েরা উহা লইয়া পোতে আশ্রয় গ্রহণ করে—বিশোৎসবে তাহারা তাহাকেই বস্ত্র উৎসর্গ করিত। এতৎসংলগ্ন আর একটী মন্দির "সর্ব্বরস" (Pandro-sos) নামিকা কুমারীর নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এরেথ্‌থেইয়ন ও অগ্র-দ্বারের মধ্যে ফাইডিয়াস-রচিত "রণরঙ্গিনী" আথীনার জগদ্‌বিখ্যাত কাংস্যময়ী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাদপীঠ সহ উহার উচ্চতা বিশ হাতের অধিক না হইলেও পসেনিয়াসের এই উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, যে নাবিকেরা সৌনিয়ম অন্তরীপ হইতে আথেন্সে আসিবার কালে সমুদ্র হইতে "রণরঙ্গিনী" আথীনার শূলের শীর্ষ ও শিরস্ত্রাণের

শিখা দেখিতে পাইত। (Book 1. 28)। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন, যে মারাথোন-বিজয়ের লুণ্ঠিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ঐ প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ডীমস্থেনীসের মতে পারসীক সংগ্রামে আথীনীয় শৌর্য্যের নিদর্শন-স্বরূপ সমগ্র গ্রীক জাতি-প্রদত্ত অর্থে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (XIX. 272)। লেম্‌নস দ্বীপের অধিবাসীরা শৈলোপরি আথীনার আর একটী মূর্ত্তি উৎসর্গ করে। ইহাও ফাইডিয়াসের রচনা। পসেনিয়াস বলেন, যে উক্ত শিল্পীরচিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। ইহার সন্নিকটে পেরিক্লীসের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ক্রমে অগ্রদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। শৈলশিখরে আরোহণ করিবার ইহাই একমাত্র দ্বার। কুমারী-মন্দির ও অগ্রদ্বার আথেন্সের গৌরব বলিয়া গণ্য ছিল। অগ্রদ্বারের ভগ্নাবশেষ আজিও গঠন-সৌষ্ঠবে দর্শকের চিত্তকে বিস্মিত ও পুলকিত করে। এই অপরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে, উত্তরপূর্ব্ব কোণে ভাবুক "স্বাস্থ্যদায়িনী" আথীনার (Athena Hygeia) মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন। ৪২৩ সনে (মতান্তরে ৪২৯ সনে) আথীনীয়দিগের দ্বারা উহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উক্ত দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে "জয়ন্তী" আথীনার মন্দির। উহা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে পরম সুন্দর। মন্দিরস্থ মূর্ত্তিটা দারুময়ী; উহার দক্ষিণ হস্তে দাড়িম্ব ও বাম হস্তে ঢাল। উহা "পক্ষহীন জয়ার" প্রতিমা বলিয়াও আখ্যাত হইত।

আমরা এক শৈলশিখরেই "কুমারী", "পুরী-রক্ষিকা", "রণরঙ্গিনী," "স্বাস্থ্যদায়িনী", "জয়ন্তী", ও "লেম্‌নস-দত্তা"—এই ছয় আথীনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। উহাতে দেব ও মনুজের আরও এত মূর্ত্তি বিরাজ করিত, যে সকলগুলির নামমাত্র বলিয়া যাইবার অবসরও আমাদিগের নাই। আমরা এক্ষণে গিরির পশ্চিমস্থ অগ্রদ্বার পার হইয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করিব।

পরিব্রাজক কুম্ভকারপল্লীর যুগলদ্বার হইতে পুরী দর্শনে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমেই দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ রাজকীয় মণ্ডপ

(Stoa Basileia); এখানে রাজা আর্খোন বিচারকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমরা একদিন ইহার দ্বারদেশে সোক্রাটীসের সাক্ষাৎ পাইব। উহার পশ্চাতে "স্বাধীনতাদাতা" জেয়ুসের মণ্ডপ; তাহাতে দ্বাদশ দেবতা, গণতন্ত্র ও প্রকৃতিপুঞ্জের (Demos) ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে; সম্মুখে "স্বাধীনতাদাতা" জেয়ুসের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান; মণ্ডপটী আলাপ ও বিশ্রম্ভের রম্য নিকেতন। অদূরে "পিতা" আপলোর মন্দির; তন্মধ্যে ও তাহার সম্মুখে তাঁহার দুইটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। তৎপরে তিনটী অট্টালিকা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রথম, মাতৃমন্দির (Metroon), দেবজননীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট; দ্বিতীয় মন্ত্রণাগার; তৃতীয় গোলগৃহ। মাতৃমন্দির আথেন্সের সরকারী দফ্তরখানা রূপে ব্যবহৃত হইত। মেলীটস সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করে, আপনারা তাহার পাণ্ডুলিপি এই গৃহে পাঠ করিবেন। মন্ত্রণা-সভার সভাপতি দেবজননীর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তাঁহার প্রতিমাও ফাইডিয়াসের রচনা। এই তিনটী সৌধের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে, আরেইওপাগসের গাত্রে, আথীনীয়দিগের দ্বাদশ শাখার আদিপুরুষগণের মূর্ত্তি; যুদ্ধার্থ আহূত ব্যক্তিদিগের নাম শাখানুক্রমে উহাদিগের পাদপীঠে জুড়িয়া দেওয়া হইত। উক্ত শৈলোপরি আরীসের মন্দির; উহার চতুষ্পার্শ্বে সুরনরের এত মূর্ত্তি বিদ্যমান, যে আমাদিগের সাধ্য কি, সে সকল বর্ণনা করি। অনতিদূরে, সভাভূমির উচ্চতম ভাগে নৃত্যাঙ্গন (Orchestra) নামক সর্ব্বতোদৃশ্যমান অংশে দুর্বৃত্তভূপতিঘাতী হারমডিয়স ও আরিষ্টগাইটোনের প্রতিমূর্ত্তি আথীনীয়দিগের স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে। যতদিন নাট্যশালা নির্ম্মিত হয় নাই, ততদিন এইস্থানে লীনাইয়া পর্ব্বে নাটকের অভিনয় হইত। দক্ষিণ দিকে একটু অগ্রসর হইয়া দর্শক মাতা ও কুমারীর মন্দির, এবং মাতা ও কুমারী, ডিওনীসস্, ট্রিপ্টলেমস্ ইত্যাদি কত দেবদেবীর প্রতিমা দেখিতে পাইবেন। তৎপরে আবার কুম্ভকারপল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অত্যুচ্চ শৈলোপরি দুইটী মন্দির দর্শন করুন। একটী হীফাইষ্টসের, অপরটী "ত্রিদিববাসিনী" অভ্র-দত্তার। প্রথম মন্দিরের সন্নিকটে কর্ম্মকার ও কাংস্যকারদিগের

দোকানগুলি দেখা যাইতেছে ; এই পাড়ায় ভৃত্যেরা কর্ম্মপ্রাপ্তির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। এক্ষণে আমরা সভাভূমি পরিদর্শন করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহার দুইটী অংশ। উত্তরাংশে, বাজারের মধ্যে ঐ "পণ্যবীথিকার অধিদেবতা" হার্মীসের কাংস্যময়ী মূর্ত্তি। আপনারা মনে করিবেন না, যে বাজারে হার্মীসের একটী বই আর মূর্ত্তি নাই। দেখুন, রাজকীয়-মণ্ডপ হইতে চিত্রিতমণ্ডপ পর্য্যন্ত অসংখ্য হার্মীস-মূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাজারের এইভাগেই ক্রেতাবিক্রেতা, দর্শক ও আরামসেবীর সমাগম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সোক্রাটীস প্রত্যহ নানা-প্রকার আলোচনার জন্য এখানে আসিতেন। নিকটে নাপিতের ঘরও গল্প গুজবের একটা খুব বড় আড্ডা। রাষ্ট্রের হিতসাধন করিয়া যাঁহারা স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা একটী হার্মীসের গাত্রে স্বীয় নাম অঙ্কিত করিবার অধিকার পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। চিত্রিতমণ্ডপ আথেন্সের একটী দ্রষ্টব্য বস্তু। উহার প্রাচীরে পল্যুগ্নোটস, মিকোন ও ফাইডিয়াসের ভ্রাতা পানাইনস প্রভৃতি চিত্রকরেরা যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইয়া যাইত ? চারিটী ছবি উল্লিখিত হইতেছে। (১) অইনঈ নামক স্থানে আথীনীয় ও স্পার্টানগণের যুদ্ধ ; (২) দানবীদিগের (Amazons) সহিত আথেন্সবাসিগণের যুদ্ধ ; (৩) ট্রয়বিজয়ের পরে গ্রীকবাহিনী ; এবং (৪) মারাথোনের যুদ্ধ। নিকটে দয়া ও নম্রতা দেবীর বেদি ; আথেন্সে জনশ্রুতি ও উত্তেজনার বেদিও স্থাপিত হইয়াছিল। সভাভূমির সান্নিধ্যে থীসেয়ুসের মন্দির ; ইহার ভিত্তিতলে তাঁহার অস্থি সমাহিত হইয়াছে। দাস ও অন্যান্য অত্যাচারজর্জ্জরিত ব্যক্তি ইহাতে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হইত। এই মন্দিরও বিবিধচিত্রসমাবেশে নয়নরঞ্জন রূপ ধারণ করিয়াছিল। আক্রপলিসের উত্তরপার্শ্বে আগ্লাউ-রসের গুহা ও মন্দির ; এবং তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে, এক প্রশস্ত আয়তন মধ্যে জ্যোকুমারদ্বয়ের মন্দির (Anakeion) ; ইহাতেও পল্যুগ্নোটস, মিকোন ইত্যাদি চিত্রকরের নানা চিত্র দৃষ্ট হইত। উহার নিকটে শৈলের পাদদেশে "সমিতি-ভবন" (Prytaneion), তৎপার্শ্বে থীসেয়ুস-প্রতিষ্ঠিত

"মন্ত্রণাগার" (Bouleuterion), এবং তাহারই সান্নিধ্যে "গোলগৃহ" (Tholos)। ইহার নামান্তর "ছত্র"। মন্ত্রণাগারে পঞ্চশতাখ্য মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহাতে "মন্ত্রণাদাতা" জেয়ুস, আপলো ও প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গোলগৃহে রাষ্ট্রের পবিত্র অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে; উহাতে প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। প্রূটানেইস নামক কমিটির সভ্যেরা এখানে সরকারের ব্যয়ে প্রত্যহ আহার করেন। কমিটির অধ্যক্ষকে (৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই গৃহে একদিন ও একরাত্রি বাস করিতে হয়। কোষাগার ও দফ্‌তরখানার চাবি তাঁহার নিকটে থাকে। অধ্যক্ষ ও একতৃতীয়াংশ সভ্যগণ এখানে নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন, ইহাই অবশ্যপ্রতিপাল্য বিধি। প্রূটানেইয়ন বা সমিতিভবন পুরীর প্রধান পৌরসদন (town-hall); গোলগৃহ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এখানে পুরীর চিরজ্বলন্ত অগ্নি প্রতিষ্ঠিত ছিল; উপনিবেশ স্থাপনকালে আথীনীয়েরা উহা হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত। সমিতির সদস্যেরা এই গৃহে ভোজন করিতেন; বৈদেশিক দূতগণ এই গৃহে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে পানভোজনদ্বারা অভ্যর্থিত হইতেন; যে পুরবাসী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট হিতসাধন করিতেন, তিনিও পুরস্কারস্বরূপ এই গৃহে আহার করিবার অধিকার পাইতেন। পাঠকেরা সোক্রাটীসের আত্মসমর্থনে শেষোক্ত ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাইবেন। সমিতিভবনে বাস্তু-দেবীর বিগ্রহ বিদ্যমান ছিল। উহার নিকটে "গোপালমন্দির" (Boukoleion)—এইখানে ডিওনীসসের সহিত রাজা আর্খোনের পত্নীর পরিণয় সম্পন্ন হইত—এবং পশ্চাতে "দুর্ভিক্ষক্ষেত্র"। আক্রপলিসের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে মন্দির ও প্রতিমাসমূহ দেখিতে দেখিতে পর্য্যটক পুরীর দক্ষিণাংশে "ত্রিদিববাসী" জেয়ুসের (Zeus Olympeios) বিশাল মন্দির-দ্বারে (Olympeion) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আথেন্সে উক্ত নামাঙ্কিত একটী অতি পুরাতন মন্দির ছিল। পাইসিষ্ট্রাটস ৫৩০ সনে তৎস্থলে বিপুলাকারে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি উহা সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপরে কতবার কত রাজা অসম্পূর্ণ মন্দিরটীকে পূর্ণতা দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সকলের

আকিঞ্চনই ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে প্রায় সাত শত বৎসর পরে, রোমক সম্রাট্ হাড্রিয়ানের উদ্যোগে ও অর্থে উহার গঠন সমাপ্ত হয়, এবং সম্রাট্ স্বয়ং খৃষ্টীয় ১২৯ কিংবা ১৩০ সনে উহার প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করেন। গ্রীক জগতে এমন প্রকাণ্ড মন্দির অতি অল্পই ছিল। যে চত্বরে ইহা নির্ম্মিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৪৫০ ও পরিসর ২৮৪ হাত। মন্দিরটী ২৩৬ হাত দীর্ঘ ও ৫০ হাত প্রশস্ত। উহার বহিরংশে সারি সারি শতাধিক মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল। এক একটী স্তম্ভ প্রায় ৩৮ হাত উচ্চ। সম্মুখ ভাগে মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৬১ হাত। ইহার নিকটে আরও দুইটী মন্দির ছিল, একটী "পীথোবাসী" (Pythian) ও অপরটী "মকরবাহন" আপলোর মন্দির। জেয়ুসের মন্দিরের পূর্ব্বে, ইলিসসের দক্ষিণ তীরে এক আরামে "উদ্যানস্থা" অভ্রদত্তার মন্দির। এখান হইতে নগরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে যাইয়া আপনারা কুনসার্গেস নামক উদ্যান এবং তাহাতে হীরাক্লীসের মন্দির ও ব্যায়ামাগার দেখিতে পাইবেন। পুরীর পূর্ব্বে নগরপ্রাচীরের বাহিরে আপলোর জগদ্বিখ্যাত আয়তন ল্যুকেইয়ন (Lyceum); আরিষ্টটল এখানে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া স্থানটীকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এখান হইতে আমরা সমিতিভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ত্রিপদ-পথ" ধরিয়া আক্রপলিসের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া উহার পূর্ব্বদক্ষিণে ডিওনীসসের নাট্যশালার দিকে যাত্রা করি। নাট্যাভিনয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া ও প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া যাহারা ত্রিপদ পুরস্কার পাইত, তাহারা সেগুলি এই পথে স্থাপন করিত। ত্রিপদ একটী ক্ষুদ্রায়তন গোল মন্দিরবিশেষ। ইহার অভ্যন্তরে চারুশিল্পজাত অপূর্ব্ব পদার্থসমূহ রক্ষিত হইত। আক্রপলিসের দক্ষিণে দর্শনীয় অনেক আছে; আমরা এস্থলে শুধু ডিওনীসসের মন্দিরদ্বয়, আস্ক্লীপিয়সের মন্দির, সঙ্গীতভবন ও নাট্যশালার নাম উল্লেখ করিলাম। আস্ক্লীপিয়সের মন্দির অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ডিওনীসসের মন্দির দুইটী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই; উহাতে দুইটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথমটী "এলেয়ুথেরস-বাসী" ডিওনীসসের দারুময়ী মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টী সিংহাসনোপবিষ্ট, সুবর্ণগজদন্তবিনির্ম্মিত প্রতিমা; এই প্রতিমা বার তের হাত উচ্চ ছিল।

সঙ্গীতভবন এক গোলাকার গৃহ; উহা পেরিক্লীসের প্রযত্নে সম্রাট্ ক্ষয়র্ষের শিবিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। পারসীক পোতগুলির মাস্তুল ও পালের দণ্ড এই গৃহের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল; এবং উহার অভ্যন্তরে অনেক আসন ও প্রস্তর-স্তম্ভ ছিল। এই গৃহে আথীনায় বিশ্বোৎসবে আথীনীয়েরা ললিত কলার দ্বন্দ্ব দর্শন করিত; ডিওনীসসের মহোৎসবে যে সকল নাটক অভিনীত হইবে, এখানে তাহার আবৃত্তি বা মহালা চলিত; (এই সময়ে অভিনেতারা মুখস পরিত না); এবং দুর্ভিক্ষকালে এই স্থানে আথীনীয়েরা সরকার হইতে অল্প মূল্যে শস্য পাইত। তত্ত্বজ্ঞানীরা এই ভবনে অবসর-কাল যাপন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন।

আথেন্সের নাট্যশালা ডিওনীসসের আয়তন-মধ্যে অবস্থিত। আমরা এই পরিচ্ছেদের অষ্টম কণ্ডিকায় উহার বিস্তৃততর বিবরণ প্রদান করিব। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহাতে সাড়ে সাতাইশ হাজার দর্শকের সমাবেশ হইত। নাট্যশালা শুধু অভিনয়ের জন্য চিহ্নিত ছিল না। কোনও পুরবাসী রাষ্ট্রের সেবা করিয়া মুকুট পুরস্কার পাইলে দূত এইখানে তাহা ঘোষণা করিত; বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ আথীনীয়দিগকে অভিনন্দনসূচক স্বর্ণমুকুট প্রদান করিলে, সেই মুকুট, এবং সামন্ত রাজ্যের কর এইখানে প্রদর্শিত হইত; যে বীরপুরুষেরা স্বদেশরক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত, তাহাদিগের পুত্রগণ সরকারের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পরে পূর্ণাস্ত্রসজ্জায় নাট্যশালায় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইত, এবং তৎপরে তাহারা রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি পাইত। প্রাগুক্ত অনুষ্ঠানগুলি নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সমবেত পুরবাসীগণের সমক্ষে সম্পন্ন হইত। রাজপুরুষেরা সময়ে সময়ে জনসভার অধিবেশনের জন্যও নাট্যশালা নির্ব্বাচন করিতেন। পসেনিয়াস রঙ্গালয়ে আইস্খ্যলস, সফক্লীস, ইয়ুরিপিডীস প্রভৃতি নাট্যকার ও কবিগণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

নগরের দক্ষিণভাগে থেমিস, "সাধারণী" অভ্রদত্তা (Aphrodite Pandemos), মাতা পৃথিবী, শ্যামা জ্যা-মাতা ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির

দেখিয়া, অগ্রদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া, সভাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যুগলদ্বার অতিক্রম করিয়া, কুম্ভকারপল্লী পার হইয়া, পর্য্যটক প্লেটোর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যাপীঠ আকাডেমী নামক উপবন দর্শনপূর্ব্বক আথেন্সপরিভ্রমণ সমাপন করিলেন।

আথেন্সের বন্দর।

এই সময়ে পাইরাইয়ুসের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়; তাহাতে আথেন্সের ব্যবসা বাণিজ্য আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই পুরী গ্রীক জগতের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। এখানে বৈদেশিকগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না; বরং সহৃদয় পুরবাসীরা আগন্তুককে সমাদরে গ্রহণ করিত, সুতরাং বণিক্‌গণ নানা দিগ্দেশ হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া বন্দরে ও নগরে উপস্থিত হইত। কোথাও কোনও নূতন শিল্প উদ্ভাবিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে আথীনীয়েরা তাহার ফল সম্ভোগ করিত। তাহারা অর্থোপার্জ্জনে বিমুখ ছিল না; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্যে তাহারা এই যুগে সাতিশয় ঋদ্ধিমান্ হইয়া উঠিয়াছিল। আন্থেষ্টীরিয়া পর্ব্বের দ্বিতীয় দিন তথায় যে বার্ষিক মেলা হইত, গ্রীসে তত বড় মেলা আর ছিল না।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা

আথেন্সের অন্তঃপ্রকৃতি

কিন্তু পেরিক্লীস যে আথেন্সকে হেলাসের শিক্ষালয় বলিয়া গৌরব করিয়াছেন, শুধু কলা ও শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি তাহার কারণ হইলে উক্তিটী পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিত না। আথেন্স গ্রীসে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র ও সর্ব্বপ্রধান পীঠস্থান ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এই এক পুরীতে যত মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব ও আগমন হইয়াছিল, এই কালের মধ্যে অন্য কোনও স্থানে অদ্যাপি তেমন দেখা যায় নাই। আইস্‌খুলস,

সফক্লীস, ইয়ুরিপিডীস; হীরডটস, থোকুাডিডীস; জীনো, আনাক্সাগরাস, প্রটাগরাস, সোক্রাটীস, প্লেটো; ক্রাটীস, ক্রাটীনস, আরিষ্টফানীস—দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, কবি—কত নাম করিব? আথেন্স যাহাতে গ্রীসের বিদ্যাদায়িনী রাজধানী হয়, এই সাধনে ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পেরিক্লীসের সহায় ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে আথেন্সে জ্ঞানের বীজ আহরিত হইত ও অনুকূল আবেষ্টন পাইয়া উহা ক্রমে ফলবান্ মহীরূহের আকার ধারণ করিত। পণ্ডিতগণ বিদ্যা-বিতরণের জন্য এখানে সমবেত হইতেন, বিদ্যার্থীরা দূরদূরান্তর হইতে বাগ্দেবীর এই পুণ্য তীর্থের যাত্রী হইয়া আসিত। এইরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে আথেন্সে জ্ঞানচর্চ্চার এক জাতীয় অথচ সার্ব্বভৌমিক আদর্শ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আথেন্স তাই মহত্তর সাধনের মিলনভূমি, গ্রীকজগতের হৃদয় ও প্রাণশক্তি, এবং হেলাসের মধ্যে হেলাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত।

জর্ম্মণ ঐতিহাসিক হোল্ম বলেন, পঞ্চম শতাব্দীর শেষযামে গ্রীক-জগতে ছয়টী জ্ঞানচর্চ্চার ধারা প্রবহমানা হইয়াছিল। (১) যবন-দেশীয় জ্ঞান ধারা; সত্যানুসন্ধান ইহার বিশেষত্ব। যবনদেশ মহাকাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও ভূগোলের আদিনিকেতন। (২) ঈওলিক ও ডোরিক গীতিকাব্য; স্পার্টার আল্ক্মান এবং লেস্বস দ্বীপের আল্কাইয়স ও ধরাতলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারীকবি সাপ্ফো ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (৩) থ্রেসদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান; ইহা গ্রীক ও যবন সভ্যতার নিকটে ঋণী। বৈদ্যরাজ হিপক্রাটীস এবং অদ্বিতীয় তত্ত্বান্বেষী ও সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভার অধিকারী আরিষ্টটল ইহার প্রধান প্রতিনিধি। (৪) দক্ষিণ ইটালীর জ্ঞানসাধন; এখানে এক দিকে যেমন অধ্যাত্মজ্ঞান পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তেমনি অপর দিকে সুখপ্রিয়তাও প্রশ্রয় পাইয়াছিল। (৫) সিসিলীর কলা ও কাব্য; ষ্টেসিখরসের গীতি-কবিতা ও বিশাল সুশোভন মন্দির ইহার পরিচয়স্থল। (৬) আটিকার বিদ্যাতীর্থ; পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পীঠের প্রভাব ইহাতে মিলিত হইয়াছে। যাবনিক, ঈওলিক ও থ্রেসদেশীয় সভ্যতা হইতে আথেন্স কলা ও কবিতা

আহরণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ পরিণতি দান করে; সিসিলী হইতে উহা অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আথীনীয়েরা যবনগণের বিজ্ঞানকে তত সমাদর করিত না; ইটালী হইতেও তাহারা অধিক কিছু গ্রহণ করে নাই। আথেন্সের প্রতিভা সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া বিদেশের ভাবগুলির মিলন ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। যবন-দেশীয় জ্ঞানচর্চ্চা তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত; ঈওলিক ও ডোরিক শাখার ভাব ও চিন্তার গভীরতা শ্লাঘ্য; থ্রেসদেশীয় বিদ্যা বিজ্ঞানপ্রধান। দক্ষিণ ইটালীতে আত্মনিগ্রহ ও আত্মতুষ্টি, উভয়ই সাধ্যরূপে সমাদর পাইয়াছে; সিসিলীর অধিবাসীরা সূক্ষ্মদর্শী ও ব্যঙ্গপ্রিয়। আথেন্স এক ইটালী ব্যতীত অপর চারিটী কেন্দ্র হইতে রত্নরাজি আনয়ন করিয়া আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে; এবং এইরূপে নানা ভাবের মিলন ও সংঘাতে বিপুলা ও বেগবতী হইয়া আথীনীয় জ্ঞানধারা জগৎকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

আথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার পরেও সুদীর্ঘকাল আথেন্সের বিদ্যাবিতরণের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথিতনামা লেখক কার্ডিনাল নিউমান (Newman) আথীনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"এয়ুনাপিয়স (Eunapios) নামক এক বিদ্যার্থী বিদেশ হইতে আথেন্সে আসিয়া উপনীত হইল। তথায় সহস্র সহস্র যুবক অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদিগের শাসনসংরক্ষণের কোনই ব্যবস্থা নাই; যে যেমন করিয়া পারে জীবিকার সংস্থান করে; তাহাদিগের হাস্য পরিহাস ক্রীড়া কৌতুক হইতে শিক্ষকেরাও মুক্ত নহেন। এয়ুনাপিয়স যেই রাজপথে দেখা দিল, অমনি একদল ছাত্র আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপে মাতিয়া গেল। বেচারা একেবারে অপরিচিত, সে এই সহরের পথঘাট আদবকায়দা কিছুই জানে না, ইহাই তাহার অপরাধ। পরিহাসরসিক যুবকগুলি তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, উপহাস করিতেছে,

বোকা বানাইতেছে; কেহ বা ভদ্রতার ভাণ করিয়া সবিনয়ে তাহার সহিত কথা বলিতেছে; কেহ বা পরুষ বাক্যে তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। এইরূপে তাহাকে লইয়া রঙ্গতামাসা করিতে করিতে যুবকদল এয়ুনাপিয়স-কে সভাভূমির মধ্য দিয়া স্নানাগারে লইয়া গেল, সেখানে সে ছাত্রোচিত পরিচ্ছদ পাইল; এটা যেন তাহার দীক্ষা; তখন উৎপীড়নকারী যুবকেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

"এয়ুনাপিয়স তো শিষ্যের পরিচ্ছদ পরিল; কিন্তু সে থাকিবে কোথায়? সে কোন্ বিদ্যালয়ে যাইবে? কথা কয়টী তাহার মনে উদিত হইতে না হইতেই, ঐ দেখ, আবার তিন চার দল লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; এ বলিতেছে, অমুক অধ্যাপকের শিক্ষাভবনে এস, ও বলিতেছে অমুক শিক্ষকের নিকটে যাও; সকলেই নিজ নিজ মুরুব্বীর যশঃ ও লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। এয়ুনাপিয়স না হয় তাহাদিগের হাত ছাড়াইয়া আপন মনে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার তো বাস করিবার একটু স্থান চাই, আর জ্ঞানবিতরণে অন্নপূর্ণা হইলেও আথেন্সের ঘরবাড়ীগুলি কেমন কদাকার ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। বিদেশী লোক সহসা দেখিয়া বুঝিতেই পারিত না, যে সে আথেন্সে আসিয়াছে। তাহার রাজপথ কি সঙ্কীর্ণ ও উচ্চাবচ! এবং এগুলি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থাই বা কত ক্ষীণ! এ সকলই সত্য; কিন্তু স্মরণ রাখিও, যে আথেন্স জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন, তুচ্ছ দৈহিক আরাম সাধন ও ঐহিক বৈভব প্রদর্শনের স্থান নহে। তুমি কি তোমার কক্ষে বসিয়া বসিয়া উহার প্রাচীরে ও ছাদে কতগুলি রন্ধ্র আছে, তাহাই গুণিতে থাকিবে, না বাহিরে যাইয়া প্রকৃতি ও চারুশিল্পের অপরূপ শোভা দর্শন করিবে? তুমি একটা অন্ধকার কুঠরীতে দিন কাটাইবে বলিয়া আথেন্সে আসিয়াছ কি? তুমি দেখিবে শুনিবে বলিয়া আসিয়াছ—এমন কিছু দেখিবে শুনিবে, যাহা অন্যত্র মিলিবে না।

"নবাগতছাত্র প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া স্বল্পায়তন আগার হইতে পথে বাহির হইল; নিশাগমের পূর্ব্বে সে ফিরিয়া আসিবে না; নিশা-

গমেই আসিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। আব্‌হাওয়া প্রতিকূল বা ভূমি আর্দ্র হইলে সে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে রাত্রি যাপন করে, এই মাত্র; উহা তাহার বাসগৃহ নহে। সে বাহির হইল—এখনকার মত দৈনিক খবরের কাগজ পড়িবার, বা সস্তা উপন্যাস খরিদ করিবার জন্য নয়—সে অদৃশ্য প্রতিভাবায়ু নিঃশ্বাসে আত্মস্থ করিবার জন্য, শিল্পকলা সাহিত্যে কোন্‌টা সুরুচিসঙ্গত, কোন্‌টা সুরুচিবিরুদ্ধ, শুনিয়া শুনিয়া তাহা শিখিবার জন্য, রাজপথে বহির্গত হইল। সে গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং জরা-জীর্ণ সহরটী পশ্চাতে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শৈলোপরি আরোহণ করিল, কিংবা বামে আরেইওপাগসে গেল। ফাইডিয়াসের ভাস্কর্য্য অনুশীলন করিবার অভিপ্রায়ে সে "কুমারী-মন্দিরে" উপস্থিত হইল, পলুগ্নোটসের চিত্রাবলি দেখিবার জন্য সে "দ্যোকুমারদ্বয়ের মন্দিরে" গমন করিল। আমরা বর্ত্তমান কালে আইস্খ্যুলস বা সফক্লীসের নাটকগুলি পাঠ করি; আমাদিগের এই নবাগত যুবক যদি উহা বুঝিতে চাহে, তবে তাহাকে পুরীর দক্ষিণাংশে নাট্যশালায় যাইয়া জীবন্ত অভিনয় দেখিতে হইবে। অথবা সে পশ্চিমে সভাভূমিতে যাইতে পারে; সেখানে সে ল্যুসিয়াস (Lysias); আণ্ডকিডীস (Andocides) বা ডীমস্থেনীসের বক্তৃতা শুনিতে পাইবে। যুবক আরও পশ্চিমে গমন করিল; পুরীর উপকণ্ঠে কিমোন শত শত নয়নরোচন বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, একস্বতন্ত্রনগরপ্রায় সেই ছায়াশীতল প্রদেশে প্রতিভাবান্ শিল্পিরচিত কত প্রতিমূর্ত্তি, আরাম-ভবন ও সৌধ তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া নবীন ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ কেরামাইকসে উপনীত হইল; এখানে বীরপুরুষগণের সমাধিসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, এবং বোধ করি এই খানেই বাচস্পতিকুলে ভাবসম্পদে অতুলনীয় ও চিত্তবিমোহনে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণ পেরিক্লীস রণপতিত যোদ্ধৃবর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্রদ্ধাঞ্জলির বক্তৃতাটীকে অলক্ষিতে জীবিতগণের সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রশংসা-গীতির আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

"যুবক আরও অগ্রসর হইল, এবং ধীরে ধীরে সেই বিশ্ববিশ্রুত উদ্যানে আগমন করিল, যাহার নামে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় "একাডেমী"

(Academy) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; তথায় সে যাহা দেখিতে পাইল, তাহা আমরণ তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। উপবনরাজি, প্রতিমূর্ত্তিসমূহ, দেবমন্দির, পার্শ্বে প্রবহমানা স্রোতস্বিনী কীফিসস—কি রমণীয় এই স্থান! দিনের পর দিন সে হেথায় শিক্ষক ও সহাধ্যায়ীর নিকটে কত কি শিক্ষা করিবে। কিন্তু এক্ষণে একটী বস্তু তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছে—স্বয়ং প্লেটো এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। সে একটা কথাও শুনিতে পাইতেছে না, শুনিবার চেষ্টাও করিতেছে না; সে বক্তৃতা বা বিচার চাহে না; সে শুধু দৃশ্যটী দেখিতেছে; সমগ্র, পরিপূর্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর দৃশ্যটী দেখিতেছে; অপর কিছু উহার গৌরব বাড়াইতে পারিবে না। ইহা তাহার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে; মনের আশ্রয়রূপে, অন্তরে চির-প্রদীপ্ত চিন্তারূপে, সমধর্ম্মী মানুষের সহিত যোগসূত্ররূপে জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। কথিত আছে, স্পেনের একব্যক্তি কেবল ঐতিহাসিক লিভীকে দেখিবার জন্যই ইটালীতে আসিয়াছিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। তেমনি এই যুবকও যদি একটা বিদ্যালয়েও প্রবেশ না করিয়া থাকে, একটা ব্যায়ামাগারেও না যায়, এবং একজন লোকের সহিতও আলাপ না করে, সে যদি শুধু জীবন্ত, জাগ্রত, সাক্ষাৎ প্লেটোর দর্শন পায়, তবেই তাহার সমুদ্রযাত্রা সার্থক হইয়াছে; সে কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এবং পৌত্রদৌহিত্রগণকে বলিবার একটা বিষয় পাইয়াছে।

"কিন্তু এই আশ্চর্য্য উপকণ্ঠে প্লেটোই একমাত্র আচার্য্য নহেন; তাঁহার উপদেশই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় নহে। এটী জ্ঞানের (Philosophy) দেশ, জ্ঞানের রাজ্য। তখনও কলেজের সৃষ্টি হয় নাই। যুবকটী এই বিদ্যাপীঠে উপনীত হইয়া দেখিল, এখানে বিশাল সৌধ, সুরক্ষিত গবাক্ষ, কিছুই নাই; হেথায় জ্ঞান উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করেন; এখানে বদ্ধবায়ুতে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিয়া ছাত্রগণের দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়ে না। ঐ দেখ, এপিক্যুরস

উদ্যানে অৰ্দ্ধশায়িত রহিয়াছেন; চিত্রিতবারাণ্ডায় জীনো দর্শন দিয়াছেন; দেখিলেই মনে হইতেছে, কোন দেবতা ধরাতে আবির্ভূত হইয়াছেন; বিশ্রামবিমুখ আরিষ্টটল নগরের অপর প্রান্তে ইলিসস নদীতীরে ল্যুকেইয়নে যেন প্লেটোর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, পর্য্যটন করিতে করিতে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন। থেয়ফ্রাষ্টসের নিকটে বিদ্যার্জ্জন মানসে নানা দিগ্‌দেশ হইতে দুই সহস্র ছাত্র সমবেত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং লেস্‌বস দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন; আথেন্সের ছাত্র ও শিক্ষক, দুইই পৃথিবীর কত কত দেশ হইতে আসিয়া থাকে—বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকারই হওয়া উচিত। আথেন্স যদি এতগুলি সুদক্ষ শিক্ষক নির্ব্বাচন না করিত, তবে কি এমন বহুসংখ্যক ছাত্র তথায় একত্র হইত? যবন দেশ হইতে আনাক্সাগরাস, আফ্রিকা হইতে কার্নিয়াডীস, সাইপ্রাস হইতে জীনো, থ্রেস হইতে প্রটাগরাস, এবং সিসিলী হইতে গর্গিয়াস আসিলেন। আণ্ড্রমাখস ও হাড্রিয়ান সীরিয়ার, প্রআইরেসিয়স (Proaeresius) আর্মেনিয়ার, হিলারিয়স বিথীনিয়ার, ফ্লিস্কল থেসালীর অধিবাসী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদার বলিয়া রোম খ্যাতি লাভ করিয়াছে, জ্ঞানের রাজ্যে আথেন্সও তদপেক্ষা কম উদার ছিল না। একজন অধ্যাপক আথীনীয় নয়, এই হেতুতে আথীনীয়েরা তাঁহার প্রতি ক্ষুদ্রাশয়ের মত ঈর্ষা পোষণ করিত না। তাহারা প্রতিভা ও দক্ষতার সমাদর করিত। আথেন্সে মনের সহিত মনের, ভাবের সহিত ভাবের সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল।

"কালে অধ্যাপকগণের আয় ও মর্য্যাদা বাড়িল, তাঁহারা সমাজে বহুমানাস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। ছাত্রগণ এক একজন অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশী বলিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল; আথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয় আটিক, প্রাচ্য, আরব্য ও কৃষ্ণসাগরীয়, এই চারিটী শাখা বা জাতিতে (Nations) বিভক্ত হইল। আগে জ্ঞানদাতা আসিলেন, পরে জ্ঞানবিতরণের বিধিব্যবস্থা কায়া গ্রহণ করিল।" (*University Sketches*, Chap. IV.)।

অষ্টম কণ্ডিকা

পঞ্চম শতাব্দীর সাহিত্য

একণে পঞ্চম শতাব্দীর আথীনীয় সাহিত্যের আভাস দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা আথেন্সের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

প্রথম প্রকরণ

ইতিহাস

হীরডটস (Herodotos)।

(জন্ম আনুমানিক ৪৮৪ সন; মৃত্যু আনুমানিক ৪২৫ সন)।

সুবিখ্যাত রোমক লেখক ও বাগ্মী কিকেরো (Cicero) হীরডটসকে "ইতিহাসের জন্মদাতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইনি ক্ষুদ্রআসিয়ার অন্তঃপাতী হালিকার্ণাসসের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং ইঁহাতে আদিম কারিয়ান ও তদুপরি ডোরিয়ান, আইওনিয়ান ও পারসীক, এই প্রভাব চতুষ্টয়ের মিলন ঘটিয়াছিল। এই জন্যই ইনি জাতীয় অনুদারতা হইতে মুক্ত ছিলেন। হীরডটস "গ্রীক ও বর্ব্বরগণের মহৎ ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাবলির গৌরব অবিনশ্বর করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে" গ্রীস ও পারস্যের সংঘর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। কথাসাহিত্যে ইঁহার সমকক্ষ অতি অল্পই দেখা যায়। ইনি তীক্ষবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী, স্থির-প্রকৃতি, উদারহৃদয়, সত্যানুসন্ধিৎসু ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্বাধীনতা ও পরাধীনতার বৈষম্য এবং "মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা" প্রকটিত করাই ইঁহার গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হীরডটস গল্প ও উপাখ্যান বড় বেশী ভালবাসিতেন, এ জন্য স্থলে স্থলে তাঁহার বিচারশক্তির ত্রুটি লক্ষিত হয়। কিন্তু ইনি মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিতে জানিতেন; শত্রুমিত্র কাহারও দোষগুণ দেখিয়া ইঁহার হৃদয় বিচলিত হইত না; তাই ইঁহার ইতিহাসখানি নরনারীর অজরামর জীবনালেখ্যে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

হীরডটস দীর্ঘকাল আথেন্সে বাস করেন, এজন্য আথীনীয় সাহিত্যের বিবরণে আমরা ইঁহাকে স্থান দিলাম।

* থৌকু্যডিডীস (Thucydides)।

"পেলপনীসসের অধিবাসিগণ এবং আথীনীয়েরা পরস্পরের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, আথেন্সবাসী থৌকু্যডিডীস তাহার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।" ইনি পদস্থ লোক ছিলেন, এবং স্বয়ং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেনাপতির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন। স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থৌকু্যডিডীস ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সত্য নির্ণয়ের জন্য ইনি কি অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ইনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা চিরকাল সযত্নে রাখিবার সামগ্রী, ক্ষণিক আমোদের উপকরণ নহে।" ইনি অতিপ্রাকৃতে বড় বিশ্বাস করিতেন না; বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও মস্তিষ্কবলের উপরেই ইনি আস্থা রাখিতেন। ইনি নির্ব্বিকারচিত্তে উভয়পক্ষের দোষ গুণ প্রদর্শন করিয়াছেন; প্রত্যেক বিষয়ের দুই দিক্ দেখিবার ক্ষমতা ইঁহার অসাধারণ ছিল; ইনি নির্ম্মম ভাবে সত্য উদ্‌ঘাটন করিতেন, তখন ইনি নিজের মতামত ও রুচি অরুচি একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। ভাষার উপরে ইঁহার কি অদ্ভুত অধিকার ছিল, তাহা সীরাক্যুসে আথীনীয় বাহিনীর লোমহর্ষণ পরিণামের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইতিহাস লিখিবার প্রণালীতে হীরডটস ও থৌকু্যডিডীসের মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান, কিন্তু থৌকু্যডিডীস ও বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পার্থক্য অত্যল্প। মেকলে পুনঃ পুনঃ ইঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইঁহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিবৃত্তলেখক বলিয়া বরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ

দর্শন

যবন দেশে, মিলাটস নগরে গ্রীক দর্শন জন্মলাভ করে। থালীস (Thales) (জন্ম ৫৯০ সন) ইহার প্রথম আচার্য্য। তাঁহার পরে ষষ্ঠ

শতাব্দীতে, আনাক্সিমাণ্ডার (Anaximander), জেনফানীস (Xenophanes), হীরাক্লাইটস (Heracleitos)—ইঁহারা সকলেই আসিয়াবাসী ছিলেন—এবং সামসবাসী ও ইটালীপ্রবাসী পীথাগরাস, ও এলেয়ার পার্মেনিডীস (Parmenides) দর্শনে খ্যাতিলাভ করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে সিসিলীস্থ আক্রাগাসবাসী এম্পেডক্লীস (Empedocles) ও আনাক্সাগরাস বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রটাগরাস, গর্গিয়াস, প্রডিকস আদি সফিষ্টগণের দ্বারাও কতকগুলি মৌলিকতত্ত্ব প্রচারিত হয়। কিন্তু গ্রীকদর্শন বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যাহা বুঝি, সোক্রাটীসই তাহার বিচিত্রগতি, অফুরন্ত উৎস।

এই যুগেই গ্রীসে জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস, আয়ুর্বেদ ও জীববিজ্ঞানের চর্চ্চা ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করে।

সফিষ্টগণ।

পঞ্চম শতাব্দীতে লোকশিক্ষক সফিষ্টগণ আথেন্সে আগমন করেন। ইঁহাদিগের কথা সোক্রাটীসের জীবনচরিতে বলিব।

তৃতীয় প্রকরণ

নাটক

১। গ্রীক নাটকের উৎপত্তি।

আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, যে "ডিথীরাম্বস (Dithyrambos) হইতে (শোকাত্মক) নাটকের উদ্ভব হইয়াছে।" এই শব্দটী ডিওনীসসের একটী উপাধি এবং তাঁহার বাসন্তী পূজা ও স্তবের নাম। ইনি উদ্ভিদ ও ফলশস্যের দেবতা। শীতকালে প্রকৃতি মৃতকল্প হইয়া যায়; এজন্য বসন্ত সমাগমে এই দেবতার উপাসকেরা প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনের কামনায় ইঁহার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত ও নৃত্য করিত। গোলাকার আঙ্গিনায় অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইত; এই আঙ্গিনার নাম খরস (Choros, ইং, কোরাস)।

কোরাসই গ্রীক নাটকের প্রাণ। অনুষ্ঠানকারীরা প্রথমে সঙ্গীত, মণ্ডলাকারে নৃত্য, ও অঙ্গভঙ্গী সাহায্যে পুরাতন বর্ষের মৃত্যু ও নব বর্ষের জন্ম অভিনয় করিত; পরে জেয়ুসের জন্ম, হীরার বিবাহ প্রভৃতি বিষয় অভিনীত হইতে লাগিল; এবং এইরূপে ক্রমে নাট্য হইতে নাটকের (dromena হইতে dramaর) উৎপত্তি হইল। প্রবাদ আছে, যে আটিকাবাসী থেস্পিস (Thespis) প্রথম নাট্যকার। তিনি নর্ত্তকদিগকে বিশ্রাম দিবার ও অনুষ্ঠানকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে এক একবার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এইরূপে একজন অভিনেতার সৃষ্টি হইল। তৎপরে কবি স্বয়ং বিভিন্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন; পরিশেষে একাধিক অভিনেতার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। থেস্পিস এক জন, আইস্খ্যলস দুই জন ও সফক্লীস তিন জন অভিনেতা প্রবর্ত্তিত করেন।

প্রতি বৎসর শীত ও বসন্তের পর্য্যায় লইয়া অভিনয় করিতে লোকের রুচি হয় না, এবং ইহার সার্থকতাতে তাহাদিগের বিশ্বাসও কালক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। ডিওনীসস হয় তো এ কারণে এক সময়ে উঠিয়াই যাইত। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাইসিস্ট্রাটসের যত্নে হোমার আথেন্সে আনীত হইলেন; তাঁহার চিত্তোন্মাদিনী আখ্যায়িকাগুলি অভিনয়ের বিষয়রূপে গৃহীত হইল; এবং এইরূপে প্রাচীন ও নবীনের সম্মিলনে গ্রীক নাটক দিব্যরূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ইহার আখ্যানবস্তু প্রায় সমস্তই তৎকালে হোমারের নামে প্রচলিত ইলিয়াড, অডীসী, ক্ষুদ্র ইলিয়াড ইত্যাদি কবিতামালা হইতে গৃহীত; কবিগণ এ বিষয়ে স্বাধীন কল্পনাশক্তির ব্যবহার অবৈধ বিবেচনা করিতেন। লোকশিক্ষা ও চরিত্রসৃজনের প্রতিই তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

২। গ্রীক নাটকের স্বরূপ।

গ্রীক নাটক ও আধুনিক নাটকের প্রধান পার্থক্য কোরাস। প্রথমে ইহার সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ; তৎপরে এক এক বারের অভিনয়ে আটচল্লিশ জন নর্ত্তক, দুইজন কথোপকথনকারী ও কবি—এই একান্ন জন

লোক থাকিত। একবারে তিনখানি শোকাত্মক ও একখানি বিদ্রূপাত্মক, এই চারিখানি নাটকের অভিনয় হইত; সুতরাং প্রত্যেক নাটকের অভিনয়ে বার জন নর্ত্তক নৃত্যমঞ্চে উপস্থিত থাকিত। নাট্যাভিনয়েও রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। যে কবি আপনার নাটক অভিনয় করাইবার অভিলাষী হইতেন, তিনি ডিওনীসসের মহোৎসবে প্রধান আর্খোন ও লীনাইয়া পর্ব্বে রাজা আর্খোনের সমীপে এক দল কোরাস প্রার্থনা করিতেন। আর্খোন তাঁহাকে কোরাস নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কবি ব্যবসাদার সঙ্গীতাচার্য্যের সাহায্যে তাহাদিগকে নাটকের সঙ্গীতগুলি শিক্ষা দিতেন। এই উপলক্ষে আথেন্সের প্রত্যেক শাখা আপনাদিগের মধ্য হইতে একজন ধনবান্ লোক নির্ব্বাচন করিত; তাঁহার নাম "নটনায়ক" (Choregos)। তিনি অভিনেতা ও নর্ত্তকগণের পোষাকপরিচ্ছদ ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; যাঁহার কোরাস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিত, তিনি মুকুট ও কাংস্যময় ত্রিপদ পুরস্কার পাইতেন। আথীনীয়গণের ধর্ম্মানুষ্ঠান এই প্রকারে প্রতিভার উদ্দীপনে নিয়োজিত হইয়াছিল। গ্রীক নাটক পদ্যে রচিত ও সঙ্গীতে পূর্ণ; আইশ্খ্যলসের একখানি নাটকের দুই তৃতীয়াংশই কোরাসের গীত। কোরাস অভিনয় কালে একবারও স্থানত্যাগ করে না। নায়কনায়িকার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ ও তাহা হইতে সদুপদেশ আহরণ ইহার প্রধান কর্ত্তব্য। কোন কোনও নাটকে কোরাস নাট্যবর্ণিত ঘটনার সহিতও সংসৃষ্ট থাকে। ইহার গীত "কথা" (strophe) ও "উত্তর" (anti-strophe), এই দুই ভাগে বিভক্ত।

পণ্ডিতপ্রবর গিলবার্ট মারী (Murray) গ্রীক নাটকের এই কয়টী অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) দ্বন্দ্ব (agon); (২) ভোগ (pathos); (৩) দূত (angelos); (৪) বিলাপ (threnos); (৫) অভিজ্ঞান বা পরিচয় (anagnorisis); এবং (৬) দেবাবির্ভাব (theophany)।

আমরা এতক্ষণ গুরুভাবাত্মক নাটক অর্থাৎ ট্র্যাজেডীর (tragedy) কথা বলিলাম। এখন আথেন্সের তিন মৃত্যুঞ্জয় নাট্যকারের একটু পরিচয় দিতেছি।

৩। গ্রীক নাটকের ত্রিরত্ন।

আইস্খ্যুলস (Æschylos)।

(৫২৫—৪৫৬ সন)।

আইস্খ্যুলস সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন। ইনি মারাথোন ও সালামিসের যুদ্ধে স্বদেশ রক্ষার জন্য সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেন। ইঁহার "পারসীকগণ" নামক নাটকে স্বাধীনতার উপাসক গ্রীক জাতির জয় ও পারসীকদিগের পরাভব প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] ঘটনা সম্বন্ধে ইহার সমতুল্য পদ্যগ্রন্থ জগতের সাহিত্যে আর নাই। আইস্খ্যুলস অনুপম প্রতিভাশালী নাট্যকার হইয়াও স্বদেশসেবক বীররূপে মানবের স্মরণ-পথে বর্ত্তমান থাকিবার জন্যই অধিকতর অভিলাষী ছিলেন। সিসিলীস্থ গেলানগরে ইঁহার সমাধির উপরে লিখিত ছিল—প্রবাদ আছে যে এই স্মৃতিলিপি তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছিলেন—

"ইয়ুফরিওনের পুত্র, আথেন্সবাসী আইস্খ্যুলস সুদূর গেলার শস্যক্ষেত্রে এই সমাধিতে বিশ্রাম করিতেছেন। মারাথোনের উপবন ও দীর্ঘকেশ মীডগণ তাঁহার বীরত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।"

আইস্খ্যুলস স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অথচ স্বাধীন চিন্তাপ্রিয় ছিলেন।

আইস্খ্যুলস নব্বইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র সাতখানি বর্ত্তমান আছে। ইনি দুইটী বিষয় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম, দর্প ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পতন। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা"—অতি দর্পে পারস্য সম্রাট্ হতবল হইয়াছিলেন, কেন না, মানুষ যখন দর্পে অন্ধ হয়, ঈশ্বর তখন তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে বিনাশ করেন, এই তত্ত্বটী আইস্খ্যুলসের নাটকে খুব পরিস্ফুট। দ্বিতীয়, "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে"—মানব বিবিধ অবস্থাচক্রে পড়িয়া কি অসহায়, সে এমন কত নিদারুণ দুঃখভোগ করিতেছে, যাহার জন্য সে মোটেই দায়ী নহে, আট্রেয়ুস বংশের মত এক একটা পরিবারের নরনারী কেমন পুরুষানুক্রমে দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাহার দণ্ড

পাইতেছে—কর্ম্মফল কেমন অনতিক্রমণীয় ও মানবের নিয়তি কি দুরবগাহ্য, আইশ্খ্যলস এই তত্বটী রোমাঞ্চকর ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তবে তিনি কাহারও জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে ঈশ্বরের ন্যায়বিধানে মহাপাপীর পাপও বিধৌত হইয়া যাইতে পারে।

সফক্লীস (Sophocles)।

(৪৯৬—৪০৬ সন)।

সফক্লীস সুরূপ, ধনবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, মধুরপ্রকৃতি, সুখপ্রিয়, সুরসিক, প্রসন্নচিত্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি যেখানে যাইতেন, চরিত্রমাধুর্য্যে সেইখানেই সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ইঁহার রচনাকৌশল অপূর্ব্ব ছিল। আইশ্খ্যলস পনরবার—তাঁহার কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমন প্রবল ছিল না—ইয়ুরিপিডীস পাঁচবার, আর সফক্লীস কুড়িবার নাটকে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আইশ্খ্যলসের নায়কনায়িকা কর্ম্মে ও শক্তিতে সাধারণ মানবের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত; তাঁহার ভাষাও তদনুরূপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতসদৃশ। ইয়ুরিপিডীস চরিত্রাঙ্কনে ও ভাষায় উদ্দামগতি ছিলেন; তিনি কোনও নিয়ম মানিয়া চলিতেন না। সফক্লীস সদা সংযত, বিধির বাধ্য; তাঁহার ভাষাও সুললিত, বিশুদ্ধ ও লীলাময়ী। ইঁহার আখ্যানবস্তু, চরিত্রপরিকল্পনা, ঘটনার বিশ্লেষণ ও গীতিমালাও অতি প্রশংসনীয়। এই সকল গুণে আরিষ্টটল ইঁহাকে নাট্যসাহিত্যে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাতে আইশ্খ্যলসের জ্বালাময়ী প্রতিভা ও ইয়ুরিপিডীসের নির্ভীক স্বাধীনচিন্তা ও চিত্তের দুর্লক্ষ্য ঔদার্য্য নাই। এক বিষয়ে কবিকুলে ইঁহার উপমা বিরল। ইনি জগতে নিয়ম, শৃঙ্খলা, শান্তি, সম্পদ ও আনন্দের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দর্শন করিতেন।

সফক্লীস একশত তের খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পুরা মোটে সাতখানি পাওয়া গিয়াছে।

ইয়ুরিপিডীস (Euripides)।

(৪৮০—৪০৬ সন)।

ইয়ুরিপিডীসের চরিত্র এক দুরূহ সমস্যা বলিয়া পরিগণিত। ইনি ভাবে ও চিন্তায় পেরিক্লীস-যুগের প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন, অথচ ইঁহার সমসাময়িকগণ ইঁহাকে অপাঠ্য, হিংসুক, ধর্ম্মদ্রোহী ও অশ্লীল বলিয়া কতই নিন্দা করিয়াছে। ইনি আরিষ্টফানীসের চক্ষুশূল ছিলেন। এই পরিহাসরসিক কবির মতে ইয়ুরিপিডীস একাধারে উদ্দাম কল্পনা-পরিচালিত ও কল্পনা-বঞ্চিত, অলৌকিক ও অদ্ভুত বর্ণনার পক্ষপাতী অথচ রসবর্জ্জিত, বালকের মত নির্ব্বোধ, কিন্তু দার্শনিক জটিলতার বাহুল্যবশতঃ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। ইহার কারণ এই, যে ইনি আথীনীয়গণের নিকটে মানবজীবনের বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন, তাহাদিগের চক্ষুর সম্মুখে কত প্রকার অরুচিকর সত্য ধরিতেন, চিন্তাহীন ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইতেন—এগুলি তাহাদিগের ভাল লাগিত না। তাই তাহারা ইঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছে। গ্রীকগণের মধ্যে ইয়ুরিপিডীস সর্ব্বাগ্রে পুস্তকালয় স্থাপন করেন; ইনি তত্ত্বজ্ঞানী ও লেখক ছিলেন, কর্ম্মী ছিলেন না।

ইয়ুরিপিডীস প্রথমে যে সকল নাটক লিখেন, স্বদেশপ্রীতি সেগুলির প্রধান লক্ষণ। ক্রমে তাঁহার অন্তরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন মানবের দুঃখের নিদান, তাঁহার কতকগুলি নাটকে এই ভাবটী প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষ বয়সে তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্যায় অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিশোধ কি নিদারুণ হইতে পারে। বীরযুগের আখ্যায়িকাগুলির প্রতি বিতৃষ্ণাও তাঁহার একটী বিশেষত্ব।

ইয়ুরিপিডীস আথেন্সে বৃদ্ধকালে সুখে বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে, যে এই সময়ে কাহারও

সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না; তিনি দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম মানিতেন না, অথচ দার্শনিকদিগের সহিতও তাঁহার বিরোধ লাগিয়াই থাকিত; তিনি ধনীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন, গণতন্ত্রের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠিতেন, মানুষের সকল কার্য্যের প্রতিই তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল; শুধু আশ্চর্য্য মনস্বিতার জন্যই তিনি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লঘু প্রহসন-লেখকের দল, গোঁড়া ধার্ম্মিক ও ইতর জন ইঁহাকে সদা উৎপীড়ন করিত। মাকেদনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইয়ুরিপিডীসরচিত আটষট্টি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মোটে আঠারখানি কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ইয়ুরিপিডীস সোক্রাতেসের বন্ধু ও তাঁহারই মত নব জ্ঞানালোকের পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্ম, নীতি, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ইনি মনের ভাব খুব স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিতেন। আথীনীয়েরা ইঁহাকে নারী-বিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিত, অথচ ইনি নারীচরিত্র এত বিভিন্ন দিক্ হইতে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ও ইঁহার নাটকে এত বিচিত্র রমণীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে, যে এই অপবাদের ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বরং ইনি পুরুষকে যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়া নারীচরিত্রে ত্রিদিবের আলোক-পাত করিয়াছেন। এমন কি, ইঁহার অঙ্কন-নৈপুণ্যে অপরাধিনী রমণীরাও পাঠকগণের সহানুভূতিতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ইয়ুরিপিডীস স্বধর্ম্মত্যাগী, শুষ্কজ্ঞানপন্থী, না অধ্যাত্মযোগরত গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বান্বেষী ছিলেন, এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তাঁহার সর্ব্ব-শেষ নাটকের শিক্ষা এই, যে জ্ঞান মহৎ বটে, কিন্তু উহাই মানবের সর্ব্বস্ব নয়; জ্ঞানের অতীত এক অরূপ ভাবের রাজ্য আছে, তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে মানবজন্ম সার্থক হয় না। ইয়ুরিপিডীসের দুইটী বিশেষত্ব ইঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে। ইনি রচনা-কুশল ছিলেন না, কিন্তু ইহার মস্তিষ্ক-বল অসাধারণ ছিল—সূক্ষ্মদর্শন, নিপুণ বিশ্লেষণ, সহৃদয়তা, সাহস, কল্পনাশক্তি ইঁহার প্রধান লক্ষণ। ইনি জগত্তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী ছিলেন; ইনি সকলই পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও বিচার করিতেন; কদর্য্যতার ভয়ে সংসারের স্বরূপানুসন্ধানে

পরাঙ্মুখ হইতেন না। ইয়ুরিপিডীস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা পাইতেন, তাহার অবিকল, নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিতেন। এই নির্দ্দয় সত্যানুসারিতা ইঁহার প্রথম বিশেষত্ব। ইঁহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই, যে ইনি আটিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা, সুমধুর রাগরাগিণী-স্রষ্টা, কল্পনা-কাননের মোহনকণ্ঠ কোকিল।

৪। বিদ্রূপাত্মক নাটক।

আরিষ্টটল বলেন, যে "লিঙ্গপূজা হইতে বিদ্রূপাত্মক নাটক (Comedy) উদ্ভূত হইয়াছে।" গ্রীসে অনেক স্থানে মদ্য প্রস্তুতকরণ, নবান্ন প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রাম্যলোকে নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ রঙ্গতামাসা করিত; কোন কোনও উৎসবে অশ্লীল ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি ও পরিহাস করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই প্রথাগুলিই প্রহসনাদির বীজ। ব্যঙ্গনাটকে ক্রাটীনস (Cratinos), ফেরেক্রাটীস (Pherecrates), ইয়ুপলিস (Eupolis), ফ্রীনিখস (Phrynichos) ও সর্ব্বোপরি আরিষ্টফানীস (Aristophanes) বিখ্যাত। গ্রীক ব্যঙ্গনাটক প্রাচীন, মধ্য ও নব্য, এই তিন ভাগে বিভক্ত; আমরা কেবল প্রথমোক্ত শ্রেণীর লেখকগণের নাম উল্লেখ করিলাম।

আরিষ্টফানীস।

(আনুমানিক ৪৫০—৩৮৫ সন)।

বিদ্রূপাত্মক নাটকে আরিষ্টফানীস জগতের সাহিত্যরথিগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইনি প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী ও সংস্কারবিরোধী ছিলেন। সোক্রাটীস, ইয়ুরিপিডীস প্রভৃতি যাঁহারা নব-জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগকে অতি কদর্য্য ভাষায় আক্রমণ করিয়া লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য স্বীয় প্রতিভার অপব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইনি যাহাকে ধরিতেন, অভিধানে এমন কুৎসিৎ শব্দ ছিল না, যাহা তাহার প্রতি

প্রয়োগ না করিতেন। আরিষ্টফানীস পরনিন্দায় সহস্রমুখ ছিলেন, কিন্তু ইনি ধনী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিদিগকে বড় উপহাস করিতেন না, গরিবলোক ও গরিবলোকের নেতাদিগের উপরেই ইঁহার যত আক্রোশ ছিল। এই সকল দোষ সত্বেও ইঁহার নাটকগুলি যে এখনও পাঠকগণের চিত্তকে বিমোহিত করে, তাহার দুইটা কারণ আছে। প্রথমতঃ, ইঁহার মত পরিহাসপটু ভূতলে দুর্লভ; ইনি অজস্র উদ্দাম রঙ্গতামাসায় পাঠকগণকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহাতে এই পরিহাসপটুতার সহিত আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির যোগ ঘটিয়াছিল। ইঁহার সঙ্গীতগুলি অতি মধুর। আরিষ্টফানীসের আখ্যানবস্তু শিথিলগ্রন্থি ও রচনা-প্রণালী অযত্নসম্ভূত; কিন্তু ইঁহার নাটকের গতিবেগ দুর্নিবার; ইহা পাঠককে অভিভূত ও অবশ করিয়া অবিশ্বাসকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে। ইঁহার ভাষা স্থানে স্থানে একান্ত অশ্লীল; এত অশ্লীল, যে তাহা একাকী পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এত কদর্য্য কিছু আছে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই।

আথীনীয় ব্যঙ্গনাটকের এই একটা বিশেষত্ব, যে ইহাতে জীবিত ব্যক্তিদিগকে নাম করিয়া বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করা হইত। পেরিক্লীসের মত রাষ্ট্রপরিচালক সম্ভ্রান্তজনও রঙ্গালয়ের হাস্য-পরিহাস হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। ৪৪০ সনের পরে নাট্যকারগণের স্বেচ্ছাচারিতা কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কিয়ৎকালের জন্য। আথীনীয়েরা যে এতটা অনর্গলিত স্পষ্টবাদিতা সহিতে পারিত, ইহাতে তাহাদিগের গণতন্ত্রের বল ও মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হইতেছে।

চতুর্থ প্রকরণ

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের পার্থক্য

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকে যে যে বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহা দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) গ্রীক নাটকগুলি স্বল্পায়তন; অধিকাংশই সার্দ্ধসহস্র ছত্রের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। দুই সহস্র পংক্তির নাটক একখানিও নাই।

(২) গ্রীক নাটকের যে সকল ঘটনা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা এক স্থানে এক দিবসে ঘটিয়া থাকে। ইহা দেশ, কাল ও কার্য্য, এই ত্রিবিধ ঐকত্ব মানিয়া চলে। একাধিক দিনের ঘটনা ও নরহত্যাদি বিধ্বংস কাণ্ড নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বর্ণনা করে, সেগুলি দর্শকগণ দেখিতে পায় না। [সংস্কৃত নাটকেও হত্যা, ভোজন প্রভৃতির প্রদর্শন নিয়মবিরুদ্ধ।]

(৩) গ্রীক নাটক স্বদেশ-প্রেম উদ্দীপনের পরম সহায়। বস্তুতঃ হোমারের সময় হইতেই গ্রীক সাহিত্যের এই লক্ষণটী জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

(৪) সংস্কৃত নাটকে প্রধানতঃ প্রেম বা পতিপত্নীর সম্বন্ধই অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রীক নাটকে আদর্শ পত্নীর চিত্র তো আছেই; তা'ছাড়া, মাতা, ভগিনী ও দুহিতা, এবং জন্মভূমির তরে উৎসৃষ্টপ্রাণা কুমারীর এমন চিত্তহারী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি ইহাতে পরিকল্পিত হইয়াছে, যে এক্ষেত্রে ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেই হইবে।

(৫) সংস্কৃত নাটকের নিয়ম এই, যে মিলন ও আনন্দে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে; বিষাদ, বিচ্ছেদ ও শোক ইহার পরিণাম হইতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় গ্রীক ট্রাজেডীর মত কোন নাটক নাই।

(৬) সংস্কৃত নাটকে যেমন মনোহর স্বভাববর্ণনা আছে, গ্রীক নাটকে তেমন দেখা যায় না। সংস্কৃত নাটকে ভাবোচ্ছ্বাস শৃঙ্খলিত ও ভাবের প্রকাশ সংযত হইয়াছে; এখানে কাব্য ও নাটকের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। মনোবৃত্তি-বর্ণনার সংযম বিষয়ে সংস্কৃত ও গ্রীক নাটকের মধ্যে ঐক্য আছে।

সংস্কৃত ও গ্রীক নাটকের প্রকৃতি এত বিভিন্ন, যে এক অন্যের অনুকরণ, এই মত একেবারেই অসার।

পঞ্চম প্রকরণ

গ্রীসের নাট্যশালা

এখন গ্রীসের নাট্যশালা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া নাটকের প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

গ্রীসের নাট্যশালা প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকা ছিল না। তথায় দর্শকেরা উন্মুক্ত আকাশতলে অভিনয় দর্শন করিত। আথেন্সে আক্রপলিসের দক্ষিণে নাট্যশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার এই তিনটী প্রধান অংশ আলোচ্য—(১) দর্শকদিগের বসিবার স্থান, (২) অর্খীষ্ট্রা, (৩) রঙ্গমঞ্চ। (১) শৈলের দক্ষিণপার্শ্ব দুরারোহ; উহাই কাটিয়া পর্ব্বতগাত্রে ও তাহার সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দর্শকগণের জন্য সোপানপরম্পরার ন্যায় প্রায় একশত ক্রমোচ্চ আসনশ্রেণী রচিত হয়। আমরা বলিয়াছি, যে উহাতে এককালে সাড়ে সাতাইশ হাজার লোক বসিতে পারিত। প্রথম সারিতে সাতষট্টিখানি মর্ম্মর প্রস্তরের আসন ছিল। অর্খীষ্ট্রার সন্নিকটে এই আসনগুলি সেনাপতি, আর্খোন প্রভৃতি রাজপুরুষ, পুরোহিত, দূত এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্য চিহ্নিত থাকিত; মধ্যের আসনখানিতে ডিওনীসসের পুরোহিত বসিতেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে "পঞ্চশত সভার" সদস্যবৃন্দ উপবেশন করিতেন; তদূর্দ্ধে যুবকগণ (epheboi), পরিশেষে আথেন্সের আপামরসাধারণ স্থান পাইত। উচ্চতর আসনপরম্পরাতে আরোহণ করিবার জন্য উহার বহির্দ্দেশে দুইটী ও মধ্যে বারটী পথ ছিল। (২) আসন শ্রেণী ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে অর্দ্ধবৃত্তাকার (কোন কোনও স্থানে গোল) মর্ম্মর প্রস্তরাচ্ছাদিত সমতল অঙ্গন; উহার নাভিতে ডিওনীসসের বেদি (thymeli); এই অঙ্গনই অর্খীষ্ট্রা (Orchestra) অর্থাৎ কোরাসের নৃত্যস্থান। এক অত্যুচ্চ প্রাচীর আসনশ্রেণী হইতে উহাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উহার দুই পার্শ্বে প্রবেশপথ; কোরাস্ ও দর্শক সকলেই এই পথে যাতায়াত করে। অধ্যাপক মাহাফীর মতে ডিওনীসসের বেদি ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে

একটী অনুচ্চ কাঠের ... তাহাতে নৃত্য করিত। (৩) রঙ্গভূমির এক ... প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী উচ্চ প্রাচীর উহার দক্ষিণ সীম ...দ। ঐ প্রাচীরের সম্মুখে উহারই সমান দীর্ঘ f ...রমঞ্চ; এই মঞ্চের মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ততর আর ... নটেরা অভিনয় করে; অবশিষ্ট ভাগ তাহাদি... প্রভৃতি প্রয়োজন সাধনে ব্যবহৃত হয়। রঙ্গ ... কোনও রকম একটা আবরণ ছিল। উহাতে ব ... ত না।

গ্রী ... হইত, এবং প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সারা ...ত। আথীনীয়েরা আসিয়া যখন নাট্যশালায় আ ...৷, তখন অরুণ-কিরণ অবাধে তাহাদিগের মুখে প... বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রৌদ্রতাপে তাপিত ... অভিনয় দর্শনের ঔৎসুক্য তাহাদিগকে দৈহিক ক্লেশ ...; তা' ছাড়া, সমুদ্রাগত শীতল সমীরণ তাহাদিগকে আরাম ...ং দূরে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহারা পুরীর সুরম্য হর্ম্যরাজি ...কৃতিক শোভা, এবং অতুলৈশ্বর্য্যের নিদর্শন পোতাধিষ্ঠান ও দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইত, ও তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ পুলকে উঠিত। প্রত্যেক নাটকের অভিনয়ে এক এক জন ধনবান্ ...বপুল অর্থব্যয় করিতেন, সুতরাং অভিনয় যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে ..., তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটি হইত না। নটেরা মুখস।ও উঁচু গোড়ালীর ... পরিয়া এবং কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক স্থূলতা বাড়াইয়া অভিনয় ...। মুখসের মধ্যে বোধহয় কণ্ঠধ্বনি বর্দ্ধিত করিবার কোনও ...নসম্মত কৌশল ছিল; নতুবা কি করিয়া যে ত্রিশসহস্র শ্রোতা (Plato, *Symposium*, 157) অভিনেতার কথা শুনিতে পাইত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তাহাদিগের পরিচ্ছদ বহুমূল্য ও চাক্‌চিক্যময় ছিল। সে কালের নাট্যশালায় বর্ত্তমান যুগের মত এত প্রচুর ও চিত্তাকর্ষক বিচিত্র বাহিরের উপকরণ ছিল না, তথাপি, প্রকাশ্য ..., নানাপ্রকার কায়িক অস্বস্তি সহিয়াও সহস্র সহস্র দর্শক যে

মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দিন ভরিয়া অভিনয় দেখিত, ইহাতে গ্রীক নাটকের অনুপম মোহিনী শক্তিই ঘোষিত হইতেছে। আথেন্সে স্ত্রীলোকে ও বালকবালিকারা ট্রাজেডীর অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহাদিগের বিদ্রূপাত্মক নাটক দেখিবার অধিকার ছিল না; ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। গ্রীক নাটক শুধু ডিওনীসসের দুই উৎসব উপলক্ষেই অভিনীত হইত। গ্রীসে অভিনয় একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নাট্যশালা দেবায়তন বলিয়া গণ্য ছিল, সুতরাং উহা বৎসরের অধিকাংশ কাল বন্ধ থাকিত। এখনকার বিলাসী সুসভ্য জাতিগুলি ও গ্রীকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে যে কি পার্থক্য, তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে?

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রীসের কুরুক্ষেত্র

প্রথম কণ্ডিকা

পেলপনীসস যুদ্ধের কারণ, পর্ব্ব ও প্রকৃতি

১। কারণ।

সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে কি মহাপ্রলয় ঘটিতে পারে, বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে তাহা দেখা গিয়াছে। আথেন্স যখন ঐহিক সম্পদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল, তখন গ্রীসের এক কোণে এক বিন্দু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহাই ক্রমে ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া সমগ্র গ্রীক জগতে পরিব্যাপ্ত হইল। কর্কীরা (Corcyra) ও পটিডাইয়া করিন্থ-নগরীর দুহিতা। কর্কীরা জননীকে কোন কালেই গ্রাহ্য করিত না; পটিডাইয়া মিত্ররাজ্যরূপে আথেন্সের আশ্রয় লইয়াছিল। ৪৩৫-২ সনে

করিন্থের সহিত ...থ উপস্থিত হইল, এবং ঘটনাচক্রে
আথেন্স এই ... হইয়া পড়িল। করিন্থের অনুরোধে
পেলপনীসাস ...মন্ত্রিত হইয়া আথেন্সকে জব্দ করিবার
মন্ত্রণা ক ...ক্লীস যুদ্ধ অপরিহার্য্য বুঝিয়া করিন্থের
সহায় ... ওর ব্যবস্থা করিলেন, অর্থাৎ উহার অধি-
বাসীদি... ব্যবসা বাণিজ্য হাট বাজার হইতে
বহিষ্কৃত ...কার নানা কারণে স্পার্টা ও তাহার
মিত্রগ... ঘোষণা করিল।

...তা, করিন্থ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি
আ... ...রাক্রম সহিতে পারিতেছিল না। তাহাদিগের
ত... প্রকৃত কারণ। স্পার্টা ও আথেন্স কিরূপ
... পেরিক্লীসের বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।
...এই বৈষম্য আরও বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে।
...খিয়াছেন, যে করিন্থের প্রতিনিধিরা স্পার্টানদিগকে
উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করে,
...ল (I. 70)—

...কেডাইমোনবাসিগণ, তোমরা যে আথীনীয়দিগের সহিত
... যাইতেছ, তাহারা কি প্রকার লোক, ও তোমাদিগহইতে
...কেবারে ভিন্নপ্রকৃতি, তাহা তোমরা একবারও ভাবিয়া দেখ নাই।
বিপ্লবপ্রিয়; তাহাদিগের মাথায় যেমন একটা নূতন মতলব খেলে,
...তাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করে, এই দুইয়ের কোনটাতেই
...দিগের কালবিলম্ব হয় না। কিন্তু তোমরা রক্ষণশীল; যাহা আছে
...হা রাখিতেই তোমরা ব্যস্ত; তোমারা নূতন কিছুই করিতে পার না;
যখন কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক, তখনও তোমরা কার্য্য করিতে চাও না।
তাহাদিগের সাহস সাধ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়; সুবুদ্ধিলোকে
যাহার নিন্দা করে, এমন বিপদেও তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়ে; দুর্দ্দৈবের
মধ্যেও তাহাদিগের অন্তর আশায় পূর্ণ থাকে। পক্ষান্তরে, তোমাদিগের
স্বভাব এই, যে তোমরা সবল হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় আচরণ কর;

তোমাদিগের লক্ষ্য যখন যুক্তিযুক্ত, তখনও তাহাতে আস্থা রাখিতে পার না, এবং যখন বিপজ্জাল তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, তখন তাহা হইতে যে উদ্ধার পাইবে, এ কল্পনা তোমাদিগের মনে স্থান পায় না। তাহারা অবিমৃশ্যকারী, তোমরা দীর্ঘসূত্রী; তাহারা সর্ব্বদা দূরে বাহিরে থাকে, তোমরা অবিরত ঘরেই আছ। কেন না, তাহারা আশা করে, যে বাহিরে গেলেই তাহারা কিছু লাভ করিবে; আর তোমাদিগের এই ভয় কিছুতেই যায় না, যে একটা নূতন ব্যাপারে হাত দিলেই যাহা আছে, তাহাও তোমরা হারাইবে। যখন তাহারা যুদ্ধে জয়ী হয়, তখন তাহারা জয় পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করে; পরাজিত হইলে তাহারা অল্পই পশ্চাৎপদ হয়। তাহাদিগের দেহ যেন নিজের নয়, এই ভাবপ্রণোদিত হইয়া তাহারা উহা স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছে; মনই তাহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ; তাহারা যখন উহা জন্মভূমির পরিচর্য্যায় নিয়োগ করে, তখনই উহা বাস্তবিক তাহাদিগের আপনার ধন। যখন তাহারা কোনও লক্ষ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হয়, তখন মনে হয়, যেন তাহারা নিকট আত্মীয় হারাইয়া শোকার্ত্ত হইয়াছে; যদি একটা প্রচেষ্টা সফল হয়, তবে তাহারা ভাবে, যে উহা ভবিষ্যৎ সম্পদের অগ্রদূতমাত্র; কিন্তু বিফল-মনোরথ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা নব আশা সঞ্চয় করিয়া শূন্য পথ পূরণ করে। কেবল তাহাদিগের পক্ষেই পাইবার আশা করা ও প্রাপ্ত হওয়া একই কথা, কেন না, সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তাহারা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে না। এই জীবনব্যাপী, শ্রমপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল সাধন তাহারা নিজেরাই নিয়ত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে। তাহারা যেমন উপার্জ্জিত ধন অল্পই সম্ভোগ করে, এমত আর কেহই নহে, কারণ, তাহারা অবিরত অধিকতর ধনের সন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য সম্পাদনই তাহাদিগের একমাত্র বিশ্রাম; নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার আরামকে তাহারা বহ্বায়াসসাধ্য কর্ম্মের মত অপ্রীতিকর জ্ঞান করে। এক কথায় এইটুকু বলিলেই তাহাদিগের সম্বন্ধে খাঁটি সত্য বলা হয়, যে তাহারা নিজেরাও শান্তিতে থাকিবে না, অপরকেও শান্তিতে থাকিতে দিবে না, এই জন্যই তাহাদিগের জন্ম হইয়াছে।"

এই সময়ে স্পার্টায় আথেন্সের কয়েকজন প্রতিনিধি অন্তকর্ম্মব্যপদেশে উপস্থিত ছিলেন ; উঁহারা পররাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিয়াছিলেন, যে প্রথমে ভয়, তৎপরে গৌরববোধ, এবং পরিশেষে স্বার্থবুদ্ধি হইতে আথীনীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। হাতে রাজ্য পাইলে কে কবে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে? এবং ন্যায়ের খাতিরেই বা কে বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণে বিরত হইয়া থাকে? আথেন্সের রাষ্ট্রনীতি ... য়াই সাম্রাজ্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকেই একান্ত ... রিষ্টফানীসের নাটকে দেখা যায়, যে ঐশ্বর্য্যলুব্ধ আথী... অর্থগৃধ্নু লোক অধীনস্থ রাজ্যে যাইয়া প্রজাগণকে ব... ত। নানা কারণে সাম্রাজ্যে থাকিয়া থাকিয়া ... লিয়া উঠিত। ৪৪০ সনে সামস ও বীজান্টিয়াম ... বদ্রোহী হইয়া বৎসরান্তে পরাজয় স্বীকার করে। ... ণের দোষেই স্পার্টা এই ঘোষণা করিবার সুযোগ ... যদি গ্রীক রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান না করে, ... হইবে। কিন্তু ইহা একটা ছলমাত্র। পেলপনীসস ... পূর্ব্বে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

যুদ্ধোদ্যত রাষ্ট্রসমূহ।

গ্রীসের এই কুরুক্ষেত্রে স্পার্টার পক্ষে ছিল—আর্গস ও আখাইয়া ব্যতীত সমগ্র পেলপনীসস ; যোজকস্থ করিন্থ ও মেগারা ; উত্তর গ্রীসে বীওশিয়া, ফোকিস ও লক্রিস ; এবং গ্রীসের পশ্চিমভাগে তিনটী রাষ্ট্র। আথেন্সের দলভুক্ত রাষ্ট্রগুলি যথা —পশ্চিমে কর্কীরা, জাকীন্থস ও আর দুইটী রাজ্য ; উত্তরভাগে শুধু প্লাটাইয়া ; এবং সাম্রাজ্যান্তর্গত মিত্রশক্তিপুঞ্জ। শেষোক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কেবল লেস্‌বস ও খিয়স স্বাধীন ছিল।

২। পেলপনীসস যুদ্ধের তিন পর্ব্ব।

আমরা একস্থলে বলিয়াছি, যে আথীনীয় সাম্রাজ্যের শৈশবাবস্থাতেই স্পার্টানেরা উহাকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। সুতরাং

বলিতে গেলে গ্রীসের কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম পঞ্চাম বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ৪৬০ হইতে ৪৪৫ সন পর্য্যন্ত ইহার প্রথম পর্ব্ব; ৪৩১ হইতে ৪২১ সনের সন্ধি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব্ব; এবং ৪২০ হইতে ৪০৪ সনে আথীনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্য্যন্ত তৃতীয় পর্ব্ব।

৩। যুদ্ধের প্রকৃতি।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সমুদায় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নয়; এ জন্য আমরা ইহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতেছি। স্পার্টার নৌবল ছিল না; আথেন্স বিপুল নৌবাহিনীর অধীশ্বরী ছিল; স্পার্টানেরা স্থলযুদ্ধে গ্রীসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ছিল; আথীনীয়গণের স্থলসৈন্য অধিক ছিল না। সুতরাং স্পার্টা স্থলে আথীনীয় সাম্রাজ্য ও আথেন্স জলে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিত, এবং পেলপনীসসের অল্পসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ও আথেন্সের ক্ষুদ্র স্থলসৈন্য নিজ নিজ দেশ রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিত। স্পার্টা ও তাহার সহায়গণ যে বর্ষে বর্ষে আটিকায় উৎপতিত হইত, এবং আটিকাবাসীরা যে পেরিক্লীসের পরামর্শে শত্রু সমাগত দেখিয়াই আথেন্সে যাইয়া আশ্রয় লইত, ইহাই তাহার কারণ।

মানবজাতির ইতিহাস চিরদিন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে, যে যুদ্ধের ফলাফল একেবারে অনিশ্চিত। পেলপনীসসের মন্ত্রণাসভায় স্পার্টার রাজা আর্থাডামস (Archadamos) স্বপক্ষকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন; কেন না, তাঁহার মতে স্পার্টানেরা প্রায় সকল বিষয়েই আথীনীয়গণের অপেক্ষা হীনবল ছিল। পেরিক্লীসেরও অটল বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার সমরনীতির অনুসরণ করিলে পরিণামে আথেন্সেরই জয় হইবে। কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে? যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর আথেন্সে মহামারী আরম্ভ হইল; তাহাতে সহস্র সহস্র পুরুষরমণী জীবন হারাইল এবং পেরিক্লীস একে একে দুই পুত্র হারাইয়া ৪২৯ সনে স্বয়ং কালগ্রাসে পতিত হইলেন; আথেন্সের আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ পাইল।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা

দ্বিতীয় পর্ব্বের ঘটনা ও তারিখ

(৪৩১—৪২১ সন)

সন ঘটনা

৪৩১—যুদ্ধের প্রথম বর্ষ। থীবানেরা প্লাটাইয়া আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। পেলপনীসসের সৈন্যগণ আটিকা আক্রমণ করে। আথেন্স কতিপয় স্থান জয় করে এবং ঈজিনা অধিকার করিয়া অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

৪৩০—যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ। আথেন্সে মহামারী আরম্ভ। আটিকার দ্বিতীয় আক্রমণ। পেরিক্লীসের যুদ্ধ যাত্রা, অকৃতকার্য্যতা, বিচার, অর্থদণ্ড, পদচ্যুতি ও সেনাপতি পদে পুনর্নিয়োগ। জলে আথীনীয় নাবধ্যক্ষ ফর্মি´ওনের সফল যুদ্ধ। পটিডাইয়া জয়।

৪২৯—যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ। পেলপনীসীয়গণের প্লাটাইয়া অবরোধ। ফর্মি´ওনের কয়েকটী জলযুদ্ধে জয়লাভ। পেরিক্লীসের মৃত্যু।

৪২৮—যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষ। আটিকার তৃতীয় আক্রমণ। মীটিলেনীর (Mytilene) বিদ্রোহ।

৪২৭—যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ। আটিকার চতুর্থ আক্রমণ। মীটিলেনীর পরাভব। প্লাটাইয়ার আত্মসমর্পণ। কর্কীরায় অন্তর্বিপ্লব। আথেন্সের মিনোয়া অধিকার।

৪২৬—যুদ্ধের ষষ্ঠ বর্ষ। আথীনীয় সেনাপতি ডীমস্থেনীসের আইটলিয়া প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা ও অল্পাঈর (Olpae) যুদ্ধে জয় লাভ।

৪২৫—যুদ্ধের সপ্তম বর্ষ। আটিকার পঞ্চম আক্রমণ। আথীনীয়গণের সিসিলীতে অভিযান প্রেরণ। আথেন্স কর্ত্তৃক পীলস অধিকার ও স্ফাক্‌টীরিয়া দ্বীপে স্পার্টানদিগকে বন্দীকরণ। কর্কীরাতে গণতন্ত্রের জয়। আথীনীয়দিগের দুইটী স্থান অধিকার।

সন　　　　ঘটনা

৪২৪—যুদ্ধের অষ্টম বর্ষ। আথেন্সের নিসাইয়া ও কীথেরা অধিকার। আথেন্স কর্ত্তৃক বীওশিয়া আক্রমণ ও ডীলিয়ামের যুদ্ধে পরাজয়। কতকগুলি রাষ্ট্রের আথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক থৌকুড্যিডীসের নির্ব্বাসন।

৪২৩—যুদ্ধের নবম বর্ষ। সন্ধির আলোচনা। এক বৎসরের জন্য যুদ্ধের বিরাম।

৪২২—যুদ্ধের দশম বর্ষ। আম্ফিপলিসের যুদ্ধে আথেন্সের পরাজয় এবং আথীনীয় সেনাপতি ক্লেওন ও স্পার্টার সেনাপতি রাজা ব্রাসিডাসের মৃত্যু।

৪২১—পঞ্চাশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপন। (ইহার নাম "নিকিয়াসের সন্ধি")। [উভয়পক্ষ পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিবে ও বন্দিগণ মুক্তিলাভ করিবে, মোটামুটি ইহাই সন্ধির সর্ত্ত ছিল।] করিন্থ, মেগারা ও বীওশিয়া সন্ধিতে সম্মত হইল না।

তৃতীয় কণ্ডিকা

যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্ব

আথানীয় সাম্রাজ্যের বিলোপ।

শূন্যগর্ভ সন্ধিদ্বারা কথনও স্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হইতে পারে না; সুতরাং ৪১৯ সনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই পর্ব্বে আথীনীয় পক্ষের প্রধান নায়ক নিকিয়াস, ডীমস্থেনীস ও আল্কিবিয়াডীস; এবং আথেন্সের প্রবলতম প্রচেষ্টা সিসিলীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলেই আথীনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

৪১৬ সনে আথীনীয়েরা মেলসদ্বীপ জয় করিয়া পুরুষদিগকে বধ ও অন্যান্য অধিবাসীদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করে, এবং উহাতে আথেন্সের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। থৌকুড্যিডীস আথীনীয় ও মেলসবাসীদিগের

মধ্যে একটী কথোপকথন বিবৃত করিয়াছেন। এই কালে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত আথীনীয়গণের কি অধোগতি হইয়াছিল, উহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। আথীনীয়েরা মেলসের লোকদিগকে সোজা কথায় বলিয়া দিয়াছিল, যে মানবীয় ব্যাপারের আলোচনায় ন্যায় ও ধর্ম্মের বিচার কেবল সবলের মুখেই শোভা পায়; অশক্তের পক্ষে উহা বৃথা। যে প্রবল, সে যতটা সম্ভব আদায় করিবে এবং যে দুর্ব্বল ও গত্যন্তর রহিত, তাহাকে যাহা দিবার দিতেই হইবে; ইহাই জগতের নিয়ম। দেবতাই বল আর মনুষ্যই বল, সকলেরই স্বভাব এই, যে অন্যের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারিলে কেহই তাহা ছাড়িবে না।

৪১৬ সনে সিসিলীর অন্তঃপাতী সেগেষ্টার অধিবাসীরা আথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা পূরণের উপলক্ষে আথীনীয়েরা স্থির করিল, সিসিলীতে বিপুল বাহিনী প্রেরিত হইবে। নিকিয়াস, আল্কিবিয়াডীস ও লামাখস সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন, আথেন্সের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। নিকিয়াস অতি ধর্ম্মভীরু ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া আথীনীয়েরা তাঁহার যোগ্যতার কথা ভাবিবার অবসর পাইল না। তাঁহাকে নেতৃত্বে নিয়োগ করিয়া তাহারা যে ভ্রম করিল, তাহার ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্তকাহিনী থোকুাডিডীসের ইতিহাসে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। আল্কিবিয়াডীস সম্ভ্রান্ত-বংশজ, সুরূপ, প্রতিভাবান্, ধনশালী ও চরিত্রহীন উদ্ধতস্বভাব যুবক ছিলেন; সোক্রাটীসের বন্ধুতা ও সাহচর্য্যের গুণে তিনি বাগ্মিতা ও তর্কশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংযম ও মনের দৃঢ়তা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। শুধু ইনি কিংবা সেনাপতি ডীমস্থেনীস অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত হইলে উহার পরিণাম হয় তো এমন শোচনীয় হইত না। কিন্তু ঘটনাবশে আল্কিবিয়াডীস আথেন্স হইতে বিতাড়িত হইয়া শত্রুর সহিত যোগ দিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং ডীমস্থেনীস যখন সীরাক্যুসে প্রেরিত হইলেন, তখন নিকিয়াসের দোষে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল।

সন	ঘটনা
৪২১-২০—	আথেন্স ও স্পার্টার মৈত্রীবন্ধন।
৪২০—	আথেন্স ও আর্গসের সন্ধি।
৪১৮—	মার্ণ্টিনীয়ার যুদ্ধ; স্পার্টার জয় ও আর্গসের পরাজয়; স্পার্টা ও আর্গসের সন্ধি।
৪১৬—	আথেন্সের মেলস জয়। আথেন্সে সেগেষ্টার দূতের আগমন।
৪১৫—	আথেন্সে হার্মীসদেবের মূর্ত্তিসমূহের বিকলাঙ্গকরণ। সিসিলীতে অভিযান যাত্রা। আল্কিবিয়াডীসের পদচ্যুতি ও আথেন্সে আহ্বান, এবং স্পার্টায় পলায়ন।
৪১৪—	সীরাক্যুসের অবরোধ। লামাখসের মৃত্যু। স্পার্টান সেনাপতি গীলিপসের (Gylippos) সিসিলীতে আগমন।
৪১৩—	স্পার্টা কর্ত্তৃক আটিকার ডেকেলাইয়া (Dekeleia) অধিকার। আথেন্স হইতে সিসিলীতে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ। সীরাক্যুসের বন্দরে মহাযুদ্ধ ও আথীনীয় বাহিনীর পরাভব। আথীনীয়গণের প্রত্যাবর্ত্তনের নিষ্ফল চেষ্টা ও আত্মসমর্পণ এবং বন্দীদিগের লোমহর্ষণ পরিণাম; নিকিয়াস ও ডীমস্থেনীসের প্রাণদণ্ড।
৪১২—	আথেন্সের মিত্রশক্তিপুঞ্জের বিদ্রোহ। স্পার্টা ও পারস্যের মধ্যে মিলীটসের সন্ধি। [আথেন্সকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে স্পার্টা এই সন্ধিদ্বারা আসিয়াস্থ গ্রীকরাষ্ট্রগুলিকে পারসীক সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিল।] আল্কিবিয়াডীসের স্পার্টা হইতে প্রস্থান।
৪১১—	রোড্স, আবীডস প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিদ্রোহ। আথেন্সের অন্তর্বিপ্লব—চতুঃশতের মন্ত্রণা-সভা প্রতিষ্ঠা ও তিনমাস পরে তাহার বিলয়। ক্যুনসীমার (Cynossema) জলযুদ্ধে আথেন্সের জয়।

সন	ঘটনা
৪১০—	আল্কিবিয়াডীস, থেরামেনীস ও থ্রাস্যবোলসের নেতৃত্বে ক্যুজিকসের (Cyzicus) জলযুদ্ধে আথীনীয়গণের জয়লাভ। গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আথেন্স কর্ত্তৃক সামস জয়।
৪০৯—	আথেন্স কলফোন পুনরধিকার করিল, কিন্তু পীলস ও নিসাইয়া হারাইল।
৪০৮—	আথেন্স খাল্কীডোন ও বীজান্টিয়াম উদ্ধার করিল। [৪১২ হইতে ৪০৬ সন পর্য্যন্ত স্পার্টা ও তাহার মিত্রগণ পারসীকগণের সাহায্যে আথীনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। ৪১২—১১ সনে ক্ষত্রপ টিসাফার্নীসের সহযোগিতার ফলে আথীনীয়েরা যবন প্রদেশ হইতে নিষ্কাশিত হইল। ৪১০—৭ সনে ক্ষত্রপ ফার্ণাবাজসের শাসনকালে আথেন্স হেলেস্পণ্ট প্রণালীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি নগর পুনর্ব্বার জয় করিল। ৪০৭ সনে সম্রাট্ দারয়ুসের দ্বিতীয় পুত্র খস্রু ক্ষত্রপ হইয়া উপকূলে উপনীত হইলেন; তাঁহার পরিচালনায় ৪০৫ সনে গ্রীসের কুরুক্ষেত্র পরিসমাপ্ত হইল।]
৪০৭—	নোটিয়নের জলযুদ্ধে আথেন্সের পরাজয়। আল্কিবিয়াডীসের আথেন্সে প্রত্যাগমন।
৪০৬—	আর্গীন্যুসাইর (Arginusae) জলযুদ্ধে আথীনীয়গণের জয়। বিজয়ী আটজন সেনাপতির বিচার ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা; ছয়জনের প্রাণদণ্ড।
৪০৫—	স্পার্টার রাজা ল্যুসাণ্ডুস (Lysander) নাবধ্যক্ষ; "ছাগ-নদীর" (Aegospotami) জলযুদ্ধে আথীনীয় পোত-বাহিনীর পরাজয় ও তিরোধান।
৪০৫—৪	আথেন্সের অবরোধ।

সন	ঘটনা
৪০৪—	আথেন্সের পতন। ত্রিংশন্নায়কের শাসন প্রতিষ্ঠা। [স্পার্টার সহযোগী শক্তিপুঞ্জ প্রস্তাব করিল, যে আথেন্সকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া অধিবাসীদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিতে হইবে। স্পার্টানেরা এই বর্ব্বর প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না; তাহারা সন্ধির যে সকল সর্ত্ত সাব্যস্থ করিল, তাহা এই— (১) আথেন্স ও তাহার বন্দরমধ্যস্থ দীর্ঘ প্রাচীর এবং বন্দরের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; (২) আথীনীয়-গণের বিদেশে কোনও রাজ্য থাকিবে না; কেবল আটিকা ও সালামিস তাহাদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবে না; (৩) আথে-ন্সের সমগ্র পোতবাহিনী প্রতিপক্ষের হস্তে অর্পিত হইবে; (৪) নির্ব্বাসিতগণ আথেন্সে প্রত্যাগমন করিবে; (৫) আথেন্স মিত্ররূপে স্পার্টার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবে।]
৪০৩—	স্বদেশভক্ত থ্রাস্যবৌলস (Thrasybulus) ত্রিংশদ্ রাচারকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আথেন্সে পুনরায় গণতন্ত্র স্থাপন করিলেন। [স্পার্টার রাজা পসেনিয়াস সসৈন্যে আথেন্সে আসিয়া মধ্যস্থরূপে উভয়দলের মৈত্রীবন্ধনে সাহায্য করিয়াছিলেন।]

চতুর্থ কণ্ডিকা

উপসংহার

আমরা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এইখানেই শেষ করিলাম, কেন না, ইহার চারি বৎসর পরে, চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয় বর্ষে, সোক্রাটীস লোকান্তরে গমন করেন।

গ্রীসের ইতিহাসে স্মরণীয় যুগ, ঈশার জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী এক সহস্র বৎসর। উহাকে তিন যামে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যামে গ্রীকেরা স্বদেশে ও বিদেশে, আদিবাসভূমিতে ও উপনিবেশসমূহে, স্থায়ী রাষ্ট্রের পত্তন করে; এই সময়ে তাহারা বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির সংস্রবে আসিয়া ও তাহাদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছিল। মধ্যম যাম গ্রীক জাতির জ্ঞানবিকাশ ও জাতীয় জীবনের চরম উন্নতির কাল। এইকালে গ্রীকেরা সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অপরাজিতচিত্তে জগৎতত্ত্বের অলোচনায় প্রবৃত্ত হয়; এইকালে তাহাদি-গের বিজ্ঞান ও দর্শন জন্মগ্রহণ করে, এবং শিল্প ও ললিত কলা পূর্ণাবয়ব ও অলৌকিক শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। শেষ যাম গ্রীকদিগের পতনের কাল; তখন তাহাদিগের ভাব ও চিন্তা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং অতীতের ধ্যান ও পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যার আলোচনা এই সময়ে গ্রীক জাতির প্রধান কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; দৈনন্দিন কর্ম্ম, শিল্পবাণিজ্য ও ধর্ম্ম—এই সমুদায়ের মধ্য দিয়াই প্রত্যেক জাতির সভ্যতা রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই গ্রীক সভ্যতার স্বরূপ বুঝিবার উদ্দেশ্যে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এগারটী অধ্যায়ের সাহায্যে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলাম। এই অধ্যায়গুলির মধ্যে যদি অধীতব্য গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া না থাকে, তবে আমাদিগের লিখিবার শ্রম বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু যদিই বা আমরা ব্যর্থশ্রমজনিত মনোবেদনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মিথ্যা কল্পনা অন্তরে স্থান দিই, তথাপি যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তাহা একত্র করিয়া গ্রীক সভ্যতার চিত্রপট আপনাদিগের মানসচক্ষুর সম্মুখে ধরিতে চাই; কেন না, উক্ত সভ্যতার লক্ষণগুলি এক সঙ্গে পর্য্যালোচনা না করিলে, উহার প্রকৃতি অস্পষ্ট ও তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ভারতের গৌরব-গাথা গাহিতে গাহিতে বলিতেছেন,

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

কথাটা খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য হউক বা না হউক, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার পার্থক্য উহাতে চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। কবির মতে—এবং

ইহাই এদেশের প্রচলিত মত—ভারতীয় সভ্যতার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল তপোবনে। গ্রীসে তপোবন নাই ; গ্রীক সভ্যতা রাষ্ট্রধর্ম্মী ; উহা রাষ্ট্রকে আশ্রয় ও পরিবেষ্টন করিয়া বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু রাষ্ট্র এখনকার মত কেবল বিষয়-ব্যাপার ও ঐহিক সুখ-সম্পদের প্রতিষ্ঠান নহে ; উহা সাধন-ক্ষেত্র, মানবজীবনের চরমচরিতার্থতা লাভের উপায়। আরিষ্টটল বলেন, "জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সুখ। সুখের অর্থ, স্বচ্ছন্দ ও পরিপূর্ণ ধর্ম্মাচরণ এবং ধর্ম্মানুগত জীবন যাপন। এই প্রকার মহত্তম জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সমপ্রকৃতি মানুষের যে মিলন ও সংহতি, তাহাই রাষ্ট্র।" (*Polit.* IV. 3)। "অতএব যে রাষ্ট্র যথার্থই রাষ্ট্র নামের যোগ্য, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিবে। ধর্ম্ম ছাড়া রাষ্ট্রীয় মিলন একটা স্বার্থসাধনের উপায়মাত্র ; ধর্ম্মবিমুখ রাষ্ট্রের সাধ্য নাই, যে উহা পুরবাসিগণের চিত্তে সদাচার বা ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করে।" (*Polit.* III. 9)। আরিষ্টটল অন্যত্র লিখিয়াছেন, যে পূর্ণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ জীবন যাপন মানবের পরম শ্রেয়ঃ ; যদি তাহার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি অবাধে বিকশিত না হয়, তবে সে এই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। রাষ্ট্রই উহাদিগের পরিচালনার প্রকৃষ্ট আয়তন। সুতরাং রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া মানুষ কখনই স্বপ্রতিষ্ঠতা ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। "মানব স্বভাববশেই রাষ্ট্রধর্ম্মী জীব"—এই বাক্যটী গ্রীক শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা করিত। আরিষ্টটল ইহার সমর্থন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে বাস করিবার অযোগ্য, কিংবা যাহার রাষ্ট্রের প্রয়োজন নাই, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। যে রাষ্ট্র মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এমন অত্যাবশ্যক, শ্রদ্ধা ও ন্যায় তাহার ভিত্তি, প্লেটো এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। (*Protag.* 322)।

পুরীরাষ্ট্র।

গ্রীকরাষ্ট্রের আদর্শ বা প্রকৃতি পুরী। বর্ত্তমান কালের বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্য গ্রীকদিগের মতে রাষ্ট্রের বিকৃতি। কিরূপে আথেন্স প্রভৃতি

এক একটী পুরীরাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উহার দুইটী বিশেষত্ব পুনশ্চ স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আদিতে সগোত্র লোকেরাই এক একটী পুরীর প্রতিষ্ঠা করিত; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই জন্য প্রত্যেক পুরীর বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতি ও উৎসব ছিল; পুরবাসীরা সকলে একই দেব-দেবীর আরাধনা করিত; ধর্ম্মাচরণে ব্যক্তি-বিশেষের মতামত বা অভিরুচির কোনও মূল্য ছিল না। সোক্রাটীসের বিচার প্রসঙ্গে গ্রীক পুরীর এই বিশেষত্বটী আরও পরিব্যক্ত হইবে।

এখানে বলা উচিত, গ্রীক জাতির কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্র বা অভ্রান্ত গুরু ছিল না; খৃষ্টীয় Church বা ধর্ম্মমণ্ডলীর ন্যায় একটা স্বতন্ত্র দলের সার্থকতাও তাহারা কোনও কালে উপলব্ধি করে নাই। এজন্য গ্রীসে ধর্ম্মকলহ বিরল ছিল; এবং তথায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত বিভৎস সংগ্রামের রক্তগঙ্গায় মেদিনী কদাপি প্লাবিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই, যে তাহারা রাষ্ট্রকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারিত না; অথবা রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম (the Church and the State) তাহাদিগের পক্ষে একীভূত হইয়া গিয়াছিল।

রাষ্ট্রের কার্য্য।

আরিষ্টটলের মতে রাষ্ট্রের কার্য্য ষড়্‌বিধ—(১) খাদ্য, (২) শিল্প-দ্রব্য, (৩) অস্ত্রশস্ত্র ও (৪) অর্থসংগ্রহ; (৫) দেবপূজা, এবং (৬) বিচার। অতএব প্রত্যেক রাষ্ট্রে এই ছয় শ্রেণীর অধিবাসী থাকিবে—কৃষক, শিল্পী, সৈন্য, ভূম্যধিকারী, পুরোহিত ও বিচারপতি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী দাস কিংবা বিদেশী, অতএব রাষ্ট্রীয় স্বত্ববঞ্চিত; অবশিষ্ট চারিটী শ্রেণী প্রকৃত প্রস্তাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ সৈনিক পুরুষ ও বিচারকগণই যথার্থ রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত; ভূসম্পত্তি ও পৌরোহিত্য ইহাদিগের করায়ত্ত। সুতরাং আরিষ্টটল পুরবাসিগণকে তিনটী জাতিতে (castes) বিভক্ত করিতেছেন; তাঁহার মতে এই বিভাগই ন্যায়সঙ্গত (*Polit.* IV. 8-10)। "যাহারা মন্ত্রণা ও বিচারের

কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, শুধু তাহারাই পুরবাসী”—তিনি পুরবাসীর এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে গ্রীক রাষ্ট্র দাসত্বপ্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং উহার অধিবাসীরা “স্বত্ববান্” (privileged) ও “স্বত্ববঞ্চিত” (unprivileged), এই দুই জাতিতে বিভক্ত। রাষ্ট্রের প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের যে রাষ্ট্রীয় স্বত্ব সম্ভোগ করিবার অধিকার আছে, প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহা মানিতেন না। তাঁহারা বলেন, যে জ্ঞানে ধর্ম্মে মণ্ডিত না হইলে মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হয় না; অবসর না থাকিলে কেহই ধর্ম্মলাভ কিংবা দেহ ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না; সুতরাং যাহারা পূর্ণস্বত্ববান্ পুরবাসী, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেবক, তাহারা উপজীবিকার শ্রম হইতে বিরত থাকিবে, এবং যাহারা ইহাদিগের অভাব বিমোচনার্থ কৃষি, শিল্পাদি শ্রম-সাধ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, তাহারা রাষ্ট্রপরিচালনের অধিকার পাইবে না। এই ব্যবস্থার ত্রুটি কাহাকে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমরা যখন গ্রীক সভ্যতার গৌরব কীর্ত্তন করি, তখন আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে উহা মুষ্টিমেয় লোকের সাধনের ফল, এবং অসাম্যবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

পুরবাসী।

কিন্তু পুরবাসীর স্বত্ব ও দায়িত্ব একটা ক্ষুদ্র দলের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিলেও গ্রীক জাতির পৌরধর্ম্মের আদর্শ অতি মহান্ ছিল। পূর্ণ-স্বত্ববান্ পুরবাসী বলিতে তাহারা বুঝিত পুরীর বা রাষ্ট্রের অনন্তকর্ম্মা পরিচারক। পুরবাসী সৈনিক, বিচারক, মন্ত্রণা-সভার সদস্য; তাঁহাকে রাষ্ট্রের সমুদায় কর্ত্তব্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে হয়; তিনি প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্য করাইয়া রাষ্ট্রের পরিচর্য্যা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, গ্রীসে এমত ব্যবস্থা ছিল না; তাঁহাকে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নিজে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার রণে দক্ষ, বক্তৃতায় পটু, বিচারে

নিপুণ, এক কথায় সর্ব্বকর্ম্মবিশারদ, হওয়া আবশ্যক। শুধু কর দিলে বা জনসভায় ভোট দিয়া মত প্রকাশ করিলেই কেহ প্রকৃত পুরবাসী হইতে পারে না। প্লেটো "সাধারণতন্ত্র" গ্রন্থে এই অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, যে প্রত্যেক পুরবাসী আপন আপন শক্তি ও সময় রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত করিবেন; যিনি যে পরিমাণে রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে সমর্থ, তিনি যদি সেই পরিমাণে তাহার পরিচর্য্যায় যত্নবান্ না হন, তবে তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। এই জন্যই প্লেটো "তত্ত্বজ্ঞানী রাজপুরুষের" (Philosopher-king) শিক্ষার জন্য এত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা রাজদণ্ড পরিচালন করিবেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তোলাই ঐ সমুদায় বিধির লক্ষ্য। প্লেটোর মতে, যাঁহার দেহ ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হইয়াছে; যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, অর্থাৎ যিনি কুহেলিকাময়ী অজ্ঞানতা হইতে যাত্রা করিয়া জড় ও চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপ অধিগত হইয়া এক অখণ্ড বিশ্বসত্তার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং যিনি আত্মজয়ী, নির্ম্মৎসর ও কামনাবিরহিত; একমাত্র তাঁহারই অপরের উপরে প্রভুত্ব করিবার অধিকার আছে। এই জন্যই তিনি বলেন, "যে পুরীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃত্ব করিবার জন্য মোটেই লালায়িত নহেন, তাহার শাসনসংরক্ষণই নিশ্চয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে।" (*Rep.* VII. 520)। ইহার মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে শুধু স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় বলিয়া বিবেচনা করে, সে রাষ্ট্র-সেবার অনুপযুক্ত; কেন না, রাষ্ট্রীয় স্বত্ব কেবল একটা বিশেষ অধিকার নহে, উহাতে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য-ভার অনুস্যূত রহিয়াছে। গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি পুরবাসীদিগকে এই কর্ত্তব্য-ভার বহনের যোগ্যতা দান করিত। ইহাই সে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, যে উহার প্রভাবে প্রত্যেক পুরবাসী জ্ঞানধর্ম্মে (arete) ভূষিত হইবে। গ্রীক ভাষায় "আদর্শ পুরুষ" বুঝাইবার জন্য একটী শব্দ আছে, উহা "kalokagathos" (= kalos kai agathos) অর্থাৎ "সুন্দর ও মহৎ"। গ্রীক পুরবাসীর চক্ষুর সম্মুখে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের আদর্শ নিত্য বিদ্যমান থাকিত। এক অর্থে পুরীই ছিল পুরবাসীদিগের শিক্ষক, আচার্য্য ও জীবনে পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক পুরীর একটা

বিশেষ চরিত্র (ethos) ছিল। উহা পুরবাসীদিগকে ঐ বিশিষ্ট চরিত্র দ্বারা চিহ্নিত করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের দিকে লইয়া যাইত। রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা, শিল্পকলা, কাব্য ও সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, সকলই এই উদ্দেশ্য সাধনে পুরীর সহায়তা করিত।

বর্ত্তমান কালে গ্রীক পুরী-রাষ্ট্রের তিনটী বিশেষ লক্ষণ অবহিত চিত্তে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন, যে রাষ্ট্রবাসীদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য; ধনৈশ্বর্য্য উহার গৌণ লক্ষ্য। খ্যাতি, সাম্রাজ্য, বাণিজ্যব্যবসায়, দৈহিক আরাম ঐ মুখ্য অভিপ্রায় সাধনে অনুগামী হইবে, জ্ঞান ও ধর্ম্মকে পশ্চাতে রাখিয়া কদাপি পুরবাসীদিগের হৃদয়ে প্রভুত্ব করিবে না। এডমণ্ড বার্কের ন্যায় গ্রীকেরাও বুঝিয়াছিল, রাষ্ট্র, "সকল বিদ্যা, সকল শিল্পকলা, সকল ধর্ম্ম, সকল পূর্ণতায় (রাষ্ট্রবাসিগণের পরস্পরের) সহযোগিতা" (a partnership in all science, in all art, in every virtue, in all perfection.—*The French Revolution*, p. 368)। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করিয়া দেখিত না; তাহাদিগের নিকটে উহা শুধু গবর্ণমেণ্ট বা শাসকরূপী ছিল না; গ্রীসে রাষ্ট্র ও সমাজ এক, অভিন্ন ও সমব্যাপী ছিল। তৃতীয়তঃ, গ্রীক জাতির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের অর্থ রাষ্ট্রবাসী নরনারী, সগোত্র ও সজাতি স্বগণবান্ধব ও প্রতিবেশীর সংঘ। অস্ত্রশস্ত্র, পোতপণ্যজাত ও বিপুল জনসংখ্যা উহার প্রকৃত বল নহে; পুরবাসিগণের সদ্গুণ ও সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সুচরিত্র, একনিষ্ঠ প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতাই রাষ্ট্রকে দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান্ করিয়া থাকে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে গ্রীক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা শিক্ষাধ্যায়ে বলিয়াছি, যে স্পার্টায় পরিবার রাষ্ট্রে

লয় পাইয়াছিল। আথীনীয়েরাও বর্ত্তমানকালের স্বাধীনতা-সেবী জাতি-সমূহের মত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ষোল আনা স্বাধীনতা ভোগ করিত না। তাহাতে তাহাদিগের ক্ষোভ ছিল না; কারণ, তাহারা বুঝিয়াছিল, যে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব; যে যত আপনার জীবনকে রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, সে তত বিকাশ লাভ করিয়া উহার সাফল্য সম্পাদন করিবে। "গুণবান্ মানুষ" বলিলে তাহারা বুঝিত "গুণবান্ পুরবাসী"—অর্থাৎ রাষ্ট্রবিমুখ মনুষ্যকে তাহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিত না। এজন্য তাহারা পুরুষের ধর্ম্ম ও পৌরধর্ম্মের পার্থক্য মানিত না। তাহাদিগের মতে রাষ্ট্রগত জীবনই আদর্শ জীবন।

পাঠকগণ ক্রিটোনে দেখিতে পাইবেন, প্লেটো কি হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বিধির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রীকেরা বস্তুতঃই বড় বিধির বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতা অজ্ঞানতা হইতে প্রসূত হয় নাই। তাহারা বিশ্বাস করিত, বিধি (nomos, নিয়ম) প্রজ্ঞানের (logos) সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। এই জন্যই উহা তাহাদিগের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তাহারা সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; অতএব পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই তাহারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন পাইত। রাষ্ট্রের চরণে নিঃশেষ আত্মাহুতি, এবং দেহমনপ্রাণ দ্বারা স্বদেশের সেবা—ডীমস্থেনীসের ন্যায় দেশমাতৃকার অকৃত্রিম পরিচারকগণ স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। যে জাতির রাষ্ট্রানুরাগ এমন প্রবল, তথায় সন্ন্যাসের স্থান নাই। গ্রীকেরা বলিত, নির্জ্জন কানন, প্রান্তর ও পর্ব্বতকন্দর উপদেবতা ও অপদেবতার অধিষ্ঠান, জ্ঞানজীবী মানুষের সেব্য নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐহিক সম্পদের সমাদর

এই জন্যই গ্রীক সভ্যতা একান্ত ইহসর্ব্বস্ব না হইলেও ঐহিক সম্পদে বীতরাগ নহে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞানীরা আদর্শ জীবনের পক্ষে কতকগুলি বিষয় অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্লেটো এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, নিম্নোক্ত পদার্থগুলি মানবজীবনে বাঞ্ছনীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য—ধন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সদ্বংশে জন্ম, ক্ষমতা ও মান, ন্যায়, সংযম, বীর্য্য এবং জ্ঞান। (*Euthyd.* 279)। "সংহিতা" গ্রন্থে প্লেটো কাম্যবস্তসমূহের একটা শ্রেণী-বিভাগ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে কাম্যবস্তগুলি উচ্চতর ও নিম্নতর, অর্থাৎ দৈব ও মানবীয়, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শেষোক্ত শ্রেণীতে সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য, তৎপরে সৌন্দর্য্য, তৎপশ্চাৎ বল এবং পরিশেষে ধন গণনীয়। দৈব বাঞ্ছনীয় পদার্থের মধ্যে জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানের নীচে সংযমের স্থান ; এই উভয়ের মিলন হইতে ন্যায় উৎপন্ন হয় ; এবং সকলের নিম্নে বীর্য্য। (*Laws*, I. 631)। পুনশ্চ, "রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য এই, যে উহা মান অপমান সঙ্গত ভাবে বিতরণ করিবে ; তাহা করিতে হইলে প্রথমে ও সর্ব্বোপরি আত্মার সম্পদকে বরণ করিতে হইবে ; তন্নিম্নে দৈহিক সম্পদ ও তাহার নীচে অর্থবিত্ত স্থান পাইবে।" (*Laws*, III. 697)। প্লেটো অপর এক সন্দর্ভে শ্রেয়ঃ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে কথা আমরা পরে বলিব। উপরে যতটুকু বলা হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে গ্রীকেরা ঐহিক সম্পদকে বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিত না। আরিষ্টটলও বলিতেছেন, "সুখ জীবনে পরম শ্রেয়ঃ, কিন্তু বাহ্য বা সাংসারিক উপকরণ না থাকিলে কেহই সুখী হইতে পারে না ; কেন না, এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা বন্ধু, ধন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করা যায় না, এবং এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহার অভাবে সুখ নষ্ট হয় ; যেমন অভিজাত কুলে জন্ম, বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ও দৈহিক সৌন্দর্য্য। যে ব্যক্তি দেখিতে একেবারে কদাকার, কিংবা যে নীচকুলে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা যে নিঃসঙ্গ ও নিঃসন্তান; অথবা যাহার সন্তান ও মিত্র মন্দ, কিংবা যে সুসন্তান ও সদ্বন্ধু লাভ করিয়াও তাহাদিগকে মৃত্যুর গ্রাসে বিসর্জ্জন দিয়াছে, সুখলাভ তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মের সহিত ঐ সকল বিষয়ে সৌভাগ্যও অত্যাবশ্যক।" (*Nicomach. Ethics*, I. 9)। তবে সুখী হইবার জন্য যে প্রচুর অর্থবিত্ত আবশ্যক, আরিষ্টটল অবশ্যই এমত কথা বলেন নাই; তাঁহার মতে পরিমিত সম্পদ থাকিলেই মানুষ ধর্ম্মানুগত জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। (X. 9)। পিণ্ডার আরও দুইটী ঈপ্সিত পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটী গীতিকবিতায় গাহিয়াছেন, "সংসারে কেবল দুইটী বস্তু আছে, যাহা ঐশ্বর্য্যের মঞ্জুল কুসুমের মধ্যে জীবনের পরম মনোহর কান্তিকে পোষণ করে; এক অভীষ্টসিদ্ধি, অপর সুকীর্ত্তি।" (*Isth.* IV. 16)। এদেশেও মনুসংহিতা, মহাভারতাদি শাস্ত্রে চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন, ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ। অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥ ২।২২৪॥ "কোন কোন আচার্য্য ধর্ম্ম ও অর্থকে শ্রেয়ঃ মনে করেন, কেহ বা অর্থ ও কামকেই শ্রেয়ঃ বলেন, কেহ এক ধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন, অপরে অর্থকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, কিন্তু (পরস্পর অবিরুদ্ধ) ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটী পরম পুরুষার্থ ও শ্রেয়ঃ, ইহাই সমীচান সিদ্ধান্ত।" মল্লিনাথ একস্থলে একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—ধর্ম্মার্থ-কামাঃ সমমেব সেব্যাঃ। যোহ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ॥ "ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিতে হইবে; যে ব্যক্তি একটীতে আসক্ত থাকে, সে জঘন্য।" [মোক্ষের কথা এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই।] কিন্তু এবম্প্রকার উপদেশ সত্ত্বেও গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বৈরাগ্য, বিষয়ত্যাগ ও ভক্তির অনুশাসনের প্রভাবে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানীদিগের অন্তরে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বিষয়বর্জ্জন ও শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের দিকে না যাইয়া স্পষ্ট কথায় মানিয়া লইয়াছেন, যে রাষ্ট্রধর্ম্মী মানুষের পক্ষে জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য ধন, জন, স্বাস্থ্য, বল প্রভৃতির প্রয়োজন আছে।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা।

সকলগুলি বিষয়ের আলোচনা এখানে উপস্থিত করিব না; শুধু গ্রীক জাতির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ইহারা সুরূপের কেমন পক্ষপাতী ছিল, প্লেটোর কয়েকটী বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি "সাধারণতন্ত্র" গ্রন্থে বলিতেছেন—

"যে ব্যক্তিতে অন্তরে আত্মার সৌন্দর্য্য বাহিরে দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং যাহার মধ্যে এই দ্বিবিধ সৌন্দর্য্য যুক্ত ও একত্র হইয়া সংবাদিতা সাধন করিয়াছে—বল দেখি, যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, তাহার নিকটে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মনোহর দৃশ্য আর কি আছে?

"কিছুই নাই।

"যাহা পরম সুন্দর, তাহাই পরম প্রেমাস্পদ, নয় কি?

"হাঁ, নিশ্চয়।

"তবে, যে সংবাদিতাপ্রিয় (mousikos), সে সর্ব্বোপরি এই প্রকার লোককেই প্রীতি করিবে, যাহাতে (দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের) সমন্বয় নাই, তাহাকে সে ভালবাসিবে না।

"যদি কাহারও আত্মার ত্রুটি থাকে, তবে সে তাহাকে ভালবাসিবে না বটে, কিন্তু ত্রুটি যদি কেবল দেহেরই হয়, তবে সে তাহা সহিয়া থাকিবে, এবং (দৈহিক ত্রুটি সত্ত্বেও) তাহাকে প্রীতি করিবে"। (*Rep*. III. 402)।

ললিতকলা-শিক্ষা।

গ্রীকেরা আত্মার ও দেহের সৌন্দর্য্যের তুল্য সমাদর করিত বলিয়াই তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যায়াম এবং ললিতকলা (music) বা সঙ্গীত ও নৃত্য অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ললিতকলা-শিক্ষার তত্ত্ব প্লেটোর এই উক্তিটীতে নিহিত আছে। "গ্লৌকোন্, আমরা কি এই জন্যই ললিতকলা-শিক্ষা এমন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করি না, যে ছন্দঃ (rhythmos) ও সংবাদিতা আত্মার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে, এবং উহাকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলে? যে সুশিক্ষা পাইয়াছে,

সে সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়; যে সুশিক্ষা পায় নাই, সে তদ্বিপরীত থাকিয়া যায়। ললিত কলায় দীক্ষিত ব্যক্তি স্বভাব-ও-মানবরচিত পদার্থের দোষ ত্রুটি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পায়, এবং অবজ্ঞাভরে কুৎসিৎকে পরিহার করিয়া যাহা সুন্দর, কেবল তাহাকেই অন্তরে স্থান দেয়, ও তাহারই ধ্যান করে; এবং এইরূপে সে সুন্দর ও মহৎ (kalos te k'agathos) হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।" (*Rep.* III. 401)।

প্লেটো শিক্ষা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রদত্ত হইতেছে। মানবাত্মাতে যে কোমল ও প্রেমপ্রবণ বৃত্তি আছে, তাহার সাহায্যেই আত্মা শিল্প ও সাহিত্যের রস গ্রহণ করিয়া তৎপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়, এবং প্রাণময় জগতের দৃশ্য ও ধ্বনি দেখিয়া শুনিয়া স্বচ্ছন্দে উহা সম্ভোগ করে, অনুকরণ করে ও আত্মস্থ করে। আত্মার এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত পথ্যের প্রয়োজন। যাহা যথার্থই মহৎ, তাহারই গুণে সে মুগ্ধ হইবে ও যাহা যথার্থই সুন্দর, তাহাকেই সে ভালবাসিবে, এতদর্থে তাহার সন্নিকটে প্রশংসা ও প্রেমের যোগ্য পাত্র আনয়ন; তাহার মনোবৃত্তিগুলিকে সদা সজাগ ও নির্ম্মল রাখা; এবং তাহার ভাবসমূহের শুদ্ধি ও সামঞ্জস্য সংসাধন—এই সকল উপায়ে আত্মাকে মেধ্য পথ্য প্রদান করাই ললিতকলা-শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য উহার সহিত ব্যায়ামশিক্ষার মিলন বাঞ্ছনীয়; নতুবা আত্মাতে বীর্য্যের স্ফূরণ হইবে না। একদেশদর্শী ললিতকলা-শিক্ষার ফলে কোমলতা কাপুরুষতায়, সূক্ষ্মানুভূতি কোপনস্বভাবে, এবং প্রেম উদ্দাম কামনায় পরিণত হয়; আবার শুধু ব্যায়ামের দ্বারা মানুষের ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি পশুভাবই প্রবল হইয়া উঠে; অতএব উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিবে। (*Rep.* III. 412)।

"হোমার ও হীসিয়ডের দ্বন্দ্ব" নামক কবিতায় হীসিয়ড হোমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব অল্প কথায় বল দেখি, সংসারে সর্ব্বোত্তম কি?" হোমার বলিলেন, "আমার মতে, বলিষ্ঠ দেহে সুস্থ ও মহৎ মন।" ফলতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতেই গ্রীকেরা দেহমনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম

এক্ষণে ধর্ম্মের দিক্ হইতে গ্রীক আদর্শ বুঝিতে চেষ্টা করিব। এদেশে "ধর্ম্ম" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২শ সূক্তে ঋষি মেধাতিথি বলিতেছেন,

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥১৮॥

"বিষ্ণু বিশ্বজগতের রক্ষক, তাঁহাকে কেহ হিংসা (বা আঘাত) করিতে পারে না; তিনি ধর্ম্মসমূহ ধারণ করিয়া এই পৃথিব্যাদি স্থানে তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।" স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এখানে ধর্ম্মের অর্থ বিশ্বের নিয়ম। মনূক্ত ধর্ম্মের সহিত ইহার প্রভেদ বিস্তর। ইংরেজী "রিলিজিয়ন" (religion) শব্দের অবিকল প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নাই, গ্রীক ভাষাতেও নাই। গ্রীকেরা এতদনুরূপ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সচরাচর তিনটী শব্দ ব্যবহার করিত। "দেবতায় ভক্তিমান্", "শ্রদ্ধাবান্", "কর্ত্তব্যপরায়ণ" ইত্যাদি গুণ eusebes, এই কথাদ্বারা ব্যক্ত হইত; বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ "ধার্ম্মিক"। "শুদ্ধ," "পবিত্র", "মেধ্য", এই অর্থে hosios শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; আমাদিগের ভাষায় ইহার প্রতিরূপ "পুণ্য," বা "পবিত্র"। আর মনু ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সংজ্ঞানুযায়ী বস্তুটী ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রীক ভাষায় arete শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা এই গ্রন্থে উহার অনুবাদে কোথাও "ধর্ম্ম", কোথাও বা "গুণ" শব্দ নির্ব্বাচন করিয়াছি। শব্দটীর মৌলিক অর্থও গুণ; যে গুণের সাহায্যে মানুষ স্বীয় বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্যক্ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহাই "আরেটী"। ধর্ম্মের লক্ষণ কি? এই আলোচনায় উক্ত arete শব্দই আমাদিগের অভিপ্রেত।

মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৯২॥

"ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (মনের দমন), অস্তেয় (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা), শৌচ (দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করা), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।" এই সংজ্ঞায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এই রিপুচতুষ্টয়ের জয়, দেহশুদ্ধি, মনঃসংযম, সত্য ও জ্ঞান সাধ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মের লক্ষণ মোটামুটি শম, দম, সত্য ও জ্ঞান, এই চারিটী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা এখনই দেখিতে পাইব, যে ধর্ম্মের লক্ষণ প্লেটোর মতেও চারিটী, কিন্তু পাঠকগণ অবধান করিবেন, যে মনুর সংজ্ঞাতে সুপরিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রীয় গুণ একটীও নাই।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা—প্লেটো।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্রের" চতুর্থ ভাগে লিখিয়াছেন, যে আদর্শ রাষ্ট্রের জ্ঞান (sophia), বীর্য্য (andreia), সংযম (sophrosune) ও ন্যায় (dikaiosune), এই চারিটী গুণ থাকা চাই। আমরা উপরে দেখিয়াছি, যে তিনি অন্যত্র এই চারিটীকে দৈবগুণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং মনুর পন্থানুসরণ করিয়া আমরা এই গুণচতুষ্টয়কে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। "জ্ঞান", সুযুক্তি, সুবিচার বা সুমন্ত্রণা (euboulia); ইহা এক প্রকার বোধ বা বিদ্যা (episteme), অতএব মনুর ধী ও বিদ্যা, এই উভয়ের অনুরূপ। কোন্ পদার্থকে ভয় করিতে হইবে, কোন্ পদার্থকে ভয় করিতে নাই, তদ্বিষয়ে দৃঢ় ভাবে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত মত পোষণ করিবার যে শক্তি, তাহাই "বীর্য্য" বা "পুরুষত্ব"। মনূক্ত সত্য ইহাতে অনুস্যূত আছে বটে, কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা দশ লক্ষণের মধ্যে স্থান পায় নাই। "সংযম" এক প্রকার নিয়ম (kosmos) এবং (ইন্দ্রিয়) সুখ ও বাসনাসমূহের উপরে প্রভুত্ব। এই এক কথায় মনুপ্রোক্ত ধৃতি প্রভৃতি ছয়টী লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই কোন না কোনও প্রকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে—ইহাই "ন্যায়"। (*Rep.* IV. 427-433)। প্লেটো ঐ "সাধারণতন্ত্র" গ্রন্থেই ন্যায়ের আরও কয়েকটী সংজ্ঞা উল্লেখ

করিয়াছেন। "সত্য কথা বলিবে এবং অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ করিবে—ইহাই ন্যায়।" (কিন্তু সোক্রাটীস এই সংজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন না।) (*Rep.* I. 331)। "মিত্রের উপকার ও শত্রুর অপকার করণই ন্যায়।" (সিমনিডীসের এই সংজ্ঞাও সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে।) (*Rep.* I. 332)। "তবে তোমরা শুন, আমার মত এই, যে প্রবলতরের স্বার্থই ন্যায়।" (*Rep.* I. 338)। (আশা করি, বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে সফিষ্ট থ্রাস্যুমাখস-প্রদত্ত ন্যায়ের এই আধুনিক ব্যাখ্যা কেহই মানিবেন না)। ন্যায় সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছি এই জন্য, যে গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে ধর্ম্মের শিরোভূষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ন্যায় সুমহৎ সারল্য" (*Rep.* I. 348), "ন্যায়বান্ ব্যক্তি আতিশয্য পরিহার করে" (Do, 349), "ন্যায় (একাধারে) জ্ঞান ও ধর্ম্ম" (arete) (Do, 357), "ন্যায় ঐকমত্য ও মৈত্রী উৎপাদন করে" (Do), "ন্যায় আত্মার ভূষণ" (arete) (Do, 353), "ন্যায় (মানবজীবনের) শ্রেষ্ঠ সম্পদ" (Do, 358) ইত্যাদি কত রূপে প্লেটো ন্যায়ের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। মনুর "অস্তেয়" কথার মধ্যে ন্যায়ের ভাব নিহিত থাকিলেও এদেশে ধর্ম্মের সংজ্ঞাতে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ আছে। ন্যায় মূলতঃ একটা রাষ্ট্রীয় গুণ ; এজন্য রাষ্ট্র-বিমুখ ধর্ম্মে উহা তেমন উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। তাই রাষ্ট্র-সর্ব্বস্ব গ্রীক সভ্যতায় এই গুণটী যে গৌরব লাভ করিয়াছিল, ভারতবর্ষে সে গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা—আরিষ্টটল।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংজ্ঞাতে গ্রীক সভ্যতার আর একটা দিক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্লেটো লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম (arete) আত্মার এক প্রকার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এবং স্বচ্ছন্দতা ; অধর্ম্ম (kakia) উহার ব্যাধি, ও কদর্য্যতা এবং দৌর্ব্বল্য। (*Rep.* IV. 444)। ইহার অর্থ এই, যে ধর্ম্ম বা পুণ্য স্বাভাবিক ও সুন্দর, অধর্ম্ম বা পাপ অস্বাভাবিক ও কুৎসিৎ, সুতরাং স্বভাবদত্ত বৃত্তিসমূহের যথোচিত পরিচালনা দ্বারা দেহ, মন ও আত্মার সম্যক্ বিকাশ সাধন করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। এই আদর্শে কাম ক্রোধাদি

রিপু বলিয়া গণ্য নহে, কাজেই গ্রীক সংহিতায় এগুলিকে দলিয়া পিশিয়া নির্মূল করিবার ব্যবস্থা নাই। ইহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিতে হইবে, কিন্তু বিনাশ করিতে হইবে না ; এগুলির ঐকান্তিক অভাব ও আতিশয্য, সর্ব্বত্রই এই দুইটী বর্জ্জনীয়। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্", এই নীতিবাক্য গ্রীক জাতির ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্ম বা পুণ্য সাম্য বা মধ্যমাবস্থা, ইহাই আরিষ্টটল-প্রদত্ত ধর্ম্মের (arete) সংজ্ঞা। "আমরা যখন জ্ঞান সাহায্যে অল্পতা ও আতিশয্য পরিহার করিয়া মধ্যমাবস্থায় স্থিতি করি, তখন তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি।" (*Nicom. Ethics*, II. 6)। এই সংজ্ঞানুসারে তিনি "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় গুণ (arete) এবং তাহার ক্ষীণতা ও আধিক্যজনিত দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা বীর্য্য (আধিক্যজনিত দোষ দুঃসাহস, ক্ষীণতাজনিত দোষ ভীরুতা ; অতঃপর এই ক্রমে দোষগুলি উল্লিখিত হইবে), সংযম (উচ্ছৃঙ্খলতা, বোধশূন্যতা) ; দানশৌণ্ডতা (অপব্যয়িতা, কৃপণতা) ; (ব্যয়ে) মুক্তহস্ততা (কুরুচি বা রথ্যাপুরুষোচিত কর্ম্ম ; ক্ষুদ্রচিত্ততা) ; মহানুভবতা (গর্ব্ব, নীচাশয়তা) ; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা যশোলিপ্সা (philotimia) ও উহার অভাব, এই দুই দোষের মধ্যবর্ত্তী গুণের বিশেষ কোনও নাম নাই ; নম্রতা (ক্রোধপরবশতা, ক্রোধহীনতা) ; সত্যবাদিতা (বাচালতা বা দাম্ভিকতা,আত্মনিন্দা বা দীনতা), রসিকতা ভাঁড়ামি, গ্রাম্যতা), মৈত্রী (অতিপ্রশংসা ও স্তাবকতা, কলহপ্রিয়তা), বিনয় (লজ্জাশীলতা, নির্লজ্জতা) (ন্যায্য) ক্রোধ (nemesis) (ঈর্ষা, হিংসা বা বিদ্বেষ)।

মহানুভব (অথবা মহাপ্রাণ বা মহাত্মা) ব্যক্তি মহৎ কর্ম্মনিরত ও তৎসম্পাদনে সমর্থ, এতএব তাঁহাকে নরকুলে সর্ব্বোত্তম হইতে হইবে, কেন না, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু সেই মহত্তম কর্ম্ম সাধন করিবার যোগ্য। এ জন্য বলা যাইতে পারে, যে মহানুভবতা পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের মুকুটমণি।

ন্যায়ের স্থান তবে কোথায় ? আরিষ্টটল প্রথমে ন্যায়ের একটী সংজ্ঞা দিয়া পরে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা (১) বৈধ বা রাষ্ট্রীয় বিধির অনুগামী, এবং (২) সৎ বা ধর্ম্মসঙ্গত, তাহাই ন্যায্য ; এই

সংজ্ঞানুসারে ন্যায় মহত্তম গুণ, কেন না, ইহা "সকল গুণের সার, সান্ধ্য বা প্রভাতী তারা অপেক্ষাও জ্যোতির্ম্ময়, পরিপূর্ণ ধর্ম্ম।" (V. 3)।

এখন জ্ঞানের কথা। আরিষ্টটল বলেন, আত্মা পাঁচ উপায়ে সত্য নির্দ্ধারণ করে, সেই উপায়পঞ্চক, অভিজ্ঞতালব্ধ নৈপুণ্য (art, techne), বিদ্যা (episteme), বুদ্ধি (phronesis), জ্ঞান (sophia) ও আত্মপ্রত্যয় (nous)। মহত্তম ব্যাপারে যখন বিদ্যা ও আত্মপ্রত্যয়ের সমন্বয় ঘটে, তখন তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া সংজ্ঞিত করি। ইহা গুণের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ গুণ।

আরিষ্টটল আর একটী গুণের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রেম (philia)। এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল। গ্রীকেরা পুরুষে পুরুষে বন্ধুতার কি সমাদর করিত, পাঠকগণ অন্যত্র তাহার আভাস পাইবেন।

আমরা দেখিলাম, ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তদ্বিষয়ে প্লেটো ও আরিষ্টটলের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য নাই। মনুর সহিত ইঁহাদিগের ঐক্যানৈক্য কতখানি, তাহাও আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাপপুণ্য

গ্রীক ভাষায় "পাপ" (kakia) ও "কুৎসিৎ" সমার্থক। আরিষ্টটলের মতে পাপ বা অধর্ম্ম, কাম বা অসংযম (akrasis) এবং পশুত্ব বা মূঢ়তা (theriotes) বর্জ্জনীয়; এবং এতদ্বিপরীত পুণ্য বা ধর্ম্ম, সংযম বা আত্মজয়, এবং বীরত্ব বা দেবত্ব লভনীয় (VII. 1)।

প্লেটো "সাধারণতন্ত্রের" নবমভাগে পাপের নিদান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানুষের আত্মা বিমিশ্র উপাদানে রচিত। প্রথম কামবৃত্তি; উহা এক বহুমুণ্ড পশুর সহিত উপমিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বীর্য্য; উহার উপমা সিংহ। তৃতীয় ও ক্ষুদ্রতম উপাদান, মনুষ্যত্ব; উহাতে ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান। প্রথমোক্ত দুইটীর আতিশয্য ও ব্যভিচার এবং তৃতীয়টীর দাসত্ব হইতেই

পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্যায়াচরণ ও জঘন্যতা (aischron) মানুষকে পশুত্বের অধীন করে। আমাদিগের অন্তরে যে পশু বাস করিতেছে, তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দেওয়াই অসংযম বা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা (to akolastanein); ইহা সংযমের (sophrosune) বিপরীত। সিংহোপম বৃত্তির অপরিমিত বিকাশ [illegible] (authadeia) মূল; উহাতে কামনার ক্রিয়াও অনুস্যূত আছে। উক্ত সিংহোপম বৃত্তির দৌর্ব্বল্য হইতেই কাপুরুষতা ও সুখপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়। তোষামোদ ও নীচাশয়তা প্রতিপন্ন করে, যে সিংহ বানরে পরিণত হইতেছে। পরিশেষে মানুষ যখন স্বহস্তে শ্রমসাধ্য শিল্পব্যবসায়ের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চিত্ত একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও অনৌদার্য্য দ্বারা আচ্ছন্ন হয়; ইহাও (banausia ও cheirotechnia) বর্জ্জনীয় দোষ বা পাপ।

পাপীর পতন।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাপীর বিনাশ সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, তাহা আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬২, ৬৩॥

"বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তৎপ্রতি আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, এবং সেই কামনা কোনও কারণে প্রতিহত হইলে তাহা হইতে ক্রোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে মোহ বা অবিবেক উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ ক্রোধের বশীভূত হইলে মানুষের হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ চলিয়া যায়) ; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে (তখন শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ কিছুই মনে থাকে না); এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়; বুদ্ধি নষ্ট হইলেই পুরুষ বিনাশকে আলিঙ্গন করে।"

গ্রীক কবিগণ মানুষের পতনের যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সহিত গীতোক্ত পন্থার তুলনা করুন। সলোন এক কবিতায় বলিতেছেন, "আত্যন্তিক ঐশ্বর্য্য বা উন্নতি (olbos) সৌহিত্য অথবা অহমিকা (koros) উৎপাদন করে; অহমিকা হইতে দর্প বা ঔদ্ধত্য (hybris) জন্মে; আতিশয্য বা মাত্রাজ্ঞানশূন্যতা উহার লক্ষণ। দর্প হইতে বিনাশ (ate) প্রসূত হয়।" আইস্খ্যলস ঐ তত্ত্বটী ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পাপের স্বরূপ, বিকাশ ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। "পারসীকগণ" নামক নাটকে দারয়ুসের প্রেতাত্মার একটী উক্তিতে পাপের নিদান সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"(কারণ) দর্প পুষ্পিত হইয়া মোহরূপ শীর্ষ প্রসব করে, এবং তাহা হইতে বহুদুঃখময় শস্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।" (*Pers.* 823)৭

পাপ, দর্প, গর্ব্ব কিংবা ঔদ্ধত্য; উহা দেব বা অপর মানবের স্বত্ব আত্মসাৎ করিতে চাহে, ইহাই উহার বাহ্যপ্রকাশ। আইস্খ্যলসের মতে এক প্রকার ব্যাধি বা উন্মত্ততা পাপীর আত্মাকে অধিকার করে; তখন তাহার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়; সে আর সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ, বিচার করিতে পারে না। পাপী মোহের দাস (mataios); শিশু যেমন সপক্ষ বিহঙ্গম ধরিবার জন্য তৎপ্রতি ছুটিয়া যায়, পাপীও তেমনি যাহা সাধ্যাতীত তাহাই পাইবার আশায় বৃথা প্রয়াস পায়।

গীতার মতে বিষয়ের ধ্যান বিনাশের মূল; গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, দর্প বা ঔদ্ধত্য পতনের আদিকারণ। গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত, যে পাপের বীজরূপী দর্প দেবতারাই মানবের অন্তরে নিহিত করিয়া রাখেন। আইস্খ্যলস এই মত একেবারে বর্জ্জন করেন নাই; কিন্তু তিনি পাপীর জীবনে দুইটী মুহূর্ত্ত বা অবস্থা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এক পাপীর প্রথম পাপাচরণ; দ্বিতীয় তাহার পাপাচারণে আসক্তি ও পুনঃ পুনঃ পাপের নিকটে আত্মসমর্পণ। তাঁহার মতে পাপপ্রবণতা পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয়, কিন্তু পুত্র পিতার পাপের উত্তরাধিকারী নহে। প্রথম পাপকর্ম্ম মানুষের ইচ্ছাধীন; তাহাকে কেহ জোর করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে না; কিন্তু একবার অপরাধ করিলেই দেবগণ

তাহার চিত্তে মোহ প্রেরণ করেন; তখন পাপীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দারয়ুসের উপরত আত্মা পারসীক জাতির অধঃপতনের হেতু এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মানুষ যখন নিজে স্বেচ্ছাক্রমে পাপের পথে ধাবিত হয়, তখন ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকেন।" (*Pers.* 744)।

একটু গভীররূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে হিন্দু ও গ্রীক মতে পার্থক্য খুব অল্প। উপরে গীতার যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এমন কথা বলা হয় নাই বটে, যে ঈশ্বরই পুরুষকে বিষয়ের ধ্যান করিতে বাধ্য করেন; কিন্তু অন্যত্র মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হইয়াছে। গীতাকার নৈষ্কর্ম্ম্যের নিন্দা করিতে যাইয়া নিম্নোক্ত শ্লোক কয়টীতে কর্ম্মের হেতু বুঝাইয়াছেন—

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৩।৫॥

"কেহ কদাপি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না; যে হেতু সকল লোক (সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন) প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা চালিত হইয়া অবশভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।"

> সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
> প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩।৩৩॥

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় (পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কাররূপী) প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মের চেষ্টা করে; ভূতসমূহ প্রকৃতির অনুগামী; (সুতরাং) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে?"

আচার্য্যের মুখে সাধারণ ভাবে কর্ম্মবাদের বিবৃতি শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন স্পষ্ট ভাষায় পাপের প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

> অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
> অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩।৩৬॥

"হে বার্ষ্ণেয়, ইচ্ছা না থাকিলেও সে যেন বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত হইতেছে, এমন ভাবে কাহার প্রেরণায় পুরুষ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?"

আচার্য্য উত্তর দিলেন,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহা পাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩।৩৭॥

"(পাপের প্রবর্ত্তক) রজোগুণসমদ্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ; উহা দুষ্পূরণীয় বা সর্ব্বগ্রাসী ও অত্যুগ্র; উহাকেই (মোক্ষের) বৈরী বলিয়া জানিও।"

রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন (১৪।৭)। লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মোদ্যম, অনুপশম (একটার পর আর একটা কর্ম্ম করিবার সংকল্প) ও স্পৃহা রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ (১৫।১২)। গ্রীকদিগের দর্প বা গর্ব্ব (hybris) ইহাতে প্রচ্ছন্ন আছে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥৭।১২॥

"যে সমুদায় ভাব সাত্ত্বিক, যে সমুদায় ভাব রাজসিক ও যে সমুদায় ভাব তামসিক, সেগুলি ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন; তিনি সেই ভাবসমূহের অধীন নহেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকে"—অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ভগবদ্গীতার এই বাক্যে বহুদেবোপাসক গ্রীক জাতির পাপের উৎপত্তিবিষয়ক বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। গীতাকার বলিতেছেন, রজোগুণ পাপের নিদান, এবং উহা ঈশ্বরেই অবস্থিতি করে। গ্রীক কবিগণ গাহিয়াছেন, দর্প পাপীর পতনের বীজ; দেবতারাই সেই বীজ তাহার অন্তরে রোপণ করেন। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা পাপকে প্রধানতঃ সংসারাসক্তির দিক্ হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; গ্রীক কবিরা উহাকে সংবাদিতা, সামঞ্জস্য ও মাত্রাজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। উভয়ের পার্থক্য এইখানে; কিন্তু কষ্টিপাথর বিভিন্ন হইলেও পাপের উৎপত্তি ও পরিণাম বিষয়ে গ্রীক ও হিন্দুমতের বৈষম্য প্রগাঢ় নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রেয়ঃ

প্লেটো "সাধারণতন্ত্রে" বলিতেছেন, "মানবের অন্তরে, আত্মার মধ্যে মহত্তর ও হীনতর, এই দুইটী (বৃত্তি) নিহিত আছে। মহত্তর যখন হীনতরের উপরে জয় লাভ করে, তখন আমরা বলি, যে সেই মানুষ 'আত্মজয়ী'; ইহা একটা প্রশংসাসূচক বাক্য। আর যখন কুশিক্ষার ফলে বা সঙ্গদোষে অল্পতর মহত্তর বৃত্তিগুলি অধিকতর হীনতর বৃত্তিদ্বারা পরাভূত হয়, তখন আমরা এই প্রকার লোককে 'আপনার দাস' ও উচ্ছৃঙ্খল, বলিয়া নিন্দা ও ধিক্কার করিয়া থাকি।" (*Rep.* IV. 431)। এস্থলে প্লেটো যে তত্ত্বটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কঠোপনিষদের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সহিত তাহার কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
　　স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
　　ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥২।১॥

"শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ (পরস্পর) বিভিন্ন। এই দুইটী বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে বরণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।"

মানবজীবনে শ্রেয়ঃ বা বাঞ্ছনীয় পদার্থ কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটো বলিতেছেন, "ইন্দ্রিয়সুখ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, কিন্তু মাত্রা, সাম্য, মধ্যমাবস্থা, উপযোগিতা—ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব নিহিত আছে। যাহা সুন্দর, সৌষ্ঠবময়, পূর্ণ, আত্মপ্রতিষ্ঠ, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মন ও জ্ঞান তৃতীয় শ্রেণীর সম্পদ। বিদ্যা, কার্য্যকরী বুদ্ধি, বিশুদ্ধ মত, চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। সুখ—আত্মার বেদনাবিহীন নির্ম্মল আনন্দ এবং জ্ঞানজনিত সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ—পঞ্চমস্থানীয়। ভোগসুখ সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। জগতের যত গো, অশ্ব, ও অপরাপর পশু—যাহারা

নিরত সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে—তাহারা যদি ঘোষণা করে, যে ইন্দ্রিয়সুখই জীবনে পরম শ্রেয়ঃ, আর ইতরজন যদি এই পশুদিগের কথায় আস্থা রাখিয়া নির্দ্ধারণ করে, যে দৈবতত্ত্বজ্ঞানের অনুপ্রাণনা অপেক্ষা উদ্দাম পাশব বাসনার সাক্ষ্যই অধিকতর আদরণীয়, তথাপি আমরা কখনই স্বীকার করিব না, যে সুখই জীবনের চরম ধন।" (*Phil.* 66, 67)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আত্মা

কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লীতে আচার্য্য বলিতেছেন,

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩॥

"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা বলিয়া জানিও।"

প্লেটোও ফাইড্রস নামক নিবন্ধে রথের উপমাদ্বারা আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আত্মা অজ ও অমর। তাহার রূপ কি? সে কাহিনী পরম মনোহর ও অফুরন্ত, মানবের ভাষায় অতি সংক্ষেপে একটী রূপকের আকারে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। এক রথী সপক্ষ অশ্বযুগলের সাহায্যে একখানি রথ চালাইতেছে। একটী অশ্ব সৎ ও মহৎ বংশে উদ্ভূত, অপরটী দুষ্ট ও হীনকুলজাত।" (p. 245-6)।" [রথী আত্মা; সদশ্ব, উচ্চতর ভাব বা বৃত্তি; দুষ্টাশ্ব, হীনতর প্রবৃত্তি।] "সাধারণতন্ত্রে" এই রূপকটীর যে তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই। প্রত্যেক আত্মাতে জ্ঞানময় (logistikon) ও অজ্ঞান (alogon), এই দুই রূপ (eidos), জাতি (genos) বা অংশ (meros)

বিদ্যমান। শেষোক্ত অংশ আবার দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাবময় (thumoeides), দ্বিতীয় প্রবৃত্তিময় বা কামময় (epithumetikon)। আত্মার এই তিনটী রূপ বা অংশ একটু বুঝিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নতম স্তর হইতে আলোচনা আরম্ভ করিব। (১) আত্মার নিকৃষ্টতম উপাদান কামনা (epithumia); উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; উহাতে কাম বা লোভ, দুইই অন্তর্নিবিষ্ট আছে; ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যা ও ধনলাভ উহার লক্ষ্য। কামনা, পরিহার্য্য ও অপরিহার্য্য, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি বশ্য ও নিয়মাধীন; কতকগুলি উদ্দাম, অবশ্য ও পশুচিত। (২) আত্মার দ্বিতীয় উপাদান ভাবময় বলিয়া অভিহিত; ক্রোধ ও তেজঃ উহার বহিঃপ্রকাশ। বীর্য্য, সাহস, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, এই ভাব (thumos বা spirit) হইতেই নিঃসৃত হয়। এটী মানব-অন্তরের পরুষ ও কঠোর ভাব; সুশিক্ষা সাহায্যে পরিমার্জ্জিত হইলে উহা সত্য সাহসরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া মানুষের সমূহ কল্যাণ করে; কিন্তু অযথা প্রশ্রয় পাইলে এই ভাব পশুত্বে পরিণত হয়। বীর্য্য ও ক্রোধ ছাড়া এই উপাদান উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা খ্যাতি-প্রিয়তার সহিতও যুক্ত রহিয়াছে। (৩) আত্মার সর্ব্বোচ্চ স্বরূপ জ্ঞানময়; অন্য উপাদানগুলিকে কোমল ও বশীভূত করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত রাখা উহার প্রধান কার্য্য। ইহা ভাষা, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র এবং সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আবিষ্ট হয়, জ্ঞানাহরণে আনন্দ পায়, সত্যানুসন্ধানে সদা তৎপর রহে। এই স্বরূপ শৃঙ্খলা ও শান্তির প্রতি প্রীতি উৎপাদন করে, এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থলে আত্মবিসর্জ্জন ও বলের পরিবর্ত্তে প্রেমকেই বরণ করিয়া লয়। উপযুক্তরূপে অনুশীলিত হইলে এই উপাদান একদিকে নম্রতা, সৌহার্দ ও প্রেম এবং অপরদিকে মার্জ্জিতচিত্ততা, ঔদার্য্য ও নির্ম্মল জ্ঞান রূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। (Book IV.)।

আত্মা যে বস্তুতঃই তিন প্রকার, কিংবা তাহার যে বাস্তবিকই তিনটী অংশ আছে, তাহা নহে। আত্মা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে ক্রিয়া করে, প্রাগুক্ত বাক্যে এই তত্ত্বটীই বিবৃত হইয়াছে। জড়ের সহিত আত্মার যে সংযোগ, তাহাই উহার হীনতর অংশ; দেহ হইতে আত্মা যখন বিচ্ছিন্ন হয়,

তখন উভয়ের যোগজনিত কার্য্যের অবসান হয়। আত্মা স্বয়ং এক-ভাবাপন্ন; আত্মা বিশুদ্ধ মনন, সুতরাং আত্মার কার্য্য অর্থাৎ মনন সরল, জটিলতাবিহীন; কিন্তু জড়দেহস্থ আত্মার ক্রিয়া জটিল। আত্মা যখন আপনাতে আপনি ক্রিয়া করে, তখন সে "জ্ঞানময়"; যখন সে দেহদ্বারা ক্রিয়া করে, তখন "অজ্ঞান"। আত্মার ভোগ (pathe) এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত; প্লেটো এই ভোগকেই "ভাবময়" ও "কামময়", এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। টিমাইয়স নামক সন্দর্ভে আত্মা আবার দৈব (theios) ও মর্ত্ত্য (thneton), এই দুই পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেখানেও অভিপ্রেত অর্থ একই। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য ও শাশ্বত; দেহ সম্পর্কে উহা কিয়ৎকালস্থায়ী।

পাঠকগণ পরে ফাইডোনে দেখিতে পাইবেন, যে প্লেটো ঐ নিবন্ধে যে ভাষায় আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহা সূত্রাকারে অনূদিত হইতে পারে—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০ ॥
> (কঠোপনিষৎ ২।১৮ দ্রষ্টব্য।)

"আত্মার কদাপি জন্ম নাই, কদাপি মরণও নাই; ইনি একদা ছিলেন না, পরে উৎপন্ন হইলেন, কিংবা উৎপন্ন হইয়া আবার লয় পাইলেন, তাহা নহে। ইনি অজ (জন্মরহিত), নিত্য (অমর), শাশ্বত (অপক্ষয়বর্জ্জিত) ও পুরাণ (চিরনবীন); শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না।"

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এদেশের শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদিগণ আত্মা বলিতে এক পরমাত্মাই বুঝিতেন; তাঁহারা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেন না; প্লেটো অদ্বৈতবাদী ছিলেন না; তিনি জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিতেন। সুতরাং আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি ফাইডোনে আত্মার স্বরূপ যে ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও এক বিষয়ে উভয়ের গুরুতর প্রভেদ রহিয়া গিয়াছে। পরমাত্মা জীবাত্মার আশ্রয়; পরমাত্মা জ্ঞানময়, জীবাত্মাও তাঁহারই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ; যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা দৈবজীবনের অধিকারী, অতএব বিকার ও মৃত্যুর অতীত। সুতরাং জীবাত্মার অমরত্ব আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপসাম্য হইতেই নিঃসৃত হইতেছে। প্লেটো নানা প্রবন্ধে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, ইহাই তাহার সারতত্ত্ব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"সত্যং শিবং সুন্দরম্"

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার আর একটী মিলনের স্থল প্লেটোর অধ্যাত্মবাদ। উহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার স্থান এ নয়, কিন্তু উহার সাহায্যে প্লেটো "সত্যশিবসুন্দরের" যে অপরূপ তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস না দিলে এই অধ্যায়টী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। তিনি বলিতেছেন, "যে সত্তা জ্ঞেয় বস্তুকে সত্য করিয়াছে, ও জ্ঞাতাকে তাহা জানিবার শক্তি দিয়াছে, তাহা পরম শিব, তাহাই যাবতীয় সত্য ও জ্ঞানের কারণ। জ্ঞান ও সত্য সুন্দর বটে, কিন্তু শিব এই দুই হইতে স্বতন্ত্র ও সুন্দরতর।" (*Rep.* VI. 508)। "জ্ঞানের রাজ্যে পরম শিব আমাদিগের জিজ্ঞাসার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে; ইহা প্রায় অনধিগম্য; কিন্তু যখন আমরা ইহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হই, তখন বুঝিতে পারি, যে ইহা সকল সত্য ও সুন্দরের কারণ; দৃশ্য জগতে ইহা আলোক ও আলোকেশ্বরকে জন্ম দিয়াছে; জ্ঞানের রাজ্যে প্রভুরূপে ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্য ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। যে জন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় জীবনে জ্ঞানবানের মত আচরণ করিতে চাহে, তাহাকে নিয়ত এই পরম শিবকে নয়নসমক্ষে রাখিতে হইবে।" (*Rep.* VII. 517)।

আমরা "সাধারণতন্ত্র" হইতে যে দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিলাম, তা পাঠকগণের নিকটে সুবোধ্য না হইতে পারে, এ জন্য আমরা উহা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতেছি। প্লেটো "পরম শিব" সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনটী তত্ত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন। (১) শিব জীবনের লক্ষ্য, চরম আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক সাধনার বস্তু। (২) শিব ভিন্ন আমরা জগৎকে বুঝিতে পারি না; শিবই জগৎকে জ্ঞেয় এবং মনুষ্যকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানবান্ করিয়াছে। (৩) শিব জগতের স্রষ্টা, কারণ ও আশ্রয়; এই ব্রহ্মাণ্ড শিবের দ্বারা বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

(১) শিব (to agathon, the good), মঙ্গল বা ভাল সকলেই চাহে। মানুষ জ্ঞানবান্ জীব। সে যাহাকিছু করে, তাহারই একটা লক্ষ্য থাকে। জ্ঞানের লক্ষণই এই, যে উহার অভীপ্সিত কর্ম্মে উপায় ও উদ্দেশ্যের সহযোগিতা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং জ্ঞান ও শিব অচ্ছেদ্য যোগে সংবদ্ধ। কারণ, জ্ঞানবান্ বলিয়াই মানুষের সম্মুখে একটা আদর্শ আছে; সে নিয়ত ঐ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অথচ উহা সে কদাপি আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এই আদর্শই মানুষের শিব। গ্রীক দর্শনে এইখানে জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতির মিলন সংঘটিত হইয়াছে। মানুষ জ্ঞানের অধিকারী, এ জন্য তাহার পক্ষে ধর্ম্মনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ সে ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছে; আবার জ্ঞান (reason) তাহাকে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য করিতেছে। প্লেটো প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর মতে এই জন্যই নৈতিক জীবন ও জ্ঞানানুগত জীবন এক ও অভিন্ন। যে ব্যক্তি সত্য শিব বা কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহার জীবনই নৈতিক জীবন; এবং যে পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে সত্য শিব অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান, সেই পুরুষই সর্ব্বোত্তম। অতএব সর্ব্বোত্তম নর সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানানুগত, কেন না, তাঁহার সকল চিন্তা ও কার্য্য, জীবনের চরম লক্ষ্য যে শিব, তাহারই সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে।

(২) মানবজীবনের যেমন একটা লক্ষ্য আছে, ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক পদার্থেও তেমনি একটা অভিপ্রায় অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড

কাবের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্লেটো ও আরিষ্টটল এমন কথা বলেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, যে প্রত্যেক পদার্থ একটা কর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে; ঐ উদ্দেশ্যই তাহার শিব। নৌকার উদ্দেশ্য, যে উহা জলোপরি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য যদি সম্যক্ সংসিদ্ধ হয়, তবেই নৌকা তাহার শিব লাভ করিল। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে—নিসর্গ, শিল্প, ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বত্র জ্ঞান বিদ্যমান; এই জন্যই আমরা জগতের সমস্ত পদার্থেই উপায় ও উদ্দেশ্যের সমবায় ও উপযোগিতা দেখিতে পাই। ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই। উহার সমুদায় অংশ পরস্পরের সহিত একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; জ্ঞানই উহাদিগের ঐক্য সাধন করিয়াছে। যে জ্ঞান জগতের সমুদায় পদার্থকে মিলিত করিয়া পরস্পরের উপযোগী করিয়াছে, তাহার আলোকে না দেখিলে, আমরা কি রূপে জগতের প্রকৃতি ও অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইব? অতএব পরম শিবই ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠাভূমি এবং জ্ঞানের দ্বার ও সহায়।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। উহাদিগের মধ্যেও উপায় ও উদ্দেশ্যের সমবায় বর্ত্তমান; মানবের সমুদায় বৃত্তির ও সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বস্তুটী ভাল, ইহার অর্থ এই, যে উহা অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্যক্ সংসাধন করে; উদ্দেশ্যসিদ্ধিই উহার গুণ। তেমনি যে মানুষ স্বীয় উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পাদন করে, সেই মানুষই ভাল বা গুণবান্ কিংবা নীতিমান্। যে ব্যক্তি জগতের যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে যদি স্থানোচিত সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক সেই স্থানটী অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হয়, তবেই সে স্বীয় উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পাদন করে। সমাজেও তেমনি প্রত্যেক মানুষের নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কার্য্য আছে। পরিশেষে, মানবাত্মা সম্বন্ধেও এই কথা। আত্মার প্রত্যেক বৃত্তি যদি স্বীয় কর্ম্ম যথাযথ ভাবে সংসাধন করে, তবে সেই আত্মা গুণবান্ বা ধার্ম্মিক। কোন্ বৃত্তির কোন্ কর্ম্ম, তাহা আত্মার শিব বা শ্রেয়ঃ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আত্মার সমুদায় বৃত্তি একযোগে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সাধন করিয়া আত্মাকে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ করিবে, ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়। প্রত্যেক আত্মার শিব

আবার ব্রহ্মাণ্ডের শিবের অনুগামী; মানুষের জীবন যে পরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হয়, সেই পরিমাণে সে জীবনের কল্যাণও প্রকৃত কল্যাণ। অতএব যে জীবনে একটা অভিপ্রায় জাজ্বল্যমান, এবং যে জীবন ব্রহ্মাণ্ডের মহত্তর মঙ্গল-ব্রতে উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মানুগত। যে ব্যক্তি জীবনে এই মহত্তর লক্ষ্য দেখিতে পায়, সে স্বীয় জীবনকে সমগ্র ও পূর্ণভাবে দর্শন করে। তাহার জীবনের সকল কর্ম্মে জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং উহা যেমন এক দিকে জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি অপরদিকে অন্যেরও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে। আমরা একটী বস্তুকে জানি, একথা বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে আমরা উহার অভিপ্রায় দেখিতে পাইতেছি। উহা যে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি আমরা জানিতে না পারি, তবে ঐ বস্তুটীকে কিছুই জানা হইল না। ব্রহ্মাণ্ডের চরম অভিপ্রায়, অর্থাৎ পরম শিবকে, প্লেটো সূর্য্যের সহিত উপমিত করিয়াছেন। আমরা উপমাটীর অর্থবত্তা একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি। সূর্য্য চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দান করে, এবং পদার্থ সূর্য্যালোকেই দৃশ্যমান হয়; পরম শিবও সেই প্রকার মনে বোধ-শক্তির উৎস, এবং পদার্থসমূহের বোধগম্যতার কারণ। সত্য শিবের প্রতিবিম্ব। পরম শিব জগতে ও আত্মায় যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই পরিমাণে জগৎ জ্ঞেয় বা জ্ঞানগম্য, এবং আত্মা জ্ঞানী। জগতে ও আত্মায় শিবের আলোকপাত না হইলে উহারা সত্য ও জ্ঞানবান্ হয় না। আমরা যেমন সূর্য্যালোকে সমুদায় পদার্থ দেখিতে পাই, তেমনি পরম শিবের আলোকে জগৎকে বুঝিতে সক্ষম হই। তৎপরে, সূর্য্য শুধু আলোক ও দর্শনের নিদান নহে; উহা জীবজগতের উৎপত্তি ও বিকাশের হেতু। পরম শিবও সেইরূপ কেবল সত্য ও জ্ঞানের প্রস্রবণ নয়; উহা জগতের জীবন ও সত্তার কারণ।

(৩) সত্তা ও ক্রিয়া সমার্থক। কোনও মানুষ যে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে, সে যখন তাহা করিতে বিরত হয়, তখন সে আর পূর্ব্বের মানুষ থাকে না; তখন তাহার সত্তার বিরাম ঘটে। প্লেটো

এই অর্থেই বলিয়াছেন, যে শিব পদার্থনিচয়ের সত্তার কারণ। এই বস্তু সত্য, একথা বলিলে আমরা ইহাই বুঝি, যে বস্তুটার একটা অর্থ বা অভিপ্রায় আছে। ব্রহ্মাণ্ডে উহাকে যে স্থান প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উহার অভিপ্রায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম অথবা পরম শিব উহাকে উহার স্থান চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। অতএব প্রত্যেক বস্তু যে পরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রায় বা নিয়ম মানিয়া চলে, সেই পরিমাণে উহা সত্য বা সত্তাবান্। প্লেটো ফাইডোনেও বলিয়াছেন, যে পরম শিব জগতের আদিকারণ। পরম শিবকে ছাড়িয়া দিলে জগতের অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে।

প্লেটো যাহা বলিতেছেন, তাহার ভাবার্থ এই, যে পরম শিব সত্যস্বরূপ, আদিকারণ, জগদাধার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান [শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্—শিব সমুদায় ভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান। শ্বেতাশ্বতর। ৪।১৬], আত্মার আশ্রয় পরমাত্মা, মানবের পরাগতি, ঈশ্বর (উপনিষদের ব্রহ্ম)। জড়জগৎ তাঁহার বহিঃপ্রকাশ, এবং তিনি মঙ্গলময় বলিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানীর লক্ষণ

জ্ঞানীর লক্ষণ কি ? "আত্মা দেহ অপেক্ষা যত অধিক মূল্যবান্, যে সংযম, ন্যায় ও জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে সবল দেহ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তত বাঞ্ছিততর অবস্থার অধিকারী হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আজীবন এই এক লক্ষ্যসাধনে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই সকল বিষয়ের অনুশীলনেই শ্রদ্ধান্বিত

থাকিবেন, যাহা তাঁহার আত্মাতে ঐ গুণগুলিকে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিবে; তিনি আর সমস্তই উপেক্ষা করিবেন। তৎপরে শরীরযাত্রা ও শরীর-পোষণ সম্বন্ধে (এইটুকু বলিলেই হইবে), যে তিনি অজ্ঞের মত পাশব সুখের অন্বেষণে জীবন ধারণ করিবেন না; তিনি দেখাইবেন, যে স্বাস্থ্যও তাঁহার লক্ষ্য নয়; স্বাস্থ্য, বল ও সৌন্দর্য্য যদি তাঁহাকে সংযমী না করে, তবে এগুলি লাভ করা তিনি খুব আবশ্যক বিবেচনা করেন না; কেন না, তিনি যে দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখিতে চাহেন, তাহার অভিপ্রায়ই এই, যে তদ্দ্বারা আত্মার সংবাদিতা রক্ষিত হইবে।" (*Rep.* IX. 591)।

অতএব ধর্ম্মং চর; ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি—"ধর্ম্ম আচরণ কর, ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কিছুই নাই।" "ন্যায়বান্ ব্যক্তির ভাগ্যে দারিদ্র্য, রোগ বা (ইতর জনের বিবেচনায়) অপর যে অমঙ্গলই ঘটুক না কেন, তাহাতে পরিণামে, ইহলোকে বা পরলোকে, তাঁহার কল্যাণই হইবে। কারণ, যিনি ন্যায়পরায়ণ হইবার জন্য একাগ্রচিত্তে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং মানুষের পক্ষে যতদূর সাধ্য, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ততদূর ঈশ্বরের সমপ্রকৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষায় সাধনে নিরত হইয়াছেন, দেবতারা কখনও তাঁহাকে অযত্ন করিবেন না।" (*Rep.* X. 613)।

নবম পরিচ্ছেদ

সত্য শিব সুন্দরের ধ্যান

কিন্তু সত্য শিব সুন্দরের ধ্যানের কথা এখনও বলা হয় নাই। প্লেটো "পানপর্ব্বে" (Symposium) সুন্দরের ধ্যান বিষয়ে সোক্রাটীসের প্রতি দেবানুগ্রীহিতা ডিওটিমার যে উপাদেয় উপদেশটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

"যে ব্যক্তি যথার্থই সুন্দরকে প্রীতি করিতে চাহে, সে যৌবনেই সুন্দর সুন্দর পদার্থ দর্শন করিতে আরম্ভ করিবে, এবং প্রথমে কেবল একটী সুন্দর রূপের প্রেমে আবদ্ধ হইবে; এই একের প্রেমের সাহায্যে সে মনোজ্ঞ মননের সৃজন করিবে; এবং সে অচিরেই বুঝিতে পারিবে, যে এক সুন্দর রূপ অপর সুন্দর রূপের সহোদর, ও সকল সৌন্দর্য্য এক ও অভিন্ন। তখন একের প্রতি তাহার যে উদ্দাম প্রেম ছিল, তাহা প্রশমিত হইবে, এবং সে উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিশ্বের যাবতীয় সুন্দর রূপকে প্রীতি করিতে থাকিবে; তৎপরে সে ভাবিতে শিখিবে, যে দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মার সৌন্দর্য্যই অধিকতর শ্রদ্ধাযোগ্য। গুণবান্ আত্মার স্বল্প সৌন্দর্য্য থাকিলেও সে তাহাকে প্রীতি ও সেবা করিবে; এবং পরে সে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থার সৌন্দর্য্য দেখিতে ও ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে; এবং বুঝিতে পারিবে, যে এ সমুদায়ের সৌন্দর্য্য সগোত্র, ও শারীরিক সৌন্দর্য্য তুচ্ছ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে করিতে সে বিদ্যার সৌন্দর্য্যে উপনীত হইবে—নীচ সঙ্কীর্ণচিত্ত দাস হইয়া সে দাসের মত একজন যুবক, একজন মানুষ বা একটী প্রতিষ্ঠানের প্রেমে আপনাকে বিকাইয়া দিবে না; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের এক অপার সাগরের ধ্যানে নিমগ্ন হইবে; জ্ঞানের অন্তহীন প্রেমে ডুবিয়া যাইয়া সে কত মহৎ ও মনোহর মনন রচনা করিবে; এবং এইরূপে সে ঐ সৌন্দর্য্যসাগরের তীরে বাড়িতে ও বলিষ্ঠ হইতে থাকিবে; পরিশেষে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে একটী বিদ্যার রাজ্য উদ্ভাসিত হইবে—সেই এক বিদ্যা সর্ব্বত্র বিরাজিত সৌন্দর্য্যের বিদ্যা।

"যে ব্যক্তি প্রেমতত্ত্বে এই পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং যথাবিধি ও যথাক্রমে সুন্দরকে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে সাধন-সীমার সন্নিহিত হইয়া সহসা এক অপূর্ব্ব সুন্দর সত্তা দেখিতে পায়—সে সত্তা নিত্য, অপক্ষয়বর্জ্জিত; তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সে সত্তা যে এক দিক্ হইতে দেখিতে সুন্দর, অপর দিক্ হইতে দেখিতে কুৎসিৎ; এক কালে, এক স্থানে, এক সম্পর্কে সুন্দর, অন্য কালে, অন্য স্থানে, অন্য সম্পর্কে কুৎসিৎ; অথবা কাহারও নিকটে সুন্দর, কাহারও নিকটে

কুৎসিৎ; কিংবা হস্ত, পদ, মুখ বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মত; বাক্য, বোধ বা অপর বস্তুর মত; জীব, স্বর্গ বা পৃথিবীর কোনও পদার্থের মত; তাহা নহে—উহা শুধু সুন্দর, পরম সুন্দর, নিত্য, স্বতন্ত্র, সদৈকরূপ, দ্বৈধভাব-রহিত, হ্রাসবৃদ্ধিবিবর্জ্জিত, অপরিবর্ত্তনীয়; জগতের যাবৎ নিত্য-প্রবর্দ্ধমান ও বিনশ্বর সুন্দর পদার্থের মধ্যে উহা অনুস্যুত রহিয়াছে। যে মানুষ অকৃত্রিম প্রেমের প্রভাবে এই সকল পদার্থ হইতে যাত্রা করিয়া ঐ পরম সুন্দরকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার গন্তব্য ধামে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব নাই। প্রেমপথে যাত্রার প্রকৃষ্ট প্রণালী এই, যে পৃথিবীর সুন্দর পদার্থসমূহ উর্দ্ধলোকে ঐ পরম সুন্দরে উপনীত হইবার সোপানস্বরূপ হইবে; মানুষ একটী হইতে দুইটী, দুইটী হইতে তিনটী, এইরূপে সমস্ত বস্তুকে প্রীতি করিতে শিখিবে; এবং ক্রমে সুরূপ হইতে সুকর্ম্ম, সুকর্ম্ম হইতে সুমত, এবং সুমত হইতে পরম সুন্দরকে অবগত হইবে; সে অবশেষে জানিতে পারিবে, যে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ কি। মাণ্টিনাইয়াবাসিনী ডিওটিমা বলিলেন, প্রিয় সোক্রাটীস, এই সেই উত্তমতম জীবন—এই সেই পরম সুন্দরের ধ্যান—এই ধ্যানমগ্ন জীবনই মানুষের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি যদি একবার এই পরম সুন্দরকে দেখিতে, তবে আর ভূরি সুবর্ণ, সুরম্য পরিচ্ছদ, এবং সুকান্ত বালক ও যুবকের লালসে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে না; তুমি শুধু তাহাদিগকে দেখিয়া—এবং যদি সম্ভব হইত, অন্নজল গ্রহণ না করিয়া—তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াই সুখী হইতে। কিন্তু মানুষের যদি সেই সত্য, অপার্থিব, সদৈকরূপ সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু থাকিত; সে যদি তাহাকে ধ্যান করিতে ও তাহার সহিত নিত্য যোগে বাস করিতে পারিত—যে সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, পবিত্র, নির্ম্মল, অবিমিশ্র, নিরবদ্য; যাহা মরণের মালিন্য ও কলঙ্কে এবং মানবজীবনের অসারতা ও ব্যর্থতার দ্বারা ব্যাহত হয় না। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে সাধক যখন মানস-নয়নে ঐ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, তখন সে শুধু সৌন্দর্য্যের ছায়া রচনায় নিরত থাকে না—কেন না, সে ছায়া ছাড়িয়া সত্য বস্তুকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে—সে বাস্তব সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে, সে সত্য ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ ও

পরিপুষ্ট করিয়া ঈশ্বরের সখা ও অমর জীবনের অধিকারী হইয়া থাকে।” (*Symp*. 210—212)।

প্লেটো এস্থলে ধ্যান-যোগের যে পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সাধকগণের প্রাণগত কথা। উপনিষদে ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপে পুনঃ পুনঃ ধ্যানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি; উহা যেন ডিওটিমার উপদেশটীর সারনিষ্কর্ষ।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

মুণ্ডক। ৩।১।৮॥

“পরমাত্মা চক্ষুর গোচর নহেন; তাঁহাকে বাক্যের দ্বারাও পাওয়া যায় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারাও লাভ করা যায় না। নির্ম্মল জ্ঞান-সাহায্যে যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, (কেবল) তিনিই পরে ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।”

দশম পরিচ্ছেদ

মনন

এ দেশের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

“তরুলতা জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু সেই বস্তুতঃ জীবিত, যাহার মন মননের দ্বারা জীবিত থাকে।”

অধ্যাত্মবাদী প্লেটো যে মননের গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়; কিন্তু বিজ্ঞানবাদী, ধ্রুবানুসন্ধিৎসু, বাস্তবতাপক্ষপাতী, কল্পনাবিমুখ,

তর্কভূষণ আরিষ্টটলও যে সুখলাভের পক্ষে মননকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন, ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা ভিন্ন-প্রকৃতি হইয়াও উচ্চতম অঙ্গে সোদরত্ব ও সমধর্ম্মিতা একেবারে বিসর্জ্জন দেয় নাই। আরিষ্টটল লিখিয়াছেন, "ইতর প্রাণী সুখলাভ করিতে পারে না, কেন না, তাহারা মননের অধিকারী নহে। সুখ ও মনন পরস্পরের নিত্যসহচর। যাহার মননের শক্তি যত অধিক, সে তত সুখী। মননজনিত সুখ আকস্মিক নয়; মননকারী মননবলেই সুখলাভ করিয়া থাকে, কেন না, মনন আপনার গুণেই আদরণীয়; অতএব সুখ এক-প্রকার মনন।" (*Nic. Ethics*, X. ৪)। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পূজা ও ধ্যানই [illegible] শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।"

তবে কি আরিষ্টটল নিষ্ক্রিয়তার সমর্থন করিতেছেন? তাঁহার কোন কোনও উক্তি পড়িয়া তাহাই মনে হয়। তিনি প্রজ্ঞাকে (reason) তাত্ত্বিক (theoretical) ও ব্যবহারিক (practical), সক্রিয় (active) ও নিষ্ক্রিয় (passive), এবং ক্রিয়াশীল ও মননশীল (contemplative), এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ কেবল ধ্যান-যোগেই শাশ্বত পরমার্থ পদার্থকে অপরোক্ষভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করিতে পারে। প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই মনুষ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে। প্রজ্ঞার পরিচালনা দ্বিবিধ; একটী তাত্ত্বিক, অপরটী ব্যবহারিক। মানুষের ব্যবহারিক জীবন অবিশুদ্ধ, সুখদুঃখমিশ্রিত; তাত্ত্বিক বা ধ্যানময় জীবন বিশুদ্ধ, অতএব শ্রেষ্ঠ। প্রথমটী দ্বিতীয়টীর সোপান, কিন্তু উভয়ের পার্থক্য অপরিসীম। এক ধ্যানময় জীবনই পূর্ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ; এই জীবন লাভের উপযোগী শিক্ষা ও সাধনের সহায়রূপেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

আরিষ্টটল এই যে জ্ঞানানুগামী ধ্যানের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় সমাজে সন্ন্যাস-জীবনের পরিপোষকরূপে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই গ্রীক দার্শনিক এ বিষয়ে গীতোক্ত ধর্ম্মের কত সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মজ্ঞান

কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা বাস্তবিক গ্রীক জাতির আদর্শ ছিল না। প্লেটো নানা ভাবে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যে মানবাত্মা মৌন ও কর্ম্মত্যাগ দ্বারা নয়, প্রত্যুত মহত্তম বৃত্তির পরিপূর্ণ পরিচালনাদ্বারাই দেবজীবনের অধিকারী হইয়া থাকে। নশ্বর দেহ আত্মার ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উৎপাদন করে, এ জন্য আমরা ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ হই না। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্লেটোর মত কেনোপনিষদের একটী শ্লোকে অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একবার বলিতেছেন, "বিশ্বের স্রষ্টা ও পিতা দুজ্ঞের্য়; আর যদিই বা আমরা তাঁহাকে জানিতাম, আমরা যাহা জানি, অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতাম না।" (*Timaeus*, 28)। আবার তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যেন তাঁহাকে "হস্তস্থিত আমলকবৎ" প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ভক্তের পক্ষে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের এই ঘাতপ্রতিঘাতই স্বাভাবিক।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।১০।

"আমি মনে করি না, যে আমি ব্রহ্মকে উত্তম রূপে জানিয়াছি। আমি যে তাঁহাকে জানি না, এমন নহে, জানি যে, এমনও নহে—এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

আরিষ্টটলের ব্রহ্মবাদ।

গ্রীক সভ্যতার উচ্চতম ভাব বুঝিতে হইলে আরিষ্টটলের ব্রহ্মবাদ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তিনি স্বরচিত পদার্থতত্ত্বের (Metaphysics) কয়েকটী অধ্যায়ে ঈশ্বরের স্বরূপের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া-

ছেন; উহা ব্রহ্মবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার উপমা নাই। আমরা উহার প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"ঈশ্বরের জীবন আমাদিগের মহত্তম ক্রিয়ার অনুরূপ, কিন্তু উভয়ের পার্থক্য এই, যে আমাদিগের ক্রিয়া ক্ষণকালস্থায়ী, ঈশ্বরের ক্রিয়া অনাদি ও অনন্ত; তাঁহার পক্ষে ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলজনিত আনন্দ যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা জাগ্রত হইয়া জ্ঞানের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে গভীর আনন্দ পাই, আমাদিগের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি এবং মননে যে গভীর আনন্দ আছে, এবং উহা হইতে আশা ও স্মৃতির যে গৌণ আনন্দ উৎপন্ন হয়—এই সকল আনন্দের আর কি কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে? এখন, বিশুদ্ধ মনন তাহারই ধ্যান, যাহা স্বরূপতঃ উত্তম; এবং মহত্তম জ্ঞানের বিষয়ও মহত্তম। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঐ বিষয়টী কি? তবে এই উত্তর দিতে হইবে, যে জ্ঞান যখন জ্ঞেয়কে অবগত হয়, তখন তাহা আপনাকেই অবগত হইয়া থাকে; অর্থাৎ জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞেয় পদার্থের সংস্রবে আইসে, তখন তাহা স্বয়ংই জ্ঞেয় হয় ও আপনাকেই মনন করে; সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, কিংবা বিষয় ও বিষয়ী, এক ও অভিন্ন। কেন না, যে বৃত্তি জ্ঞেয়কে—জ্ঞেয়ও সত্য—আপনার মধ্যে গ্রহণ বা আত্মসাৎ করে, তাহা জ্ঞান; এবং জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত আছে। অতএব জ্ঞানের স্বরূপ যে ঐশ্বরিক, এই ক্রিয়াতেই তাহা প্রকাশ পায়; শুধু ক্রিয়ার নিদ্রিত শক্তিতে উহার পরিচয় পাওয়া যায় না। সকল ক্রিয়ার মধ্যে ধ্যান সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা সুখময়। আমরা যদি কেবল এইটুকু বলিতে পারিতাম, যে ঈশ্বরের জীবন আমাদিগের ধ্যানকালীন গভীরতম মননের মত, তবে উহা আমাদিগের প্রশংসাযোগ্য হইত; কিন্তু উহা যদি আমাদিগের ধ্যানময় জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে উহা অধিকতর প্রশংসনীয়। আর বাস্তবিকও উহা তাই। তিনিই জীবন, কেন না, জ্ঞানের ক্রিয়াই জীবন, এবং তিনি নিত্যক্রিয়াশীল জ্ঞান। অতএব তাঁহার স্বরূপ-প্রণোদিত ক্রিয়া হইতেই তাঁহার পূর্ণ ও আনন্দময় জীবন নিঃসৃত হইতেছে। এজন্য আমরা বলিতে চাই, যে ঈশ্বর প্রাণময়, পূর্ণ ও

শাশ্বত পুরুষ; কারণ, তাঁহাতে নিত্য, অখণ্ড ও শাশ্বত জীবন আরোপিত হইয়া থাকে; প্রকারান্তরে আমরা বলিতে পারি, যে তিনি শাশ্বত জীবন।"

"ঈশ্বর আদিসত্তা, নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অবিকারী, অপরিবর্ত্তনীয়, অসঙ্গ ও কামনারহিত।" (Book XII. 7)।

আমরা সরল কথায় প্রথমোদ্ধৃত বাক্যটীর মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

ঈশ্বর বিশুদ্ধ ধ্যানময় জীবন সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি অনন্ত ও অসীম, অতএব তাঁহার ক্রিয়া চাঞ্চল্যবিবর্জ্জিত, কেন না, উহা কিছুরই অপেক্ষা করে না, এবং আপনাকে ছাড়া উহার আর কোনও লক্ষ্য নাই। সুতরাং মানুষের জীবন যেমন ক্রমশঃ সুপ্ত শক্তির অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া স্ফূর্ত্ত হইয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ঈশ্বরের জীবন সেরূপ নহে; উহা অব্যাহত শক্তির লীলা; আপনার পূর্ণতার আনন্দে উহা নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্মার ক্রিয়া, উহা পরিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান; ঈশ্বর আপনি আপনাকে জানিতেছেন; জ্ঞেয় বস্তুর অন্বেষণে তাঁহাকে আপনার বাহিরে যাইতে হয় না; তিনি মানুষের মত বহির্জগতের জ্ঞানের সাহায্যে আত্মজ্ঞান লাভ করেন না; তাঁহার ক্রিয়া অন্যনিরপেক্ষ, আত্মতৃপ্ত; উহার গতি বা পরিবর্ত্তন নাই [অনেজদেকম্—ব্রহ্ম অচল হইলেও সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান। ঈশা ॥৪॥]; উহা নিরুপম শান্তি, অনন্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ জীবন।

ঈশ্বর আনন্দময়; জীবকে আনন্দ বিতরণ করিবেন বলিয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার পূর্ণস্বরূপ প্রকটন করিতেছেন। অতএব, তাঁহার অনাদ্যনন্ত লীলা তাঁহার প্রেমের পরিচয় দিতেছে। তিনি নিত্যকাল আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সত্তাতে অপূর্ণতার লেশ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীক প্রকৃতির বিশেষত্ব

আমরা সংক্ষেপে গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি বুঝাইতে প্রয়াস পাইলাম ; এখন আর দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবটীর উপসংহার করিতেছি। গ্রীক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ সমন্বয়, সংবাদিতা বা সামঞ্জস্য। সমন্বয় সাধনের আকাঙ্ক্ষাই গ্রীক জাতিকে সৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তুলিয়াছিল। দেহ, মন ও আত্মা ; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ; জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ; বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—সর্ব্বত্র তাহারা সুন্দরকে অন্বেষণ করিত, সাম্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ থাকিত, অন্তরে ও বাহিরে, জড়ে ও চৈতন্যে বিরোধ বিদূরিত করিয়া সুখ ও শান্তি পাইতে প্রয়াসী হইত। গ্রীসে প্রকৃতির ভৈরবী মূর্ত্তি নাই ; দেবগণ চিরপ্রসন্ন ও কল্যাণময় ; রাষ্ট্র সাধনক্ষেত্র, ধর্ম্মলাভের অনুকূল ; নরনারী স্বাস্থ্য, সংযম ও স্বাভাবিকতার ভিখারী—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের উপকরণ গ্রীক সভ্যতায় যেমন বিদ্যমান ছিল, এমন অন্য কোথাও দেখা যায় না।

"গ্রীস," এই নাম উচ্চারণ করিলেই অন্তরে একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, মনোহর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই এক দেশ, যাহার সকলই সুন্দর, মনোমোহন, নয়নাভিরাম। বিধাতা গ্রীকদিগকে কি এক উপাদানে গড়িয়াছিলেন, যে উহারা যাহাতে হাত দিত, তাহাতেই লাবণ্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িত। মনে হয়, মানবকে সৌন্দর্য্য-রচনা-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রীকেরা ধরাতলে আগমন করিয়াছিল। তাহারা যেন জগদ্বাসীকে বলিতেছে, "সর্ব্বপ্রকার কদর্য্যতা পরিহার কর ; চিন্তা, বাক্যে, কার্য্যে সংযত, সুললিত, সুশোভন হও ; যদি সুন্দর হইতে না পারিলে, তোমার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা।" আমরা গ্রীক জাতির সাহিত্য আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই ? কি গদ্যে, কি পদ্যে, কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই ; সমস্তই শৃঙ্খলিত, নিয়মিত, মার্জ্জিত, প্রণালী-

বদ্ধ। যেমন সাহিত্যে, তেমনি চারুশিল্পে—স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে—সংযম ও সামঞ্জস্য দেদীপ্যমান।

গ্রীক প্রকৃতি বড় বৈচিত্র্যময়ী। বহুমুখী মনস্বিতার প্রভাবেই গ্রীকেরা ইয়ুরোপকে চিরদিনের মত ঋণ-পাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে। কাব্য, নাটক ও ইতিহাসে, বাঙ্‌ময়ীবিদ্যা, দর্শন ও ললিত-কলায় কোন্ জাতি আজ পর্য্যন্ত গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে? ইহাদিগের প্রখর ও বিচিত্রগতি বুদ্ধি যে কেবল স্বাধীনতার যুগেই অপূর্ব্ব কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল, তাহা নহে; গ্রীস যখন অধঃপতিত, স্বাধীনতাচ্যুত, পরপদানত, তখনও তাহারা একক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইয়াও অন্যত্র বিজয়ীকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রোমক কবি হরেস (Horace) বলিতেছেন,

> "————পরাজিত গ্রীস,
> বর্ব্বর বিজেতা (রোমে) করিয়াছে জয়,
> দিয়াছে তাহারে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান।"
>
> *Epistles* II. 1.156-7.

কিন্তু কেবল উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে নয়; দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে পরাধীন গ্রীকেরা রোমে যাইয়া বিজেতা রোমকদিগকে কিরূপে আস্তে আস্তে উপজীবিকার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার বিবরণ বিদ্রূপবজ্রধর যুবেনলের (Juvenal) তীব্র মর্ম্মজ্বালা-প্রসূত, উত্তপ্তদীর্ঘনিঃশ্বাসসমাচ্ছন্ন এই উক্তিটীতে আপনারা পাঠ করুন--

> "এই কি সে রোম? এতো গ্রীকনগরী!
> যে দিকে ফিরাই আঁখি, গ্রীক বই নাহি দেখি,
> এ বিষম জ্বালা, বল, কিসে পাসরি?
> দেখ যদি একবার, ভুলিবে না কভু আর,
> গ্রীকের তুলনা নাই অবনীমণ্ডলে;
> বুদ্ধিটী বিদ্যুৎগতি, সাহস দুর্জ্জয় অতি,
> বাক্যপটু, বিশ্বজয়ী রসনার বলে

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, আছে কণ্ঠে চমৎকার,
বুভুক্ষু গ্রীকের কিছু অবিদিত নাই ;
অধ্যাপক, চিত্রকর, ঋষি, বৈদ্য, কলাধর,
দৈবজ্ঞ, নর্ত্তক, নট, সকলি গোসাঁই।

Satura II. 60-78.

প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, স্থিরযৌবন ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা, অর্থাৎ যুবজনোচিত স্ফূর্ত্তি. উদ্যম ও আনন্দ, এবং মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত বন্ধনহীনতা ও স্বচ্ছন্দগতি গ্রীক সভ্যতার দুইটী প্রধান লক্ষণ।

প্লেটো লিখিয়াছেন, মিসরের এক স্থবির পুরোহিত সলোনকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গ্রীকেরা মনে সকলেই তরুণ যুবক ; তোমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ কেহই নাই।" (*Timaeus*, 22)। গ্রীক জাতি অর্ব্বাচীন, পুরোহিত কথা কয়টীতে ইহাই বলিতে চাহিতেছেন ; কিন্তু আমরা উহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া উহাতে তাহাদিগের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। তবে গ্রীকেরা যে যৌবনোচিত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতার মধ্যে জরা, মৃত্যু ও দুঃখকে ভুলিয়া যায় নাই, দশম অধ্যায়ে আমরা তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা তাহাতে ইহাও দেখিয়াছি, যে দুঃখবাদ গ্রীকদিগকে নৈষ্কর্ম্ম্যের পথে লইয়া যাইতে পারে নাই। তাহারা দুঃখকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া অপরাজিত চিত্তে তাহাকে বরণ করিয়াছে। গ্রীক সাহিত্যে আশার বাণী অতি ক্ষীণ; কেন না, মানবজাতি যে ক্রমোন্নতিশীল, যুগের পর যুগে তাহারা যে পূর্ণতররূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, গ্রীসে এই বিশ্বাস জনগণের হৃদয়ে স্থান পায় নাই; মায়াবিনী কল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের চিত্তহরণ আদর্শও তাহাদিগের প্রাণকে বিমোহিত করে নাই। কিন্তু তথাপি গ্রীকেরা অন্তরে ও বাহিরে চিরদিন স্বাধীনতারই উপাসনা করিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীসের নিকটে ইয়ুরোপের ঋণ

গ্রীকেরা ইয়ুরোপকে কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথাই বলিতে হয়। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গৌরব গ্রীসের ইতিহাসের পত্রে পত্রে স্বর্ণ-বর্ণে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্যই ললিতকলা রাষ্ট্রের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত থাকিয়া রাষ্ট্রকে সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সহায় করিয়া রাখিয়াছিল। জড়ীয় উপাদানের মধ্যদিয়া অজড় অতীন্দ্রিয় সত্তার পরমাশ্চর্য্য রূপ কি করিয়া অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেই নিগূঢ় কৌশল গ্রীকেরা যেমন আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, এমন অদ্যাপি আর কোন জাতিই পারে নাই। গ্রীক দার্শনিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের যে আদর্শ পরিকল্পনা করিয়াছেন, নির্দ্দোষ না হইলেও তাহা চিরকাল বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধা ও সমাদর আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। আবার গ্রীকেরা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা আত্মাকে সকল প্রকারে বন্ধনমুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিত। সত্যানুসন্ধানে তাহাদিগের অপরিসীম উৎসাহ ছিল; তাই তাহারা আজিও দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইয়ুরোপের পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে। "আমরা না বুঝিয়া শুনিয়া জীবনের কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইব না; আমরা নির্ভয়ে জগত্তত্ত্বের আলোচনা করিব; রাষ্ট্র, সমাজ, ও ধর্ম্মনীতিকে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিব; বিচার বিতর্ক আমাদিগকে যে মীমাংসায় উপনীত করে, অক্ষুব্ধ চিত্তে তাহাই মানিয়া লইব"—ইহাই গ্রীক জাতির মনের ভাব ছিল। গ্রীস যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে; যখন তাহার শিল্প ও সাহিত্য কেবল অতীতের অনুশীলনে ব্যাপৃত হইয়াছে; যখন তাহার দর্শন আর অভিনব বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; তখনও গ্রীকদিগের জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোলবিদ্যা,

পদার্থবিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল। গ্রীকেরা একান্ত স্বজাতিপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের সাহিত্যে উদার, বিশ্বজনীন মৈত্রীর আভাস বিরল নয়; উহাতে ভাবপ্রকাশে যে সংযম ও শিষ্টতা বিদ্যমান, তাহার তুলনা নাই; উহা অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবকে, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে, জড়ের মধ্যে জড়াতীত চৈতন্যকে বুঝিবার ও ধরিবার জন্য কতই প্রয়াস পাইয়াছে। আমরা এক কথায় বলিতে পারি, গ্রীকেরা পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে জ্ঞানে অনাবিল অনুরাগ, চারুশিল্পে প্রগাঢ় রতি ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি শিক্ষা দিয়াছে। ইয়ুরোপ আজিও গ্রীক জাতির নিকটে এই ঋণগুলি কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রীক সভ্যতার ত্রুটি

গ্রীক সভ্যতার গুণাবলি বর্ণিত হইল, এখন সত্যানুরোধে উহার দোষ ত্রুটির কথাও একটু বলিতে হইতেছে। গ্রীসে রাষ্ট্র পুরবাসীদিগের উপরে অত্যধিক ক্ষমতা পরিচালনা করিত; উহা তাহাদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক খুঁটি নাটি এত বিষয় লইয়া বিব্রত থাকিত, যে তাহাতে ব্যক্তিগত বিকাশ ও আত্মোৎকর্ষের পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটিয়াই পারে নাই। আবার, গ্রীক রাষ্ট্র অসাম্য ও ভেদনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাসত্বপ্রথা গ্রীসের অনপনেয় কলঙ্ক। দাসদিগকে ছাড়িয়া দিলেও রাষ্ট্রের অপর অধিবাসীদিগের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় স্বত্ব সম্পর্কে গুরুতর বৈষম্য বর্ত্তমান ছিল। ফলতঃ, দাসত্ব ভিন্নও সমাজ ও রাষ্ট্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এবং ধর্ম্মসাধন ও রাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় রাষ্ট্রবাসী মাত্রেরই সমান অধিকার আছে—এই সাম্যবাদ গ্রীকদিগের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। তাহারা যে সকল গুণের সমাদর করিত, তাহাতে আভিজাত্যের গন্ধ বর্ত্তমান। তাহাদিগের "সুন্দর ও মহৎ" হইবার আদর্শ স্বাধীন, কুলীন, অর্থবান্ ও

অবসরসেবী পুরুষের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। তৎপরে, পুরী-রাষ্ট্রভক্ত গ্রীকেরা সমগ্র গ্রীসকে স্বদেশ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা আত্মকলহে রত হইয়া কতবার প্রতিপক্ষকে পরাভব করিবার মানসে দেশবৈরী পারসীকদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। আর এক কারণে প্রতিপত্তিশালী গ্রীকদিগের স্বদেশ-দ্রোহিতা প্রশ্রয় পাইত। ক্ষুদ্রায়তন পুরী-রাষ্ট্রে আল্কিবিয়াডীস, পসেনিয়াস প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাবান্ পুরুষগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করিত না। তাঁহারা অর্থ, খ্যাতি ও ক্ষমতার লালসায় বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিতেন, এবং তন্নিমিত্ত বাসনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ক্রমে শক্রর ব্যূহে যাইয়া উপনীত হইতেন। তারপর, পুরী-রাষ্ট্রে দলাদলি (stasis) লাগিয়াই থাকিত। গ্রীসের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে উহা কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, থৌকুাডিডীসের ইতিহাসে তাহার লোমহর্ষণ বিবরণ লিখিত আছে। রাষ্ট্র আয়তনে ক্ষুদ্র ও তাহার লোকসংখ্যা অল্প হইলে এই বিপদ্ অপরিহার্য্য না হইয়াই পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে; এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে যতগুলি লোক আবশ্যক, অধিবাসীর সংখ্যা তাহার অধিক হইবে না; ঐ সংখ্যাটী এমন হওয়া চাই, যে সমগ্র পুরবাসীদিগকে যুগপৎ এক স্থান হইতে এক দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় (Arist. *Polit.* IV. 4)—পুরী-রাষ্ট্রের এই আদর্শ যেমন গ্রীকসভ্যতাকে বিশিষ্ট আকার দান করিয়াছিল, তেমনি উহাতে পতনের বীজও নিহিত ছিল। জাতীয় জীবনের সঙ্কট-সময়ে গ্রীকেরা এই আদর্শের প্রতিকূলে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। পারস্যের সহিত সংঘর্ষে পুরীরাষ্ট্র আপনার স্বাতন্ত্র্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে ধরাবক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইত; আথীনীয় সাম্রাজ্যে গ্রীকদিগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; মাকেদনরাজ ফিলিপ ও তৎপুত্র সেকেন্দরের প্রচণ্ড বাহিনীর উপপ্লবে গ্রীসের পুরী-রাষ্ট্র ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল; পরিশেষে অতিকায় রোমক সাম্রাজ্যের গ্রাসে নিপতিত হইয়া উহা স্বতন্ত্র জীবন-লীলা শেষ করিয়াছিল। পুরী-রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া গ্রীক সভ্যতা পঞ্চম শতাব্দীতে আশ্চর্য্যরূপে পরিপুষ্ট ও লাবণ্যময়ী হইয়া

উঠিয়াছিল ; পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু পরবর্ত্তী যুগে উভয়েরই অধঃপতন আরম্ভ হইল। আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে সফিষ্টগণের শিক্ষার ফলে গ্রীকদিগের রাষ্ট্রানুরাগ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সোক্রাটীসও আত্মানুসন্ধান এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার উপরে জোর দিয়া শিষ্যগণের চিত্তে রাষ্ট্রসর্ব্বস্বতার প্রতি বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন। "আদর্শ রাষ্ট্র স্বর্গে; ভূতলে উহা আছে, বা প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, জ্ঞানীর পক্ষে সে প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর; তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের বিধি অনুসারেই জীবন যাপন করিতে যত্নবান্ হইবেন" (*Rep.* IX. 592) —প্লেটোর এবংবিধ উক্তিও ঐ বিরাগে আহুতি জোগাইয়াছিল। অবশেষে অনতিক্রমণীয় নিয়মবশে গ্রীক ধর্ম্মও জনসমাজকে কিয়ৎপরিমাণে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া তুলিল। গ্রীসে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া একে অন্যের জীবন-পোষণে সাহায্য করিতেছিল। যত দিন ধর্ম্ম রাষ্ট্ররূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল, ততদিন গ্রীকদিগের পুরী-প্রীতি একান্ত প্রবল ছিল। কিন্তু কালে গ্রীক ধর্ম্ম যেমন জাতীয়তার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীন রূপের দিকে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল; উহাতে যেমন আত্মোৎকর্ষের উপযোগী উদার, সার্ব্বভৌমিক ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিল; ভাবুক, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যেমন "উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্," এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র বসুন্ধরাকে জন্মভূমি বলিয়া ভাবিতে শিখিল ; এবং ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনে প্রবেশ করিবার জন্য মুমুক্ষু নরনারীর চিত্ত যত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; গ্রীকদিগের রাষ্ট্রীয় বন্ধনও তেমনি শিথিল এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগও তেমনি মন্দীভূত হইয়া পড়িল। বিশ্ববাসী মানব দেশকালের সীমা মানিতে চাহে না; যাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে, যে সীমার মধ্যে অসীমের, ক্ষুদ্রের মধ্যে ভূমার সন্ধান পাইয়াছে, যে আত্মার শ্রেয়ঃকেই পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিয়াছে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চরণে পরমার্থকে বলি দিতে তাহার কিছুতেই রুচি হয় না। সুতরাং এক অর্থে গ্রীক ধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিই গ্রীক সভ্যতায় দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ আনয়ন করিয়া উহাকে মরণের অন্ধকার পথে লইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমরা গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার বিবরণ সমাপ্ত করিলাম; এক্ষণে মঙ্গলোচ্চারণ করিয়া পাঠকগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিব। কোনও সভ্যতাকে বুঝিতে হইলে নানা দিক্ হইতে তাহার আলোচনা করিতে হয়; বিভিন্ন কষ্টিপাথর দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা না করিলে তাহার গুণাগুণ সম্যক্ নিরূপিত হইতে পারে না। কিন্তু পল্লবিত বিশ্লেষণ ও বিচার করিবার পরেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্রহ্মতত্ত্বের বিকাশই সভ্যতার মহামূল্য পরশমণি। গ্রীক দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ কি প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছিল, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থশেষে মঙ্গলোচ্চারণচ্ছলে ঈশ্বরের স্তুতি কীর্ত্তন করিতে করিতে আবার দেখিব, গ্রীক জাতির চিত্তে এক অনাদ্যনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মহিমা কি উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমরা যে স্তোত্রটী উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা অন্যতম ষ্টোয়িক আচার্য্য ক্লেয়াস্থীসের রচনা। ইনি আনুমানিক ৩০০ হইতে ২২০ সন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথিতনামা সাহিত্যরথী টমাস কার্লাইল তাঁহার এক যৌবন-সুহৃদকে লিখিয়াছিলেন, "ক্লেয়াস্থীসের ঈশ্বর-স্তব হয় তো আরও দুই সহস্র বৎসর প্রচলিত থাকিবে।" (*Early Letters*, Vol. I. p. 185)। আসুন, কর্ম্মক্লান্ত জীবনে, গ্রীক সভ্যতার অনুশীলনরূপ দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনান্তে, অবসর প্রাপ্তির মৃদু আলোকরশ্মি দর্শনে পুলকিত হইয়া, আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে, ক্লেয়াস্থীসের সহিত সমস্বরে, জেয়ুস নামে সমাহূত পরব্রহ্মের এই পরম মনোহর স্তুতি গাহিয়া কৃতার্থ হই।

ক্লেয়াস্থীস-বিরচিত জেয়ুসের স্তোত্র।

"অমরকুলে মহিমায় শ্রেষ্ঠতম, সনাতন ও সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বের আদিকারণ, হে জেয়ুস, তোমার বহু নাম; তুমি কর্ণধার হইয়া নিয়মদ্বারা জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছ; তুমি ধন্য; আমি তোমাকে

আহ্বান করিতেছি। কেন না, মর্ত্ত্য মানবের সকলের পক্ষেই তোমাকে আহ্বান করিবার বিধি আছে; যেহেতু, আমরা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। ধরাতলে যত জীব প্রাণধারণ ও সঞ্চরণ করে, তন্মধ্যে শুধু আমরাই তোমার ধ্বনির প্রতিধ্বনিস্বরূপ। অতএব আমি তোমার বন্দনা গাহিব, এবং চিরদিন তোমার শক্তি কীর্ত্তন করিব। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এই যে বিশ্বভুবন আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে তুমি যে দিকে লইয়া যাইতেছ, তোমার অনুগামী হইয়া তাহা সেই দিকেই গমন করিতেছে, এবং স্বেচ্ছাক্রমে তোমার দ্বারা শাসিত হইতেছে। তোমার দুই অজেয় হস্তে তুমি কি আশ্চর্য্য দ্বিধার, কার্য্যসাধক, আগ্নেয়, চিরজাগ্রত বজ্রই ধারণ করিতেছ! তোমার আঘাতের ভারে বিশ্বের সমুদায় পদার্থ কম্পিত হইতেছে; যে সার্ব্বভৌমিক প্রজ্ঞা জগতে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমি এই আঘাত দ্বারা তাহাকে সরল পথে পরিচালিত করিতেছ; তাহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমগ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে মিশ্রিত করিয়া রাখিতেছে। তুমি সর্ব্বোপরি ব্রহ্মাণ্ডের কি মহীয়ান্ রাজা হইয়াই বিদ্যমান রহিয়াছ! হে দেব, তুমি ছাড়া কি ধরাতলে, কি দূরব্যাপী দিব্য আকাশে, কিংবা সাগরে কোন কর্ম্মই সাধিত হইতে পারে না; কেবল পাপী আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যে পাপ কর্ম্ম করে, তাহাই তোমার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তুমি যাহা অপূর্ণ, তাহাকে পূর্ণ, যাহা বক্র, তাহাকে সরল, এবং যাহা উচ্ছৃঙ্খল ও অসুন্দর, তাহাকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিতে জান; অপিচ যাহা অপ্রিয়, তাহাও তোমার নিকটে প্রিয়। এইরূপে তুমি অধমের সহিত মহৎকে, অমঙ্গলের সহিত মঙ্গলকে মিলিত করিয়া বিশ্বের একত্ব সাধন করিতেছ; সেই জন্যই অনাদ্যনন্ত বিশ্বে একই প্রজ্ঞা বর্ত্তমান। মর্ত্ত্য মানবসমাজে যাহারা পাপিষ্ঠ, সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ এই প্রজ্ঞাকে পরিহার করিয়া দূরে চলিয়া যায়; তাহারা সদা সাধুদিগের ধনের জন্য লালায়িত রহে; যে বিশ্বজনীন নিয়মের অনুসরণ করিয়া তাহারা জ্ঞানবানের ন্যায় উত্তম জীবন যাপন করিতে পারিত, সেই নিয়ম তাহারা দর্শন করে না, শ্রবণও করে না। পরন্তু তাহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এক এক জন এক এক বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে; কেহ বা

বুদ্ধিবিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া মলিন কর্ম্মে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে; কেহ বা নির্লজ্জ হইয়া উদ্দাম শঠতার আশ্রয় লইতেছে; আবার কেহ বা ভোগসুখ ও দৈহিক আরামের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে; সকলেই কোন না কোনও বাসনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে; এবং এইরূপে তাহারা সর্ব্বতোভাবে সজ্জনের বিপরীত হইবার জন্যই প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, কৃষ্ণজলদবিহারী, বজ্রধর জেয়ুস, তুমি মনুষ্যদিগকে দুঃখদায়িনী অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা কর; হে পিতা, তুমি আত্মা হইতে অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া দাও; তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তুমি তো কর্ণধার হইয়া জ্ঞানসাহায্যেই ন্যায়ানুসারে বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছ, আমরা যেন তদ্বিনিময়ে তোমাকে গৌরব অর্পণ করিতে পারি; আমরা যেন অবিরত তোমার ক্রিয়া-কলাপ কীর্ত্তন করি; কারণ, মর্ত্ত্য মানবের পক্ষে ইহাই সুশোভন; যেহেতু, যথারীতি বিশ্বজনীন নিয়মের গুণ গান করা অপেক্ষা দেব ও মনুজের পক্ষে মহত্তর অধিকার আর কিছুই নাই।"

ইতি গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতা

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

১। অধীতব্য গ্রন্থাবলি

২। নির্ঘণ্ট চতুষ্টয়

Bibliography

পুস্তকবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধীতব্য গ্রন্থাবলি

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

Abbott, Evelyn—The Theology and Ethics of Sophocles (in the *Hellenica*).

Adam, James— The Religious Teachers of Greece.

Æschylus— Tragoediae. Edited by A. Sidgwick. (Oxford).

Agamemnon. Text, and Translation by A. W. Verrall.

Plays. Translated in English Verse by E. D. A. Morshead.

Do Do, by Lewis Campbell.

Anthropological Essays presented to E. B. Tylor.

Aristophanes— Comoediae. Edited by F. W. Hall and W. M. Geldart. (Oxford).

Plays. Text, and Translation in English Verse by Rogers.

Do, Translated in English Verse by Various Scholars.

Do, Prose Translation Published by the Athenian Society.

Aristotle— On the Constitution of Athens. English Translation by E. Poste.

Metaphysics. English Translation by Rev. John H. M' Mahon.

Nicomachean Ethics. English Translation by J. E. C. Welldon.

Do Do, by D. P. Chase and J. M. Mitchell.

The Poetics. English Translation by S. H. Butcher.

The Politics. Do, by J. E. C. Welldon.

The Rhetoric. Do Do.

Bacon, Lord—Novum Organum. Edited by Thomas Fowler.

Do, English Translation. (Routledge).

Baynes, Herbert—The Way of the Buddha (The Wisdom of the East Series).

Benn, A. W.—Early Greek Philosophy (Philosophies Ancient and Modern).

Bloomfield, Maurice—The Religion of the Veda.

Introduction to the Hymns of the Atharva Veda. (S. B. E.)

Bradley, Andrew Cecil—Aristotle's Conception of the State (in the *Hellenica*).

Burnet, John—The History of Greek Philosophy from Thales to Aristotle.

Bury, J. B.—A History of Greece.

The Ancient Greek Historians.

Butcher, S. H.—Some Aspects of the Greek Genius.

Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art.

Caird, Edward—Evolution of Theology in the Greek Philosophers.

Cama Memorial Volume.

Campbell, Lewis—Religion in Greek Literature.

Tragic Drama in Æschylus, Sophocles and Shakespeare.

A Companion to Greek Studies, edited by Whibley.

Carus, Paul—The Gospel of Buddha.

Chadwick, H. M.—The Heroic Age.

Church, R. W.—Bacon (E. M. L. Series).

Clement of Alexandria—Exhortation to the Greeks, etc. Text, and Translation by G. W. Butterworth. (Loeb Classical Library).

Collins, Clifton W.—Plato (Ancient Classics for English Readers).
Sophocles (Do).

Collins, W. Lucas—Aristophanes (Do).
Homer : The Iliad (Do).
Homer : The Odyssey (Do).
Thucydides (Do).

Copleston, R. S.—Æschylus (Do).

Coulanges, Fustel De—The Ancient City. Translated by Willard Small.

Cox, Sir George—The Mythology of the Aryan Nations.

Creasy, E.—Fifteen Decisive Victories.

Curtius, Ernst—History of Greece. English Translation by A. E. Ward.

Davidson, Thomas—Aristotle, and the Ancient Educational Ideals.

Davies, James—Hesiod and Theognis (Ancient Classics for English Readers).

Demosthenes—Orationes. Edited by G. Dindorf.
Orations. Translated by C. R. Kennedy.

Dhalla, M. N.—Zoroastrian Theology.

Dickinson, G. L.—The Greek View of Life.

Donaldson, J. W.—The Theatre of the Greeks.

Donne, W. B.—Euripides (Ancient Classics for English Readers).

Dutt, Romesh Chunder—A History of Civilisation in Ancient India.

Eggeling, J.—Introduction to the Satapatha Brahmana. (S. B. E.)

Euripides—Fabulae. Edited by Gilbert Murray. (Oxford).
Plays. Text, and Translation in English Verse by A. S. Way. (Loeb Classical Library).
Ion. Edited by F. A. Paley.
Medea. Edited by M. A. Bayfield.

Encyclopaedia Britannica—Various Articles.

Farnell L. R.—The Cults of the Greek States.
Greece and Babylon.
The Higher Aspects of Greek Religion. (Hibbert Lectures).

Flinders Petrie, W. M.—The Religion of Ancient Egypt (Religions Ancient and Modern).

Frazer, J. G.—The Golden Bough :
1. The Magic Art and the Evolution of Kings.
2. Taboo and the Perils of the Soul.
3. The Dying God.
4. Adonis, Attis, Osiris.
Pausanias's Description of Greece. Translated with a Commentary.

Freeman, K. J.—The Schools of Hellas.

Gardner, E. A.—Ancient Athens.

Gardner, Percy, and Jevons, F. B.—Manual of Greek Antiquities.

Goblet d' Alviella, Count—Lectures on the Evolution of the Idea of God. (Hibbert Lectures).

Gomperz, Theodor—Greek Thinkers. Translated by G. G. Berry.

The Creed of Buddha.

Grant, Sir A.—Xenophon (Ancient Classics for English Readers).

Greenidge, A. H. J.—A Handbook of Greek Constitutional History.

Grote, George—History of Greece.

Plato and the other Companions of Socrates.

Guhl, E. and Koner, W.—The Life of the Greeks and Romans. English Translation by F. Hueffer.

Hall, H. R.—The Ancient History of the Near East.

Harrison, Jane Ellen—Ancient Art and Ritual.

Evolution of Religion (In the Darwin Centenary Volume).

Prolegomena to the Study of Greek Religion.

Religion of Ancient Greece.

Themis.

Hatch, Rev. Dr.—Lectures on the Influence of Greek Ideas and Usages upon the Christian Church. (Hibbert Lectures).

Haug, Martin—Essays on the Religion of the Parsis.

Hegel G. W. F.—Lectures on the History of Philosophy. Translated by E. S. Haldane.

Philosophy of Religion. Translated by Speirs and Sanderson.

Hellenica—Edited by E. Abbott.

Herodotus—Text, with a Commentary by I. W. Blakesley.

Do. Edited by H. R. Dietsch.

English Translation by G. Rawlinson.

Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica. Text, and Translation by H. G. Evelyn-White. (Loeb Classical Library).

Hogarth, D. G.—The Ancient East.

Holm, Adolf—The History of Greece. English Translation.

Homer—The Iliad. Edited by Walter Leaf.
English Translation by A Lang, W. Leaf, and E. Myers.
Do, by T. A. Buckley.
The Odyssey. Edited by Arthur Platt.
Do Do, by Henry Hayman.
English Translation by S. H. Butcher and A. Lang.
The Odyssey and Hymns. Edited by the Rev. T. H. L. Leary.

Jackson, A. V. W.—Zoroaster.

Jebb, R. C.—Greek Literature.
Growth and Influence of Classical Greek Poetry.

Kapadia, S. A.—The Teachings of Zoroaster (The Wisdom of the East Series).

Keane, A. H.—Man Past and Present. Revised and laregly rewritten by A. H. Quiggin and A. C. Haddon.

Lang, Andrew—Myth, Ritual and Religion.

Macaulay, Lord—Essay on Bacon.

Macdonnel, A. A.—A History of Sanskrit Literature.
Vedic Mythology.

Mahaffy, J. P.—Greek Antiquities.
History of Classical Greek Literature.
Social Life in Greece.

Marett, R. T.—Anthropology.

Marvin, F. S.—The Living Past.

Max Muller, F.—Chips from a German Workshop.
Essays.
A History of Ancient Sanskrit Literature.
Introduction to Vedic Hymns. (S. B. E.)
Lectures on the Origin and Growth of Religion. (Hibbert Lectures).
The Six Systems of Indian Philosophy.
Mead, G. R. S.—Apollonious of Tyana.
Mitra, Rajendra Lal—The Indo-Aryans.
Moulton, James Hope—Early Zeoroastrianism. (Hibbert Lectures).
Monroe, Paul—A Brief Course in the History of Education.
Muir, J.—Original Sanskrit Texts.
Murray, Gilbert—Euripides and his Age.
Four Stages of Greek Religion.
A History of Greek Literature.
The Rise of the Greek Epic.
Myers, Ernest—Æschylus (in the *Hellenica*).
Myers, F. W. H.—Greek Oracles (in the *Hellenica*).
Myers, J. L.—Dawn of History.
Greek Lands and the Greek Peoples.
Nettleship, R. L.—Lectures on the Republic of Plato.
The Theory of Education in Plato's Republic (in the *Hellenica*).
Newman, J. H.—University Sketches.
Oldenberg, Hermann—Buddha, his Life, his Doctrine, his Order. English Translation by W. Hoey.
Pater, Walter—Plato and Platonism.
Pausanias—English Translation by J. G. Frazer.
Pinches, T. G.—The Religion of Babylonia and Assyria (Religions Ancient and Modern).
Pindar—Text, and Translation by Sir J. E. Sandys. (Loeb Classical Library).

The Odes of Pindar. Translated into English by E. Myers.

Plato— Opera. Edited by J. Burnet. (Oxford).

Apology of Socrates. Edited by Harold Williamson.

Crito. Edited by C. H. Keene.

Euthyphron. Edited by C. E. Graves.

The Myths of Plato. Translated by J. A. Stewart.

Phaedo. Edited by R. D. Archer-Hind.

Do Do, by Harold Williamson.

The Republic. Translated by Rev. D. J. Vaughan and Rev. J. D. Davies.

Symposium. Translated by P. B. Shelley.

The Dialogues of Plato. Translated into English by B. Jowett.

The Trial and Death of Socrates. Translated into English by F. J. Church.

Plutarch—Lives of Illustrious Men. Translated by John and William Langhorne.

Moralia (Twenty Essays). Translated by Philemon Holland (Everyman's Library).

Do (Complete). Translated by Various Scholars.

Recent Developments in European Thought. Edited by F. S. Marvin.

Renouf, P. Le Page—Lectures on the Religion of Ancient Egypt. (Hibbert Lectures).

Rhys Davids, T. W.—Buddhism.

Early Buddhism (Religions Ancient and Modern).

Lectures on Indian Buddhism. (Hibbert Lectures).

Mrs. Rhys Davids—Buddhism (Home University Library).

Ridgeway, W.—Who were the Dorians? (In the Anthropological Essays presented to E. B. Tylor.)
[The Early Age of Greece.]
Ripley, W. Z.—The Races of Europe.
Ritter et Preller—Historia Philosophiæ Graecæ.
Rockhill, W. Woodville—The Life of the Buddha and the Early History of his Order. Translated from Tibetan Works.
Rouse, W. H. D.—Greek Votive Offerings.
Saint-Hilaire, J. Barthelemy—The Buddha and his Religion. Translated by Laura Ensor.
Sayce, A. H.—Lectures on the Religion of Ancient Assyria and Babylonia. (Hibbert Lectures).
Schlegel, A. W.—Lectures on Dramatic Literature.
Schlegel, F.—Lectures on the Philosophy of History.
Schrader, O.—The Pre-historic Antiquities of the Aryan Peoples. English Translation.
Aryan Religion (in Hastings's Encyclopaedia of Religion and Ethics.)
Smith, W. Robertson—The Religion of the Semites.
Smith, W.—Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography.
Dictionary of Greek and Roman Antiquities.
Sophocles—Text, and Translation by F. Storr. (Loeb Classical Library).
Antigone, Electra, and Other Plays. Edited, with English Translation, by R. C. Jebb.
Ajax and Philoctetes. Edited by Lewis Campbell and Evelyn Abbott.
Stace, W. T.—A Critical History of Greek Philosophy.

Stobaeus, John—Eclogarum Physicarum et Ethicarum Libri Duo. Edited by Thomas Gaisford.

Swayne, G. C.—Herodotus (Ancient Classics for English Readers).

Taylor, A. E.—Plato (Philosophies Ancient and Modern).
Plato's Biography of Socrates.

Taylor, I.—The Origin of the Aryans.

Theocritus—Carmina. Edited by C. Ziegler.
English Translation by Andrew Lang.

Thucydides—Books I and II. Edited by E. C. Marchant.
English Traslation by B. Jowett.

Tylor, E. B.—Primitive Culture.

Ward Fowler, W.—The City-State of the Greeks and Romans.

Weber, Alfred—History of Philosophy. Translated by Frank Thilly.

Xenophon—Opera. Edited by E. C. Marchant. (Oxford).
Memorabilia Socratis. Edited by A. R. Cluer.
Works. Translated by Rev. J. S. Watson.

Zeller, E.—Outline of the History of Greek Philosophy. Translated by Sarah Frances Alleyne and Evelyn Abbott.
Plato and the Older Academy. Translated by S. Frances Alleyne and Alfred Goodwin.
Socrates and the Socratic Schools. Translated by O. J. Reichel.

Zimmern, A. E.—The Greek Commonwealth.

অথর্ব্ববেদ (সায়ণ-ভাষ্য সহ) শঙ্করপণ্ডিত সম্পাদিত। (Bombay.)
ঐ আজমীর সংস্করণ।
Hymns of the Atharva-veda. Translated into English by M. Bloomfield (S. B. E.)
অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য—পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী সম্পাদিত।
উপনিষদ্—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর—মূল ও বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।
উপনিষদাং সমুচ্চয়ঃ—হরিনারায়ণ আপ্তে সম্পাদিত। (Anandasram Series.)
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—Anandasram Series.
ঊনবিংশতি সংহিতা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।
ঋগ্বেদ (সায়ণ-ভাষ্য সহিত)—আচার্য্য মোক্ষ মূলর সম্পাদিত।
ঐ বঙ্গানুবাদ—৺ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত।
ঐতরেয়ব্রাহ্মণ—বোম্বাই সংস্করণ।
ঐ বঙ্গানুবাদ—৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত।
চণ্ডী—মূল ও পদ্যানুবাদ, নবীনচন্দ্র সেন।
চরক সংহিতা—দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত।
ঐ —শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত। (Asiatic Society's Edition).
পুরোহিত দর্পণ—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
ফেলোসিপের লেক্‌চার—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
ভগবদ্গীতা—কৈলাসচন্দ্র সিংহের সংস্করণ।
ঐ —সমন্বয় গীতা ভাষ্য—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।
ভাষাপরিচ্ছেদ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত।
মনুসংহিতা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। (বঙ্গবাসী সংস্করণ।)

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

মহাভারত—বোম্বাই সংস্করণ; বঙ্গবাসী সংস্করণ।

ঐ বঙ্গানুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ঐ ঐ প্রতাপচন্দ্র রায়।

যজ্ঞকথা—৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

যোগবাসিষ্ঠ—বোম্বাই সংস্করণ।

ঐ বঙ্গানুবাদ—চন্দ্রনাথ বসু।

বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শতপথ ব্রাহ্মণ—Weber's Edition.

English Translation by Julius Eggeling,

(S. B. E.)

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—বারাণসী সংস্করণ।

ঐ বঙ্গানুবাদ—৺ সত্যব্রত সামশ্রমী।

সুশ্রুত সংহিতা—মূল ও বঙ্গানুবাদ—কালীপ্রসন্ন কবিশেখর।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ

স্মৃতীনাং সমুচ্চয়:—Anandasrama Series.

—

প্রথম নির্ঘণ্ট

গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বচন

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম

চতুর্থ নির্ঘণ্ট

বিষয়নিচয়

সংশোধিনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২	কেফিসস	কাফিসস
১৭	১০	থৌকিডিড:স	থৌক্যুডিডীস (এইরূপ অন্যত্র)
,,	,,	Thoukidides	Thoukydides
২৯	২৩	এক্লেসিয়া	এক্লীসিয়া
৫৩	৯	ক্যুনোসার্গীস	ক্যুনোসার্গেস
৬৮	১৩	IV	VI
১২৬	১৬	হেফাইষ্টস	হীফাইষ্টস
১৩১	৯	Pratros	Patroos
১৩৫	৮	ম্যুকেনাই	ম্যুকীনাই
১৯৯	২২	গ্রীকারে	গ্রীকেরা
২৫১	২	অফেয়ুস	অর্ফেয়ুস
২৫৬	১	অফেয়ূস	অর্ফেয়ুস
২৫৭	২,৫	পাসেফণী	পার্সেফণী
২৬৮	৭,৮	এরস, এরসের	এরোস, এরোসের
৩১৩	২	কৌষিতকী	কৌষিতকি
৩৫১	৫	আমারা	আমরা
৩৫২	১১	প্রভুর	প্রচুর
৩৭০	২৩	আথোন	আর্থোন
৩৮০	১২	বিলাপ	বিলোপ
২৮৮	৮	বীত্তশিয়া	বীওশিয়া
৫০০	৯	করিতেছে	করিতেছ